অপরাধ বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

2156
12.3.70

অপরাধ-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

এম, এস্‌-সি, ডি-ফিল্

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

পাঁচ টাকা

S.C.E.R.T. West Bengal
Date 12-3-70
Acc. No. 2156
364
GHO V6

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র—১৩৬৮

কলিকাতা মহানগরীর নগরপাল

সুপণ্ডিত

শ্রীযুত হরিসাধন ঘোষচৌধুরী, I.P.; J.P.

মহোদয়কে

শ্রদ্ধার সহিত—

অপরাধ-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ খণ্ড

অপরাধ-নির্ণয়

পুস্তকের পূর্বতন খণ্ডগুলিতে মানুষ কতো প্রকার অপরাধ করে, তা তারা কেন ও কিরূপে করে, তাদের বৈজ্ঞানিক কারণ কি, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে—কিন্তু অপরাধী অপরাধ করলে উহা কিরূপে নির্ণয় এবং নিরোধ করা যেতে পারে তা বলা হয় নি। বর্তমান খণ্ডে অপরাধ-নির্ণয় এবং অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

রাষ্ট্র মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয় করা। ইংরাজিতে এদের যথাক্রমে বলা হয় 'প্রিভেন্সন্ অব ক্রাইম্' এবং 'ডিটেক্সন্ অব ক্রাইম্।' এই উভয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্র শান্তিরক্ষী বা আরক্ষদল পোষণ করে থাকেন। এই আরক্ষ-বাহিনীর ইতিহাস এবং গঠন সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো। দেশের শান্তি রক্ষার জন্য অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয়, এই উভয়বিধ ব্যবস্থারই প্রয়োজন আছে। আপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। এক্ষণে অপরাধ-নির্ণয় সম্বন্ধে বলা যাক। অপরাধ-নির্ণয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধানত চারিটি, যথা :—

(১) প্রকৃতপক্ষে কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি'না, তা অবগত হওয়া, কারণ কাউকে ফাঁসাবার বা ফাঁকি দেবার জন্য মিথ্যা মামলা রুজু করা সম্ভব।

(২) কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে, কে বা কারা ঐ অপরাধ সংঘটিত করলো এবং অপরাধ প্রকৃতপক্ষে কোথায়, কোন সময়ে, কি উদ্দেশ্যে, কি উপায়ে এবং কিরূপ যন্ত্র বা অস্ত্রের সাহায্যে সমাধা হলো তা নির্ণয় করা।

(৩) অপরাধীদের দ্বারা কোনও দ্রব্য অপহৃত হলে খানা-তল্লাস বা অন্য কোনও উপায়ে ঐ দ্রব্য উদ্ধার করে তাদের যথার্থ মালিকদের তা প্রত্যর্পণ করা। হত্যা অপরাধের পর বহুস্থলে মৃতদেহ বা লাস অন্যত্র পাচার করে দেওয়া হয়েছে। এইরূপ ঘটনা ঘটলে ঐ মৃতদেহ বা লাস উদ্ধার করা রক্ষীদের অপর এক কর্তব্য।

(৪) অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাক্ষী সাবুত সংগ্রহ করা এবং তাকে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণসহ আদালতে পেশ করা, যাতে বিচারকদের পক্ষে তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া সম্ভব হবে।

উপরোক্তরূপ কয়টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শান্তিরক্ষিগণ অপরাধ-নির্ণয়ের কার্য করে থাকেন। ইহা অনুসন্ধান এবং তথ্য-তল্লাস বা তদন্ত দ্বারা করা হয়ে থাকে। ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয় ইন্‌ভেসটিগেশন্ অব ক্রাইম। পৃথিবীতে অপরাধ বহু প্রকারের আছে। এক এক প্রকার অপরাধের তদন্ত এক এক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। এই বিভিন্নরূপ তদন্ত পদ্ধতিকে বলা হয় তদন্তের উপ-প্রণালী, কিন্তু উহাদের মূল প্রণালী বা পদ্ধতি একই প্রকারের হয়ে থাকে।

[তদন্তের কারণে অপরাধ সমূহকে আমরা কয়েকটি মূল বিভাগে

বিভক্ত করে থাকি, যথা,—সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ চুরি, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ খুন, জখম ইত্যাদি। উভয়ের বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধে তদন্ত দ্বারা কেবল মাত্র অপরাধী ব্যক্তি বা আততায়ীকে পাকড়াও করে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যসাবুদ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। অপর দিকে বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধে ঐরূপ তদন্ত দ্বারা অপরাধী ব্যক্তির সহিত অপহৃত দ্রব্যাদিরও সন্ধান করার প্রয়োজন। অনুরূপ ভাবে উভয়ের বিরুদ্ধে অপরাধে আততায়ী ব্যক্তির সহিত অপহৃত দ্রব্যও উদ্ধার করতে তদন্তকারিগণ বাধ্য। এমন কি 'বস্তুর বিরুদ্ধে' অপরাধের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার অপরাধের তদন্তের জন্যও বিভিন্ন প্রকার উপ-পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। চুরি অপরাধের তদন্ত যে পদ্ধতিতে করা হয়, হুবহু সেই পদ্ধতিতে বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রবঞ্চনা অপরাধের তদন্ত করা হয় না। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ এবং নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অপরাধের তদন্তেও বিভিন্নরূপ উপ-প্রণালী গৃহীত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—আবগারী, দ্যুতক্রীড়া, নারী ব্যবসায়, চোরাকারবারি বা কালোবাজারের অপরাধের কথা বলা যেতে পারে। এই সকল অপরাধের তদন্ত বিভিন্নরূপ উপ-প্রণালীর পথে পরিচালিত হলেও তদন্তের এই বিভিন্ন রূপ উপ-প্রণালীর মধ্যে যেটুকু পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তা সামান্যই। তাদের তদন্তের মূল প্রণালী থাকে একইরূপ। তদন্তের এই বিভিন্ন প্রণালী এবং উপ-প্রণালীর সহিত একই বৃক্ষের কাণ্ড এবং উহার শাখা ও উপশাখার তুলনা করা চলে।

অপরাধ-তদন্তের এই বিভিন্ন রূপ উপপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা পুস্তকের পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করবো। এক্ষণে মাত্র অপ-তদন্তের মূল পদ্ধতি বা মূল প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অপরাধের

মূল তদন্ত প্রণালী নিম্নোক্ত রূপ কয়টি বিভাগে বিভক্ত। নিম্নের তালিকাটি অনুধাবন করলে বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝা যাবে :

অপরাধ-তদন্ত
- সহজ-তদন্ত
- দুরূহ তদন্ত
  - প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্ত
  - বিপরীত বা পরোক্ষ-তদন্ত

প্রথমে সহজ তদন্ত সম্বন্ধে বলা যাক। কোনও অপরাধী যদি সাক্ষীসাবুদ সহ অকুস্থল বা ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ে তা'হলে তদন্ত কার্য দুরূহ প্রতীত হয় না। বহুক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বকীয় চেষ্টায় বা পুলিশের সাহায্যে প্রামাণ্য বা অপহৃত-দ্রব্য সহ অপরাধীকে অকুস্থলে বা পলায়নের সময় গ্রেপ্তার করেছে। এইরূপ ধৃতিকরণকে বা গ্রেপ্তারকে বলা হয় হাতে-নাতে ধরা বা রেড্-হ্যাণ্ডেড্ অ্যারেস্ট। এইরূপ অবস্থায় তদন্ত কার্য অতীব সহজ। সাক্ষীসাবুদদের অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি গ্রহণ, অপরাধীকে অপহৃত-দ্রব্য এবং সিঁদকাটি প্রভৃতি প্রামাণ্য দ্রব্য সহ কোতোয়ালীতে আনয়ন এবং স্মারক-লিপি বা ডায়েরি লিখন ব্যতীত কারও অন্য কিছু করবারও থাকে না। এই জন্য এইরূপ তদন্তকে সহজ-তদন্ত বলা হয়। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে ১নং অপরাধী তাহার কোনও সহচর—২নং অপরাধীর (co-accused) মারফৎ ঘটনাস্থল হতে অপহৃত বা প্রামাণ্য দ্রব্য গ্রেপ্তারের পূর্বেই পাচার করে দিয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে অপহৃত বা প্রামাণ্য দ্রব্যের উদ্ধারের জন্য কিংবা ঐ পলাতক (absconding) সহচর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ধৃতিকৃত

অপরাধীর (arrested accused) নিকট হতে একটি স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি গ্রহণ বা আদায়ের প্রয়োজন হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অকুস্থলে সংগৃহীত প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হতে ঐ পলাতক সহ-অপরাধীর আকৃতি এবং অন্যান্য বিবরণী জেনে নিয়ে খোঁজ-খবর দ্বারা বা গুপ্তচরের সাহায্যে ঐ পলাতক দুই নম্বর আসামীকেও খুঁজে বার করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সহজ-তদন্ত দুরূহ-তদন্তের ন্যায় অতো কষ্টসাধ্য হয় না। কারণ যেটুকু সাক্ষ্য-প্রমাণ অকুস্থলে পাওয়া যায়, তারই সাহায্যে অন্তত ধৃতিকৃত অপরাধীর অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হবে। কিন্তু দুরূহ-তদন্তের সমাধান অতো সহজসাধ্য হয় না।

সহজ তদন্ত সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার দুরূহ-তদন্ত সম্বন্ধে বলবো। অপরাধের পর অপরাধী যদি প্রামাণ্য বা অপহৃত দ্রব্য সহ অকুস্থল হতে একবার সরে পড়তে পারে এবং তার নাম ধাম ঠিকানা যদি জানা না থাকে কিংবা সে যদি অকুস্থল হতে অলক্ষ্যে সরে পড়তে পারে, তা'হলে এইরূপ অপরাধের তদন্তকে বলা হবে দুরূহ-তদন্ত এবং এই সকল অপরাধকে বলা হবে দুরূহ-অপরাধ। দুরূহ-তদন্তের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে, কত প্রকার দুরূহ-অপরাধ আছে তা বুঝা প্রয়োজন। দুরূহ-অপরাধ সাধারণত নিম্নোক্ত রূপ কয় প্রকারের হয়ে থাকে, যথা :—

(১) যে ক্ষেত্রে অপরাধী অপরাধের পর অলক্ষ্যে ঘটনাস্থল হতে অপহৃত দ্রব্য সহ বা উহা ব্যতিরেকে সরে পড়তে পেরেছে। অর্থাৎ কে বা কারা এই অপরাধ করলো তা আদপেই বুঝা গেলো না।

(২) যে ক্ষেত্রে অপরাধীকে পলায়নের সময় অকুস্থলে বা সন্নিহিত কোনও স্থানে দেখা যাওয়ায় তার বা তাদের আকৃতি এবং কার্যকরণ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানা গিয়েছে ; কিন্তু তাদের নাম ধাম বাসস্থান সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি।

(৩) যে ক্ষেত্রে অপরাধী অকুস্থল হতে দুষ্কার্যের পর অপহৃত দ্রব্য সহ সরে পড়তে পারলেও কে বা কারা ঐ অপরাধ করেছে তা অনুমান বা সন্দেহ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনও এক ব্যক্তি অকুস্থলে এসেছিল এবং তার কিছুক্ষণ পরে সে চলে গেল এবং তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল যে কোনও এক দ্রব্য অকুস্থল হতে অপহৃত হয়েছে। কিংবা কোনও এক ব্যক্তিকে অকুস্থলের নিকট সন্দেহজনক ভাবে ঘুরা-ফিরা করতে দেখা গিয়েছিল এবং তার কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল কোনও এক অপরাধ-মূলক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গিয়েছে। হত্যা অপরাধের এবং উইল বা দলিল চুরির ব্যাপারে, এই ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষীয় ব্যক্তি কিংবা শরীক ও অংশীদারদের সন্দেহ করা হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে নারী বা বালিকা অপহরণের ব্যাপারে প্রণয়-প্রার্থী বা অনুরূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বা পাড়া-পড়শীদের তাদের অপহারক রূপে সন্দেহ করা হয়ে থাকে।

(৪) যে স্থলে অপরাধীরা বামাল সহ কিংবা উহা ব্যতিরেকে সরে পড়তে পারলেও এমন সব প্রামাণ্য দ্রব্য বা প্রামাণ্য চিহ্ন অকুস্থলে ফেলে রেখে গিয়েছে, যাতে করে কে বা কারা, বা কোন দল কর্তৃক ঐ অপরাধ সংঘটিত হলো তা অকুস্থল পরিদর্শন দ্বারা অচিরে, কিংবা পরবর্তী তদন্ত এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর বুঝা বা জানা যায়, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনও রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি তাদের বর্তমান পেশা বা বাসস্থান সম্বন্ধেও কেউ ওয়াকিবহাল থাকে না।

এই দুরূহ-তদন্ত দুইটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে, যথা—(১) প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্ত এবং (২) পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত।

প্রথমে প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্ত সম্বন্ধে বলা যাক। প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্ত রক্ষিগণ ঘটনাস্থল বা অকুস্থল হতে শুরু করে থাকেন।

অকুস্থলে পরিদৃষ্ট এবং সংগৃহীত প্রামাণ্য চিহ্ন ও প্রামাণ্য দ্রব্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণীর সাহায্যে রক্ষিগণ প্রথমে অপরাধীর অনুসন্ধান করেন এবং পরে তাদের সম্ভাব্য ডেরা সমূহে হানা দিয়ে বা তথ্যতল্লাস দ্বারা বা গোয়েন্দাদের সাহায্যে খবর করে তাদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হন। এইরূপ তদন্ত দ্বারা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে তার নিকট হতে একটি বিবৃতি গ্রহণ বা আদায় করা হয়ে থাকে এবং এর পর এই বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এরা অপহৃত দ্রব্য বা প্রামাণ্য দ্রব্য-সমূহ উদ্ধার করে থাকেন। এই সকল অপহৃত দ্রব্য অপরাধীরা প্রায়শ ক্ষেত্রে নিজেদের হেপাজতে রাখে নি। ঐ সকল দ্রব্য তারা কোনও না কোনও এক বামাল গ্রাহকের নিকট গচ্ছিত রাখে, কিংবা তা তাদের নিকট বিক্রয় করে আসে। এইরূপ অবস্থায় শান্তিরক্ষিগণ ঐ বামাল গ্রাহককে গ্রেপ্তার করে তার নিকট হতে ঐ অপহৃত দ্রব্য-সমূহ উদ্ধার করে থাকেন; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্তের ব্যাপারে শান্তিরক্ষিগণ অকুস্থলে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য বা ডেটার সাহায্যে ধাপে ধাপে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকেন।

প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্ত সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত সম্বন্ধে বলা যাক। এই পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত অকুস্থল বা ঘটনাস্থল হতে শুরু করা হয় না। যে স্থলে ঐ অপহৃত দ্রব্যসমূহ রক্ষিত বা গচ্ছিত আছে বা যেস্থলে উহা বিক্রয় করা হয়েছে, সেই সকল স্থান হতে এই তদন্ত শুরু করা হয়ে থাকে। এইরূপ তদন্তের ব্যাপারে প্রথমে জাল-ক্রেতা বা গুপ্তচরের সাহায্যে খোঁজ-খবর দ্বারা অপহৃত দ্রব্যের অবস্থানের সন্ধান নেওয়া হয়ে থাকে। এবং এর পর থানা-তল্লাসী বা অন্য কোনও উপায়ে ঐ অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করে তার গ্রাহক বা ক্রেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির নিকট এই

অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই দ্রব্য কে বা কারা তার নিকট গচ্ছিত রেখেছে বা বিক্রয় করেছে। এই বিষয়ে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ না দিতে পারলে ধরে নেওয়া হয় যে ঐ ব্যক্তিই ঐ দ্রব্যের প্রকৃত অপহারক বা বামাল গ্রাহক। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি যার নিকট হতে ঐ অপহৃত দ্রব্য সে প্রাপ্ত হয়েছে, তার নাম ধাম বলে দিতে পারে বা তাকে সে দেখিয়ে দিতে পারে তা হলে রক্ষিগণ ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে এই অপহৃত দ্রব্য একাধিক ব্যক্তি বা বামাল গ্রাহকের হাত ঘুরে বহুদূরে নীত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে রক্ষিগণ প্রথম ব্যক্তির নিকট হতে দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট হতে তৃতীয় ব্যক্তির বা ততোধিক ব্যক্তির নাম ধাম জেনে, তাদের একজনকে দিয়ে অপর জনকে সনাক্ত করিয়ে পরিশেষে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। এর পর ঐ প্রকৃত অপরাধীর নিকট হতে অপরাধ সম্বন্ধীয় একটি বিবৃতি বা স্বীকৃতি গ্রহণ বা আদায় করা হয়ে থাকে। বহুক্ষেত্রে ঐ প্রকৃত অপরাধী স্বয়ং রক্ষিগণকে অকুস্থল বা ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রমাণের সৃষ্টি করেছে। সকল ক্ষেত্রেই যে ঐ অপরাধিগণ নিজেরাই রক্ষিগণকে অকুস্থল বা ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছে তা নয় বরং বহুক্ষেত্রে তারা স্বীকারোক্তি করতেও অস্বীকার করেছে। বহুক্ষেত্রে রক্ষিগণ পূর্ব হ'তে ঐ অপরাধের সংঘটন সম্বন্ধে অবহিত থাকায় তারা গ্রেপ্তারের পর হেপাজতি আসামীকে ঐ অপহৃত দ্রব্যসহ অকুস্থলে নিয়ে গিয়েছেন। অকুস্থলে বা ঘটনাস্থলে যদি কোনও প্রত্যক্ষদর্শী থেকে থাকে, তা'হলে এই সুযোগে তারা ঐ অপরাধীকে সরাসরি সনাক্তও করে দিতে পারে। এই সময় ফরিয়াদী বা অপহৃত দ্রব্যের মালিকগণ ঐ সকল অপহৃত দ্রব্যও অপহৃত-দ্রব্যরূপে সনাক্ত করে থাকেন।

[কিন্তু অপরাধিগণ ফরিয়াদী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের পূর্ব পরিচিত না হলে 'অপরাধীদের সরাসরি সনাক্ত করার সুযোগ' তাদের প্রদান করার নিয়ম নেই। এ অবস্থায় মিছিল সনাক্তিকরণের রীতি আছে। ইংরাজিতে ইহাকে টেস্ট্ আইডেনটিফিকেশন্ প্যারেড্ বলা হয়। শান্তি-রক্ষিগণ এই সম্বন্ধে আইনানুযায়ী এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এই মিছিল সনাক্তিকরণ প্রথা এবং তার কার্যকরণ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হবে।]

এই ভাবে আমরা দেখতে পাবো যে পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্তের ব্যাপারে পশ্চাদগামী-তদন্তের দ্বারা প্রথমে অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার এবং তার পর অপরাধী বা অপহারককে গ্রেপ্তার করে রক্ষিগণ অকুস্থলে উপনীত হয়ে থাকেন। এইজন্য এই বিশেষ তদন্তকে বলা হয়ে থাকে পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত।

বহুক্ষেত্রে এই পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত ন্যূনাধিক বক্রাকারও ধারণ করে থাকে। কেউ কেউ এইরূপ তদন্তকে বলে থাকেন মিশ্র-তদন্ত। এই বিশেষ ক্ষেত্রে গুপ্তচরের সাহায্যে তথ্যতল্লাস করে প্রথমে মাত্র অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু অপহৃত দ্রব্য তখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে * কোন্ স্থান হতে ঐ দ্রব্যসমূহ অপহৃত হয়েছে, তাও জানা যায় নি। এইরূপ ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষিগণ এই অপরাধীদের নিকট হতে একটি বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি গ্রহণ বা আদায় করে থাকেন। এই স্বীকারোক্তি হতে রক্ষিগণ একদিকে ঐ অপহৃত দ্রব্য কার নিকট রক্ষিত বা বিক্রীত

---

* এই ক্ষেত্রে গুপ্তচর মারফৎ মাত্র জানা গিয়েছে যে, অমুক ব্যক্তি কোনও এক স্থান হতে অমুক দ্রব্য চুরি করে কোনও এক ব্যক্তির নিকট তা বিক্রয় করেছে।

হয়েছে এবং অপরদিকে উহা কোন্ স্থান হতে বা কার নিকট হতে অপহৃত হয়েছে তা অবগত হয়ে থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রে অপরাধিগণ রক্ষিগণকে নিজে বামাল গ্রাহকদের গৃহে এবং ঘটনাস্থলে বা অকুস্থলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য প্রমাণ তৈরি করে দিয়েছে।

এই ক্ষেত্রে পরোক্ষ-তদন্ত অপরাধীদের ধৃতিকরণ হতে শুরু করা হয়েছে এবং পরে উহা দ্বিমুখী-তদন্ত দ্বারা অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার বা বামাল গ্রাহকের গ্রেপ্তার এবং তৎসহ মামলার ফরিয়াদী আবিষ্কারে এসে শেষ হয়েছে।

[সকল সময়ই যে খোঁজ-খবর করে বা অপরাধীদের সম্ভাব্য স্থানে হানা দিয়ে এই অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা নয়। বহু স্থলে তাদের সন্দেহক্রমে কোনও গৃহে, শকটাদির ভিতর বা রাজপথে বামাল সহ পাহারাদার বা টহলদার রক্ষিগণ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

এই সকল অপরাধিগণ সকল সময়েই পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করে তাদের অকুস্থল বা ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষিগণ ঐ সকল অপহৃত দ্রব্যের মালিকদের নিজেরাই খুঁজে বার করে থাকেন। এইরূপ এক দ্রব্য কোন স্থান হতে অপহৃত হয়েছে তা পূর্ব হতেই অবগত থাকায় রক্ষিগণ বিভিন্ন মামলার ফরিয়াদীদের ডাকিয়ে এনে ঐ সকল দ্রব্য সনাক্তকরণের বন্দোবস্ত করে থাকেন। কখনও কখনও বেতার-যন্ত্র ও সংবাদপত্রের সাহায্যেও মালিকদের ঐ সকল দ্রব্যাদির সনাক্তিকরণের জন্য আহ্বান করা হয়ে থাকে। এমন বহু ফরিয়াদী আছেন যাঁরা তাঁদের দ্রব্যাদি অপহৃত হলেও থানায় কোনও এজাহার দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি, কারণ তাঁদের বিশ্বাস হারানো

দ্রব্য তাঁরা কদাচ ফিরে পাবেন না। এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র বা বেতার-যন্ত্র মারফৎ ঐ দ্রব্যাদির উদ্ধার সম্বন্ধে অবগত হয়ে থানায় এসে তাঁদের সনাক্তিকরণ করে গিয়েছেন।]

সাধারণত প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্ত দ্বারা অপরাধ-নির্ণয়ে অপারক হলে রক্ষিগণ পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্তের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলে বা সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব ঘটলে বিপরীত-তদন্তের প্রয়োজন সর্বাধিক। পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্তের সুবিধার জন্য রক্ষিগণ বহু বেতনভুক গোয়েন্দা বা গুপ্তচর নিযুক্ত করে থাকেন। এই সকল গোয়েন্দাদের বলা হয়ে থাকে, কে বা কারা এই অপরাধ করেছে এবং কোথায় বা অপহৃত দ্রব্যসমূহ তারা পাচার করেছে তা খুঁজে বার করতে। এই সকল গোয়েন্দাদের অনেকে নিজেরাই এককালে অপরাধী ছিল। এদের কেউ কেউ তখন পর্যন্তও সুযোগ সুবিধা মত অপরাধ যে না করে তা'ও নয়। এই সকল কারণে সাধারণ অপরাধী মহলে তাদের নিবিড় ভাবে মেলামেশার সুযোগ ও সুবিধা থাকে। এইরূপে বিভিন্ন অপরাধী মহল হতে তারা কে বা কারা ঐ দিন ঐ অপরাধ করেছে তা নানা উপায়ে জেনে নিতে পারে। এ ছাড়া এই সকল ব্যক্তি বহু বামাল গ্রাহকদের সহিতও বিভিন্ন সূত্রে পরিচিত। কোনও এক অপহৃত দ্রব্য এদের কাছে কেউ বিক্রয় করেছে বা গচ্ছিত রেখেছে তা কোনও সুবাদে জানতে পারলে তারা এই সম্বন্ধে রক্ষী সমীপে সংবাদ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া রক্ষীদের নিযুক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, কখনও কখনও রক্ষীরা নিজেরাও জাল ক্রেতা সেজে বামাল গ্রাহকদের দোকানে বা গৃহে এই উদ্দেশ্যে আনাগোনা করে থাকেন। এই বিশেষ উপায়ে অপরাধী ও অপহৃত দ্রব্যের সন্ধানকে বলা হয় ট্র্যাপিঙ বা ফাঁদ-কল। এই সকল জাল-ক্রেতাগণ স্বয়ং বা দালাল মারফৎ ঐ

অপহৃত দ্রব্যের অনুরূপ দ্রব্যসমূহ ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করে উহা প্রথমে সন্দর্শন করেন। অপহৃত দ্রব্যসমূহের অনুরূপ চিহ্ন যুক্ত দ্রব্য দেখা মাত্র রক্ষিগণ উহা মালিকদের দ্বারা সনাক্তিকরণের জন্য তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে থাকেন। এই ট্র্যাপিঙ বা ফাঁদ-কল সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

এই উভয় প্রকার তদন্তের সহিত কোনও এক সিঁড়ি বা তার ধাপ সমূহের সহিত তুলনা করা চলে। প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্ত দ্বারা রক্ষিগণ ঘটনাস্থল হতে ধাপে ধাপে সিঁড়ির উপরিদেশে উঠে প্রথমে অপরাধী এবং পরে বামাল-গ্রাহক ও অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান করে থাকেন। অপর দিকে পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্তে এই সিঁড়ির উপরিদেশ হতে নিম্নের দিকে ধাপে ধাপে নেমে এসে, পশ্চাদগামী তদন্ত দ্বারা প্রথমে অপহৃত দ্রব্য বা বামাল গ্রাহকের সন্ধান করে রক্ষিগণ তার মধ্য পথে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেন এবং পরিশেষে তাঁরা সিঁড়ির সর্বনিম্ন ধাপ অর্থাৎ অকুস্থলে এসে পৌছে থাকেন। কখনও কখনও রক্ষিগণ ঐ সিঁড়ির মধ্যস্থল বা চাতাল হতে বিপরীত তদন্ত শুরু করে তার উভয় দিকে অর্থাৎ উর্ধ্বে ও নিম্নে উঠা-নামা করে থাকেন। অর্থাৎ প্রথমে প্রকৃত অপরাধীকে সিঁড়ির মধ্যস্থলে পাকড়াও করে উপরের দিকে উঠে বামাল-গ্রাহক এবং অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান করেন এবং পরে নিম্নে নেমে ঘটনাস্থলে বা অকুস্থলে এসে পৌছে থাকেন।

এই সোপান বা সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের সহিত তদন্ত-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কার্যের তুলনা করা চলে। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্ত এবং পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত, এই উভয়বিধ তদন্তের করণীয় কার্যগুলি থাকে একই ; প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ-তদন্তে যে কার্যগুলি প্রথমে করা হয়ে

থাকে, পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্তে সেই কার্যগুলিই করা হয়ে থাকে পরিশেষে বা শেষের দিকে। এই উভয়বিধ তদন্ত ব্যপদেশে যে সকল কার্য করা হয়ে থাকে তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল। এই তালিকাটি হতে তদন্ত সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বুঝা যাবে।

(১) অপরাধ সম্বন্ধীয় সংবাদ গ্রহণ এবং সংগ্রহ, (২) অকুস্থলে বা ঘটনাস্থলে গমন, (৩) অকুস্থল বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন, (৪) প্রামাণ্য চিহ্ন এবং প্রামাণ্য দ্রব্য সংগ্রহ এবং তাদের সংরক্ষণ, (৫) সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি গ্রহণ, (৬) অপরাধীদের ধৃতিকরণ বা গ্রেপ্তার, (৭) আসামীদের নিকট হতে বিবৃতি এবং স্বীকৃতি গ্রহণ বা আদায়, (৮) অনুসরণ বা ফলো করা, (৯) ওয়াচ করা বা নজর রাখা, (১০) ট্র্যাপিঙ বা ফাঁদে ফেলা, (১১) অপহৃত এবং প্রামাণ্য দ্রব্য উদ্ধার, (১২) থানা-তল্লাসী বা হাউস-সার্চ, (১৩) অপহৃত দ্রব্যের এবং অপরাধীদের সনাক্তিকরণ, (১৪) সংগৃহীত প্রামাণ্য দ্রব্য ও চিহ্নাদির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, (১৫) অপরাধ সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং অনুসন্ধান, (১৬) অপরাধের সূত্র, তথ্য এবং প্রমাণ সংগ্রহ, (১৭) গোয়েন্দা বা গুপ্তচর নিয়োগ, (১৮) স্মারক-লিপি বা ডায়েরি লিখন, (১৯) আসামীদের আদালতে সোপর্দীকরণ বা প্রসিকিউশন ইত্যাদি।

উপরোক্ত তদন্ত সম্বন্ধীয় প্রতিটি করণীয় কার্য প্রয়োজন বোধে সম্মুখ এবং বিপরীত এই উভয়বিধ তদন্তেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে; কিন্তু তাদের কয়েকটি করণীয় কার্য বিপরীত তদন্তের ব্যাপারে বিশেষরূপে প্রযোজ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোয়েন্দা বা গুপ্তচর নিয়োগ, ট্র্যাপিঙ বা ফাঁদে-ফেলা, অনুসরণ বা ফলো করা এবং ওয়াচ করা বা নজর রাখার কথা বলা যেতে পারে। এই সকল অপরাধ-তদন্ত সম্বন্ধীয় প্রতিটি করণীয় কার্য সম্বন্ধে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

অপতদন্ত—অকুস্থল গমন

কোনও এক সাংঘাতিক অপরাধ কোনও এক স্থানে ঘটেছে এইরূপ কোনও সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষিগণ আইনানুযায়ী যথাসত্বর অকুস্থলে গমন করে সরজমিন তদন্ত করতে বাধ্য। এই সকল সংবাদ যে সকল সময় ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট অপর কোনও ব্যক্তি কোতোয়ালীতে এসে প্রদান করেন তা'ও নয়। বহুক্ষেত্রে অন্য কোনও সূত্র হতে বা গোয়েন্দা প্রভৃতির মুখে রক্ষিগণ অপরাধ সংঘটনের সংবাদ পেয়ে থাকেন। হত্যা প্রভৃতি এমন বহু মামলা আছে, যেখানে অপরাধীর আপন জনেরা ঐ অপরাধ চেপে ফেলবার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভ্রাতৃহত্যা বা স্বজনহত্যার কথা বলা যেতে পারে। এইক্ষেত্রে পিতামাতা বা স্বজনগণ বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হলেও অপর ভ্রাতাটিকে অপত্য বা স্বজন-প্রীতি বশত বাঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করে থাকেন। কখনও কখনও অলসতার কিংবা নিরপেক্ষতা বা নির্লিপ্ততার কারণে কিংবা বেপরোয়া অপরাধীদের ভয়ে বহু নাগরিক রক্ষী সমীপে ঐরূপ কোনও সংবাদ প্রদান করেন না। বহু ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্যের মূল্য এবং ঘটনার গুরুত্ব সামান্য হলে থানায় এসে এই অপরাধ সম্বন্ধে কোনও এজাহার দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। বহুক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারিগণ তাঁদের সম্পত্তি যে অপহৃত হয়েছে বা তাঁদের বিরুদ্ধে অপর কোনও এক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেই সম্বন্ধে নিজেরাই অবগত হতে পারেন নি। এই শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য।

"অমুক স্ট্রিটের নিকট এক গলির ভিতর আমাদের একটি বড়ো গুদাম আছে। এই গুদামে কিছুকাল যাবৎ বহু বস্তা কাপড়

গুদামজাত করা ছিল। এই গুদামের লৌহ কপাট শক্ত ভারি তালা দ্বারা বন্ধ রাখা ছিল, এবং আমাদের লোক মধ্যে মধ্যে উহা পরিদর্শনও করে এসেছে। এই দিন বৈকালে অমুক থানার ইন্‌সপেক্টার এসে আমাকে জানালো যে তারা কাপড়ের বহু গাঁট সমেত এক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এই অপরাধী স্বীকারোক্তি করেছে যে তারা আমাদের গুদামের ছাদ ফুটা করে দড়ির সাহায্যে কিছুকাল যাবৎ একটি একটি করে কাপড়ের গাঁট সমূহ সরিয়ে নিয়েছে। এই দিন হাতগাড়ি করে একটি গাঁট পাচার করার সময় পুলিশ সন্দেহক্রমে ঐ গাঁট সমেত তাকে ধরে ফেলেছে। পূর্বেকার এইরূপ চুরি সম্বন্ধে না'কি কোনও গুপ্তচর পুলিশকে প্রথমে সংবাদ দেয় এবং ঐ সংবাদ অনুযায়ী বেউর্দি পুলিশ ঐ স্থানে ওয়াচ বা নজর রাখায় অপহৃত দ্রব্য সমেত ঐ আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। এর পর আমি অকুস্থলে গিয়ে দেখি যে ঘটনাসমূহ সত্যই।"

এমন বহু গ্রাম আছে, যেখানে কোনও হত্যা বা অন্য কোনও সাংঘাতিক অপরাধ সমাধিত হলেও, গ্রামবাসীদের একতার কারণে তার সংবাদ রক্ষী মহলে পৌঁছুতে পারে নি। এমন কি রক্ষিগণ শত চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের নিকট হতে তার বিন্দুমাত্র সংবাদই সংগ্রহ করতে পারে নি। একমাত্র গুপ্তচরের সাহায্যে বিপরীত তদন্ত দ্বারা তাঁরা ঐ সকল হত্যার মামলার কিনারা করতে পেরেছেন। কেউ কেউ বলবেন, ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নিজেরা যা চান নি, তার জন্য রক্ষিগণেরই বা মাথা-ব্যথার প্রয়োজন কি? কিন্তু শাসনতান্ত্রিক কারণে তার প্রয়োজন সর্বাধিক। প্রারম্ভেই অপরাধীদের দ্বারা সমাধিত অপরাধ সমূহ প্রদমিত না হলে অপরাধীদের বুক ব'লে যায় এবং অপরাধের সংখ্যা অসম্ভব রূপে বেড়ে যায়;

জনসাধারণ এবং তৎসহ রক্ষিগণ বিব্রত হয়ে উঠেন এবং শাসন-ব্যবস্থাও এ জন্য অচিরে ভেঙে পড়ে। এই কারণে রক্ষিগণ স্বকীয় চেষ্টায় অহরহ অপরাধ সংঘটনের সংবাদ সমূহ বিভিন্ন মহল হতে সংগ্রহ করে থাকেন। এইরূপ সংবাদপ্রাপ্তি এবং তার লিপিবদ্ধ-করণকে যথাক্রমে বলা হয় 'সংবাদ গ্রহণ' এবং 'সংবাদ সংগ্রহ'। 'সংবাদ গ্রহণ' পরিভাষাটি প্রত্যক্ষ বা সম্মুখ তদন্তের ব্যাপারে এবং 'সংবাদ সংগ্রহ' পরিভাষাটি পরোক্ষ বিপরীত তদন্তের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

[অপরাধ সম্বন্ধীয় কোনও সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র কোতোয়ালীর নির্দিষ্ট নথিপত্রে উহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার রীতি আছে। কোনও বাহিরের লোকের নিকট হতে ঐরূপ কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হলে সম্ভব মত ঐ লোকের নিজ ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এইরূপে সংবাদ নথিভুক্ত করার প্রয়োজন এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে স্মারকলিপি-লিখন শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।]

অপরাধ সম্বন্ধীয় সংবাদ যেরূপেই রক্ষিগণের গোচরীভূত হউক না কেন, উহা পাওয়া মাত্র রক্ষিগণ কোতোয়ালীর নথীপত্রে উহা লিপিবদ্ধ করে তদন্ত ব্যপদেশে যথা সত্বর অকুস্থল বা ঘটনাস্থলে গমন করে উহা পরিদর্শন করেন। কিন্তু দুরূহ তদন্তের ব্যাপারে কেউ কেউ মনে করেন, প্রথমে ঘটনাস্থলে না গিয়ে অন্যান্য সম্ভাব্যস্থলে পলাতক অপরাধীদের খোঁজ করা উচিত এবং এই কার্যের জন্য তাদের যাওয়া উচিত ঘটনাস্থলে নয়—অন্য কোনও স্থানে। বহু ক্ষেত্রে নাম-গোত্র-হীন নব নিযুক্ত বিদেশী ভৃত্যগণের অন্তর্ধানের সহিত দেখা গিয়েছে যে গৃহস্বামীর দ্রব্যাদিও অপহৃত হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে অকুস্থলে প্রথমে না গিয়ে রেল স্টেশন সমূহে খোঁজ খবর নিলে সুফল ফলে। হত্যা অপরাধের আসামীদের সম্পর্কে ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। এরা

আরও বলে থাকেন যে অপরাধী একবার পলায়ন করলে তাকে গ্রেপ্তার করা সুকঠিন। বহু ক্ষেত্রে অপরাধীকে বহু বৎসর পর গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে; কিন্তু ইতিমধ্যে সাক্ষীসাবুতের অনেকের পরলোক প্রাপ্তি হয়েছে কিংবা তারা কোনও অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত বা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। এবং এর ফলে অপরাধীকে আখেরে ধরতে পারলেও সমধিক প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এঁরা এও বলে থাকেন যে শহরাঞ্চলে বামাল—বিশেষ করে ধাতু-নির্মিত দ্রব্য পাচার করা অতীব সহজ। শহরে এইরূপ বহু সোনার বা স্যাকরা আছে, যারা দিবারাত্র হাফর জ্বালিয়ে বসে থাকে। এই সকল স্থানে এক নিমিষে সমুদয় ধাতুনির্মিত দ্রব্য গালিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এইজন্য উহাকে চোরাই মাল রূপে সনাক্ত করা আর সম্ভব হয় নি। এই জন্য আসামীকে পরে গ্রেপ্তার করতে পারলেও তার নিকট হতে অপহৃত দ্রব্য বা চোরাই মাল উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। এইরূপ অবস্থাকে বলা হয়, 'অপারেশন সাকশেশ্‌ফুল বাট্‌ দি পেশেণ্ট ডায়েড্‌।' অর্থাৎ কি'না চোর ধরা পড়েছে, কিন্তু চোরাই মাল উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। এতদ্বারা কর্তৃপক্ষ কথঞ্চিৎ খুশি হলেও ফরিয়াদী খুশি হতে পারে নি এতদ্ব্যতীত চোরকে চুরি করতে কম লোকেই দেখে থাকে, বহুক্ষেত্রে তারা অলক্ষ্যে চুরি করে বামালসহ সরে পড়েছে। এতদ্ অবস্থায় বিপরীত তদন্ত দ্বারা অপরাধীকে পাকড়াও করে তার নিজের স্বীকৃতি কিংবা বামাল গ্রাহকের বিবৃতি অনুযায়ী অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করতে পারলে ঐ অপরাধী যে চোর বা চোরাই মালের গ্রাহক তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাবে। অন্যথায় প্রমাণের অভাবে আখেরে তাকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই জন্যও অকুস্থলে প্রথমে গমন না করে

রক্ষীদের যাওয়া উচিত চোর এবং চোরাই মালের সন্ধানে। চোর কখনও চোরাই মাল সহ অকুস্থলে বসে থাকে না। এই জন্য প্রথমেই অকুস্থলে ধাওয়া করার অর্থ চোরকে চোরাই মাল সহ সরে পড়বার সুযোগ করে দেওয়া।

অপরাপর শান্তি-রক্ষিগণ বলে থাকেন, অপরাধের সংবাদ পাওয়া মাত্র তদন্তকারী অফিসারদের উচিত প্রথমে ঘটনাস্থলে যাওয়া। কোনও এক উড়ো খবর বা মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে অপরাধীর খোঁজে বাহির না হয়ে প্রথমে অকুস্থলে এসে তাদের উচিত প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করে তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ চলতি ভাষায় যাকে বলে 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা'। অকুস্থলে এলে এমন বহু সূত্র এবং খবর পাওয়া যেতে পারে যাতে করে নিশ্চিতরূপে অপরাধীর পলায়নের পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। এতদ্ব্যতীত যথা সত্বর অকুস্থলে বা ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষীয়রা বিনষ্ট করে দিয়ে থাকে। যথা সময়ে অকুস্থলে এসে হাজির না হলে এইগুলি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অঙ্গুলী-টিপ্, বা ফিঙ্গার প্রিণ্ট্, কিংবা পদচিহ্ন (পায়ের ছাপ) বা ফুট-প্রিণ্ট প্রভৃতির কথা বলা চলে। এইগুলিকে বলা হয় 'অপরাধী-দের ভিসিটিঙ কার্ড'। ফরিয়াদীর বাটীর লোকেরা অজ্ঞান, গৃহ পরিষ্কার বা দ্রব্যাদি পরীক্ষা বা দর্শন করার সময় উহা বিনষ্ট করে দিয়ে থাকে। কিংবা ঐ সকল দ্রব্য স্পর্শ করে তাতে আপনাদেরও অঙ্গুলীর টিপ সন্নিবেশ করে দিয়ে থাকে। এবং এই কার্য তারা সমাধা করে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছবার বহু পূর্বেই।

এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাতনামা পথচারী বা সাক্ষিগণ যারা তাদের চলতি পথে বা কোনও কারণে সাময়িক ভাবে অকুস্থলে এসে ঐ ঘটনা

পরিদর্শন করেছে তারা কিছুক্ষণ পরেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করে। পুলিশ ত্বরিত গতিতে অকুস্থলে পৌছলে এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের সহিত তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হলেও হতে পারতো ; এবং ঐ সকল সাক্ষীদের কেহ কেহ অপরাধ সম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান তথ্যও তাদের জানাতে পারতো।

[এই মতাবলম্বী রক্ষিগণ আরও বলে থাকেন যে শাসনতান্ত্রিক কারণেও যথা সত্বর অকুস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের তদন্ত-রীতির সম্বন্ধে একটু মাত্রও ধারণা থাকে না। পুলিশ ঘটনাস্থলে বিলম্বে পৌছলে তারা ক্ষুব্ধ, চিন্তিত, বিরক্ত এবং নিন্দামুখরও হয়ে উঠে। তাদের ধারণা হয় রক্ষিগণ সরজমিন তদন্ত দ্বারা তাদের প্রতি সুবিচার করতে একটু মাত্রও চেষ্টা করলো না ; পুলিশ অতো দেরী করে না এলে হয়তো অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হতো, ইত্যাদি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ক্ষতির কারণে প্রায়ই ঐ সময়ে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ ঐ সময় তাদের মাথা-মন সুস্থির বা ঠিক থাকে না। এই সময় তাদের আশু প্রয়োজন হয় সান্ত্বনার কথা এবং আশার বাণী শুনা। এই সান্ত্বনা এবং আশার বাণী রক্ষীদের নিকট শুনতে তারা সদা ব্যগ্র ও প্রত্যাশী। সান্ত্বনা এবং আশার বাণী শুনিয়ে তাদের প্রকৃতিস্থ করতে পারলে তারা সুস্থচিত্তে মনে ক'রে এমন বহু সংবাদ রক্ষীদের গোচরীভূত করতে পারে, যাতে করে রক্ষিগণের পক্ষে তদন্ত কার্যের বহু সুরাহা হবে। এতদ্ব্যতীত বহু নাগরিক তাদের অন্তর্নিহিত দাম্ভিকতার কারণেও ছোট বড় সকল রক্ষীদের বারে বারে অকুস্থলে দেখতে ইচ্ছা করে থাকেন। 'এ্যাঁ ! আমি একজন এতো বড় নাগরিক বা এতো বড় অফিসার আছি বা ছিলাম। আমার বাড়িতে হলো চুরি ? তা না হয় হলো,

অপহৃত দ্রব্য না হয় না'ই ফিরে পেলাম, কিন্তু আমার বাড়িতেও কি'না একটু পুলিশ-তদন্ত হলো না ? এদেরই কি বলে 'পাবলিক্ সারভেন্ট' ? আমরা কি আয়-কর, পথ-কর দিই না ?' এইরূপ উক্তি করতে আমি বহু মাননীয় বৃদ্ধ নাগরিককেও শুনেছি। অন্তত জনপ্রিয়তা রক্ষণার্থে ফরিয়াদীকে খুশি করবার জন্যও রক্ষীদের অকুস্থলে প্রথমে যাওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত চুরি বা ঘটনা যতই সামান্য হউক না কেন, পুলিশ ত্বরিত গতিতে অকুস্থলে এলে একটি কার্যকরী নৈতিক (ক্রিয়া বা এফেক্ট) সমাবেশের সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় চোর ধরা না পড়লেও চোরদের বুক ব'লে যায় না, এবং অজ্ঞাত অপরাধীদের মধ্যে একটি ভীতির সঞ্চার হয়ে থাকে। অপরাধ-নিরোধ সম্পর্কে ইহা একান্তই প্রযোজ্য।]

আমার মতে তদন্তকারী অফিসারদের যদি এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ জাগে, তা'লে একজন অফিসারের যাওয়া উচিত ঘটনাস্থলে এবং অপর এক রক্ষীপুঙ্গবের বার হওয়া উচিত অপরাধীদের সন্ধানে। হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধ ঘটলে প্রধান তদন্তকারী অফিসারের উচিত তিন বা চারিজন সহকারী অফিসারের সহিত তদন্তে বার হওয়া। এইরূপ অবস্থায় ঘটনাস্থলে একজন বা দুইজন কর্মচারীকে তদন্তরত রেখে অপর অফিসারদের বা আরক্ষ পুঙ্গবদের উচিত হবে অকুস্থলে প্রাপ্ত তথ্য বা সূত্রানুযায়ী প্রয়োজন বোধে দিকে দিকে বা চতুর্দিকে প্রস্থান করা। তবে অকুস্থলে পৌছবার পূর্বে কিংবা কোতোয়ালীতে বসেই অপরাধী এবং অপহৃত বা প্রামাণ্য দ্রব্যের অবস্থান সম্বন্ধে তাঁরা যদি কোনও নিশ্চিত রূপ সংবাদ পান, তা'হলে তাঁদের উচিত হবে ত্বরিত গতিতে ঐ পলাতক অপরাধী এবং অপহৃত দ্রব্যের সন্ধানে একজন অফিসারকে প্রেরণ করা।

Library
S.C.E.R.T., West Bengal
Date 12-3-70
Acc. No. 2156

প্রধান তদন্তকারী অফিসারের সহিত দুই একজন সহকারী অফিসার রাখার অপর এক সুবিধা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে তদন্তের ব্যাপারে ভুল চুক হয় খুবই কম। একজন অফিসারের পক্ষে সকল দিকে সমান ভাবে দৃষ্টি রাখা এমনিই সম্ভব নয়। তাড়া-হুড়া এবং উত্তেজনার মধ্যে তদন্তকার্য সাধিত হলে ইহা অতীব সত্য। তদন্তের সাফল্যও বহুক্ষেত্রে মানুষের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে এবং এই উত্তেজনার জন্য অফিসারদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। এই সকল কারণে তদন্তের মধ্যে বহু ভুল ভ্রান্তি এবং ফাঁক থেকে গিয়েছে। মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠলে ভুল ভ্রান্তি কিরূপ ঘটতে পারে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি এই দিন ঐ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে রাস্তার মোড়ে তাকে পিছন দিক হতে জড়িয়ে ধরে গ্রেপ্তার করি। এর পর আমার গোয়েন্দার পূর্ব নির্দেশানুযায়ী তাহার পকেট তল্লাস করে একটা ছয়ঘরা পিস্তল সহ ছয়টি তাজা টোটা উদ্ধার করতে সক্ষম হই। আমার সঙ্গের সিপাহীদ্বয় তৎক্ষণাৎ দুইটি পথচারী সাক্ষীও ডেকে আনে। এই সাক্ষীদ্বয়ের সামনে ফুটে বসে সার্চলিস্টের সাহায্যে ঐ দ্রব্য কয়টি তালিকা-ভুক্ত করছিলাম। তাজা টোটা ও পিস্তল উদ্ধার রূপ বিরাট সাফল্য আমাকে অত্যন্ত উত্তেজিত করে তুলেছিল। ঐ আগ্নেয়াস্ত্রের নাম, কোথা হতে এবং কিরূপে উহা পাওয়া গেল ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণী ঐ তল্লাস-পত্রে লিপিবদ্ধ করার সময় আমার হাত দুইটি ঠক্ ঠক্ করে বারে বারে কেঁপে উঠছিল এবং বক্ষের মধ্যে আমি মুহুর্মুহু দুরু দুরু শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এই অবস্থায় আমি লিপিকা-লিখনের মধ্যে বহু ভুল লিখে ফেলি, এমন কি ঐ পিস্তলের নম্বর পর্যন্ত তল্লাস-পত্রে লিপিবদ্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম, অথচ অপরাধ প্রমাণের জন্য এই নম্বর লিখনের প্রয়োজন সর্বাধিক। আমার সাথী আর্দালী একজন সাধারণ

কনেস্টবল ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি হলেও বুদ্ধিমান ছিল এবং এইরূপ বহু তদন্ত পূর্বে সে পরিলক্ষ্য করেছে। আমার এই ভুল তার নজর এড়ায় নি। কিছুক্ষণ তল্লাস-পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বললো, 'হুজুর, এ ক্যা কিয়া আপ ? পিস্তলকো নম্বর লিখ লেজিয়ে।' এই মারাত্মক ভুল সময়ে শুধরে না নিলে, সাক্ষিগণকে বিদায় দেওয়ার পর ঐ ভুল ভুলই থেকে যেতো। কারণ সাক্ষিগণ প্রত্যক্ষদর্শী রূপে তল্লাস-পত্রে তাদের দস্তখত দিয়ে একবার সরে পড়লে ঐ ভুল সারা বা না সারা সমান কথা। তাহা ছাড়া লিখনের ছত্রের ভিতর অপর এক ছত্র ঢুকিয়ে দিলে আদালতে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। জীবনের মায়া তুচ্ছ করে এই সাংঘাতিক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলেও এই সামান্য ভুল বা ফাঁকের জন্য আদালতের বিচারে ঐ অপরাধী সহজেই মুক্তি লাভ করতো, এবং আসামী এই কারণে আদালত হতে মুক্তি লাভ করলে কর্তৃপক্ষ আমাকে এই দুর্দান্ত আসামী ধরা রূপ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত না করে তিরস্কৃত করতেন।"

এইজন্য একজন তদন্তকারী অফিসারের উচিত তদন্ত এবং উহা লেখাপড়ার কাজ একক করে যাওয়া, এবং অপর জন অফিসারের উচিত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তিনি কি কি করছেন এবং কি কি-ই বা তিনি না করছেন, কোন কোন ব্যাপারে তিনি ভুল করছেন, বা কোন কাজটি করতে তিনি ভুলে যাচ্ছেন, এই সম্বন্ধে ধীর ভাবে লক্ষ্য রাখা। যেহেতু এই দ্বিতীয় অফিসারটি নিজে হাতে কোনও কাজ করছেন না এবং নির্লিপ্ত দর্শকের মত তদন্ত কার্য দেখে যাচ্ছেন মাত্র, সেই হেতু তদন্তের প্রতিটি ভুল চুক তাঁর চোখে ধরা পড়া স্বাভাবিক। বড় বড় গ্যাং-কেসের তদন্তের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য।

বহু ক্ষেত্রে একই সময় বা একই সঙ্গে দুইটি বা ততোধিক অবশ্য করণীয় কার্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশু সমাধা করার প্রয়োজন হয়। এই অবস্থায় একাধিক অফিসার নিয়োগ করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ও থাকে না।

কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক আরক্ষ পুঙ্গব (পুলিশ অফিসার) কোতোয়ালীতে বাহাল না থাকায় এতোগুলি কর্মচারীকে একটি তদন্তে নিয়োগ করা সম্ভব না'ও হতে পারে। এইরূপ অবস্থায় যথাকর্তব্য প্রধান তদন্তকারী অফিসারের বিবেচনা শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন হবে।

অপরাধ তদন্তের সাফল্য মূলত নির্ভর করে তদন্তকারীদের গতি বা স্পিড্, অফিসারদের ত্বরিত গতি, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনা শক্তির উপর। এমন অনেক কর্মচারী আছেন যাঁরা আসামী কিংবা অপর কারো নিকট হতে অপহৃত দ্রব্য কিংবা কোনও সহ-অপরাধীর (co-accused) অবস্থিতি সম্বন্ধে খবর পাওয়ার পর ত্বরিত গতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ পূর্বাহ্ণেই খবর পেয়ে যায়, অপহৃত দ্রব্য অন্যত্র সরে যায় এবং অপরাধীরাও বেমালুম সরে পড়ে। এই কারণে শান্তিরক্ষীদের দ্রুত গতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন দ্রুতগামী যানবাহন। ভুলে গেলে চলবে না যে বর্তমানে অপরাধীরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং দ্রুতগামী যানবাহন ব্যবহার করে থাকে। এই কারণে শান্তিরক্ষীদেরও অধিকতর দ্রুতগামী যানবাহনের প্রয়োজন আছে।

অধুনাকালে মোটর এবং বেতার যান ব্যবহারের কারণে রক্ষীদের দক্ষতা যে বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য।

"এই দিন রাত্রে দুইটার সময় আসামী অমুক স্বীকার করলো, সে অপহৃত দ্রব্য হাওড়ায় এক গণিকা গৃহে রেখে এসেছে। এত রাত্রে আমার পক্ষে হাওড়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। আজকালকার ন্যায় ঐ সময় রক্ষী বিভাগে যানবাহনের ব্যবস্থা আদপেই ছিল না। এদিকে ট্রাম বা বাস চলাচলও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্যাক্সি যোগে গমন করলে আমাকেই এখুনি দশ বিশ টাকা ট্যাঁক থেকে বার করতে হবে। মাসের শেষে হাতে পয়সাও বিশেষ নেই, কারো কাছে টাকা ধার করাও চলে না, কারণ এইরূপ ভাবে ধার-ধোর করা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং সম্মান-হানিকর। এদিকে ডাইরি বইয়ে রাত্রের এই স্বীকারোক্তি বা একরারের কথা লিখে পাঠালে উর্ধ্বতন অফিসারগণ পর দিন প্রত্যুষে ডাইরি পড়ে তা জেনে কৈফিয়ৎ চাইবেন, 'কেন আমি রাত্রেই ঐ স্থানে খানাতল্লাসী করি নি?' এইজন্য বুদ্ধি করে আসামীর এই স্বীকারোক্তির কথা স্মারক-লিপিতে ঐ রাত্রে আর লিপিবদ্ধ করলাম না। পরের দিন সকাল আটটায় চা পান সমাধা করে ঐ স্বীকারোক্তি ডাইরি বুকে লিপিবদ্ধ করে আসামী সহ হাওড়ায় গিয়ে শুনলাম, কে বা কারা এসে দ্রব্যাদি ইতিমধ্যেই ঐ স্থান হতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।"

এই গতি বা স্পিডের সহিত এই তদন্তের কোনও কোনও ব্যাপারে সংবাদ গোপনেরও প্রয়োজন আছে। সকল সংবাদ সকল সময় ক্ষতিকর মনে না হলেও নিষ্প্রয়োজনে কাউকে না জানানোই ভালো। সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে দেওয়ালেরও কান আছে। অপরাধীদের উকিল মোক্তার বন্ধুবান্ধব এবং নিত্যসহচর বামাল গ্রাহকগণ (রিসিভর্ অব স্টোলেন্ প্রপারটি) নানা অছিলায় কোতোয়ালী সমূহে আনাগোনা করে। এদের গতিবিধি সর্বত্রই। এমন কি বর্ণচোরা অসাধু রক্ষীদের

মধ্যেও এদের চর থাকা অসম্ভব নয়। সন্দেহের অতীত বহু গণ্যমান্য নাগরিকদের সহিতও নানা স্বার্থের ব্যাপারে এদের কোনও কোনও শ্রেণীর সংযোগ থাকে। এমন কি রক্ষীদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও এদের নিযুক্ত চর থাকা বিচিত্র নয়।

অকুস্থল পরিদর্শন

কোনও অপরাধের সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষিগণ উহা নথিভুক্ত করে যথা সত্বর অকুস্থলে গমন করে থাকেন। অপরাধ সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য চিহ্ন এবং দ্রব্য, সূত্র ও সাক্ষী সংগ্রহ এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করার জন্য আমরা অকুস্থলে গমন এবং উহা পরিদর্শন করি। অকুস্থলে অপরাধী উপস্থিত থাকলে উহাকে গ্রেপ্তার করার রীতি আছে; কিন্তু প্রায়শ ক্ষেত্রে অপরাধী বহু পূর্বেই পলাতক হয়। বহু ক্ষেত্রে অকুস্থলে এসে পলাতক অপরাধীর সম্ভাব্য অবস্থান সম্বন্ধে রক্ষিগণ জানতে পেরেছেন। এইরূপ কোনও সংবাদ পেলে তৎক্ষণাৎ একজন কর্মচারীকে ঐ আসামীকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রেরণ করা উচিত। যদি তদন্তকারী অফিসার অকুস্থলে তদন্তের কারণে একক এসে থাকেন তা'হলে তাঁর উচিত কোনও নিম্নপদস্থ রক্ষীকে (সিপাই, জমাদার প্রভৃতিকে) বিশেষ নির্দেশ সহ অকুস্থলে পাহারা রেখে স্বয়ং আসামীর সন্ধানে প্রস্থান করা। কোনও কোনও অফিসার এই অবস্থায় দ্রুতগতিতে অকুস্থল পরিদর্শন করে কিংবা অকুস্থলে পরিদৃষ্ট দ্রব্যাদির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আসামীর পিছনে ধাওয়া করেছেন। কেহ কেহ ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই

অকুস্থলের দ্রব্যাদির উপর তাঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত নজর রাখতে অনুরোধ জানিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করেছেন। আসামীদের আশু গ্রেপ্তারের উপর অপরাধ-নির্ণয় বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে। এই জন্য রক্ষিগণ প্রথমেই যথা সত্বর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে রক্ষিগণের প্রধানত তিনটি কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়, যথা—অকুস্থল পরিদর্শন, উপস্থিত সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার বা ধৃতিকরণ। দুরূহ মামলার আসামী প্রায়ই অকুস্থলে উপস্থিত থাকে না। এই জন্য তদন্তকারী রক্ষিগণের প্রধানতম সমস্যা হয় অকুস্থল পরিদর্শন এবং উপস্থিত সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ। এই সকল সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শিগণ সকলেই যে স্থানীয় লোক হয়ে থাকে, তা'ও নয়। যথা সত্বর তাদের বিবৃতি গ্রহণ না করলে, কিছু পরে তাদের আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। অপর দিকে ত্বরিত গতিতে অকুস্থল পরিদর্শন না করলে বহু মূল্যবান প্রামাণ্য দ্রব্য এবং চিহ্নের অপসরণ বা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমার মতে একজন অফিসারকে অকুস্থল পরিদর্শনে নিযুক্ত রেখে, অপর জনের উচিত অকুস্থলে উপস্থিত সাক্ষীদের সংগ্রহ করে একস্থানে জড় করা এবং তারপর একে একে তাদের বিবৃতি গ্রহণ করা, তা না হলে বহু সাক্ষী মাত্র সাক্ষ্য দেওয়ার দায় এড়ানোর জন্যও বেমালুম সরে পড়তে পারে। কাহাকেও কাহাকেও আবার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপন স্বার্থে তাদের পুলিশের নাগালের বাইরে সরিয়েও দিয়ে থাকে। কোনও কোনও সাক্ষী অন্যত্র কার্য থাকায় অলক্ষ্যে এমনিই স্থান পরিত্যাগ করেছে এবং পরে আর তাদের নাম ধাম ও ঠিকানা জানা যায় নি। কিন্তু ছোটখাটো মামলায় একাধিক অফিসারকে

নিযুক্ত করা সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারদের উচিত প্রথমে সাক্ষীদের নাম ধাম ও ঠিকানা টুকে নিয়ে তাদের ঐ সময় ছেড়ে দেওয়া, কারণ তাদের বিবৃতি যে-কোনও সময়ে গ্রহণ করা যেতে পারে ; কিংবা তাদের সংগ্রহ করে একত্রে একস্থানে বসিয়ে রাখা এবং তাদের উপর নজর রাখার বন্দোবস্ত করা যাতে তারা অলক্ষ্যে সরে পড়তে না পারে ; এবং তারপর অকুস্থল পরিদর্শন সমাধা করে তাদের বিবৃতি গ্রহণে আত্মনিয়োগ করা। আমার মতে অকুস্থল পরিদর্শনের পরমুহূর্তেই ঐ সকল সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত হবে ; প্রত্যক্ষ-দর্শীদের বিবৃতি গ্রহণে অধিক দেরী হ'লে আদালতে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। ঐ সকল সাক্ষীদের বিবৃতি বহু পরে বা পরদিন গৃহীত হলে আসামী পক্ষ হ'তে বলা হয় যে তারা ঐ দিন অকুস্থলে আদপেই উপস্থিত ছিল না। ঐ স্থানে ঐ দিন তারা উপস্থিত থাকলে ঐ দিন অকুস্থলেই তাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হতো। আদালতও এই ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করলেও করতে পারেন। এইজন্য আমার মতে অকুস্থল পরিদর্শন এবং উপস্থিত সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ একই দিনে সমাধা করা উচিত।

কেহ কেহ আবার এ কথাও বলে থাকেন যে অকুস্থলে প্রক্ষিপ্ত দ্রব্যাদির উপর কড়া নজর রাখার বন্দোবস্ত করে প্রথমে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত হবে। কারণ প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি হতে অপরাধ সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য অবগত থাকলে অকুস্থল পরি-দর্শনে সুবিধা হয়ে থাকে। এই অবস্থায় অকুস্থলে পরিদৃষ্ট কোন দ্রব্যটি গ্রহণ যোগ্য এবং কোনটি বা তা নয়, রক্ষিগণের সহজে বোধ-গম্য হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি প্রথমে না গ্রহণ করলে, কোন কোন স্থান পরিদর্শন করলে ফলপ্রদ হবে, এবং মূল

ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে কিংবা কোন স্থানে গমন করলে কোন কোন দ্রব্য দেখা বা পাওয়া যেতে পারে তা সহজে অবগত হওয়া যায়, তদন্ত সম্বন্ধীয় আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য এই সকল বিষয় অবগত হওয়া একান্তই প্রয়োজন। বলা বাহুল্য দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ নিজেরা খুঁজে বার করতে হলে বহু সময় বৃথা নষ্ট হয়ে থাকে। আমার মতে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের সহিত কিছুটা মৌখিক আলাপ আলোচনা করার পর অকুস্থল পরিদর্শন করা উচিত। প্রয়োজন বোধে অকুস্থল পরিদর্শনের সময় ফরিয়াদী এবং নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে নেওয়া ভালো। অকুস্থল পরিদর্শন সমাধা করার পর প্রত্যক্ষদর্শীদের বিস্তারিত বিবৃতি ধীরে সুস্থে গ্রহণ করলে ক্ষতি নেই।

অকুস্থল বা ঘটনাস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিদর্শন করার উপর অপরাধ নির্ণয় বহুলাংশে নির্ভর করে। এই জন্য শান্তিরক্ষীদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বোধশক্তি এবং প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন আছে। সম্যকরূপ পরিদর্শন দ্বারা তদন্তের বহু সূত্র এবং অপরাধের প্রমাণ সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই সকল সূত্র এবং প্রমাণ অপরাধিগণ নিজেদের অজ্ঞাতে নিজেরাই পিছনে ফেলে রেখে যায়। যতই সাবধানতার সহিত তারা অপরাধ করুক না কেন, বহু প্রমাণ তারা পিছনে ফেলে রেখে যাবেই। এর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে যে অপরাধিগণ প্রায়ই অদূরদর্শী এবং ফলাফল সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়ে থাকে। এবং অপকর্মের সময় ও পরে তারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এই উত্তেজনা বশত তাদের বুদ্ধিনাশ এবং বহু ভুল-ভ্রান্তি ঘটে। অপকর্মের সাফল্যে তাদের এই উত্তেজনা চরম সীমায় উঠে। এতদ্ব্যতীত অপরাধিগণ স্বভাবতই কর্মালস। এই জন্য এরা বহুক্ষণ বা একটানা পরিশ্রম করতে অক্ষম। এদের যা কিছু কর্ম-

তৎপরতা তা তীব্র বেগে আসে কিন্তু উহা নিমিষেই তুবড়ির ফোয়ারার ন্যায় নিঃশেষ হয়ে যায়। বহু সময় অতিবাহিত হবে বুঝলে এরা অপকর্ম শেষ না করেই অকুস্থল ত্যাগ করে চলে এসেছে। গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যও অপরাধীরা অপকার্য আশু সমাধা করে থাকে। এই সকল কারণে তারা ঘটনাস্থলে এমন বহু প্রমাণ রেখে যায়, যার জন্যে অচিরে তাদের অপরাধী জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। তাড়াহুড়ার মধ্যে অপরাধ করার জন্য কিংবা অসাবধানতা বশত বহু প্রমাণ অপরাধীরা পিছনে ফেলে এসেছে।

অকুস্থলে পরিদৃষ্ট এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্যাদি নির্জীব এবং মূক হলেও তাদের প্রতিটি ইঙ্গিত এবং ভাষা অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষীদের বোধগম্য। প্রত্যক্ষদর্শীরা মিথ্যা কথা বললেও এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্য এবং অকুস্থলের অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং ঘটনার সমাবেশ কখনও মিথ্যা বলে না। অকুস্থলের পরিস্থিতি ও প্রামাণ্য দ্রব্যাদির সহিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতির সামঞ্জস্য না থাকলে রক্ষিগণ বুঝে নিতে পারেন যে ঐ প্রত্যক্ষদর্শী সত্য বা মিথ্যা বলেছে, এবং সে কতটুকু বা সত্য গোপন করেছে ; প্রত্যক্ষ-দর্শীদের কোনও বিবরণ না পাওয়া গেলেও অকুস্থলে পরিদৃষ্ট দ্রব্য ও চিহ্নাদি দ্বারাও বহু মামলা প্রমাণ করা গিয়েছে। অকুস্থল পরিদর্শনের রীতিনীতি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক।

কোনও এক কক্ষে বা স্থানে কোনও ঘটনা ঘটলে উহা চক্রাকারে (clock-wise) পরিদর্শন করা উচিত। অর্থাৎ ঐ ঘরের বা স্থানের এক দিক হতে শুরু করে অপর দিক পর্যন্ত চক্রাকারে পরিদর্শন করতে হবে। চতুর্দিক এইরূপে পরিদর্শন সমাপ্ত হলে ঐ স্থান বা কক্ষের মধ্যাংশে মনোনিবেশ করতে হবে এবং এর পর সমগ্র বাটী, সংলগ্ন পরিবেষ্টনী বা প্রাচীর, বৃক্ষাদি, বহির্ভূমি এবং তৎসংলগ্ন সড়কাদি পরিদর্শন করা

প্রয়োজন, এই সময় যে কোনও দ্রব্য অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে হবে তা পরিগ্রহণ করে যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু ঐ দ্রব্য যদি বাড়ির ভিতরের দ্রব্য হয় এবং গৃহস্বামী বা অপর কেহ ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে কোনও এক উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে পারে, তা'হলে অযথা উহা গ্রহণ না করাই ভালো; কিন্তু ঐ দ্রব্য বা চিহ্ন যদি বহিরাগত রূপে বুঝা যায় তাহ'লে সন্দেহ মাত্র উহা গ্রহণ করা উচিত। অকুস্থলে প্রাপ্ত অপহৃত এবং প্রামাণ্য দ্রব্য ও চিহ্নাদি আমরা নিম্নোক্ত রূপ বিভাগে বিভক্ত করে থাকি। এই বিবিধ দ্রব্য এবং চিহ্ন সমূহকে একত্রে বলা হয় প্রদর্শনী দ্রব্য। নিম্নের তালিকাটি অনুধাবন করলে বিষয়টি বুঝা যাবে।

প্রদর্শনী দ্রব্য [Exhibit]

- প্রামাণ্য দ্রব্য
  - বাহির দ্রব্য
  - ভিতর দ্রব্য
- অপহৃত দ্রব্য
- প্রামাণ্য চিহ্ন
  - স্থূল চিহ্ন
  - সূক্ষ্ম চিহ্ন

[এতদ্ব্যতীত বে-লাইসেন্সি অস্ত্র ও আবগারী এবং অপরাপর বহু নিষিদ্ধ দ্রব্যরূপ প্রদর্শনী পদার্থও আছে। এই নিষিদ্ধ দ্রব্য অকুস্থলে পেলে ঐ তদন্ত সম্বন্ধে উহা প্রয়োজনীয় না হলেও গ্রহণ করা উচিত। এই নিষিদ্ধ দ্রব্য সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হবে।]*

এক্ষণে দ্রব্য সংগ্রহ সম্বন্ধে বলা যাক্। অকুস্থলে পরিদৃষ্ট দ্রব্য তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—প্রামাণ্য দ্রব্য, অপহৃত দ্রব্য এবং প্রামাণ্য চিহ্ন। যে কোনও দ্রব্য অপহরণ করা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় অপহৃত

* এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্যের সাহায্যে আসামীদের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র অপর একটি মামলা রুজু করা হয়ে থাকে।

দ্রব্য। সাধারণত ইহা ঘটনাস্থল হতে দূরে কোনও এক স্থান হতে উদ্ধার করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও তাড়া-হুড়ার কারণে অপরাধিগণ পলায়নের সময় অপহৃত দ্রব্যেরও কিছু কিছু অকুস্থলে ফেলে গিয়েছে। অকুস্থলে এবং পলায়নের পথে এইরূপ বহু দ্রব্য পড়ে থাকতে দেখা যায়। আইনত কোন এক দ্রব্য চুরির উদ্দেশ্যে কিছুদূর অপহরণ করলেও তাকে চুরি বলা হয়ে থাকে। একটি ঘরের কোনও এক দ্রব্য ঐ বাড়িরই অপর ঘরে নিলে, এমন কি টেবিল হতে নামিয়ে উহা মেঝের রাখলেও উহা চুরির সামিল। * এই অপহৃত দ্রব্য ব্যতীত বহু প্রামাণ্য দ্রব্যও অকুস্থলে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

অপহৃত দ্রব্য সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার প্রামাণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বলা যাক্। ঘটনাস্থলে অপরাধীরা বহু দ্রব্য আনয়ন করে, কিন্তু ভুলক্রমে বা তাড়াতাড়িতে তা তারা পলায়নের সময় ফেলে যায়। কখনও কখনও তারা বহু যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহদণ্ড প্রভৃতি দ্রব্যাদি অকুস্থলে এসে সংগ্রহ করে থাকে। বহু ক্ষেত্রে অকুস্থলবাসী ব্যক্তিরাই এইগুলি তাদের যুগিয়ে দিয়েছে। অপরাধের পর ঐ সকল দ্রব্যাদিকে তাদের পূর্বস্থানে আর ন্যস্ত করা হয় নি বা তা করা যায় নি। এই সকল দ্রব্যকে বলা হয় প্রামাণ্য দ্রব্য। আমরা অকুস্থলে দুই প্রকারের প্রামাণ্য দ্রব্য পেয়ে থাকি, যথা,—ভিতর দ্রব্য এবং বাহির দ্রব্য। ভিতরের প্রামাণ্য দ্রব্য হতে রক্ষিগণ বুঝে নেন যে ভিতরের কোনও লোক বা কোনও সন্ধানী লোক এই অপকর্মে লিপ্ত আছে কিনা। এজন্য এঁরা প্রয়োজনমত কিছুটা ভিন্নপথে তদন্ত পরিচালনা

---

* বহুক্ষেত্রে চাকর-বাকররা দ্রব্য বা গহনা চুরি করে ঐ বাড়িরই কোনও গোপন স্থানে, যথা ইলেকট্রিকের বাক্সে, কয়লার বা কাঠের তলায় বা ড্রেনের বা ট্যাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে রেখে থাকে।

করে থাকেন। কিন্তু প্রতিটি প্রামাণ্য দ্রব্য বাহির দ্রব্য রূপে বুঝলে ঐ অপরাধ বাহিরের লোক দ্বারা সমাধা হয়েছে, এইরূপ ধারণা করা যেতে পারে। অপরাধিগণ ভিতরের লোক হলে এই ভিতর দ্রব্যাদি তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ রূপে বিবেচিত হয় এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত প্রযুক্ত হলে তার মূল্য হয় অসাধারণ। এই কারণে ভিতর এবং বাহির দ্রব্য পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষা করার রীতি আছে। এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্য বহু প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—সিঁদ কাঠি, যন্ত্রপাতি, রক্তমাখা রুমাল, কাপড় বা পরনের ফতুয়া, ছুরিকা বা কোনও খাতাপত্র, বা নক্সা, এদের কেহ কেহ ভুলক্রমে নাম লেখা খাতা বা পুস্তকও পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছে। সিঁদেল চুরির পর প্রায়শ ক্ষেত্রে অকুস্থলে সিঁদ কাঠি, টর্চ প্রভৃতি যন্ত্রপাতি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অনুরূপ ভাবে খুনের কেসে অকুস্থলে রক্তমাখা ছুরিকা, রক্তমাখা রুমাল বা কাপড়ের টুকরা আমরা পড়ে থাকতে দেখেছি। ডাকাতির কেসে ডাকাতরা বহু সময় নক্সা প্রভৃতি বহু দ্রব্য অকুস্থলে ফেলে রেখে গিয়েছে।

যে সকল অপরাধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, সেই সকল ক্ষেত্রে অকুস্থলে সিসার ব্যবহৃত বুলেটও পাওয়া গিয়ে থাকে। এই সকল বুলেট সযত্নে রক্ষা করা প্রয়োজন; কারণ ভবিষ্যতে কারও নিকট ঐ আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেলে প্রমাণ করা যাবে যে অকুস্থলে প্রাপ্ত বুলেট ঐরূপ এক আগ্নেয়াস্ত্র হতে ছোঁড়া হয়েছে, অন্যান্য মুখ্য প্রমাণ সহ পেশ করলে উহাও এক প্রয়োজনীয় প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে।

বহুক্ষেত্রে প্রবল প্রতিরোধ বা ধ্বস্তাধ্বস্তির কারণে আততায়ীর মাথার কেশ বা কাপড়ের টুকরা নিহত ব্যক্তির হাতের মুঠার মধ্যে র'য়ে গিয়েছে। ধৃতিকৃত অপরাধীর কেশের সহিত ঐ কেশের তুলনা করলে

ঐ কেশ যে আততায়ীর তা প্রমাণ করা যাবে। এইরূপ তুলনা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নির্ভুল রূপে করা সম্ভব। এই কারণে রক্ষীদের উচিত ঐ সকল দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করা।

এতদ্ব্যতীত অকুস্থলে বহু অপরাধী বিষ্ঠা ত্যাগও করে যায়। এই বিষ্ঠা পরিদর্শন করে রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ বুঝে নেন যে উহা পুরানো চোরের কায—উহা মামুলী চোর বা পাড়ার চোরের কায নয়। পুরানো চোরেরা অপকর্মের সময় অত্যন্ত নারভাস হয়ে পড়ে, অর্থাৎ স্নায়ুর শক্তি হারিয়ে ফেলে, কিন্তু অকুস্থলে এইরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার হলে তাদের যা কিছু নারভাসনেস তা কেটে যায় এবং নির্ভয়ে তারা দুঃসাহসিক কার্য সমূহে আত্মনিয়োগ করে। পুরানো চোরেদের ধারণানুযায়ী ইহা এক প্রকার তুক, তাদের ধারণা অকুস্থলে বাহ্যে হলে ধরা পড়বে না। এমন বহু পুরানো চোর আছে যারা অকুস্থলে বাহ্যে না হলে ঐ দিন আর চুরি করে না! এই বিষ্ঠা ত্যাগের স্থান ও পদ্ধতি হতে পুরানো চোরের কোন দল এই অপকর্ম করেছে তা অভিজ্ঞ ও সন্ধানী রক্ষিগণ বলে দিতে পারেন। অপরাধীদের কোনও দল প্রবেশ পথে, কোনও দল প্রাঙ্গণে, কোনও দল আলিন্দায় এবং কোনও দল সোপানের উপর ঐরূপ বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকে। যে ব্যক্তি বিষ্ঠা ত্যাগ করে সেই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম অপকর্মে আত্মনিয়োগ করে, অপরাপর ব্যক্তিগণ ঐ প্রথম ব্যক্তির পিছন পিছন গৃহাদিতে প্রবেশ করে। এই বিষ্ঠা বাটীর প্রবেশ পথে দেখা যায় কিন্তু উহা নির্গমন পথে কদাচ দৃষ্ট হয় না। কারণ বাটী হতে নির্গমনের পথে নারভাসনেসের কোনও প্রশ্ন উঠে না। অপরাধীরা এই সময় তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করে থাকে।

এই বিষ্ঠা-তত্ত্ব এক প্রকার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে রক্ষীদের অবহিত হওয়া উচিত।

এই বিষ্ঠা ব্যতীত আধ-পোড়া বহু বিড়িও অপরাধীরা অকুস্থলে ফেলে রেখে গিয়েছে। এই সকল দ্রব্য পুরানো চোরেদের বেপরোয়া ভাব ও প্রকৃতির প্রমাণ। গৃহে প্রবেশ করে কিংবা অপকর্মের স্থানে এসে অপরাধীরা বিড়ি ফুঁকে নিজেদের প্রথমে প্রকৃতিস্থ করে নেয় এবং এর পর সাহস সঞ্চয় করে তারা অপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। কখনও কখনও এই সকল বিড়ির মধ্যে এমন মশলা থাকে যার ধোঁয়া নাকে গেলে মানুষ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। এই সকল কারণে এই অর্ধদগ্ধ বিড়ি সমূহ সংগ্রহ করা নিতান্তই প্রয়োজন। কোনও কোনও হত্যার মামলায় ক্লোরোফর্মের শিশি, অ্যাসিড এবং বিষ প্রভৃতিও অকুস্থল হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষ প্রয়োগে হত্যা বা আহত করার মামলা সমূহে অর্ধভুক্ত খাদ্যাদি এবং নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিষ্ঠা, বমন ও মূত্রও গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। পুস্তকের 'বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

প্রামাণ্য-দ্রব্য সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার প্রামাণ্য-চিহ্ন সম্বন্ধে বলা যাক। প্রামাণ্য-চিহ্ন দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। পদ-চিহ্ন, টিপ-চিহ্ন প্রভৃতিকে বলা হয় স্থূল-চিহ্ন এবং যন্ত্র বা অস্ত্রাদির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম চিহ্ন সমূহকে বলা হয় সূক্ষ্ম-চিহ্ন।

অপরাধিগণ অপরাধের সময় অকুস্থলের বহুবিধ দ্রব্যাদি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে থাকে। এই সকল দ্রব্য মসৃণ হলে তাতে তাদের অঙ্গুলির টিপ পড়ে যায়। এইগুলিকে বলা হয় অপরাধীদের ভিজিটিং কার্ড। খুব কম ক্ষেত্রেই এই বিপদ বা দায় এড়ানোর জন্য অপরাধীরা দস্তানা ব্যবহার করে। এর কারণ এই দেশের অপরাধীরা এই টিপ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত নেই। সাধারণত কাঁচের গেলাস, পালিশ করা আলমারি প্রভৃতি দ্রব্যের উপর অপরাধীরা তাদের হাতের ছোঁয়াচ বা

টিপ রেখে যায়। সকল সময়ই যে ঐ টিপ চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা যায় তা নয়, উহা বৈজ্ঞানিক পন্থায় দৃষ্টিগোচর করারও রীতি আছে। 'টিপ-বিজ্ঞান' শীর্ষক অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এই টিপ ব্যতীত আমরা পদ-চিহ্ন এবং পাদুকা-চিহ্নও পেয়ে থাকি। পদ-চিহ্ন অনুধাবন করে শান্তি-রক্ষিগণ অপরাধীদের প্রবেশ এবং নির্গমন পথ, অপরাধীদের ওজন ও আকৃতি, তারা কোন পথে প্রস্থান করলো, তারা দৌড়েছিল কিংবা ধীরে ধীরে চলে গিয়েছে, ইত্যাদি বহু বিষয় অবগত হ'তে পারেন। এই টিপ ও পদচিহ্ন হতে কোন কোন অপরাধী এই অপরাধ করেছে তাও বলে দেওয়া যায়। অকুস্থলে প্রাপ্ত টিপ-চিহ্ন এবং পদ-চিহ্নের সহিত ধৃতিকৃত অপরাধীর আঙ্গুল এবং পদ পরীক্ষা করে ঐ টিপ বা পদ-চিহ্ন যে ঐ অপরাধীর তা নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া সম্ভব। এই পদ-চিহ্ন, পাদুকা-চিহ্ন এবং টিপ-চিহ্ন সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিশেষ রীতি ও পন্থা আছে। এই পদ-চিহ্ন এবং টিপ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'পদ-চিহ্ন বিজ্ঞান' এবং 'টিপ-বিজ্ঞান' শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

প্রামাণ্য চিহ্নের 'স্থূল-চিহ্ন' সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো, এইবার উহাদের সূক্ষ্ম-চিহ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করবো। সাধারণত অপরাধিগণ দরজা জানালা আদি ভেঙে বা খুলে গৃহাদিতে প্রবেশ করে এবং পরে কক্ষাদিতে ঢুকে বাক্স, প্যাঁটরা বা আলমারি প্রভৃতি ভেঙে দ্রব্যাদি অপহরণ করে। এই প্রকার ভাঙাভাঙির ব্যাপারে অপরাধীরা বহুবিধ অস্ত্র বা যন্ত্র ব্যবহার করে। বিনা শব্দে ও ত্বরিত গতিতে কার্য সমাধা করার জন্য এরা বহু প্রকার আধুনিক যন্ত্রাদিও ব্যবহার করে থাকে। এদের কেউ কেউ অবশ্য পুরানো যুগের সিঁদকাটিতেই এখনো পর্যন্ত সন্তুষ্ট আছে। এই সকল যন্ত্রাদির মধ্যে সিঁদকাটি,

সাধারণ ও ইলেকট্রিক তুরপন যন্ত্র, অ্যাসিড, বাটালি, লৌহ কাটা করাত, লৌহ শব্বা ইত্যাদি অন্যতম। এই কারণে অপরাধীদের প্রবেশ পথে ও কার্যস্থলে আমরা বহু প্রকার অস্ত্রাঘাত বা যন্ত্র-চিহ্ন দেখে থাকি। সাধারণত জানালা, দরজা, দেওয়াল, বাক্স, প্যাঁটরা প্রভৃতির উপর এই সকল অস্ত্র-চিহ্ন আমরা দেখে থাকি। অকুস্থলের দরজা বা জানালার লৌহ গরাদ বাঁকাবার জন্য অপরাধীরা বিশেষ এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। দেওয়াল বা ছাদ ফুটা করার জন্যে বা সিঁদ কাটার জন্যে তারা সিঁদকাটি ব্যতীত আরও বহু প্রকার অস্ত্র ব্যবগার করে থাকে। দরজা বা জানালার কপাট ফুটা করার জন্য তারা বহু প্রকার তুরপন যন্ত্র ব্যবহার করে। দরজার ঐ উভয় কপাটের ফাঁকে কিংবা সন্থকৃত ঐ ফুটার মধ্য দিয়ে বক্র লৌহ শব্বা বা খুন্তি চালনা করে তারা ভিতরের খিল খুলে দেয়। বহির্দরজার লৌহ কড়া বা তালা লৌহ দণ্ডের চাড়ে তারা ভেঙে বা খুলে ফেলে থাকে। বাক্স প্যাঁটরা বা আলমারি তো দূরে থাকুক লৌহ সিন্দুক পর্যন্ত এরা বিভিন্ন যন্ত্র ও অ্যাসিডের সাহায্যে খুলে ফেলতে সক্ষম। কখনও কখনও তালার মধ্যে লৌহ শব্বা ঢুকিয়ে ঐ তালা এরা খুলে ফেলে।

এইরূপ বল প্রকাশের কারণে অকুস্থলের দরজা, জানালা, লৌহ কড়া, তালা, গা'চাবি, বাক্স, প্যাঁটরা, আলমারি দেরাজ প্রভৃতির উপর আমরা বহু প্রকার স্বল্প, স্থূল ও সূক্ষ্ম শস্ত্র-চিহ্ন দেখে থাকি। এই সকল শস্ত্র বা যন্ত্র-চিহ্ন হ'তে কোন কোন শস্ত্র বা যন্ত্র এইরূপ প্রবেশ ও ভাঙন কার্যে ব্যবহৃত হয়েছে তা অবগত হওয়া সম্ভব। এক এক অপরাধী ও অপদল এক এক প্রকার যন্ত্র বা শস্ত্র ব্যবহার করে থাকে। এই সকল অস্ত্র-চিহ্ন অনুধাবন করে রক্ষিগণ বিশেষ বিশেষ উপায়ে ঐ সকল মামলার সম্ভাব্য অপরাধী ও অপদলকে খুঁজে বার করতে সক্ষম, কারণ নথিপত্রে

ঐ অপদল এবং তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের (Tool's Marks) বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। বলা বাহুল্য এই সকল অপরাধী বা তাদের দল বহুকাল যাবৎ, কেউ কেউ বার্ধক্যের দিন পর্যন্ত একই শহরে এবং একই উপায়ে বা পদ্ধতিতে অপকার্য করে চলে। মধ্যে মধ্যে তারা কারাবরণ করলেও মুক্তির পর তারা অনুরূপ কার্য হ'তে কদাচ বিরত থাকে। এই কারণে এইরূপ যন্ত্রপাতি কোনও অপরাধীর নিকট বা তার গৃহে প্রাপ্ত হলে আমরা যদি বুঝি ঐ অস্ত্র সমূহের সাহায্যেই প্রবেশ-পথের বা কার্যস্থলের ঐ সকল চিহ্নাদি উৎকীর্ণ হয়েছে, তা'হলে উহা ঐ অপরাধীদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ না হলেও প্রয়োজনীয় সূত্র রূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে। উহা প্রকৃতরূপ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত পেশ করলে আদালতে উহাও প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে। বহুক্ষেত্রে কোন অপরাধী বা অপদল কোন কোন অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করে, তা শান্তিরক্ষীদের জানা থাকে। এই সকল অস্ত্র-চিহ্ন পরিদর্শন করে রক্ষিগণ ধারণা করে নিতে পারেন, কোন অপরাধী বা তাদের কোন দল কর্তৃক এই অপরাধ সাধিত হওয়া সম্ভব।

এক একটি যন্ত্র-চিহ্ন এক এক প্রকারের হয়ে থাকে, একই প্রকারের যন্ত্রও আবার বহু আকারের হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সিঁদ কাটি প্রভৃতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। মোটা, মাঝারি, সূঁচালো, সরু, খিঁচওয়ালা ইত্যাদি বহু প্রকারের সিঁদকাটি আছে। এই জন্য তাদের আঘাত চিহ্ন একই প্রকারের হলেও তারা বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত একই প্রকার আকারের সিঁদকাটি বিভিন্ন অপরাধীর হাতে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্নরূপ আঘাত-চিহ্ন উৎকীর্ণ করে থাকে। যন্ত্র ধরবার কায়দা, স্বল্পাধিক চাপ, উহার হেলান (slant) প্রভৃতির কারণেও এই সকল চিহ্নের তারতম্য ঘটে থাকে। যন্ত্রের

সুঁচালো মুখে বহু খিঁচখাঁচও থাকে, এই কারণে মূল চিহ্নের সহিত এইগুলিও উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। এ ছাড়া কারও কাষ থাকে পরিষ্কার, কেউ তা স্থূল রূপে সমাধা করে, কেউ কেউ অকারণে মূল চিহ্নের আশে পাশে আরও বহু অস্ত্র-চিহ্ন উৎকীর্ণ করে।

কোন একই অপরাধী কর্তৃক একই উপায়ে একই অপরাধ বিভিন্ন স্থানে বহুবার সাধিত হয়ে থাকে। ঐরূপ এক অপরাধীর পূর্বেকার অপরাধের সময় উৎকীর্ণ কোনও অস্ত্র-চিহ্নের সহিত যদি পরবর্তীকালের কোনও এক অনুরূপ অপরাধে উৎকীর্ণ অস্ত্র-চিহ্নের হুবাহু মিল দেখা যায় তা'হলে ধরে নিতে পারা যায় যে উভয় অপরাধই ঐ একজন অপরাধী কর্তৃক সাধিত হয়েছে। কোনও কোনও অপরাধী উপরোক্তরূপে অস্ত্র-চিহ্ন উৎকীর্ণ করার পর অকুস্থলে ধরা পড়ে গিয়েছে, এই সুযোগে রক্ষিগণ তাদের দ্বারা উৎকীর্ণ অস্ত্র-চিহ্ন সমূহ সংরক্ষণ করেছেন; কারণ ভবিষ্যতে ঐ অপরাধী পুনরায় ঐরূপ এক অপরাধ করলে (যা তারা প্রায়ই করে থাকে) তৎকৃত পূর্বাপর উভয় অস্ত্র-চিহ্ন তুলনা করে বলা যাবে যে উভয় অপরাধই ঐ একই অপরাধী কর্তৃক সাধিত হয়েছে। এই সকল অস্ত্র-চিহ্ন ভাঙা-তালা বা দরজার কড়া এবং ছোট বাক্সর উপর উৎকীর্ণ হলে রক্ষিগণ গোটা দ্রব্য গ্রহণ করে উহা সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন। কিন্তু উহা বড় আলমারি ও সিন্দুক কিংবা জানালা দরজার উপর উৎকীর্ণ হলে "প্লাসটার অব্ প্যারিসের" সাহায্যে তাদের হুবাহু এক ছাপ বা প্রতিকৃতি নেওয়ার রীতি আছে। এইরূপে বিভিন্ন অপরাধীদের উৎকীর্ণ চিহ্নাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে ঐ সকল অপরাধীদের দ্বারা সাধিত পরবর্তী অপরাধ সমূহের কিনারা করা সহজ হবে। ঐ সকল সংরক্ষিত চিহ্নাদির সহিত পরবর্তীকালীন

অপরাধের সময়ে কৃত যন্ত্র-চিহ্নাদির তুলনা করলে বুঝা যাবে যে ঐ একই অপরাধীর দ্বারা পূর্বাপর উভয় অপরাধই সমাধা হয়েছে।

এই সকল যন্ত্র-চিহ্নাদি পুলিশের বেতনভুক্ তাঁবেদার কোনও এক 'পুরানো চোর' বা 'তালাতোড়' ইনফরমার বা গোয়েন্দার সাহায্যে পরিদর্শন এবং তুলনা করা ভালো। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারগণ তুলনার রীতিনীতি এদের নিকট হতে শিখে নিয়ে থাকেন। এইরূপ তুলনার জন্য সূক্ষ্ম বোধশক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং ইহা অভ্যাস সাপেক্ষ। এই সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। একই কুমারের দোকানের বিভিন্ন কারিকর একইরূপ পুতুল তৈরি করে থাকে। বাহিরের একজনের পক্ষে কোন পুতুলটি কোন কারিকরের দ্বারা নির্মিত হয়েছে তা বলা অসম্ভব। কিন্তু ঐ দোকানের যে কোনও একজন কারিকরকে ঐ পুতুল দেখালে সে অবলীলাক্রমে বলে দেবে, ঐ পুতুলটি তার কোন সহকারী বা সহকর্মীর হাতের কাষ। অনুরূপ ভাবে চেয়ার টেবিল গাঁথুনি, যন্ত্রপাতি, যে কোনও দ্রব্য কোন মিস্ত্রীর হাতের তৈরি তা ঐ মিস্ত্রীর সহকর্মীরা বা নিয়োগ কর্তারা না জেনেও মাত্র তা দেখে বলে দিতে পারে। কার্যের ধবন ধারন খিঁচখাঁচ, হেলান, কম বেশি চাপ বা চাড়, আঘাতের সংখ্যা, উহার সূক্ষ্মতা, গভীরতা, পরিচ্ছন্নতা, বিস্তার প্রভৃতি হ'তে বিভিন্ন ব্যক্তির একই প্রকার কার্যের প্রভেদ ধরা পড়ে। এতদ্ব্যতীত একই প্রকার যন্ত্র একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অপরাধী ব্যবহার করলেও ঐ বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আকার এবং নির্মাণ প্রণালী বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এই কারণে ঐ যন্ত্রসকলের দাঁত, ধার, সুচালো মুখও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে এবং তাদের চিহ্নাদি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে উৎকীর্ণ হলেও তারা বহু প্রকারের হয়ে থাকে।

পুরানো চোরেরা কখনও একক, কখনও বা দল বেঁধে অপকর্মে বহির্গত হয়। এরা প্রায়ই পুরানো দল ছেড়ে নূতন দলে ভর্তি হয়, * কখনও বা নিজেরা নূতন দল তৈরিও করে। হিস্যার ব্যাপারে এবং হিংসার কারণে এই বিভিন্ন অপরাধী এবং তাদের দলের মধ্যে রেষারেষিও দেখা গিয়েছে। এবংবিধ রেষারেষির কারণে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে এরা ইনফরমার সেজে পরস্পর পরস্পরকে প্রায়শ ক্ষেত্রে এইভাবে ধরিয়েও দিয়েছে।

শহরের বিভিন্ন চণ্ডু ও জুয়ার আড্ডা এবং বেশ্যালয় সমূহ এদের ক্লাব ঘর বা মিলন স্থান। এই সকল স্থানে বাহাদুরী সূচক আলাপ-আলোচনার মধ্যে এরা পরস্পর পরস্পরের বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে থাকে। এদের একজন অপরজনের কাজকর্ম বহুবার সাক্ষাৎ রূপে অবলোকনও করেছে এবং ডাক্তারদের ন্যায় এরা পরস্পর পরস্পরের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে। কার কাছে কিরূপ অস্ত্রশস্ত্র বা যন্ত্রপাতি আছে, তাদের উৎকর্ষতা কিরূপ এবং তাদের ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধাই বা কি, তা তারা অবগত হ'তে সক্ষম। এই কারণে পুলিশের নিযুক্ত পুরানো চোর ইনফরমারগণ ঐ যন্ত্র-চিহ্ন দেখা মাত্র উহা কোন অপরাধী বা অপরাধীদল কর্তৃক কিরূপ যন্ত্রের দ্বারা কি উপায়ে উৎকীর্ণ হয়েছে তা বলে দিতে পারে। এই কারণে দক্ষ শান্তিরক্ষিগণ তাঁদের ইনফরমারদের অকুস্থলে গোপনে নিয়ে গিয়ে (ফরিয়াদাদের সহিত ছদ্মনামে পরিচয় করিয়ে দিয়ে) ঐ সকল দ্রব্য এবং চিহ্নাদি তাদের দেখিয়ে থাকেন। অকুস্থলে প্রক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি ও উৎকীর্ণ চিহ্নাদি এবং ঐ স্থানের তৎকালীন

* বহুক্ষেত্রে এরা পরস্পর পরস্পরকে চোর বা দুষ্কৃতকারী বলে মনে মনে ঘৃণাও করে থাকে, এইজন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি এরা কোনও দরদ দেখায় নি।

অবস্থা দেখে ঐ সকল পুরানো চোর ইনফরমাররা বহু মূল্যবান তথ্য ও সূত্রের সন্ধান দিতে পেরেছে।

এই চিহ্ন-বিজ্ঞান এক প্রকার শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে সম্যকরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারলে অপরাধ-নির্ণয়ের কার্য অতীব সুগম হ'য়ে যাবে ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শান্তিরক্ষীদের অবহেলায় এই শাস্ত্র এখনও সুগঠিত হয় নাই। এমন কি অকুস্থল সমূহে উৎকীর্ণ চিহ্নাদি "প্লাসটার অব প্যারিসের" সাহায্যে সংরক্ষিত মোল্ডের কোনও মিউজিয়মও করা হয় নি। ঐ সকল মোল্ডের উপর অপরাধীদের নাম ধাম লিখে তাদের শ্রেণী বিভাগ করাও হয় নি। উপরোক্তরূপ অপরাধের ইতিহাস সহ যন্ত্র-চিহ্নাদি আরও বহু সংখ্যায় সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হলে হয়ত একদিন এর একটা সুরাহা হবে। এই চিহ্ন-শাস্ত্রের উন্নতি সাধনের জন্য শান্তিরক্ষীদের উচিত পুরানো পাপীদের এই সম্বন্ধে বারে বারে জিজ্ঞাসাবাদ করা, এবং চিহ্ন পরিদর্শন এবং উহার তুলনা করার জন্য অভ্যাসের দ্বারা তীক্ষ্ণ বোধ ও দৃষ্টি শক্তি অর্জন করা।

এই সম্বন্ধে আমার স্বকীয় একটি বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য। নিম্নে বিবৃতিটি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমরা অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই যন্ত্র চিহ্নাদির সন্ধান করে উহা পরিলক্ষ্য করতাম, সহজাত চেতনা দ্বারা (Instinct) পরিচালিত হয়ে ঐরূপ দুইটি চিহ্নের মধ্যকার ব্যবধান এবং অপরাধীদের দ্বারা সমাকৃত গহ্বরাদি ও ছিদ্র-পথের পরিধি সুতা বা স্কেলের সাহায্যে বহুবার মেপেছি, কিন্তু ঐরূপে কৃচ্ছ্রসাধন ও বৃথা সময় নষ্ট আমরা কেন করতাম তা আমরা নিজেরাই বুঝতাম না। ফরিয়াদী এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এইরূপ ভড়ং দ্বারা খুশি করবার চেষ্টা করে থাকি,—না এর মধ্যে অন্য কোনও নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তা আমি বুঝেও বুঝে উঠতে পারি নি।

ভড়ং সকল রক্ষিগণই এইরূপ করে কিন্তু কেন তারা করে তা তারা নিজেরাই জানে না। একদিন আমার মনে হয়েছিল সহজাত বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে আমরা যা করি তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও সত্য আছে, কারণ ইনটেলিজেন্স বা বুদ্ধি ভুল করলেও ইনিসটিঙট্‌ তা কখনও করে না। এর বহু দিন পরে আমি একদিন মেসার্স জি, পালের ফার্মে মডেল পরিদর্শনে গমন করি। একই প্রকার বহু ছোট ছোট মডেল ঐ স্থানে সারিবন্দী রাখা ছিল। ঐগুলি কে প্রস্তুত করেছে, জিজ্ঞাসা করায় কারকরটি উত্তর করলো, কাজ দেখে তো মনে হচ্ছে, ওগুলো কৃষ্ণবন্ধুর হাতের কাজ। পরে আমি জেনেছিলাম ঐ গুলি কৃষ্ণবন্ধু নামক ঐ ব্যক্তির এক সহকর্মীর দ্বারা তৈরি হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তি সাক্ষাৎ রূপে তা জ্ঞাত না থাকা সত্ত্বেও বলে দিতে পেরেছে, ঐ মূর্তিগুলির নির্মাতা কে? এর পর দিন হ'তে কয়েকজন তাঁবেদার পুরানো চোরদের সাহায্যে আমি এই চিহ্ন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান শুরু করে দিই। কিছুকাল পরে এদের সাহায্য ব্যতিরেকেই আমি বলে দিতে পারতাম, এই সকল যন্ত্র-চিহ্ন কোথাকার কোন অপরাধী বা অপদল কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়েছে। এর পর অনুসন্ধান দ্বারা ঐ অপরাধীদের খুঁজে বার করে তাদের গ্রেপ্তার করে আমি জেনেছি যে তাদের দ্বারাই ঐ সকল অপরাধ সাধিত হয়েছে।"

এইরূপে অস্ত্র-চিহ্ন সকল পরিদর্শন করার পর কোনও অস্ত্রশস্ত্র অকুস্থলে বা পলায়নের পথে পড়ে রয়েছে কি'না তা অনুসন্ধান করা উচিত। এবং অকুস্থলের দ্রব্যাদির উপর উৎকীর্ণ অস্ত্র-চিহ্নাদির সহিত তাদের মিল আছে কি'না তা দেখা উচিত। যদি জানা যায় যে ঐ অস্ত্র বা যন্ত্র নিতান্ত মামুলি ধরনের কিংবা উহা ঐ বাড়িরই ভিতরকার কোনও স্থান

হ'তে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা হলে ঐ সম্বন্ধে ভিন্ন পথে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

যদি এইরূপ বুঝা যায় যে কোনও এক দ্রব্য ঘটনার পূর্বে অকুস্থলে ছিল না (বা তা সেখানে না থাকার কথা) এবং মাত্র ঘটনার দিন বা কিছু পূর্বে উহা অকুস্থলে দেখা গিয়েছে, কিংবা উহা ঐ বাড়িরই অপর কোনও কক্ষে বা স্থানে ছিল এবং সেখান হতে ঐ দিন বা রাত্রে কোনও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা কারও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঐ ঘরে উহা নীত হয়েছে, তা হলে ঐ দ্রব্য তদন্তের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মনে না হলেও তা গ্রহণ করা উচিত। কারণ পরবর্তী অনুসন্ধানে এমন বহু তথ্য বা সূত্র আবিষ্কার হ'তে পারে যার সহিত ঐ দ্রব্যের নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে। সন্দেহ বা রহস্যজনক দ্রব্য দর্শন মাত্র উহা গ্রহণ করা উচিত হবে। বহু ক্ষেত্রে রূপ প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য ও চিহ্ন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা তো হয়ই নি, এমন কি ঐ সম্বন্ধে স্মারক-লিপিতে পর্যন্ত কোনও উল্লেখ করা হয় নি। এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বহু মামলা সন্দেহাতীত রূপে আদালতে প্রমাণ করাও সম্ভব হয় নি। বহু ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারগণ পরবর্তীকালীন তদন্তলব্ধ তথ্যানুযায়ী অকুস্থলে ফিরে এসে ঐ পূর্ব পরিত্যক্ত দ্রব্যের অনুসন্ধান করে জেনেছেন যে ইতিমধ্যেই উহা অপসারিত বা বিনষ্ট করা হয়েছে। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য।

"অকুস্থলে এসে দেখলাম শিউচরণের দেহটি রক্তাপ্লুত অবস্থায় একটি বাড়ির রোয়াকের উপর পড়ে রয়েছে। রোয়াকের নিম্নে একটি নাতি-প্রশস্ত রাজপথ। এই রাজপথের এপারে একটি খাবারের দোকান ছিল। রাত্রি তখন প্রায় দেড় ঘটিকা হবে। দোকানী লোকটি তখন তার দোকানটি যত্ন সহকারে জল দিয়ে ধৌত করছিল। কেনা বেচার

পর ঐ সময় প্রতি রাত্রেই দোকানে ঐরূপ ধোয়া পোঁছার কায চলে। এতে সন্দেহ করার কিছুই ছিল না। কিন্তু একটা কথা এই যে দোকানী এই খুন সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে পারলো না, অথচ এই হত্যাকাণ্ড তার দোকানের সম্মুখেই সংঘটিত হয়েছে। ঐ দোকানের ধোয়াটে জল দোকানের নিম্নের এক নর্দমায় এসে জমা হচ্ছিল। ঐ নর্দমার জমা জলের একাংশ একটু লালচে বলে প্রতীত হলো। ঐ দোকান সংলগ্ন একটি পানের বিপণি থাকায় আমরা উহা পানের পিচ্ মনে করেছিলাম; তা না হ'লে ঐ লোহিতাভ উদক শিশিতে সংরক্ষণ করে আমরা রসায়ন পরীক্ষার বন্দোবস্ত করতাম এবং এই রূপে আমরা প্রমাণ করতে পারতাম যে ঐ জল রক্ত-মিশ্রিত, পানের পিচ-মিশ্রিত নয়। ঐ বৎসর বহু তদন্ত করেও এই খুনের কিনারা আমরা করতে পারি নি, কারণ এই একটি ভুলের কারণে আসল অপরাধীকে সন্দেহ না করে আমরা ভুল পথে তদন্ত পরিচালিত করেছিলাম। এই ঘটনার এক বৎসর পর 'পাগলা-হত্যা কাণ্ড' সাধিত হয়। এই মামলার এক আসামী স্বীকার করে যে খোকা গুণ্ডাই তার (খোকার) বন্ধু ঐ দোকানীর সাহায্যে শিউচরণকে এক বৎসর পূর্বে ঐখানে খুন করেছিল। ঐ আসামী এও বলে যে শিউচরণকে ঐ দোকানীর দোকানের ভিতরই খুন করা হয়। পরে তার মৃতদেহটি তারা ধরাধরি করে পথের ওপারের রোয়াকে এনে শুইয়ে রাখে। এবং পুলিশ অকুস্থলে এসে পৌঁছবার অর্ধঘণ্টা পূর্বে দোকানী বালতি বালতি জল এনে রক্তটুকু নিঃশেষে ধুয়ে বা মুছে ফেলতে পেরেছিল। আমরা যদি ঐ রক্ত মিশ্রিত জল ঐ দিন সংরক্ষণ করতে পারতাম, তা'হলে খুন যে ঐ দোকানে হয়েছে তা প্রমাণও করতে পারতাম। ঐ অপরাধী আদালতেও এই সম্বন্ধে একটি স্বীকারোক্তি করেছিল। আসামীর এই স্বীকারোক্তির

সহিত উপরোক্ত রূপ প্রামাণ্য দ্রব্য রাসায়নিক পরীক্ষকের রিপোর্ট-সহ পেশ করতে পারলে ঐ স্বীকারোক্তি আদালত নিঃসন্দেহে বিশ্বাসও করতো। মাত্র ঐ একদিনের একটি ভুলের জন্য কিছুটা প্রমাণ পাওয়া সত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মামলায় বেকশুর খালাস পায়।"

অকুস্থলে যদি ধোপি বা অন্য কোনও মার্কা সম্বলিত বহিরাগত কোনও বস্ত্রাদি পাওয়া যায় তো তাহা তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করা উচিত। কোথায়ও যদি অপরাধীদের ব্যবহৃত এমন কোনও চিহ্নযুক্ত দ্রব্য বা বস্ত্রাদি পাওয়া যায় যা দেখলে ঐগুলি অপরাধীর দ্রব্য রূপে সনাক্ত করা সম্ভব হবে, তা হ'লে ঐগুলি প্রয়োজনীয় প্রতীত না হ'লেও গ্রহণ করা উচিত। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য।

"ঐ হত্যার মামলার তদন্ত ব্যপদেশে এইদিন আমরা ঐ পলাতক অপরাধীর বাসগৃহ তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করি। ঐ অপরাধীর শয়ন ঘরের এক কোণে অন্যান্য ময়লা কাপড় চোপড়ের সহিত একটি রক্তমাখা ধুতি এবং একটি পাঞ্জাবী সাক্ষীদের সম্মুখে আমি সংগ্রহ করি, কিন্তু ঐগুলি আনকোরা নূতন ছিল বলে তাতে কোনও ধোপিমার্কা বা অন্য কোনও চিহ্ন উৎকীর্ণ ছিল না। এর পর আমরা ঐ ঘরের আলনা হ'তে দুইখানি পাঞ্জাবী, একটি শার্ট এবং তিনখানি ধুতি পাই। এই কাপড়-চোপড়ের প্রত্যেকটির কোণে একটি করে 'ৎ' অক্ষর লাল সুতা দিয়ে আঁকা ছিল। তদন্তে এও প্রকাশ পেলো যে ঐ কাপড়গুলি ঐ পলাতক অপরাধীর এবং তার প্রত্যেক কাপড় ও জামায় এইরূপ এক 'ৎ' অক্ষর লাল সুতা দিয়ে তোলা আছে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম এই সকল ফালতু কাপড় জামা গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজন নেই, এই রক্তমাখা কাপড় জামা গ্রহণ করলেই

যথেষ্ট হবে। কিন্তু তা সত্বেও সাক্ষীদের সম্মুখে রক্তমাখা কাপড় চোপড়ের সহিত ঐ '৫' অক্ষর আঁকা কাপড় জামাও আমরা সংগ্রহ করে তল্লাসীর তালিকাভুক্ত করি। এই ঘটনার বহুদিন পরে দেওঘরের এক দূরবর্তীস্থানে একটি খালি কুঠিতে ঐ অপরাধীর সন্ধানে আমরা হানা দিই, কিন্তু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই না। আমাদের সাড়া পাওয়া মাত্র সে আমাদের সম্মুখ দিয়েই ছুটে পালায়। এই বাড়ির একটি কক্ষের এক বাক্স ভেঙ্গে বহু অপহৃত দ্রব্য ও গহনা সহ একটি ছয় ঘরা রিভলভার, একটি রক্তমাখা ছুরি এবং লাল সুতায় '৫' অক্ষর তোলা বহু কাপড় জামাও উদ্ধার করি। যে কক্ষটি হ'তে ঐ সকল প্রদর্শনী দ্রব্য পাওয়া যায় সেই বাক্সটি যে ঐ অপরাধীর তা প্রমাণ করতে না পারলে তার উপর ঐ প্রদর্শনী দ্রব্যের অধিকারের দায়িত্ব আরোপ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঐ লাল সুতায় '৫' অক্ষর তোলা একই রূপ কাপড় জামা দেওঘরের কক্ষের ঐ বাক্সে এবং কলিকাতায় অপরাধীর শয়ন কক্ষে প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে দেওঘরে প্রাপ্ত ঐ বাক্সটিও ঐ অপরাধীরই।"*

পরিদর্শনের সময় অকুস্থলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়ার রীতি আছে, যথা—(১) কর্মস্থল অর্থাৎ যে স্থলে বা যে সকল কক্ষে মূল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে; (২) অপরাধীদের প্রবেশ পথ বা ইনগ্রেস্ অর্থাৎ যে পথ দিয়ে তারা অকুস্থলে প্রবেশ করেছে; এবং (৩)

* ঐরূপ বাক্সে বা কক্ষে অপরাধীদের নাম লেখা চিঠিপত্র, ইলেকট্রিক বা বাড়ি-ভাড়ার বিল বা দলিল পত্র ইত্যাদি যা কিছু পাওয়া যায় তা এই কারণে গ্রহণ যোগ্য। সাধারণত বাড়িওয়ালা বা প্রতিবেশীর সাক্ষ্য হ'তে ঐ বাড়ি বা কক্ষের অধিকারিত্ব প্রমাণ করা হয়। কিন্তু একই বাড়িতে বা কক্ষে বহু ব্যক্তির বাক্স থাকলে তা তাহার অধিকারে আছে তা ঐ সকল নাম লেখা কাগজপত্র প্রমাণ করে থাকে।

অপরাধীদের নির্গমন পথ বা ইগ্রেস অর্থাৎ যে পথ দিয়ে তারা এমনিই বা বামালসহ অকুস্থল হ'তে পলায়ন করেছে।

এইবার অপরাধীদের প্রবেশ পথ বা ইনগ্রেস, নির্গমন পথ বা ইগ্রেস এবং কার্যস্থল বা মেইন সিট্ অব অ্যাকসন—অপরাধী লাঞ্ছিত এইস্থানত্রয়ের পরিদর্শনের রীতিনীতি সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করবো, কারণ এইগুলির সম্যক পরিদর্শনের উপর অপরাধ-নির্ণয় বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই কারণে কোনটি প্রবেশ পথ এবং কোনটি বা নির্গমন পথ তা প্রথমে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। অপরাধীদের মূল কর্মস্থল খুঁজে বার করার ন্যায় প্রবেশ এবং নির্গমন পথ খুঁজে বার করা সকল সময় অতো সহজ হয় না। এই কারণে তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

প্রবেশ পথের দরজা জানালা বা দেওয়ালে যে সকল আঘাত বা যন্ত্র-চিহ্ন থাকে, তার সব কয়টিই থাকে তাদের বহির্দেশে, কারণ বাহির হ'তে প্রচেষ্টা দ্বারা উহা খোলা বা ভাঙা হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল স্থানে যে সকল পদ-চিহ্ন পাওয়া যায় তার অগ্রভাগ থাকে সম্মুখের দিকে, এবং ঐ অপরাধীরা যদি পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে তা'হলে তাদের পায়ের অঙ্গুলির দাগ থাকে পাঁচিলের বহির্দেশে এবং তার পায়ের গোড়ালির দাগ থাকে পাঁচিলের ভিতর দিককার গায়ে। অনুরূপ ভাবে নির্গমনের পথে অপরাধীদের পায়ের অঙ্গুলির ছাপ পড়ে পাঁচিলের ভিতর দিককার গায়ে এবং তার গোড়ালির ছাপ থাকে ঐ পাঁচিলের বহির্দেশে। এতদ্ব্যতীত নির্গমনের পথে অবস্থিত দরজা বা জানালার উপর কোনও অস্ত্রাঘাতের বা চাড় দেওয়ার চিহ্ন সাধারণত দেখা যায় না, কারণ ভিতর দিক হ'তে প্রায়শ ক্ষেত্রে ঐ সকল গৃহের দরজা সমূহ সহজেই খুলে অপরাধীরা বার হয়ে যেতে পারে। ঐ সকল দরজা বা

জানালায় বিশেষ কারণে অস্ত্র বা যন্ত্রের কোনও চিহ্ন দেখা গেলেও ঐগুলি উহাদের ভিতরের দিকে দেখা যাবে ; কারণ ভিতর দিক হ'তে ঐগুলি চাড় দিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে খোলা হয়ে থাকে। প্রবেশ পথে বিষ্ঠা, অর্ধদগ্ধ বিড়ি প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে এবং অপরাধীদের মূল কর্মস্থলে এবং তাদের নির্গমন পথের উপর অপহৃত দ্রব্যের কিছু অংশ এবং সিঁদকাঠি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে। কারণ তাড়াতাড়ি পলায়নের সময় ঐরূপ বহু দ্রব্য প্রায়ই তারা মূল কার্যস্থলে এবং নির্গমন পথে ফেলে রেখে গিয়েছে। এর অপর এক কারণ অপরাধীরা অপরাধের যন্ত্রপাতি সহ রাজপথে চলাচল করা নিরাপদ মনে করে না। কারণ অপহৃত দ্রব্যের সহিত যন্ত্রপাতি তাদের সঙ্গে থাকলে—এই উভয় দ্রব্য সহ ধরা পড়লে এদের অধিকারিত্বের দায় এড়ানোর উপযুক্ত কোনওরূপ কৈফিয়ৎ থাকে না।*

অপরাধীদের নির্গমন পথ আবিষ্কার করে কোন পথে তারা পলায়ন করেছে তা বুঝে রক্ষিগণ তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে থাকেন। এইরূপ বহুবিধ কারণে তাদের প্রবেশ এবং নির্গমন পথের আবিষ্কারের প্রয়োজন সর্বাধিক। প্রবেশ পথ সমূহ অনুধাবন করে রক্ষিগণ বলে দিতে পারেন সাধারণ চোর বা পাড়ার চোর কিংবা পেশাদারী বা পুরানো চোরদের দ্বারা ঐ সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না। সাধারণত পাড়ার তস্কর বা চোর অপেক্ষাকৃত সুগম পথে গৃহাদিতে প্রবেশ করে, কিন্তু পেশাদার বা পুরানো চোরেরা দুরূহ প্রবেশ-পথ সকল ব্যবহার করে। এই প্রবেশ পথের স্বরূপ হ'তে কোনও এক অপরাধ কিরূপ অপরাধী বা অপদল কর্তৃক সাধিত হয়েছে তা'ও

* অপরাধীরা অপরাধের পূর্বাহ্নে যন্ত্রপাতি অকুস্থলের নিকট কোন একস্থানে পুঁতে রেখে আসে পাছে যাত্রাকালীন সে ঐ দ্রব্যসমেত ধরা পড়ে।

বলে দেওয়া সম্ভব। এক এক প্রকার অপরাধী বা অপদল এক এক উপায়ে গৃহাদিতে প্রবেশ করে থাকে। কেহ প্রবেশ করে দরজা খুলে বা ভেঙে, কেহ প্রবেশ করে জানালা ভেঙে বা উহার দুইটি গরাদ ফাঁক করে। কোনও কোনও অপরাধী খড়া বা দেওয়াল বা পাইপ বেয়ে উপরে উঠা পছন্দ * করে। কেহ কেহ দেওয়াল বা ছাদ ফুটা করে দড়ি ঝুলিয়ে বা শিকলের সাহায্যে বা স্কাই-লাইটের ফাঁকে বা নর্দমার ছিদ্রপথে গৃহাদিতে প্রবেশ করে। এইরূপ প্রবেশ-পদ্ধতি অপরাধীদের বিভিন্নরূপ অপ-পদ্ধতির অংশ-বিশেষ। শান্তিরক্ষীদের নথিপত্রে এইরূপ বহু অপরাধীদের নাম, ধাম, ঠিকানা এবং তাদের ঐ বিভিন্নরূপ অপ-পদ্ধতি এবং প্রবেশ-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। রক্ষিগণ এই প্রবেশ-পদ্ধতি সমূহ অনুধাবন করে কোন অপরাধী বা অপদল কর্তৃক ঐরূপ এক অপরাধ সাধিত হওয়া সম্ভব তা জেনে এদের খোঁজ-খবর করে থাকেন। এতদ্বারা তাঁদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র স্বল্পায়তন হয়ে উঠে এবং এঁরা মাত্র এক শ্রেণীর অপরাধীর পিছনে লেগে থাকেন।

অকুস্থল পরিদর্শনের দ্বারা যদি বুঝা যায় যে দুয়ারের পাশের সিঁদ, নর্দমার বা স্কাই-লাইটের ছিদ্র পথ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অপরাধীরা সকলে কিংবা তাদের একজন প্রবেশ করেছে তা'হলে ঐ ছিদ্র পথের পরিধি মেপে রক্ষীদের বুঝা উচিত ঐ পথ দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বা কোনও এক বালকের প্রবেশ করা সম্ভব। রক্ষিগণ যদি দেখেন যে ঐরূপ ফাঁক, ফুটা বা ছিদ্র পথ ব্যবহার করা তো হয়েছেই, এ ছাড়া ভিতর থেকে দরজাদিও খুলে দেওয়া হয়েছে, তা'হলে রক্ষিগণ বুঝে নেবেন যে কোনও বালক চোর ঐ স্বল্প পরিসর রন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে ভিতর হ'তে সদর দরজা খুলে দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক চোরদের ঐ গৃহে প্রবেশের পথ সুগম

* এইরূপ ক্ষেত্রে দেওয়াল বা পাইপের গায়ে ঘসড়ানির বা পায়ের দাগ দেখা গিয়েছে।

করে দিয়েছে। পুরানো চোরেরা এই বিশেষ উদ্দেশ্যে ছোট ছোট বালক চোর পুষে থাকে। কোন্ কোন্ অপদলের হেপাজতে এইরূপ বালক চোর বা প্রাপ্তবয়স্ক বেঁটে বা শীর্ণকায় চোর আছে তা জ্ঞাত থাকায় শান্তিরক্ষিগণ এইরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন।

বিভিন্ন প্রকার অপরাধী বা অপদল বিভিন্নরূপ প্রবেশ পথ ব্যবহার করে, এ কথা সত্য, কিন্তু নির্গমন পথ সম্বন্ধে ঐরূপ বলা চলে না। এর কারণ গৃহাদি হতে অপরাধীরা তাড়াহুড়ার মধ্যে নির্গমন করে। এইজন্য প্রায়শ ক্ষেত্রে তারা দিশেহারা হয়ে যায়। এরা স্ব স্ব অভ্যাস, শিক্ষানুযায়ী ধীরে সুস্থে গৃহাদিতে প্রবেশ করে, কিন্তু বার হয়ে আসবার সময় এরা সুবিধামত যে কোনও নির্গমন পথ ব্যবহার করে। একই পথকে প্রবেশ এবং নির্গমন পথ রূপে ব্যবহার করার সুযোগ তারা কম ক্ষেত্রেই পায়; অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত পথ দিয়ে বার হতে গিয়ে তারা ধরাও পড়ে যায়। গৃহাদিতে প্রবেশের সময় তারা প্রায়ই ধরা পড়ে না, প্রারম্ভেই তাড়াহুড়া খেলে তারা ঐ পথে পলায়নেও সক্ষম; কিন্তু নির্গমনের পথ দিয়ে বার হবার সময় তারা প্রায়ই ধরা পড়ে। এর কারণ অপকর্মের পূর্বে অপরাধীরা গৃহাদির সম্ভাব্য প্রবেশ পথ সম্বন্ধে প্রায়ই খোঁজ-খবর নিয়ে থাকে, কিন্তু উহার নির্গমন পথ সম্বন্ধে এরা একটুও মাথা ঘামায় না; অপরাধীদের মজ্জাগত স্থূল বুদ্ধি এবং অদূরদর্শিতাই ইহার কারণ।

পরিদর্শন দ্বারা যে সকল দ্রব্য অকুস্থল হতে সংগ্রহ করা হয়, সেইগুলি স্থানীয় দুই বা ততোধিক ভদ্র ব্যক্তির সম্মুখে তালিকাভুক্ত করার নিয়ম আছে। এই তালিকার উপর ঐ মামলার ফরিয়াদী

এবং ঐ সাক্ষিগণের দস্তখত নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। এর পর সুষ্ঠু-ভাবে ঐ সকল প্রামাণ্য দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সুষ্ঠুভাবে পুটলীকরণ বা প্যাকিংএর উপর এই সংরক্ষণ বহুলাংশে নির্ভর করে। ঐ সকল দ্রব্য গৃহীত হবার বহু দিন পরে আদালতে তাদের পেশ করা হয়। কারণ তদন্ত কার্য শেষ হতে এবং আদালতে তাদের বিচার আরম্ভ হতে বহু দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। আদালতে তাদের প্রদর্শনের দিন পর্যন্ত অভগ্ন এবং অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করতে হলে বৈজ্ঞানিক পন্থায় তাদের প্যাকিং-এর প্রয়োজন হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বীক্ষণাগারে দ্রব্য ও চিহ্নাদি অভগ্ন বা অবিকৃত অবস্থায় পাঠানোর জন্যও বিশেষ পদ্ধতিতে প্যাকিংএর প্রয়োজন। এইরূপ পুটলীকরণের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

[অপরাধীদের প্রবেশ হতে তাদের কার্যস্থল এবং কার্যস্থল হতে তাদের নির্গমন স্থল অবধি প্রত্যেকটি পথ যা অপরাধীরা অতিক্রম করেছে রক্ষীদের তা অনুধাবন করে পরিলক্ষ্য করা উচিত।]

সূক্ষ্ম বোধ বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এবং অনুধাবন ও গবেষণা দ্বারা কিরূপভাবে আশু অপরাধ-নির্ণয় সম্ভব হতে পারে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"এই দিন অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে আমি দেখলাম বৃদ্ধা শাশুড়ি এবং তাঁর বধূমাতা দুজনেই ছুরিকা দ্বারা নিহত হয়েছেন। শয়ন-কক্ষে বধূমাতা কর্তিত-গলা অবস্থায় এবং ঠাকুর ঘরে শাশুড়ি ঐরূপ অবস্থায় রক্তাক্ত কলেবরে পড়ে রয়েছেন। ঐ শয়নকক্ষের বাক্স ও দেরাজ সমূহের ভগ্ন অবস্থা দেখে প্রতীত হ'ল যে ইহা আক্রোশ-জনিত খুন নয়। ইহা এক নিরাক্রোশ-জনিত খুন, গহনা

বা অর্থ অপহরণের উদ্দেশ্যে ইহা সমাধা হয়েছে। সম্ভবত উহা জানা-শুনা লোকের কার্য, তা না হলে খুন করার প্রয়োজন হতো না। নেহাৎ উহার প্রয়োজন হলেও মাত্র বধূমাতাকে খুন করলেই যথেষ্ট হতো। অনুধাবন এবং গবেষণা দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম যে নিশ্চয়ই ঐ বৃদ্ধা শাশুড়ির সম্মুখ দিয়েই ঐ ব্যক্তি ঐ বাটীতে প্রবেশ করেছিল, পাছে বৃদ্ধা এজাহার দেয় যে ঐ ব্যক্তি হত্যা কার্যের অব্যবহিত পূর্বে ঐ কক্ষে ঢুকেছিল, এ জন্য খুনী লোকটি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে ঐ বৃদ্ধাকেও হত্যা করে গিয়েছে। তদন্তে ইহাও জানা গেল যে ঐ সময় মাত্র শাশুড়ি এবং তাঁর বধূমাতা বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। খুনী ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয় না হলে বুড়ীর সম্মুখ দিয়ে বধূমাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেও সক্ষম হতো না। গবেষণা দ্বারা এইরূপ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আত্মীয়-স্বজনের মুখাবয়ব পরিলক্ষ্য করতে লাগলাম। এই সময় ঐ বাড়ির এক ভাগিনেয়র উপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হলো। তার মুখ দেখে মনে হয় সে অত্যন্ত ভীত, সন্ত্রস্ত এবং চিন্তিত। তার পরনে এই সময় একটি নূতন নীল শার্ট পরিলক্ষ্য করি। এই শার্টের মধ্যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র পোড়ার ছিদ্র; ঐ গুলি জ্বলন্ত সরু কাটি দিয়ে যেন কেহ পুড়িয়ে ছেঁদা করে দিয়েছে। এই সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে যে সে বিড়ি খায়। বিড়ির স্ফুলিঙ্গ পড়ে ঐ নূতন শার্ট ঐ ভাবে ফুটা হয়ে গিয়েছে। আমি এই সময় যুবকটির পায়ের লাপেটা জুতা এবং মস্তকের টেরির দিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি সে বিড়ি খাবার ছেলে নয়, সে খেলে বিড়ি খাবে না, সিগারেট খাবে। এর পর তার পকেট তল্লাস করে আমি একটা হ্যাভানা সিগারেটের টিনও আবিষ্কার করেছিলাম। এ যুবকটির শার্টের পিছন

দিকটা পরিলক্ষ্য করে আমি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র রক্তের ফোঁটাও আবিষ্কার করতে পারলাম। এইবার স্পষ্টই আমি বুঝতে পারলাম যে ঐ যুবকের শার্টের সম্মুখ দিকেও কয়েকটি রক্তের ফোঁটা পড়েছিল এবং এই ফোঁটা তার চোখে পড়ায় জ্বলন্ত বিড়ির সাহায্যে সে ঐ গুলি পুড়িয়ে পুড়িয়ে উঠিয়ে ফেলেছে। অসাবধানতার কারণে তার নূতন শার্টটি ঐ ভাবে পুড়িয়ে ফেলার কাহিনীও অবিশ্বাস যোগ্য। যুবকটির দেহ পরীক্ষা করে রক্ত ক্ষরিত হতে পারে এমন কোনও ক্ষত আদি দেখতে পেলাম না। বাটীর বাহিরের এক বিড়ির দোকানে তদন্ত করে জানতে পারলাম যে ঐ যুবকের এক বন্ধু তার দোকান হতে প্রায়ই সিগারেট কিনলেও এইদিন প্রথম সে কয়েকটা বিড়ি মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্বে কিনে নিয়ে গিয়েছে। তাদের নিকট হতে এ'ও জানা গেল যে তারা ঐ যুবকদ্বয়কে ঐ ঘটনার কিছু পূর্বে ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করতেও দেখেছিল। এর পর আমরা উপরোক্ত যুবকদ্বয়কে গ্রেপ্তার করলে তারা ঐ জোড়া খুন সম্বন্ধে এক স্বীকারোক্তি করে বলে যে, তারা অপহৃত গহনাদি কোনও এক সোনারের দোকানে বিক্রয় করে এসেছে। এর পর আমরা ঐ সোনারের দোকান তল্লাস করে অপহৃত গহনা উদ্ধার করি এবং ঐ সোনারও ঐ যুবকদ্বয়কে তাদের বিক্রেতা রূপে সনাক্ত করে দেয়।"

এই সম্বন্ধে অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো; বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য।

"কোনও এক বেশ্যালয়ের এক কক্ষে কোনও এক বেশ্যানারী বসবাস করতো। এই দিন বেলা দশটার পরও তাকে দরজা খুলে না বেরুতে দেখে অপরাপর ভাড়াটীয়ারা শঙ্কিত হয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দেখে যে কক্ষের একটি মাত্র দুয়ার ভিতর হতে খিল এঁটে বন্ধ করা

আছে। পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে যে ঐ বেশ্যানারীর প্রাণহীন দেহ কর্তিত-গলা অবস্থায় বিছানার উপর পড়ে রয়েছে। অদূরে মেঝের উপর একটা রক্তমাখা দোধারা ছোরাও পড়েছিল। পুলিশ কক্ষটির জানালাগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন যে তাদের কোনটিও ভাঙা হয় নি, জানালার কপাটে বা গরাদের উপরও কোনও আঘাতের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। এই সকল বিষয় অনুধাবন করে স্থানীয় রক্ষীদল অভিমত প্রকাশ করলেন যে উহা আত্মহত্যা, খুন নয়। এই সময় আমি সন্ধানী বিভাগের (Detective Dept.) কর্মে বাহাল (পোস্টেড্) ছিলাম। উপরওয়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে এর কিছু পরেই আমি অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে ঐ কক্ষটি পরিদর্শন শুরু করে দিই। কিছুক্ষণ পরিদর্শন করার পর আমি কর্তৃপক্ষকে জানাই যে ঐ মামলা (নিরাক্রোশ) খুনের, আত্মহত্যার নয়। কিরূপে আমি উহা অবগত হতে পেরেছিলাম তা এইবার বলবো। প্রথমে আমি অবলোকন করি যে, ঐ কক্ষের একটি দেরাজের তলায় একটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে রয়েছে। দেরাজের উপরও একটি দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি পড়ে রয়েছে, কিন্তু উহার অগ্রভাগ মাত্র পোড়া দেখা যায়। ঐ সামান্য পোড়া দেশলাই কাঠির নিকট সম্পূর্ণ রূপে পোড়া মোমবাতিও দেখা গেল। বুঝা গেল, যে, ঐ বাতিটিসারা রাত পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এর পর দেরাজের একটি ড্রআর অর্ধমুক্ত অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম, উহার মধ্যে গহনার দুইটি খালি কার্ডবোর্ড বাক্সও আমি দেখলাম, কিন্তু উহার মধ্যে কোনও গহনা ছিল না। এতদ্ব্যতীত ভিতরের কাপড়-চোপড়ও কিছুটা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। এইবার আমি নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারি যে কোনও এক তস্কর ঐ ঘরে ঢুকে প্রথমে একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে

সমস্ত ঘরটি পরিষ্কার রূপে বহুক্ষণ ধরে দেখে নিয়েছে। এই জন্য ঐ দেশলাই কাঠিটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ভস্মীভূত হয়েছিল। এর পর সে ঐ দেরাজের উপর একটি নিবানো মোমবাতি ন্যস্ত দেখতে পায় এবং সে ঐখানে দ্বিতীয় দেশলাই কাঠিটি জালিয়ে ঐ বাতিটি ধরিয়ে দিয়েই কাঠিটি নিবিয়ে নিম্নে ফেলে দেয়। এই জন্য উহা আমরা সামান্য মাত্র ভস্মীভূত দেখেছি। ঐ খালি ভেলভেট মোড়া কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলি দেখে আমি বুঝতে পারি যে. উহা হতে গহনাগুলি অপহৃত করা হয়েছে। এর পর আমি নিহত নারীর হস্তদ্বয়ের উপরে ও তাদের চেটোয় কয়েকটি ক্ষত ও আঘাত দেখতে পাই। এ ছাড়া ছোরাখানি ঐ নারীর হাতের নাগালের বাহিরে পড়েছিল। এইরূপ পরিদর্শন হতে আমি বুঝতে পারি যে আততায়ীদের আগমনের পর ঐ হতভাগ্যা নারী জেগে উঠেছিল, হয়তো সে চিৎকারোন্মুখও হয়ে থাকবে, তাকে নিরস্ত ও নিস্তেজ করবার জন্যে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। হাত দিয়ে মৃতা নারী আত্মরক্ষার চেষ্টাও করেছিল, এ জন্য আমি তার হস্তদ্বয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। কিন্তু আততায়ীরা ঐ কক্ষে প্রবেশ করলো কোথা দিয়ে ? এর পর আমি একটি জানালার নিম্নদেশে অপর একটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ কাঠি পড়ে থাকতে দেখতে পাই। এই জানালার গরাদগুলি পরীক্ষা করে আমি দেখতে পাই যে তাদের দুইটি গরাদ সহজেই উপরে উঠানো এবং পূর্ব স্থানে পুনরায় বসানো সম্ভব। ঐ জানালার বাহিরের দেওয়ালের উপর আমরা আততায়ীদের একটি পদচিহ্নও আবিষ্কার করতে সমর্থ হই, এইভাবে আমি প্রমাণ করি যে এ মামলা খুনের, আত্মহত্যার নয়।"

পরিদর্শন এবং অনুধাবন দ্বারা অপরাধ নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"অমুক রূপোপজীবিনীকে এই দিন তার শয়ন কক্ষে নিহত অবস্থায় আমরা দেখতে পেলাম। মৃতের গৃহ তল্লাস করে যে সকল পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হলাম, তার প্রত্যেকটিতে ধোবি-চিহ্ন ছিল '.̤ ' এইরূপ। এই '.̤ ' চিহ্ন অকুস্থলের প্রত্যেক বস্ত্রের কোণে আঁকা থাকায় বুঝলাম যে নিহত নারীর ধোবি দ্বারা তাদের প্রত্যেকটি এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু শয্যার উপর ন্যস্ত একটি রুমালে একটি ভিন্ন রূপ ধোবি-চিহ্ন দেখা গেল, যথা, 'ঃ' এইরূপ। এই রুমালের গন্ধ হতে বুঝা গেল, উহাতে ক্লোরোফর্ম ছিল। খোঁজাখুঁজি করে খাটের পায়ার নিকট একটি ক্লোরোফর্মের খোলা শিশিও পাওয়া গেল। স্ত্রীলোকটির গলায় আঙ্গুল ও নখের দাগ হতে বুঝা গেল তাকে প্রথমে ক্লোরোফর্ম করবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাতে অপারক হয়ে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। এর পর অনুধাবন দ্বারা আমরা এ'ও বুঝি যে ঐ রুমালটি বহিরাগত দ্রব্য ; অপরাধিগণ তাড়াতাড়িতে উহা অকুস্থলে ফেলে রেখে গিয়েছে। এর পর আমরা শহরের প্রত্যেক ধোবির নিকট খোঁজ-খবর করে টালিগঞ্জ নিবাসী এমন এক ধোবির সন্ধান পেলাম, যার ধোবি মার্কা ছিল 'ঃ' এইরূপ। ঐ রুমালটি উপরোক্ত ধোবি লোকটিকে দেখানো মাত্র সে বলে দিলে উহার মালিক হচ্ছে অমুক এবং সে অমুক গলির অতো নম্বর বাটীর লোক। এর পর ঐ লোকটিকে পাকড়াও করে অকুস্থলে নিয়ে আসা মাত্র ঐ গৃহের অন্যান্য বেশ্যা নারীগণ তাকে সনাক্ত করে এজাহার দিলে যে তারা হত্যার কিছুক্ষণ পূর্বে ঐ ব্যক্তিটিকে নিহত নারীর গৃহ হতে বার হয়ে আসতে দেখেছিল। অকুস্থলে প্রাপ্ত ক্লোরোফর্মের শিশির উপর একটি সুস্পষ্ট অঙ্গুলির ছাপও পাওয়া গিয়েছিল, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা আমরা এও জানতে পারি যে উহা ঐ আসামীরই অঙ্গুলির ছাপ।"

শান্তিরক্ষিগণ এইরূপ বহু ধোবি মার্কা যথা—

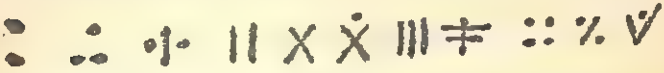

ইত্যাদি, এবং যে সকল ধোবি এরূপ মার্কা দেয় তাদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করে রেখে থাকে। প্রত্যেক ধোবি স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষকদের কাপড় চোপড় পৃথক পৃথক মার্কা দ্বারা চিহ্নিত করে রাখে যাতে করে একই মাঠে কাচবার বা শুকতে দেবার সময় ঐ গুলি গুলিয়ে বা হারিয়ে না যায়। এতদ্ব্যতীত নিজেদের পৃথক সত্তার পরিচায়ক রূপেও এরা এদের নিজস্ব ধোবি চিহ্নাদি ব্যবহার করেছে। কেহ কেহ এক একটি পরিবারের বস্ত্রাদির জন্য এক এক প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। দুঃখের বিষয় এই সকল ধোবি এবং ডাইংক্লিনিং-এর চিহ্নাদির সম্পূর্ণ তালিকা এই শহরের আরক্ষ পুরুষেরা আজও পর্যন্ত সঙ্কলন করতে সক্ষম হননি, অথচ কাজটি অতীব সহজ কাজ।

অপতদন্ত—গবেষণ, ইত্যাদি

অপতদন্ত সমূহ রক্ষিগণ বিভিন্ন পর্যায়ে সমাধিত করে থাকেন। এইরূপ তদন্ত দ্বারা প্রথমে তাঁরা অপরাধ-সম্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য বা ডেটা সংগ্রহ করে থাকেন। অকুস্থল পরিদর্শন, বিভিন্ন ব্যক্তির বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা এই সকল তথ্য বা ডেটা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এর পর তারা এইরূপে সংগৃহীত বহুবিধ ডেটা বা তথ্য আলোচনা করে গবেষণা শুরু করেন, এবং এই গবেষণানুযায়ী 'সংঘটিত অপরাধ' সম্পর্কে পরিশেষে এঁরা কোনও এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

অবলম্বন করে থাকেন, প্রত্যেকটি অপরাধের তদন্ত-কার্য কয়েকটি বিশেষ ধারায় পরিচালিত হয়ে থাকে। নিম্নের তালিকাটি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

(১) অকুস্থল পরিদর্শন
(২) বিবৃতি গ্রহণ
(৩) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ
|
তথ্য বা ডেটা
|
গবেষণ
|
সিদ্ধান্ত
|
অনুসন্ধান
|
কার্যকরণ

অকুস্থলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্থে পাঠানোর বহু পরে উহাদের রিপোর্ট সমূহ শান্তিরক্ষীদের হস্তগত হয়ে থাকে। কিন্তু অতোদিন পর্যন্ত দেরি না করে আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। এই জন্য প্রাথমিক তদন্তের ব্যাপারে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি এবং অকুস্থল পরিদর্শন-লব্ধ তথ্য সমূহের উপর গবেষণা শেষ করে রক্ষিগণ ত্বরিত গতিতে কোনও এক সিদ্ধান্ত বিশেষে উপনীত হন। তবে বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট সমূহ কোনও প্রকার বিরুদ্ধ মতামত প্রদান করলে পরিশেষে রক্ষিগণের তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্তের আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য।

"এই দিন অমুক অবিবাহিতা মহিলা থানায় এসে এজাহার দিলে যে,

দুইজন ব্যক্তি ঘরের মধ্যে তাকে জোর করে ধর্ষণ করেছে। তিনি এও বললেন যে, ইতিপূর্বে যৌন সঙ্গমে তিনি আদপেই অভ্যস্তা ছিলেননা। ঐ অপরাধের প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে রক্তের দাগও দেখিয়েছিলেন, তাঁর শরীরের কয়েকটি আঘাতও। আমরা অকুস্থলে এসে ভদ্র মহিলার বিছানায় স্থানে স্থানে রক্তের অনুরূপ দাগও দেখতে পেলাম। অকুস্থলের দুই ব্যক্তি মহিলাটিকে ধর্ষিত হতে দেখেছেন বলে সাক্ষীও দিলেন। এই রক্ত চিহ্নিত বিছানা ও পরিধেয় বস্ত্র এবং অকুস্থলে ঐ সাক্ষীদ্বয়ের বিবৃতি রূপ তিনটি তথ্য অনুধাবন করে আমরা ঘটনাটি সত্যই ঘটেছে, এইরূপ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করি। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের রিপোর্ট হতে পরে আমরা জানতে পারি যে ঐ বিছানার এবং পরিধেয় শাড়ির রক্ত আদপে কোনও আঘাতের রক্ত নহে, উহা স্ত্রীলোকদের মাসিক বা মেনস্ট্রুয়েশনের রক্ত। এতদ্ব্যতীত ঐ রিপোর্ট পাঠে এও জানা গেল যে মহিলাটি যৌন সঙ্গমে অভ্যস্ত এবং যৌন রোগগ্রস্তা, এমন কি উহার গাত্রের আঘাত সমূহও স্বকৃতরূপে প্রতীত হয়, ইত্যাদি ; অপরদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শরীরে ঐরূপ কোনও যৌন ব্যাধি আদপেই নেই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লব্ধ পরবর্তী তথ্য সমূহ অবগত হওয়ার পর আমরা আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করি এবং আসামীদের তৎক্ষণাৎ আরও তদন্ত সাপেক্ষ জামিনে মুক্তি প্রদান করি।"।

উপরোক্ত কারণে রক্ষিগণের নিজেদেরও কিছুটা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকার প্রয়োজন আছে। সম্ভব হলে দ্রব্য সমূহের মামুলি পরীক্ষা সমূহ নিজেরাই করে নিতে পারলে ফল ভালো হবে। অন্তত পদ-চিহ্ন, টিপ-চিহ্ন এবং হস্ত-লিখন শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা আমি লজ্জাকর মনে করি। কেহ কেহ বলেন,

তদন্তের সময় বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমার মতে যন্ত্রপাতি সহ উহাদের সকল সময়ই অকুস্থলে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না। এই জন্য শান্তিরক্ষীদের নিজেদেরই উচিত অন্তত ছোট খাটো বা লঘু যন্ত্রপাতি সমূহ নিজেদের সঙ্গে রাখা। অন্যথায় তাদের উচিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাদির রিপোর্টে উল্লিখিত নবলব্ধ অপরাধ সম্বন্ধীয় তথ্য সমূহ যথাসত্বর সংগ্রহ করা।

অপরাধ সম্বন্ধীয় তথ্য সমূহ দুই প্রকার হয়ে থাকে, যথা—প্রত্যক্ষ তথ্য এবং পরোক্ষ তথ্য। যা দেখা বা শুনা যায় তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ তথ্য এবং যা দেখা বা শুনা যায় না তাকে বলা হয় পরোক্ষ তথ্য। একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। কোনও এক নিহত ব্যক্তির দেহের নিম্নে ও চতুষ্পার্শ্বে যদি প্রচুর রক্ত দেখা যায় তা'হলে ঐ তথ্য হতে বুঝা যাবে লোকটিকে অকুস্থলেই হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু ঐ স্থানে যদি সামান্য মাত্র রক্ত দেখা যায় কিংবা ঐ স্থানে যদি আদপেই রক্ত না থাকে তা'লে এই 'না দেখা' রূপ তথ্য হতে বুঝা যাবে যে লোকটিকে অন্যত্র হত্যা করে ঐ স্থানে পরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। চতুষ্পার্শ্বে বহু গৃহ অবস্থিত থাকা সত্বেও যদি কেহ নিহত বা আহত বা ধর্ষিত ব্যক্তির চিৎকার বা আর্তনাদ না শুনে থাকে, তা'হলে ঐ 'না শুনা রূপ তথ্যও' একটি প্রয়োজনীয় তথ্য। ঐরূপ না দেখা বা না শুনা রূপ তথ্য হতে ঐ অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। কোনও স্থানের গাড়ির চাকার দাগ দেখলে সিদ্ধান্ত করা যায়, অপরাধিগণ ঐ স্থলে শকট যোগে এসেছিল, অনুরূপ ভাবে গাড়ির চাকার দাগ না দেখলে বুঝা যেতে পারে তারা গাড়ি করে আসে-নি ; তারা পায়ে হেঁটে এসেছে।

অপরাধ-সম্বন্ধীয় তথ্য বা ডেটা সংগ্রহের উৎস এবং নিয়ম সম্বন্ধে

বলা হলো। এইবার অপরাধ গবেষণার রীতি নীতি সম্বন্ধে বলবো। তিনটি বিশেষ পন্থায় এই গবেষণা কার্য সমাধা করা হয়, তাদের যথাক্রমে বলা হয়, পরিদর্শন, আগম এবং অনুমান। বক্তব্য বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে প্রত্যক্ষ রূপে বিষয় বস্তু অবগত হওয়ার নাম পরিদর্শন। বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখের বিবরণী হতে যা আমরা অবগত হই, তাকে আমরা বলি আগম। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি, বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হতে শুনা কাহিনী এবং বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট প্রভৃতি হতে যা আমরা জ্ঞাত হই, তাকে বলা হয় আগম। পরিদর্শন এবং আগম সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার অনুমান সম্বন্ধে বলা যাক। অদূরবর্তী কোনও পর্বত শিখর হ'তে ধূম নির্গত হচ্ছে—এই ক্ষেত্রে নিশ্চিত রূপে অনুমান করা যায় যে অদূরবর্তী পর্বত শিখরে আগুন আছে, কারণ আগুন হতেই ধূম নির্গত হয়। বিষয় বস্তুর দুইটি গুণাগুণ অবগত হওয়ার পর তার তৃতীয় গুণটি সম্বন্ধে নির্ভুল রূপে অবগত হওয়া যায়। এইরূপ রীতিতে অনুসন্ধান করার অপর নাম "অনুমান"। এই অনুমান অভিজ্ঞতা এবং পুঁথি জ্ঞান প্রসূত হয়ে থাকে। রক্ষিগণের অপরাধ-নির্ণয় সম্বন্ধীয় বহুবিধ পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান না থাকলে অনুমানে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ভুল বা ত্রুটিকে বলা হয় বিকল্প। অপতদন্তের ব্যাপারে এই সকল বিকল্প সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

[বিকল্প দুই প্রকার, যথা—বহির্বিকল্প এবং অন্তর্বিকল্প। রজ্জুসর্প, শুক্তি-মুক্তা, মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি বহির্বিকল্পের দৃষ্টান্ত। এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিকল্প চক্ষু হতে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অপর দিকে অন্তর্বিকল্পের মধ্যে কোনওরূপ বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অন্তর্বিকল্পের বিষয় বস্তু চিন্তার দ্বারা মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয় এবং পরে

তার ছবি মস্তিষ্ক হতে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় আমরা ভূত, বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকি।]

এইরূপে আগম, পরিদর্শন এবং অনুমান দ্বারা রক্ষিগণ দুরূহ তদন্তের ব্যাপারে কোনও একটি সিদ্ধান্ত বিশেষ গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য সমূহ অনুধাবন দ্বারা মাত্র একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ গবেষণা দ্বারা রক্ষিগণ একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সিদ্ধান্ত যখন একাধিক হয় তখন তাকে বলা হয় পরিসংজ্ঞা বা থিওরি। অর্থাৎ এই সকল থিওরির কোনও একটি সত্য এবং তার বাকিগুলি মিথ্যা। কোনও এক অজ্ঞাত বিষয় বস্তু অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হতে হলে গবেষক (Researchers) গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকটি সম্ভাব্য পরিসংজ্ঞা কল্পনা করে নিয়ে থাকেন। তথ্যানুসন্ধান এবং গবেষণা কার্য এই নিয়মেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তদন্তকারী রক্ষিগণ এক একটি করে প্রতিটি থিওরি অনুসরণ করে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন। একটি থিওরি কিছুটা দূর অনুসরণ করে যদি বুঝা যায় যে সম্মুখে আর পথ নেই বা উহা বন্ধ তা'হলে তাঁকে ফিরে এসে দ্বিতীয় এক থিওরি অনুযায়ী তদন্তের কার্য করে যেতে হয়। এমনি করে একটির পর একটি থিওরি পর্যালোচনা করে রক্ষিগণ পরিশেষে দেখতে পান যে তাঁদের একটি থিওরি অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে ফলপ্রদ হতে চলেছে। অর্থাৎ ঐ অপরাধ সম্বন্ধে তাঁরা যা অনুমান বা থিওরি করেছিলেন, তাদের একটি মিথ্যা নয়, সত্য। বিভিন্ন এবং পরস্পর-বিরোধী থিওরি বা পরিজ্ঞানের একটিও সন্দেহাতীত মনে হলে তার উপর নির্ভর করে রক্ষিগণ যে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেন তাকে বলা হয় শেষ সিদ্ধান্ত। কিরূপে ইহা সম্ভব হয় সেই সম্বন্ধে

এইবার আলোচনা করবো। নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারবো।

"এইদিন অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে আমরা দেখতে পেলাম কোনও এক পুরুষ ব্যক্তির মুণ্ডহীন মৃতদেহ ঐ স্বল্প পরিসর মেথর গলির মধ্যে পড়ে রয়েছে। তার পরনে কোনও বস্ত্র নেই। কিন্তু তার গলায় একটি সুতার পৈতা দেখা যায়। কর্তিত গলদেশের নিম্নে সামান্য একটু মাত্র রক্ত দেখা গেল, কিন্তু দেওয়ালের গায়ে একটুও রক্তের দাগ দেখা যায় না। ঐ স্বল্প পরিসর গলি পথের দুই দিককার বাড়ির কোনও ব্যক্তিই এই সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে পারে না। পরিদর্শন দ্বারা আমরা মাত্র এই কয়টি তথ্য অবগত হতে পারলাম, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে "আগম" দ্বারা আমরা কোনও তথ্য প্রাপ্ত হলাম না। এইক্ষেত্রে অনুমান দ্বারা বাকি কয়টি তথ্য সংগ্রহ করা ভিন্ন আমাদের উপায় ছিল না। পৈতা এদেশে মাত্র ব্রাহ্মণগণ পরিধান করে, নিহত ব্যক্তির গলদেশের পৈতা হতে অনুমান দ্বারা আমরা বুঝে নিলাম যে ঐ নিহত ব্যক্তি ছিল একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। এই ভাবে আঘাত হানলে বা গলদেশ কর্তন করলে প্রচুর রক্তপাত হওয়া স্বাভাবিক, এই অবস্থায় রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে দেওয়ালে এসে পড়তো, অথচ আমরা এই গলির উপর রক্তের চাপ বা জমাট এবং দেওয়ালের দূর বা নিকট দেশে কোথাও রক্তের ফোঁটা দেখতে পেলাম না। এইরূপ পরিদর্শন দ্বারা আমরা অনুমান করে নিতে পারলাম যে লোকটিকে অকুস্থলে হত্যা করা হয় নি, তাকে অন্যত্র কোথায়ও হত্যা করে মৃতদেহটি অল্প পরে অকুস্থলে কে বা কারা ফেলে দিয়ে গিয়েছে। মৃতদেহটি ভারি ও স্থূল বিধায় ইহাও প্রতীত হলো যে একাধিক ব্যক্তি ঐ দেহটি অকুস্থলে পরিবহন করে এনেছে। এবং এইরূপ পরিবহন হত্যার স্বল্প পরেই

করা হয়েছিল, এই কারণে আমরা মাত্র সামান্য রক্ত তার গলদেশের তলদেশে দেখতে পেয়েছি।

এইরূপে অনুমান এবং পরিদর্শন (আগমের অভাবে) দ্বারা আমরা উপরোক্ত কয়েকটি তথ্য বা ডেটা অবগত হয়ে অপরাধ সম্বন্ধে কোনও এক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সচেষ্ট হই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না। এই কারণে এই সম্বন্ধে আমরা নিম্নোক্ত রূপ কয়টি সম্ভাব্য পরিসংজ্ঞা বা থিওরি সৃষ্টি করি।

(১) নিহত ব্যক্তি হয়তো নিকটস্থ কোনও জমিদার বা ধনীর বাড়িতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ ছিল, এবং তার নিয়োগ কর্তারা ধনীই হবে, তা না হলে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ রাখবে কি করে? এদেশে ব্রাহ্মণদেরই রাঁধুনী নিযুক্ত করা হয়, চাকররূপে তাদের ব্যবহার প্রায়শ করা হয় না। পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে এই সত্য আমাদের জানা আছে। অতএব থিওরি মতে নিহত ব্যক্তি যে রাঁধুনী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঐ জমিদার বা ধনী ব্যক্তির কোনও বিধবা বা অনূঢ়া কন্যার সহিত হয়তো ঐ নিহত ব্যক্তির প্রেম হয়ে থাকবে। ঐদিন রাত্রে বাড়ির লোকেরা এই গোপন প্রেম ধরে ফেলে ঐ রাঁধুনী বামুনকে বাড়িরই কোথায়ও হত্যা করে চার পাঁচজন মিলে দেহটাকে রাত্রিযোগে এইখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই থিওরি আমরা সম্মুখ এবং বিপরীত উভয় তদন্ত দ্বারা অনুসরণ করি। আমরা চর লাগিয়ে জানতে চেষ্টা করি অকুস্থলের কেহ এইরূপ অবৈধ প্রেমের ব্যাপার অবগত হয়েছে কি না, এইরূপ গুপ্ত প্রেম সম্বন্ধে পাড়ায় কোথায়ও কখনও জানাজানি বা কানাকানি হয়েছে কি না?

ঐ খুন যদি কারও বাটীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে তা'হলে

ঐখানে প্রচুর রক্ত পড়বে। এবং এই রক্ত তারা গোপনে ধুয়ে বা মুছে ফেলে দেবে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানবার চেষ্টা করি কেউ কারও বাড়ির সম্মুখের নালা বা নর্দমার জল অস্বাভাবিক লোহিতাভ দেখেছে কি'না, আমরা করপোরেশন মেথরদেরও জিজ্ঞাসা করতে থাকি, কেউ রক্তমাখা ন্যাকড়া কোথাও পড়ে থাকতে দেখেছে কি'না, যদি আমরা উপরোক্ত রূপ কোনও সংবাদ পেতাম তা'হলে বুঝে নিতাম যে আমাদের উপরোক্ত থিওরিটিই সত্য এবং তাকেই আমরা আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত করে ঐ বিশেষ পথে অনুসন্ধান দ্বারা তদন্ত শুরু করতাম। কিন্তু তথ্য তল্লাস ও অনুসন্ধান দ্বারা আমরা এইরূপ কোনও সন্ধানই পাই নি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমরা নিম্নোক্তরূপ আমাদের দ্বিতীয় পরিসংজ্ঞা বা থিওরি অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে দিই।

(২) নিহত ব্যক্তি হয়তো কোনও এক দুর্বৃত্ত বা প্রভাবশালী ব্যক্তির ভ্রাতা। সম্পত্তি হতে তাকে চিরবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অন্য কোনও স্থানে তাকে হত্যা করে পরে সহকারীদের সাহায্যে তাকে এইখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে এবং ঐ নিহত ব্যক্তি কোনও এক ধনী ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের পুত্র ছিল।

কিন্তু ঐ নিহত ব্যক্তির দেহাবয়ব এবং হাতের ও পায়ের চেটো পরিদর্শন করে বুঝা গেল যে ঐ ব্যক্তির ধনীর ঘরে বর্ধিত না হওয়াই স্বাভাবিক। তার পায়ের চামড়া স্থূল ও কর্কশ এবং বিক্ষত দেখা যায় এবং তার হাতের কড়া হ'তে তাকে একজন মজদুর ব'লে প্রতীত হয়। এই জন্য এই থিওরিটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি।

(৩) হয়তো নিহত ব্যক্তি একজন অসচ্চরিত্র যুবক। কোনও স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে তার কোনও এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিক প্রবর স্বয়ং কিংবা লোক মারফৎ তাকে নিহত করে ঐখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

[এই ব্যাপারে আমরা পুলিশ সার্জনকে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় তার যৌনদেশ পরীক্ষা করে জানাতে অনুরোধ করি, ঐ নিহত ব্যক্তির কোনও যৌন-রোগ ছিল কি'না, এবং নিকটস্থ বেশ্যালয় সমূহে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি বন্ধুবান্ধব সহ হামেশা কোনও বেশ্যা গৃহে গমন করতো কি'না, তাও আমরা অবগত হতে চেষ্টা করি। এইরূপ দুই একটি ঝগড়াঝাটির সংবাদ আমরা কয়েক স্থানে পাই বটে, কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে বিবাদীরা বাহাল তবিয়তে জীবিত আছে। এইরূপ কোনও এক ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে একদিন জানা যায়, কিন্তু বেশ্যা নারী এবং দালালরা মৃতদেহটি ঐ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নয় বলে বিবৃতি দেয়। বলা বাহুল্য, মৃতদেহের আকৃতি হতে তাকে যুবক বলে প্রতীত হয়েছিল, তা না হলে ঐ থিওরিটি আমরা প্রারম্ভেই পরিত্যাগ করতাম।]

(৪) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও এক ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। তাকে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধিকারত্ব হতে বঞ্চিত করবার জন্যে এইভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই থিওরি বিশ্বাস করলে বুঝে নিতে হবে যে, নিহত ব্যক্তি অপুত্রক বা আত্মীয় বা উত্তরাধি-কারী বিহীন। কিন্তু উত্তরাধিকারী-বিহীন ব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায় না, এই জন্য এই থিওরিটি গ্রহণ যোগ্যও নয়।

এই সকল কারণে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ * থিওরির তদন্ত আপাতত স্থগিত রেখে আমরা নিম্নোক্ত থিওরি অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে দিই।

(৫) হয়তো বা সে কোনও রাজনৈতিক দলাদলি বা শ্রমিক

---

* বড়ঘরের দুই একজন সন্তানের পক্ষে বাড়ির বাইরে এসে ভবঘুরের মত সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করাও অসম্ভব নয়।

বিভ্রাটের কারণে নিহত হয়ে থাকবে, কিন্তু নিকটে কোনও কল কারখানা ছিল না এবং তার চেহারা হতে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে সে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হলো না।

(৬) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও এক পুরানো চোর বা তস্কর। লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কিংবা দলের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করায়, কিংবা অপরের হিস্যা আত্মসাৎ করার জন্যে তার দলের অপরাপর ব্যক্তিরা তাকে ঐ ভাবে হত্যা করে ঐ স্থানে ফেলে দিয়েছে।

আমরা এই শেষ থিওরি বা পরিসংজ্ঞানুযায়ী পরোক্ষ বা বিপরীত তদন্ত দ্বারা গোয়েন্দাদের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করতে শুরু করে দিই।

মৃতদেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র সম্ভাব্য উদ্দেশ্য, যাতে কেউ তাকে সনাক্ত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। বহুদূর হতে মৃতদেহ ঐ স্থানে নীত হলে মুণ্ড কর্তনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সহজেই আমরা বুঝতে পারি যে ঐ ব্যক্তি অকুস্থলের নিকটে কোনও স্থানের বাসিন্দা ছিল, তা' না হলে মুণ্ড অপসারণ রূপ বিপদের ঝুঁকি খুনী-ব্যক্তি গ্রহণ করতো না। খুব সম্ভবত সে নিকটেরই এক বাড়ির বাসিন্দা হবে। আমরা নিকটস্থ পল্লীসমূহ হতে দলে দলে লোক ডেকে এনে মৃতদেহটি দেখাতে শুরু করে দিই এবং নিকটের কোনও পল্লী হতে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি সম্প্রতি নিখোঁজ হয়েছে কি'না তা জানতে সচেতন হই। পুলিশ অফিসারদের মধ্যেও আমরা খবর নিই, তাদের কোন গুপ্তচর কাল রাত্রি হতে নিখোঁজ হয়েছে কি'না। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে জনৈক পুলিশ অফিসার অকুস্থলে এসে মৃতদেহটি সনাক্ত করে জানালেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁদেরই একজন বেতনভুক্ত গুপ্তচর ছিল এবং সে নিকটেরই এক বস্তীর বাসিন্দা।

সম্প্রতি সে তার প্রতিবেশী দুই জন তস্করকে বামাল সহ ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি এও জানালেন যে দুই দিন হলো ঐ আসামীদ্বয় আদালত হ'তে জামিনে মুক্ত হয়ে এসেছে। মৃতদেহের হাতের উল্কি চিহ্ন এবং দেহাবয়বের গড়ন হতে অফিসারটি ঐ নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করেছিলেন। আমরা তৎক্ষণাৎ ঐ আসামীদ্বয়ের বাড়ি তল্লাস করি। খানাতল্লাস দ্বারা একখানি রক্তমাখা ছুরি ও পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং তাদের কক্ষের মেঝে খুঁড়ে নিহত ব্যক্তির মুণ্ড উদ্ধার করতে সমর্থ হই।

পরিদর্শন এবং বিশ্লেষণ লব্ধ তথ্য বা ডেটা সমূহ সম্পর্কে অনুধাবন এবং গবেষণা করে কিরূপে অতীব দুরূহ তদন্ত সমূহের সমাধান বা কিনারা করা সম্ভব তা নিম্নের বিবৃতি হতেও বুঝা যাবে।

"খিদিরপুর ডকের ব্রিজ এবং আদি গঙ্গার উপরকার খিদিরপুরের পুলের অন্তর্বর্তী স্থানে যে ট্রাম লাইন সহ সংযুক্ত রাজপথটি আছে, সেই পথের মাঝামাঝি এক জায়গার ফুটের উপর অবস্থিত এক ডাস্টবিনের মধ্যে জনৈকা ৪৫ বৎসর বয়স্কা নারীর এক মৃতদেহের নিম্নাংশ অতি প্রত্যুষে দেখা গেল। মৃতা নারীর দেহটি কটিদেশ হতে সুন্দররূপে কর্তিত করা হয়েছে। স্থানীয় কোনও ব্যক্তি, পথচারী বা দোকানদার এই মৃতদেহের আবির্ভাব সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে পারে না। মৃতদেহের অঙ্গাদিতে কোনও প্রকার উল্কির বা ক্ষতের চিহ্ন বা উল্কির নাম ইত্যাদি দেখতে পাওয়া গেল না। প্রাথমিক তদন্তের রীতি অনুযায়ী উক্তরূপ পরিদর্শন কার্যের পর আমরা অকুস্থলের কয়েক ব্যক্তির নাম, ঠিকানা এবং তাদের বিবৃতি বা জবানবন্দী গ্রহণ করলাম, কিন্তু তারা, 'আমরা কিছুই জানি না,' কিংবা 'এই মাত্র এসে ব্যাপার দেখছি' ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোনও উত্তর দিতে পারলো না।

আমি এইবার অকুস্থল এবং ঐ মৃতদেহটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করতে ব্যাপৃত হলাম। মৃতদেহটি নগ্ন অবস্থায় একটি বড় নূতন চটের থলিয়ার (বোরার) মধ্যে ঢুকানো ছিল। প্রথমেই আমি এই বোরাটি প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্য রূপে গ্রহণ করে উহা সংরক্ষণ করলাম এবং এর পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃতদেহের প্রতিটি অংশ পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। ঐ মৃতদেহের অন্য কোনও অংশে কোনও আঘাতের চিহ্নমাত্রও ছিল না। এতদ্ব্যতীত ঐ মৃতদেহে বা অকুস্থলে কোনও রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু মৃতদেহের যৌন অংশের কেশ গুচ্ছ ক্ষৌরকৃত ছিল। মৃতদেহের অবয়ব হতে মৃতার বয়স ৪৫ বৎসর এবং তার অঙ্গাকৃতি হতে মৃতা মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা, এইরূপ প্রতীত হলো।

এরপর আমরা মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়ে দিই। ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট হতে আমরা জানতে পারি যে মৃতার বয়স ন্যূনাধিক ৪৫ বৎসর এবং মৃতদেহের কাঠিন্য হতে বুঝা গিয়েছে যে গত পরশ্ব রাত্রে অর্থাৎ প্রায় ২৮ ঘণ্টা পূর্বে তাকে নিহত করা হয়েছে। ডাক্তারী রিপোর্ট হতে আমরা এ'ও জানতে পারি যে রাত্রি ভোজনের কিছু পরে তাকে নিহত করা হয়েছে। কারণ মৃতার পাকস্থলী পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে ভুক্ত খাদ্য মাত্র সামান্য পরিমাণে দেহাভ্যন্তরে হজম হয়েছে। এবং মৃতার পাকস্থলীতে কোনও প্রকার বিষের ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

উপরোক্তরূপে অকুস্থল পরিদর্শন এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা সংগৃহীত তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করে গবেষণা দ্বারা আমরা নিম্নোক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

(১) খিদিরপুরের মত ট্রাম রাস্তায় রাত্রি দুটা পর্যন্ত যানবাহন এবং লোক চলাচল করে থাকে। মৃতদেহটি ঐ ভাবে অকুস্থলে আনয়ন

করা কদাচ সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য যে অন্যকোনও স্থান হতে মৃতদেহের নিম্নাংশটি ঐখানে আনা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমধিক রক্তের অভাব হতে ইহাও জানা গেল যে মৃত্যুর বহু পরে দেহটি ঐ ভাবে কর্তন করা হয়েছিল। কোনও উন্মুক্ত স্থানে ঐরূপে দেহ কর্তন সম্ভব নয়, এজন্য নিশ্চিত রূপে অনুমান দ্বারা আমরা অবগত হলাম, যে ঐ নারীকে কোনও এক গৃহের কক্ষমধ্যে নিহত করা হয়েছিল এবং দরজা জানালা বন্ধ করে ঐ মৃত দেহটি বহুক্ষণ পর্যন্ত ঐ ঘরে রাখা হয়েছিল। এর পর হত্যাকারী ঐ দেহটি পাচার করবার অন্য কোনও উপায় না দেখে ঐ দেহ দুই ভাগে কর্তন করে, মৃতদেহ পাচার করার সুবিধার জন্যে। হত্যাকারী সম্ভবত একজন বা দুইজন হবে (সম্ভবত একজন), কারণ লোকবলের অভাবের কারণেই এইরূপে খণ্ডে খণ্ডে পাচার করা প্রয়োজন হয়েছে। তা না হলে চার পাঁচ ব্যক্তি মিলে মড়া সৎকার করার ভান করে খাটে করে ঐ লাস পাচার করার সম্ভাবনা ছিল। হত্যাকারী যে নিহতা নারীর কোনও আপন জন এবং উভয়ে একত্রে ঐ একই ঘরে বা গৃহে বাস করতো, তাতেও কোনও সন্দেহ ছিল না, তা' না হলে বহুক্ষণ ঐ লাস ঐ গৃহে বা কক্ষে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না এবং ঐ হত্যার কাহিনী অচিরে লোক মুখে জানাজানি হয়ে যেতো। এইরূপ গবেষণা দ্বারা আমরা ইহাও অনুমান করে নিলাম যে ঐ নারী কোনও ছুটা বা সাধারণ বেশ্যা নারী নয়। ঐ মৃতা নারী কোনও সাধারণ বেশ্যা নারী হলে এতক্ষণে এই খুনের ব্যাপারে চাকর বাকর এবং অপরাপর ভাড়াটিয়া নারীরা চতুর্দিকে হৈ চৈ শুরু করে দিতো। এতদ্ব্যতীত আমরা অনুমান দ্বারা ইহাও বুঝে নিয়েছিলাম যে এই হত্যা ক্রোধ বশত সহসা সমাধিত হয়েছে, তা না হলে এইভাবে লাস পাচার করারও প্রয়োজন হতো না। ঐ মৃতদেহ চটের থলিয়া বা বো

করে মাথায় করে অকুস্থলে আনা হয়েছিল, উহা ঐখানে শকটযোগে আনা হয় নি। উহা শকটযোগে আনা হলে মুণ্ড ব্যতীত দেহের উভয়াংশই ঐ স্থানে একত্রে দেখা যেত। খুব সম্ভব দেহের উর্ধ্বাংশ হত্যাকারী মাথায় করে উত্তর দিকে এনে আদি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছে। মৃতদেহের নিম্নাংশ ঐ ভাবে বহন করার সময় বোধ হয় ভোর হয়ে আসে এবং রাজপথে লোক চলাচলও শুরু হয়, এই জন্য তাড়াতাড়িতে উহা ঐ ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেহের নিম্নাংশ স্বভাবতই বহন কালে ভারী বোধ হয়, এই জন্য হয়তো উহা অধিক দূর বহন করা সম্ভব হয় নি। খুব সম্ভবত হত্যা কার্য মাত্র এক ব্যক্তি দ্বারা সমাধিত হয়েছে, তা না হলে দুইটি অংশ একত্রে গন্তব্য স্থানে নেওয়া সম্ভব হতো। ঐ দেহাংশ গাড়ি করে বহু দূর হতে নিশ্চয় বহন করে আনা হয় নি। উত্তরের আদিগঙ্গা এবং দক্ষিণের ডকের ওপার হতে উহা কেউ আনলে উহা ডকের বা আদিগঙ্গার জলে ফেলে দিতো। এতো সুবিধা থাকতে ঐ জল বা খাল পার হয়ে এতো দূর পর্যন্তই বা তারা আসবে কেন? এই ভাবে গবেষণা করে আমরা বুঝে নিলাম যে এই উভয় জলাশয়ের মধ্যবর্তী ট্রাম রাস্তার উভয় পার্শ্বের কোনও গলিতে, বাড়ির মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড সমাধিত হয়েছে। মূল হত্যাকাণ্ড ঐ নিহতা নারীর ঘুমন্ত অবস্থায় (ত্বরিত গতিতে) ঘটেছিল, তা' না হলে দেহের এই নিম্নাংশেও ধ্বস্তাধ্বস্তির বা আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান থাকতো। দেহটি যে মৃত্যুর বহু পরে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে আমরা বুঝে নিতে পেরেছিলাম। এইরূপ দ্বিখণ্ডন কার্য সময় সাপেক্ষ এবং উহা নিরালায় সংঘটিত হতে বাধ্য। হয় ঐ বাটীতে অপর কোনও ভাড়াটিয়া নেই। তা থাকলে কক্ষদ্বার সারা রাত্রি ভিতর হতে অর্গল বদ্ধ করে দ্বিখণ্ডন রূপ পরবর্তী কার্য সমাধা করা হয়েছে।

(২) মৃতা নারীর যৌনাংশের কেশগুচ্ছের ক্ষৌরকৃত অবস্থা হতে ধারণা করা যায় যে ঐ মৃতা নারী হয় একজন বেশ্যা, নয় সে একজন অসচ্চরিত্রা নারী। সাধারণত বয়স নির্বিশেষে বেশ্যা নারীরা যৌনাংশের কেশগুচ্ছ ক্ষৌরকৃত করে থাকে, অল্প বয়স্কা কোন কোনও ভদ্রনারীও ঐরূপ করে থাকে, কিন্তু সচরাচর ৪৫ বৎসর বয়স্কা ভদ্রনারীরা চরিত্রহীনা না হলে ঐরূপ ভাবে ক্ষৌরকৃতা হয় না। এই স্থলে ট্রাম রাস্তার উভয়-পার্শ্বে কোনও বেশ্যালয় না থাকায় আমরা অনুমান করি যে হয় ঐ নারী এক দুশ্চরিত্রা গৃহস্থ নারী, নয় ঐ নারী কোনও প্রৌঢ় ব্যক্তির উপপত্নী।

(৩) হত্যাকারী সহসা হত্যাটি সমাধা করে উহা পাচার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠে। ঐ হত্যা যে পূর্ব কল্পিত ছিল না, তা লাস পাচারের ব্যবস্থা হতেই বুঝা যায়। খুব সম্ভব হত্যার পর দুইটি নূতন চটের থলিয়া হত্যাকারী নিকটস্থ কোনও থলিয়ার দোকান হতে কিনে এনে থাকবে। প্রাপ্ত থলিয়াটি ছিল নূতন এবং তার উপর স্বস্তিকা ট্রেডমার্ক আঁকা ছিল।

(৪) এইরূপ এক হত্যা কার্যের পর হত্যাকারীর পক্ষে ঐ গৃহ বা কক্ষ হতে যথাসত্বর সরে পড়াই স্বাভাবিক। ঐ বাড়ি তার নিজের হলেও উহা সে তালা বন্ধ করে অন্যত্র চলে যাবে। কিন্তু কেন সে পলায়ন করলো না, তা'ও ভাববার ছিল। সকলের বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং বিবেচনা সমান হয় না। এই কারণে নিশ্চিত কোনও ধারণা করা সম্ভবও নয়।

উপরোক্ত রূপ তথ্যানুযায়ী গবেষণা দ্বারা আমরা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটীর বাসিন্দা এবং মালিকদের জিজ্ঞাসা করতে থাকি, দুই দিন পূর্বে তাদের কোনও ভাড়াটিয়া বা প্রতিবেশী প্রত্যুষে তাদের কক্ষ বা গৃহ তালা

বন্ধ করে বা তা খালি করে চলে গিয়েছে কি'না? এতদ্ব্যতীত আমরা তদন্ত দ্বারা নিকটের কোনও এক চটের থলিয়া বিক্রেতাকেও খুঁজে বার করি। এই থলিয়া বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা অবগত হই যে একদিন পূর্বে বৈকাল বেলায় এক বাঙালী যুবক দুইটি স্বস্তিকা মার্কা নূতন থলিয়া তার নিকট হতে দুই টাকা মূল্যে খরিদ করে নিয়ে গিয়েছে। দোকানী ইহাও বলে যে সে ঐ বিক্রয় তার খাতায় লিখে রেখেছে এবং ঐ যুবককে দেখলে সে তাকে সনাক্ত করতে সক্ষম হবে। এর পর আমরা বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞাসাবাদ করে উপরোক্ত রূপ একটি বাড়ি খুঁজে বার করি। ঐ বাড়ির একটি কক্ষ খুলে উহার মেঝের উপর মাংসের টুকরা এবং রক্তের চিহ্নও দেখি। ঐ কক্ষে তখনও পর্যন্ত একটি আলমারি ছিল। ঐ আলমারির ভিতর হতে রক্ত মোছা কয়েকটি বস্ত্রখণ্ডও আমরা উদ্ধার করি। বেশ বোঝা যায় যে ঐ মেঝের রক্ত জল দিয়ে ধুয়ে ঐ বস্ত্র সমূহ দিয়ে তা মুছে ফেলা হয়েছিল।

ঐ বাড়ির অপরাপর ভাড়াটিয়ারা বলে যে ঐ কক্ষে এক ৪৫ বৎসর বয়স্কা নারী তার যুবক পুত্রের সহিত বাস করতো এবং ঐ পুত্র তার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রায়ই সন্দেহ করেছে। দুই দিন পূর্বে রাত্রি ১০ ঘটিকায় ঐ যুবক বাটী ফিরে মাতার সহিত কলহে লিপ্ত হয় এবং তার পর তারা ভিতর হতে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। পরদিন প্রত্যূষে ঐ যুবক বাটীর ভাড়াটিয়াদের জানায় যে রাত্রে তার মাতা সহসা কলেরা রোগগ্রস্তা হয়ে পড়ে এবং এই জন্য সে রাত্রিযোগে ট্যাক্সি করে তাকে হাসপাতালে রেখে এসেছে। রাত্রি অধিক হওয়ায় সে এই জন্য বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের জাগিয়ে বিরক্ত করা প্রয়োজন মনে করে নি। এর পর ঐ যুবক কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করে, দরজায় তালা দিয়ে বাহিরে চলে যায় এবং ঐ দিন বহু রাত্রে পুনরায় সে ফিরে আসে। পর

দিন রাত্রি ১১ ঘটিকায় সে একটি বস্তা মাথায় করে বার হয়ে যাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, উহাতে পচা ময়দা আছে। পরদিন প্রত্যুষ হতে তাদের কাকেও আর তারা ঐ কক্ষে দেখে নাই।

কিরূপে পরিদর্শন, বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লব্ধ তথ্য অনুধাবন করে গবেষণা দ্বারা দুরূহ অপরাধ সমূহ নির্ণয় করা সম্ভব তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হলো।

"অকুস্থলটি ছিল জনবহুল অফিস কোআর্টার এবং বাণিজ্য কেন্দ্র। কোনও এক অফিসের কর্মচারীরা ঐ নিহতা নারীর আর্তনাদ শুনে বাহিরে এসে দেখতে পেলো যে ঐ নারী রক্তাক্ত কলেবরে বাহিরের সিঁড়ির উপর গড়িয়ে পড়ছে। ঐ নারীর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকার আঘাত-জনিত ক্ষত দেখা গেলো। নারীটি ঐ স্থলের এক অফিসের কর্মচারিণী ছিল। যে সময় এই ঘটনা এইখানে ঘটে ঠিক সেই সময়ে পার্শ্ববর্তী অফিস বাড়ির বহির্সোপানেও ঐ স্থানের এক অফিসের এক যুবক কর্মচারী অনুরূপ ভাবে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত নারীর ন্যায় বিগতপ্রাণ হয় নি। এই যুবকের স্কন্ধে (তার হাতেরনাগালের মধ্যে) ছুরিকার আঘাত-জনিত একটি ক্ষত দেখা যায়, কিন্তু ঐ ক্ষত ছিল সামান্যরূপ, যুবকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে বলে, কোনও এক ব্যক্তি পিছন হতে তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে তার আততায়ীকে একটুমাত্রও দেখতে পায় নি। যুবকের হাতের নিকট একটি রক্তাক্ত ছুরিকাও পাওয়া গিয়েছিল। যুবকের উক্তি মত ঐ ছুরিকা না'কি ঐ আততায়ী কর্তৃক অকুস্থলে পরিত্যক্ত হয়েছে। তদন্ত দ্বারা এই আহত যুবক এবং নিহতা যুবতীর মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠতা কিংবা পূর্ব পরিচয় ছিল কি'না তা জানা গেলো না। অপর দিকে ঐ যুবতীর অফিসে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে ঐ অফিসের এক

যুবক কর্মচারী প্রায়ই ঐ যুবতীর পিছনে ঘোরাঘুরি করেছে এবং মধ্যে মধ্যে সে তাকে উপহারাদিও প্রদান করেছে। এতদ্ব্যতীত এ'ও জানা গেল যে নিহতা নারী ঐ যুবকের ব্যবহারে বাহ্যত খুশি ছিল না এবং সে এইজন্য দুই একবার তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশও জানিয়েছে। শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর আমাদের জানালেন যে অকুস্থলে প্রাপ্ত দোধারা ছুরিকা দ্বারা নিহতা নারী এবং ঐ আহত যুবক, এই উভয় ব্যক্তির দেহে পরিদৃষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এতদ্ব্যতীত ঐ নিহতা নারীর অফিসের ড্রআর তল্লাসী করে আমরা বহু কাগজ, চিঠি পত্র ও খাতা উদ্ধার করেছিলাম। এই সকল কাগজ পত্র হ'তে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ঐ মৃতা নারী কোনও এক বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সভ্যা ছিলেন।

উপরোক্ত তথ্য সমূহ অনুধাবন করে আমরা গবেষণা দ্বারা প্রথমে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি পরিসংজ্ঞা কল্পনা করি। এবং তার পর ঐ পরিসংজ্ঞা সমূহের প্রত্যেকটি পরিসংজ্ঞা একে একে অনুধাবন করে তদন্ত দ্বারা আমরা কোনও এক শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

(১) ঐ আহত যুবকই হয়তো কোনও এক কারণে ঐ নিহতা নারীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। সে ঐ নারীর অফিসে এসে তাকে সিঁড়ির নিকট ডেকে এনে ছুরিকা দ্বারা নিহত করে। এইরূপভাবে হত্যা করায় হত্যাকারীর পরিধেয় বস্ত্রাদিও নিশ্চয়ই রক্তরঞ্জিত হয়ে পড়েছিল। এইরূপ অবস্থায় ঐ স্থানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়; মনুষ্য-রক্তরঞ্জিত পোশাক পরিচ্ছদ সহ বাহির রাস্তার উপর দিয়ে অধিক দূর গমনও সম্ভব নয়। এই কারণে সে নিজের অফিস বাড়িতে ফিরে এসে ঐ ছুরিকা দ্বারা নিজেই নিজের দেহের ঐ অংশে সামান্য রূপ আঘাত হেনেছে। তার জামা কাপড়ে মনুষ্য রক্ত

কোথা হতে এলো তার সন্তোষজনক এক কৈফিয়ৎ সৃষ্টির জন্যই সে এইরূপ কার্যের অবতারণা করেছে। এক্ষণে সে অনায়াসেই বলতে পারবে যে তার নিজের দেহের রক্ত দ্বারাই তার পরিধেয় বস্ত্রাদি রক্তরঞ্জিত হয়েছে।

এই পরিসংজ্ঞানুযায়ী তদন্তের জন্য আমরা ব্লাড-গ্রুপিঙ এর (রক্তসারের শ্রেণী বিভাগ) বন্দোবস্ত করি। অভিজ্ঞ রক্ত বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতরা এইরূপ পরীক্ষা করতে সক্ষম। এক এক গোষ্ঠী বা গ্রুপের মানুষের রক্ত এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। এক্ষণে আহত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদিতে যদি দুই গ্রুপের রক্ত পাওয়া যায় এবং ঐ আহত ব্যক্তির স্বকীয় গ্রুপের রক্তের সহিত নিহতা নারীর রক্ত যে গ্রুপের অন্তর্গত, সেই গ্রুপের রক্তও যদি ঐ আহত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়, তাহ'লে বুঝে নিতে হবে যে উপরোক্ত পরিসংজ্ঞা বা থিওরিটিই সত্য। এই রক্তের গ্রুপিঙ এর রীতিনীতি সম্বন্ধে 'বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো।

(২) এমনও হতে পারে যে ঐ নিহতা নারীর সহিত ঐ আহত যুবকের প্রণয় ছিল, অপর এক যুবক প্রণয়প্রার্থীর হয়তো ইহাতে অসুবিধা ঘটে। ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে হয়তো সেই ব্যক্তিই এই হত্যা কার্য সমাধা করেছে। সে প্রথমে ঐ নারীকে হত্যা করে তার প্রণয়ী যুবকটিকেও হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েছে। এমনও হতে পারে যে নিহতা নারীর সহকর্মী কোনও এক যুবকই নিজে কিংবা লোক মারফৎ এই উভয় কার্য সমাধা করেছে। ঐ সহকর্মী যুবক স্বয়ং এই হত্যা কার্য নিশ্চয়ই সমাধা করে নি, হয়তো এই সময় সে পলাতক ছিল না, বরং সে অকুস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিল এবং তার জামা কাপড়ে একটু মাত্রও রক্তের দাগ ছিল না।

এই পরিসংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা উপরোক্ত উভয় যুবক-যুবতীর চরিত্র ও পূর্ব ইতিহাস এবং উভয়ের প্রত্যেক সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর করি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। এদের গৃহাদি তল্লাস করে কোনও প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র পাওয়া যায় কি না, তাও দেখার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।

(৩) হয়তো ঐ নারী কোনও এক রাজনৈতিক দলের সভ্যরূপে ঐ দলের অর্থাদি গ্রহণ করে তা তছরূপ করেছিল, কিংবা অন্য কোনও ব্যাপারে দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কিংবা দলের গোপন তথ্যসমূহ জেনে নেওয়ার পর ঐ দল সে ত্যাগ করতে চেয়েছিল। এই কারণে দলের অপরাপর সদস্যগণ তাকে এইভাবে হত্যা করেছে। হয়তো আহত যুবকটিকেও এই একই কারণে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিংবা হয়তো আহত যুবকের সহিত নিহতা যুবতীর হত্যার কোনও সম্পর্ক নেই। উহা দৈব সংঘটন বা স্ট্রেঞ্জ কয়েনসাইডেন্স অফ্ ফ্যাক্ট্ মাত্র।

অপরাধ সম্বন্ধীয় পরিসংজ্ঞা সমূহ অনুধাবন করতে হলে, "অমুক ব্যক্তি ইহা কেন এবং কিরূপে করেছে," বিবেচনা যেমন করতে হবে, তেমনি, "ঐ ব্যক্তি তা এইরূপ করতে পারতো কিন্তু তা সে কেন করে নি," তাও বিবেচনা করতে হবে। "ইহা এইরূপে হতে পারতো কিন্তু কেন তা হলো না" কিংবা "এই কার্য এইরূপে বোকামির কারণে কৃত হয়েছে না উহা ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপে সমাধিত হয়েছে," তাও এইরূপ তদন্তের ব্যাপারে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। মানুষ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দ্রব্য নিচয় কদাচ সংগ্রহ করতে পেরেছে, এইজন্য প্রথমে তাকে অনুমান করে নিতে হয়, কোনও এক অভীষ্ট দ্রব্যের সন্ধান কোন স্থানে, কোন সময় এবং কার কাছে পাওয়া

যাবে। এই কারণে দুরূহ তদন্তের ব্যাপারে আমাদের কয়েকটি সম্ভাব্য থিওরি বা পরিসংজ্ঞা কল্পনা করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং এর পর এই সকল থিওরি অনুযায়ী অনুসন্ধান করে আমাদের অবগত হতে হয়, আমাদের অনুমান যথার্থই সত্য কি'না? এইরূপ তদন্ত দ্বারা কখনও আমরা ক্ষীণ আলোকের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু পরবর্তী তদন্ত দ্বারা আমরা বুঝেছি যে উহা বিকল্প বা ভুল এবং ঐ ক্ষীণ আলো অচিরেই অপসারিত হয়েছে, কখনও বা ঐ ক্ষীণ আলো সম্প্রসারিত হয়ে রবিকিরণোজ্জ্বল হয়ে আমাদের সফলতার পথে এগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এর মূলে সর্বদাই থেকেছে অনুমান, পরিসংজ্ঞা বা সম্ভাব্য এক থিওরি।

ঘটনার পরিবেশ, অকুস্থলের ব্যবস্থা ও অবস্থা এবং সংগৃহীত তথ্যের সহিত যে পরিসংজ্ঞাটি খাপ খায় বা 'ফিট্ ইন' করে সেই পরিসংজ্ঞাটি শান্তিরক্ষিগণ তদন্তের কারণে সর্বপ্রথম অনুসরণ করে থাকেন।

'সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ' এবং 'ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ'—এই উভয়বিধ অপরাধের তদন্তের অনুধাবন বা গবেষণার বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে হত্যা বা খুন অন্যতম অপরাধ। কোনও এক স্থলে কোনও এক হত্যাকাণ্ড সমাধিত হলে উহা সত্য বা মিথ্যা এ প্রশ্ন উঠে না, কারণ, নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ আমরা সম্মুখেই পড়ে থাকতে দেখি। এই স্থলে মাত্র প্রশ্ন উঠে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক * রূপে

* রোগ ভোগ বা বার্ধক্যের কারণে মানুষের মৃত্যুকে বলা হয় স্বাভাবিক মৃত্যু, এবং আত্মহত্যা, হত্যা এবং দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ঘটলে তাকে বলা হয় অস্বাভাবিক মৃত্যু। কোনও দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু যদি কারও দোষে ঘটে থাকে তাহলে উহা অপর এক প্রকার অপরাধ।

ঘটেছে। যদি বুঝা যায় যে ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক, তাহ'লে শান্তিরক্ষীদের বিবেচনা করতে হবে উহা প্রকৃত হত্যা, আত্মহত্যা, কিংবা দৈব দুর্ঘটনা প্রসূত। এই আত্মহত্যা, প্রকৃত হত্যা এবং দৈব দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর প্রভেদ সম্বন্ধে 'বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করবো। এর পর যদি রক্ষিগণ বুঝেন যে উহা প্রকৃত হত্যা বা খুন তাহলে তাঁদের অবগত হতে হবে এই খুনের উদ্দেশ্য কি? ইহা নিরাক্রোশ বা আক্রোশ জনিত খুন, কিংবা ইহা উন্মাদনা প্রসূত বা উদ্দেশ্যবিহীন খুন। হত্যা বা খুনের মামলার তদন্তে কোন কোন বিষয় বিশেষরূপে বিবেচ্য, তা নিম্নের তালিকাটি হতে বুঝা যাবে। অকুস্থল পরিদর্শন, বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা রক্ষিগণ এই সকল বিষয় অবগত হয়ে থাকেন।

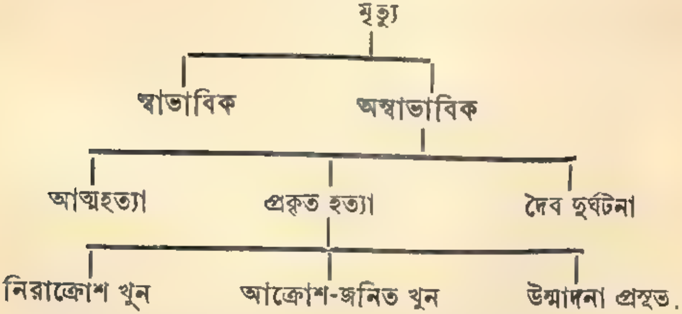

সাংঘাতিক আঘাত বা সামান্য আঘাত প্রভৃতি অপরাধের তদন্তেও অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। এইখানেও প্রশ্ন উঠে না ঐ আঘাত সত্য বা মিথ্যা, কারণ আঘাত চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, এইখানে বিবেচ্য বিষয় হয়, ঐ আঘাত স্বকৃত না পরকৃত। এই স্বকৃত এবং পরকৃত আঘাতের স্বরূপ সম্বন্ধেও 'বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করবো। ব্যক্তির

বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্তরীতি সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্তরীতি সম্বন্ধে বলবো। সম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলার তদন্তের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হবে, ঐ মামলা সত্য না মিথ্যা। যদি উহা সত্য বুঝা যায়, তা'হলে উহা বাহির অপকার্য, না উহা ভিতর অপকার্য। ইংরাজীতে একে বলা হয়েথাকে 'আউটসাইড্ যব্' এবং ইনসাইড যব্'। চুরি প্রভৃতি তিন প্রকারে সমাধা হয়ে থাকে, যথা—(১) বাহির কার্য, অর্থাৎ যখন বাহির হতে লোক এসে চুরি করে, (২) ভিতর কার্য, অর্থাৎ যখন ভিতরের কোনও ব্যক্তি ঐ চৌর্য কার্য করে, (৩) মিশ্র কার্য, অর্থাৎ যখন বাহিরের কোনও চোর দল, ঐ বাড়িরই কোনও ভৃত্য বা ব্যক্তির সহযোগিতায় বা প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী ঐ গৃহে চুরি করে। সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্তের অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত তালিকাটি বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে।

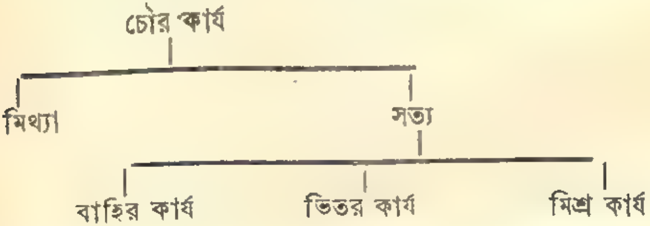

কেবল মাত্র পরিদর্শন জনিত তথ্য সমূহের অনুধাবন দ্বারাও কোনও একটি চৌর্য কার্য সত্য, না মিথ্যা, উহা বাহির বা ভিতর কার্য, কিংবা উহা এক মিশ্র অপকার্য তা অবগত হওয়া সম্ভব। এইরূপ পরিদর্শনের রীতি নীতি এবং পরিদর্শনোত্তর করণীয় কার্য সম্বন্ধে আমরা এইবার আলোচনা করবো। কোনও একটি সিঁদেল চৌর্য কার্য, মিথ্যা বা ফেকড্, তা বুঝতে হলে অপরাধীদের প্রবেশ পথ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরিদর্শন

এবং এইরূপ পরিদর্শন দ্বারা সংগৃহীত তথ্যসমূহের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। সাধারণত বলপ্রয়োগ দ্বারা বা যন্ত্রাদির সাহায্যে অপরাধিগণ দুয়ার জানালা বা দেওয়াল ভেঙে বা খুলে গৃহ বা কক্ষাদিতে প্রবেশ করে থাকে এবং ঐ কক্ষে বা গৃহাদিতে প্রবেশ করে অপরাধীরা এই একই উপায়ে দেরাজ, আলমারি বা সিন্ধুকাদি খুলে বা ভেঙে থাকে। এইরূপ যন্ত্রাঘাত বা বলপ্রয়োগের চিহ্ন অনুধাবন করে ঐ চৌর্যকার্য সত্য বা মিথ্যা তা অবগত হওয়া সম্ভব। যদি এমন দেখা যায় যে দুয়ার, জানালা, বাক্স, আলমারি প্রভৃতির উপর নিষ্প্রয়োজনে বা অকারণে এমন বহু চিহ্ন বা দাগের সৃষ্টি করা হয়েছে, যে সকল দাগ বা চিহ্ন ঐ বস্তু সকল ভাঙবার বা খুলবার সময় না উৎকীর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, তা'হলে বুঝতে হবে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কাউকে ফাঁসাবার বা ঠকাবার জন্য এইরূপ অপকার্যের অবতারণা করা হয়েছে ; প্রকৃত পক্ষে বাহিরের কোনও অপরাধী দ্বারা অপকার্যের কারণে উহা সমাধিত হয় নি।

এইরূপ ব্যাপার অবগত হওয়া মাত্র রক্ষিগণের উচিত তথাকথিত ব্যক্তি বা ফরিয়াদী ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত রূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা, যথা—

(১) তাদের ব্যবসায় বা সম্পত্তিতে কেহ অংশীদার বা ভাগীদার আছে কি'না ? কারণ, অংশীদার এবং শরীকদারদের ঠকাবার বা ফাঁকি দেবার জন্য এইরূপ বহু মিথ্যা চৌর্যের অবতারণা করা হয়ে থাকে।

(২) তাদের অপহৃত দ্রব্যাদি কোনও বীমা কোম্পানির নিকট বীমা করা হয়েছে কি'না ? কারণ মধ্যে মধ্যে বীমা কোম্পানি সমুহের নিকট হতে কিছু অর্থ এই বাবদে আদায় করার জন্য এইরূপ ফান্দ-ফিকিরের আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব নয়।

এমন বহু মোটর-বিহারী ব্যক্তি আছেন যাঁরা মধ্যে মধ্যে মোটর

পার্টস্ চুরি গিয়েছে, এই বলে বীমা কোম্পানির নিকট হতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায় করেছেন। এই ব্যাপারে এঁদের মোটর সারানোর কারখানা সমূহের সহিত যোগাযোগ থাকে এবং এই সকল মোটরকার সারানো কারখানার মালিকরা মিথ্যা মোটা বিল আধাআধি বখরার শর্তে প্রদান করে থাকেন, যাতে করে বীমা কোম্পানির মালিকরা ঐ বিল অনুযায়ী অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হবে। বহু অসাধু ব্যবসায়ী মধ্যে মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠান সমূহে সামান্য আগুন ধরিয়ে আগুনের বীমা কোম্পানির নিকট হতে বহু অর্থ আদায় করে নিয়েছেন। এইরূপে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠান সমূহ বীমা কোম্পানিকে এবং যৌথ ব্যবসায়ের প্রধানরা তাঁদের অংশীদারদের ঠকিয়ে বহু অর্থ নিজেরা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন।

এইরূপ মামলার তদন্তে রক্ষিগণের উচিত হবে, ঐ বছরের মধ্যে কিংবা দুই বা তিন বছরের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তির বাড়িতে, দোকানে বা প্রতিষ্ঠানে কতবার চুরি হয়েছে, কিংবা ঐ সময়ের মধ্যে কতবার ঐ স্থানে আগুন লেগেছে, তা অবগত হওয়া এবং তাদের ইহাও অবগত হতে হবে ঐ পল্লীতে বা ঐ অঞ্চলে, অন্য কোনও গৃহে এবং প্রতিষ্ঠানে ঐরূপ কোনও দুর্ঘটনা ঐরূপ ভাবে বারে বারে বা দুই একবার ঘটেছে কি'না? কিংবা ঐরূপ দুর্ঘটনা ঐ অঞ্চলের অপর কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একটিবারও ঘটে নাই। এইরূপ যদি দেখা যায় যে ঐ অঞ্চলে চুরি-চামারি হয় খুব কম এবং একমাত্র ঐ একই ব্যক্তির গৃহে বা ঐ একই প্রতিষ্ঠানে ঐরূপ দুর্ঘটনা বারে বারে ঘটে থাকে, তা হলে বুঝে নিতে হবে যে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তারা মিথ্যা মামলার অবতারণা করেছে *

* কিংবা উহা ভিতরের চোর অর্থাৎ কোনও কর্মচারী বা ঘরিয়া লোকের দ্বারা সমাধিত হয়েছে।

এবং এর পর শান্তিরক্ষীদের উচিত হবে কিছুটা ভিন্ন পথেও তদন্ত শুরু করা।

কোনও আগুন লাগার মামলা মিথ্যা, এইরূপ সন্দেহ হওয়া মাত্র রক্ষীদের তদন্ত দ্বারা অবগত হওয়া উচিত মালিকরা কোনও মূল্যবান দ্রব্য এবং অর্থাদি অকুস্থল হতে ইতিপূর্বেই কোনও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখেছে কি'না ? সহসা ঐ সকল ব্যক্তির বা তাদের আত্মীয় বন্ধুদের বাটী খানাতল্লাস করলে এমন বহু কাগজপত্র, দলিলাদি এবং দ্রব্যাদি উদ্ধার করা যেতে পারে যে সকল দ্রব্য বা দলিলপত্র সচরাচর অকুস্থলে কোনও বাক্স বা আলমারিতে রক্ষা করা স্বাভাবিক ছিল।

মিথ্যা-চৌর্য কার্যের তদন্তেও অনুরূপ ভাবে ফরিয়াদীদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের বাটী তল্লাস করলে অপহৃত দ্রব্যাদির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তবে এইরূপ তথ্য তল্লাসের ব্যাপারে রক্ষীদের প্রভূত সাবধানতার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত হবে। কিন্তু যদি জানা যায় যে ঐ সন্দেহজনক ব্যক্তির কোনও রক্ষিতা বিগুমান, তাহলে রক্ষীদের উচিত হবে তৎক্ষণাৎ তার বাড়ি খানাতল্লাস করা। এই কারণে এইরূপ মামলা সম্পর্কে ফরিয়াদীদের বা তার পোষ্যগণের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা এবং স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও রক্ষীদের খোঁজ-খবর করা উচিত হবে।

(৩) তাদের অপহৃত দ্রব্যাদির মালিক তারা নিজেরা না তাদের মালিকানা স্বত্ব অপর কারো। এই সকল দ্রব্য তাদের কাছে কেউ বাঁধা রেখেছিল কি'না ? কারণ বহুক্ষেত্রে গচ্ছিত দ্রব্য বা অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেও এইরূপ মিথ্যা মামলার অবতারণা করা হয়েছে।

বহুক্ষেত্রে এইরূপ বহু সত্য ফরিয়াদিগণ নানা কারণে গোপন করে

থাকে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষিগণের উচিত খোঁজ-খবর করে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করা। এই সকল কারণে তদন্তকারী রক্ষিগণের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত, তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাব এবং জমা খরচ বহি এবং অন্যান্য কাগজপত্র গ্রহণ করা—ঐ সকল বহি বা কেতাব তাদের সরিয়ে ফেলবার বা নূতন করে লিখবার সুযোগ না দিয়ে। এই সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করে রক্ষিগণ প্রয়োজনীয় বহু তথ্য এবং সংবাদ নিশ্চিতরূপে অবগত হতে পারবেন।

এইরূপ কোনও চৌর্যকার্য মিথ্যা মামলা রূপে সন্দেহ হওয়া মাত্র রক্ষিগণের উচিত হবে অকুস্থলে পরিদৃষ্ট অঙ্গুলির টিপ্-চিহ্ন এবং পদ-চিহ্নের সহিত ফরিয়াদী এবং তার প্রত্যেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এবং তাঁবেদার ব্যক্তিদের অঙ্গুলি-টিপ্ এবং পদ-চিহ্নের বৈজ্ঞানিক পন্থায় তুলনা করা। এই ব্যাপারে রক্ষিগণের ইহাও খেয়াল রাখা উচিত, এইরূপ অপকার্য দ্রব্যাদির মালিক বা তাদের তাঁবেদার ব্যক্তিগণ সকল ক্ষেত্রে স্বয়ং সমাধা করে না, বরং বহুক্ষেত্রে ঐ রূপ অপকার্য তাদের নিযুক্ত লোকেরা তাদের নির্দেশ মত সমাধা করে।

এইরূপ তদন্ত দ্বারা যদি বুঝা যায় যে ঐ চৌর্যকার্য মিথ্যা নয়, উহা সত্য সত্যই সমাধিত হয়েছে তাহলে শান্তিরক্ষীদের পরবর্তী কর্তব্য হবে, ঐ চৌর্যকার্য ভিতরের কার্য, না বাহিরের কার্য, কিংবা ঐ অপকার্য এক মিশ্র-কার্য—তা অবগত হওয়া। শান্তিরক্ষিগণ অকুস্থলের অবস্থা এবং ব্যবস্থা অনুধাবন করে এইসকল বিষয় অবগত হয়ে থাকেন। এইরূপ তদন্তের ব্যাপারেও অপরাধীদের প্রবেশ-পথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিদর্শনের প্রয়োজন আছে। যদি বুঝা যায় যে কোনও পাঁচিল, দরজা বা জানালা ভেঙে অপরাধিগণ অকুস্থলে প্রবেশ করেছে এবং ঐরূপ ভাঙনের সহিত অস্ত্রাদির আঘাত চিহ্ন সমূহের সামঞ্জস্য আছে, তা হলে বুঝে নিতে

হবে যে ঐ অপকার্য বাহিরের কোনও চোরদল কর্তৃক সমাধা হওয়া সম্ভব। এতদ্ব্যতীত রক্ষিগণকে ঐ সকল ভাঙনের পরিধি এবং পদ্ধতি হতে অনুমান করে নিতে হবে, ঐ ভাঙন কার্য সশব্দে, না নিঃশব্দে বা সামান্য শব্দে সমাধা করা সম্ভব হয়েছিল। যদি বুঝা যায় যে ঐভাবে দেওয়াল বা দরজা বা টিন ভাঙলে প্রচুর শব্দ উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, তাহলে অবগত হতে হবে ঐরূপ শব্দ শুনা সত্ত্বেও বাটীর কেহ জাগ্রত হয়ে উঠেনি কেন ? ঐ শব্দ বাটীর ভিতর কতদূর পর্যন্ত শ্রুত হওয়া সম্ভব ছিল ? ঐ ভাবে ভাঙা দেওয়াল বা দরজার নিকটস্থ কোনও ঘরে বা উন্মুক্ত স্থানে বাড়ির কোনও লোক বা চাকর শয়ন করে কি'না ? এবং এই সকল ব্যক্তি, কিংবা পড়শীরা ঐরূপ শব্দ শুনেছে কি না ? এবং তা শুনে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি কেন ? এইরূপ প্রতিটি প্রশ্নের সমাধান ছাড়াও অপরাধের সত্য-মিথ্যা এবং ভিতরের ব্যক্তিদের যোগ-সাজস সম্বন্ধীয় বহু প্রয়োজনীয় তথ্য রক্ষিগণকে সংগ্রহ করতে হবে।

কিন্তু যদি দেখা যায় যে সদর দরজায় কোনও অস্ত্রাঘাতের চিহ্নমাত্র নেই, অথচ প্রত্যুষে ঐ দরজা খোলা দেখা গিয়েছে, তা'হলে অনুমান করে নিতে হবে, হয় ঐ দরজা রাত্রে বন্ধ করা হয় নি, না হয় উহা ভিতর হতে চোর দলের ঢুকার সুবিধার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দরজা না ভেঙে বা উহার উপর আঘাত না হেনে ভিতর হতে উহার খিল বা ছিটকিনি খুলা মাত্র দুইটি উপায়ে সম্ভব। কোনও বাহিরের ব্যক্তি পাঁচিল বা দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে ঐ দরজার ভিতরের খিল বা ছিটকিনি খুলে দিতে পারে, কিংবা উভয় দরজার কপাটের মধ্যকার ফাঁকে লৌহ শলা বা খুন্তি ঢুকিয়ে উহা উপরের দিকে ঠেলে ঐ খিল তারা খুলে নিতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত উপায়ে দরজা খুলবার চেষ্টা করলে ঐ দরজার উভয় কপাটের কিনারায় এবং খিলের নিম্নে কিছু না

কিছু যন্ত্রের আঘাত চিহ্ন পরিদৃষ্ট হবে। এতদুপলক্ষে রক্ষীদের পরিদর্শন করা উচিত হবে, উভয় কপাটের মধ্যে উহা বন্ধ করার পর কোনও স্বাভাবিক ফাঁক থাকে, না উভয় কপাট বন্ধ করার পর কাপে কাপে বসে যায়। যদি শেষোক্ত বিষয়টি সত্য হয় তা'হলে তীব্র আঘাত না করে কোনও লৌহ শঙ্কা উভয় কপাটের ভিতর অনুপ্রবেশ করানো সম্ভব হয় না। এই ব্যাপারে রক্ষীদের উচিত হবে, ভিতর হতে ঐরূপ দরজা সমূহ কাকেও বন্ধ করতে বলে বাহির হতে উহা খুলবার চেষ্টা করা, যদি বুঝা যায় যে উহা ঐরূপে খোলা সর্ব প্রকারেই অসম্ভব এবং যদি দেখা যায় যে পাঁচিল বা দেওয়াল টপকেও কারও পক্ষে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব তাহলে বুঝে নিতে হবে ঐ অপকার্য ভিতরের লোকদের দ্বারা কিংবা তাদের যোগ সাজসে বা সহযোগিতায় বাহিরের লোকদের দ্বারা সমাধিত হয়েছে। এই সম্পর্কে রক্ষীদের বাটীর পরিবেষ্টনী প্রাচীর বা দেওয়াল প্রভৃতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিদর্শন করা উচিত হবে। প্রায়শ ক্ষেত্রে ঐ সকল বস্তুর উপর ধূলা বালি এবং ছাতলা পড়ে থাকে। উহাদের উপর কিছু না কিছু চিহ্ন না রেখে অপরাধীদের পক্ষে উহাদের উপর দিয়ে উঠা নামা করা সম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীরের গাত্রে বা উপরে বা উহার নিম্নে ভূমির উপর পদচিহ্ন পাওয়া না গেলেও একটু আধটু হ্যাচড়ানির দাগ উৎকীর্ণ হতে বাধ্য।

এইরূপ পরিদর্শন ব্যতীত তদন্তকারী রক্ষীদের এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে হবে, ঐ বাড়িতে কোনও কুকুর আছে কি'না? যদি ঐরূপ কোনও জন্তু জানোয়ার ঐ বাড়িতে থাকে, তা'হলে ঐ কুকুর কোথায় বাঁধা ছিল। সাধারণত রাত্রে কুকুর বাঁধা থাকে না, বাঁধা থাকলেও উহা দরজার নিকট পাহারা রত অবস্থায় রক্ষিত থাকে। বাটীর লোক বা পড়শীরা যদি বলে, তারা রাত্রে কুকুরের ডাক শুনেছিল,

তা'হলে উহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তারা যদি বলে রাত্রে ঐ কুকুর আদপেই ডাকে নি, তা'হলে রক্ষীদের বিবেচনা করতে হবে বাহিরের লোক দেখা সত্ত্বেও ঐ কুকুর ডাকে নাই কেন? এতদসম্পর্কে রক্ষিগণ অনুমান করে নিতে পারেন যে ঐ সময় ঐখানে ঐ কুকুরের পরিচিত কোনও ব্যক্তি উপস্থিত ছিল কি'না যে আদর আপ্যায়নের দ্বারা তাকে নিস্তব্ধ করে রেখেছিল। এইরূপ এক পরিচিত ব্যক্তি বাড়ির ভিতরের লোকও হতে পারে; কিন্তু এইরূপ গবেষণার ব্যাপারে সম্ভাব্য বিকল্প বা ভুল সম্বন্ধেও বিবেচনা করা উচিত হবে। বহু ক্ষেত্রে মাংসের টুকরার লোভ দেখিয়ে চতুর চৌরদল ঐ সকল কুকুরকে বশীভূত করেছে। এইজন্য ঐ কুকুরের নিকট হাড় বা মাংসের টুকরা পড়ে থাকতে দেখলে বুঝতে হবে উহারা বাহিরের চোর হলেও হতে পারে। তবে সকল কুকুরকে বাহিরের লোক ঐভাবে বশীভূত করতে পারে না। এইজন্য এই সকল কুকুরের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে রক্ষীদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এইজন্য সারমেয় বা কুকুর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রক্ষিগণের অল্প-বিস্তর জ্ঞান থাকা ভালো। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন জাতির বা শ্রেণীর কুকুর অপরিচিতদের সহিত বিভিন্নরূপ ব্যবহার করে থাকে।

এতদ্ব্যতীত প্রবেশ-পথ হতে মূল কার্যস্থল এবং মূলকার্যস্থল হতে নির্গমন-পথ পর্যন্ত গমনাগমন করার জন্য অপরাধীরা যে পথ ব্যবহার করেছে তা অনুধাবন করেও রক্ষিগণ অবগত হতে পারেন ঐ পথের অবস্থান অপরাধিগণ পূর্ব হতেই অবগত ছিল কি'না? ভিতরের কোনও ব্যক্তির যোগ-সাজস থাকলে অপরাধিগণ সরল, সহজ এবং নিরাপদ প্রবেশ ও নির্গমন পথ ব্যবহার করে থাকে, বাড়ির মধ্য দিয়ে মূল কার্যস্থল পর্যন্ত যে পথ তারা ব্যবহার করে, তার মধ্যেও তারা উপরোক্ত রূপ বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিয়ে থাকে।

কোনও চৌর্যকার্য ভিতরের বা বাইরের কার্য তা মূল ঘটনাস্থল পরিদর্শন দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব। ঐ বাটীর কোনও এক কক্ষ অপরাধীরা মূল কার্যস্থল রূপে বেছে নিয়ে থাকে। এইখানে এসে তারা বাক্স, আলমারি প্রভৃতি ভেঙে বা খুলে অলঙ্কার, অর্থ এবং দ্রব্যাদি অপহরণ করে থাকে। প্রথমে রক্ষিগণকে অবগত হতে হবে কোনও এক বাক্স বা আলমারি ভাঙা হয়েছে, না চাবির সাহায্যে খোলা হয়েছে। যদি উহা ভাঙা হয়ে থাকে, তা'হলে ঐরূপ ভাঙনের সহিত যন্ত্রের আঘাত-চিহ্নাদির সামঞ্জস্য আছে কি'না, যদি তা না থাকে তা'হলে বুঝে নিতে হবে এই চুরির মামলা মিথ্যা বা সাজানো মামলা ; এবং যদি বুঝা যায় এই মামলা সত্য মামলা, তা'হলে রক্ষীদের অবগত হতে হবে, ইহা বাহিরের, না ভিতরের কার্য। ভিতরের লোকদের জানা থাকে কোন কোন ড্রয়ার বা বাক্সর কোন খানে প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষিত আছে, এই জন্য তারা খোঁজাখুঁজির জন্য ভিতরকার মামুলি বস্ত্র ও দ্রব্যাদি হাঁটকা-হাঁটকি বা লণ্ডভণ্ড করে না। ভিতরকার মামুলি দ্রব্যাদি বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখা গেলে অপকার্যটি বাহিরের চোরেদের দ্বারা কৃত হয়েছে, এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে। এই সকল কক্ষে একাধিক বা বহু বাক্স, তোরঙ্গ, আলমারি, দেরাজ, সিন্দুক প্রভৃতি থাকে। এই ক্ষেত্রে রক্ষীদের অনুসন্ধান করা উচিত এদের কতকগুলি বা সবগুলি অপরাধীরা ভেঙেছে বা খুলেছে, না মাত্র একটি বাক্স ভেঙে বা খুলে দ্রব্য ও অর্থ অপহরণ করেছে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের অনুধাবন করতে হবে ঐ বাক্সটির মধ্যে যে মূল্যবান দ্রব্য আছে তা অপরাধিগণ অবগত হলো কিরূপে ? ইহার পরই রক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা অবগত হতে হবে, ঐ বাক্সে যে ঐ সকল দ্রব্য রাখা হতো তা বাটীর কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞাত থাকা সম্ভব। কোনও চাকর-বাকরের সম্মুখে (বা

তাদের জ্ঞাতসারে) কখনও ঐ সকল দ্রব্য ঐ স্থানে রাখা হয়েছিল কি'না? যদি এইরূপ দেখা যায় যে বাক্স-প্যাঁটরার গা'চাবি বা তালাতে কোনও অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই, তাহ'লে বুঝে নিতে হবে ঐ তালা বা গা'চাবি কোনও এক চাবির সাহায্যে খোলা হয়েছে এবং এই চাবি আসল চাবিও হতে পারে, আবার উহা নকল চাবিও হতে পারে। যদি উহা আসল চাবির সাহায্যে খোলা হয়ে থাকে তা'হলে মালিক উহা কোথায় রেখেছিল এবং সে ঐ চাবি হারিয়ে ফেলেছে কি'না? এবং যদি- সে উহা হারিয়ে ফেলে থাকে, তা'হলে সে কবে এবং কোথায় উহা হারিয়ে ছিল এবং এই হারানো চাবি কোনও চাকর-বাকর বা অন্য কারও হস্তগত হওয়া সম্ভব ছিল কি'না? যদি এইরূপ কোনও তথ্য প্রতীত হয়, তা'হলে ঐ সকল ব্যক্তি কারা এবং এক্ষণে তারা কোথায় আছে? এই সকল বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন হবে। যদি জানা যায় যে ঐরূপ এক ব্যক্তি পলাতক, তা'হলে বুঝে নিতে হবে ঐ ব্যক্তি স্বয়ং অপরাধী, কিংবা ঐ ব্যক্তির সহিত প্রকৃত অপরাধীদের নিকট সম্পর্ক আছে। এইরূপ জ্ঞাত হওয়া মাত্র ঐ ব্যক্তিকে তার স্থানীয় ঠিকানায় বা তার দেশের ঠিকানায় খোঁজ-খবর করা রক্ষীদের অবশ্য কর্তব্য। যদি বুঝা যায় যে ঐ সকল বাক্স প্যাঁটরা কোনও নকল চাবির সাহায্যে খোলা হয়েছিল, তা'হলে রক্ষীদের অবগত হতে হবে উহা সাধারণ কোনও চাবি দ্বারা খোলা সম্ভব কি'না, অন্যথায় বুঝে নিতে হবে যে ঐ আসল চাবির ছাঁচ নিয়ে ঐ নকল চাবি * তৈরি করা হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় এই চাবি কার কাছে গচ্ছিত ছিল বা উহা কোন স্থানে রক্ষিত ছিল তাহাও জ্ঞাত হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য এইরূপ অবস্থায়

* এই চাবি-তত্ত্ব-অনুধাবন করে বহু ক্ষেত্রে নির্ভুলরূপে অপরাধ-নির্ণয় সম্ভব হয়েছে।

বাটীর নবনিযুক্ত ভৃত্যাদিকে বা বাটীর কোনও সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে এই অপরাধের জন্য সন্দেহ করা যেতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ভৃত্যাদির পূর্ব চরিত্র এবং ঘরোয়া ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য এবং চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। বহুক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে গা'চাবি এবং তালার গাত্রে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন আছে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরের কলকব্জা অবিকল অবস্থায় আছে এবং চাবির দ্বারা পূর্বের ন্যায় উহা খোলা বা বন্ধ করা যায়। এইরূপ অবস্থায় বুঝে নিতে হবে যে ঐ তালা বা চাবি-কল চাবির দ্বারাই খোলা হয়েছে, উহা ভেঙে খোলা হয় নাই, অর্থাৎ কি'না ঐ সকল আঘাত চিহ্ন লোক দেখানো ভাবে উহার উপর উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

যদি জানা যায় যে ঐ বাড়ির কোন'ও ভৃত্য বা অপর কোনও ব্যক্তি চুরির অব্যবহিত পর হতে পলাতক হয়েছে তা'হলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ঐ চুরি ভিতরের কার্য। যদি ঐ পলাতক ব্যক্তি ঐ বাড়ির চাকর হয়ে থাকে, তা'হলে বুঝা যাবে যে উহা এক ভৃত্য চৌর্য। এই অবস্থায় ঐ ভৃত্যের দেশের থানায় তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য টেলি-তার পাঠানো উচিত হবে। অপরাধের "কার্যকরণ" শীর্ষক অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। যদি এমন বুঝা যায় যে ঐ চৌর্যকার্য বাহিরের কার্য, তা'হলে সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন পথে তদন্ত করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। "বিভিন্ন অপরাধের তদন্ত-রীতি" শীর্ষক অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

কিরূপ পদ্ধতিতে পরিদর্শন ও বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহের কিনারা করা সম্ভব, তার প্রমাণ স্বরূপ নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"চৌরঙ্গী রোডের উপরকার ঐ নামকরা ঘড়ির দোকানে ঐ রাত্রে

তালা ভেঙে এক বড় রকমের চুরি হয়। আমরা তদন্তে এসে দেখি সম্মুখের কোলাপসিবল্ গেটের বহির্দেশের তালাটি খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঐ মূল্যবান তালার গাত্রে বহু আঘাতেরও চিহ্ন দেখলাম। ঐ তালার চাবি ঐ দোকানের হেড় দরোয়ানের জিম্মায় রাখা ছিল এবং ঐ হেড দরোয়ান ঐ দোকানের পিছন দিককার একটি ঘরে বসবাস করে। এইরূপ তালা ভাঙা-ভাঙির মধ্যে কোনও কারসাজি থাকতে পারে তা সন্দেহ করার কোনও কারণই আমাদের ছিল না। তা সত্বেও তদন্তের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি সম্ভাব্য বিষয়েই আমরা অনুসন্ধান শুরু করে দিলাম। ঐ দরোয়ানের নিকট হতে চাবিটি সংগ্রহ করে আমরা উহা ঐ তালার রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেখলাম, তার ভিতরকার কল অবিকল অবস্থায় রয়েছে এবং ঐ চাবির সাহায্যে উহা তখনও পর্যন্ত পূর্বের ন্যায়ই খোলা ও বন্ধ করা যায়। আমরা আরও পরিলক্ষ্য করলাম যে ঐ লৌহ গেটের গাত্রে ইতস্তত আরও বহু আঘাতের চিহ্ন নিষ্প্রয়োজনে এবং অকারণে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই কোলাপসিবল্ গেটের পরে উহার গায়ে গায়ে লাগানো একটি কাঁচের দরজাও দেখা গেল। ঐ কাঁচের দরজার কপাট দুইটি কাপে কাপে বসানো এবং উহার ভিতর হতে একটি খিলের সাহায্যে বন্ধ ছিল। এই কাঁচের দুয়ারের একটি কপাটেও বাহির হতে কোনও আঘাত করা হয়েছিল, এইরূপ প্রতীত হলো না। অথচ উহার ভিতরকার কাষ্ঠ নির্মিত মজবুত খিলটি আমরা ভগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলাম। ঐ দরজার সম্মুখে ধাক্কা দিয়ে ঐ খিল ভাঙা সম্ভব হলে, ঐ দরজার ফ্রেমে যে কাঁচ লাগানো আছে উহাও ভেঙে পড়তো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ কাঁচের একটু মাত্রও ক্ষতি হয় নি। এর পর আমরা ঐ দোকানের ভিতর প্রবেশ করে দেখলাম যে সকল ঘড়ি মূল্যবান সেইগুলি যে আলমারিতে ছিল, মাত্র সেই

আলমারি এবং শো-কেশ সমূহ ভাঙা হয়েছে। অথচ সাধারণ কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে কোন ঘড়িটি মূল্যবান, এবং কোনটি বা তা নয় তা জানা আদপেই সম্ভব ছিল না।

উপরোক্ত তথ্য সমূহ অনুধাবন করে আমরা একটি মাত্র পরিসংজ্ঞা বা থিওরি এই সিঁদেল চুরি সম্বন্ধে অনুমান করে নিতে পেরেছিলাম। এবং ঐ পরিসংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে দোকানের দরোয়ান কিংবা কর্মচারীদের যোগ-সাজসে অথবা তাদের নিজেদের দ্বারা এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এর পর আমরা ঐ দোকানের হেড দরোয়ান এবং তাহার কয়জন সহকারীকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাদের গৃহ ও বাক্স তল্লাসী করে কিছু কিছু অপহৃত দ্রব্যও উদ্ধার করতে সমর্থ হই।"

অপবিজ্ঞান—তদন্তরীতি

কোনও এক সাংঘাতিক অপরাধ* কোথাও ঘটেছে, এইরূপ কোনও সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষিগণ উহার তদন্তের জন্য অকুস্থলে গমন করে থাকেন। এই সকল সংবাদ ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং কিংবা কোনও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থানায় উপস্থিত হ'য়ে দিয়ে থাকেন। এইরূপ সংবাদকে বলা হয়ে থাকে প্রাথমিক এজাহার বা প্রাথমিক সংবাদ। ইংরাজিতে একে বলা হয় 'ফার্স্ট ইনফরমেশন্ রিপোর্ট।' কখনও কখনও পত্র মারফৎও এইরূপ এজাহার থানায় পাঠানো হয়।

(*) সাংঘাতিক অপরাধের অর্থ এইখানে পুলিশ-গ্রাহ্য বা কগনাইজেব্‌ল অপরাধ। কেহ কেহ একে রক্ষীচালানী অপরাধও বলে থাকেন।

কখনও কখনও রক্ষিগণ এইরূপ অপরাধের সংবাদ নিজেরাও সংগ্রহ করে আনেন। রক্ষী সমীপে অপরাধের সংবাদ যেরূপেই গোচরীভূত হউক না কেন, উহা কোতোয়ালীতে রক্ষিত বিশেষ বিশেষ কেতাব পত্রে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার রীতি আছে। কোনও সংবাদ একবার সরকারী নথিপত্রের নম্বরী পাতায় লিপিবদ্ধ করলে, ঐ নম্বরী পাতা ছিঁড়ে ফেলা বা বদলানো সম্ভব হয় না। এইরূপ সতর্ক ব্যবস্থা দ্বারা সংবাদ-দাতা সত্য বা মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে কিংবা কোনও কিছু সে গোপন করেছে, তা পরবর্তী তদন্তদ্বারা সহজেই বুঝা যায়। প্রাথমিক সংবাদের সহিত যদি মূল ঘটনার কোনও প্রত্যক্ষ রূপ পার্থক্য দেখা যায়, তা' হলে বুঝতে হবে পরবর্তী কালে ঐ মামলায় আরও বহু প্রকার রঙ ধরানো হয়েছে এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বহু মিথ্যা কথারও অবতারণা করা হয়েছে।

[মানুষ যখন কোনও অপরাধের পর মুহূর্তেই তাড়াতাড়ি কোতোয়ালীতে সংবাদ দেয় তখন উহাতে রঙ ধরানোর মত সময় বা মনোবৃত্তি তাদের থাকে না। ঐরূপ ইচ্ছা পরবর্তীকালে তাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। কেহ কেহ অপরের পরামর্শ মত লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধে পরিণত করতে প্রয়াস পেয়েছে।* কিন্তু প্রারম্ভে একক বুদ্ধিতে মিথ্যা এজাহারও তারা গুছিয়ে বলতে অক্ষম হয়েছে।]

সাধারণত আদালতসমূহ মূল ঘটনার সহিত প্রাথমিক সংবাদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখলে ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন এবং এইজন্য বহু সত্য মামলার আসামীরাও প্রাথমিক সংবাদ ভুল রূপে লিপিবদ্ধ হওয়ায় বেকশুর খালাস পেয়েছে।

---

* কেহ কেহ প্রকৃত অপরাধীদের সহিত এমন আরও একজনের নাম অকারণে যোগ করে দেয় যার উপর কি'না তার পূর্ব শত্রুতা ছিল।

এইরূপ ভুল 'প্রাথমিক সংবাদ' লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করবো।

এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা যা দেখে বা শুনে তা তারা ভাষার দ্বারা যথাযথরূপে প্রকাশ করতে অক্ষম। কেহ কেহ আবার না বুঝে তাদের শোনা কাহিনী দেখা কাহিনীরূপে লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত বহু রক্ষীপুঙ্গবও সংবাদদাতাদের বক্তব্য বিষয় কিংবা তাদের ভাষা বা প্রকাশ-ভঙ্গি না বুঝে ভুল প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সকল কারণে রক্ষিগণ সংবাদদাতাদের সংবাদ সম্ভব মত তাদের নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থায় প্রয়োজন হলে সংবাদ-দাতা আদালতকে নিজ ভাষার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু উহা ভাষান্তরিত হলে ঐ উক্তি তিনি আদপেই করেছেন কি না, করে থাকলে তা উনি কেন করেছেন, তা তিনি প্রায়ই স্মরণ করতে পারেন না। এই সকল কারণে রক্ষিগণ "প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করণ" সম্পর্কে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন।

[কলিকাতার শহরতলী এবং মফঃস্বল থানায় প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ-করণের রীতি আছে, কিন্তু কলিকাতা মহানগরীর খাস শহরে এইরূপ কোনও আইন নেই। সম্ভবত শহরাঞ্চলে ত্বরিতগতিতে কার্য সমাধা করার জন্যে আইনদারগণ স্থানীয় রক্ষীদের এইরূপ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। কলিকাতার খাস শহরে কোতোয়ালগণ প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী মূল অভিযোগ ফরিয়াদী এবং আসামীদের নাম সহ সংক্ষেপে অভিযোগ-কেতাবে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। ফরিয়াদীর বা ক্ষতিগ্রস্তের অবর্তমানে কিংবা সংবাদ মামুলি ধরনের হ'লে উহা 'জাবেদা খাতা' বহিতে লিপিবদ্ধ করে ঘটনাস্থলে গমনেরও রীতি আছে। এইরূপ অবস্থায় তদন্ত সমাধা করে ফিরে এসে রক্ষিগণ অপরাধ সম্বন্ধীয় অভিযোগ

কোতোয়ালীতে রক্ষিত 'অভিযোগ কেতাবে' তা দায়ের করেছেন। এইরূপ ব্যবস্থাতেও কোনও ভুল ভ্রান্তি ঘটলে একইরূপ বিভ্রাট ঘটে থাকে, কারণ আদালত অভিযোগ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ অভিযোগ এবং জাবেদা খাতায় লিপিবদ্ধ অপরাধ সম্বন্ধীয় সংবাদ—এই উভয়বিধ সংবাদকে প্রাথমিক সংবাদরূপে গ্রহণ করে থাকেন। এইজন্য সংবাদদাতাকে সুষ্ঠুরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে কোনও এক অভিযোগ বা সংবাদ আইনের ধারানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা উচিত।]

কিন্তু এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অধিক সময় অতিবাহিত করা উচিত হবে না। কারণ যথা সময় ঘটনাস্থলে পৌছিতে না পারলে তদন্ত সম্পর্কে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়া সম্ভব। এমন দুই একজন রক্ষী আছেন যাঁরা প্রাথমিক সংবাদ বহি এবং অভিযোগ পুস্তক কোতোয়ালীর সিন্ধুকে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে রেখে প্রথমে অকুস্থলে পৌছিয়ে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে পরে থানায় ফিরে পিছনকার সময় দিয়ে নির্ভুল প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইহা আইন ও রীতি বিরুদ্ধ, ভারতীয় রক্ষিগণ এইরূপ অপকার্য কদাচ করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত এইরূপ অব্যবস্থার সুবিধার ন্যায় বহু অসুবিধাও আছে। প্রাথমিক সংবাদদাতা রক্ষীদের নিজের হাতের বা তাঁদের লোক এবং সুচতুর না হলে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের সময় অসাবধানতা বশত বেফাঁস কথা বলে সন্দেহের কারণ ঘটাতে পারে। এইরূপ অপকার্যের অপর অসুবিধা এই যে ইহার কিছুক্ষণ পরই পূর্বাপেক্ষা গুরুতর কোন এক অপরাধের সংবাদ থানায় পৌছিলে প্রাথমিক সংবাদ বহিতে উহাও তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হবে। এতদ্ব্যতীত অপরাধ সমূহের ঘটনাস্থল কোতোয়ালী হ'তে দূরে অবস্থিত হলে এই উদ্দেশ্যে দেরিতে প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করার কোনও প্রশ্ন আদপেই উঠে না। ভুলে

গেলে চলবে না যে দেওয়ালেরও কান আছে, সকল সময় সহকর্মীদেরও বিশ্বাস করা চলে না, উপরওয়ালাদেরও। এইজন্য রক্ষীদের মূল উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, এইরূপ ঘোর প্যাঁচের মধ্যে না যাওয়াই ভালো। বরং তদন্তকারী অফিসারদের উচিত, তদন্তের ফলাফল সম্বন্ধে কোনও উদ্বিগ্নতা প্রকাশ না করে প্রতিটি করণীয় কার্য আইন এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী করে যাওয়া।*

[কোনও শান্তিরক্ষী প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করণের দায় এড়াবার জন্যে ফরিয়াদীদের দ্বারা টেলিগ্রাফিক ভাষায় চিঠি লিখিয়ে নেন, যথা—খুন হয়েছে বা চুরি হয়েছে, এই বাড়িতে শীঘ্র আসুন। এই সকল পত্রে বিস্তারিত কিছু লেখা থাকে না এবং এই পত্রগুলিকে প্রাথমিক সংবাদ-রূপে ব্যবহার করা হয়। এঁরা ফরিয়াদীদের শিখিয়ে দেন বলতে যে তাঁরা থানায় আসেন নি; তাঁদের পত্র পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছে। শহরাঞ্চলে এতদুদ্দেশ্যে টেলিফোন মেসেজের সুযোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে ভারতীয় পুলিশ এইরূপ চালাকি কম ক্ষেত্রেই করেছেন।]

প্রাথমিক সংবাদ বা অপরাধ-সম্বন্ধীয় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে রক্ষিগণ সাধারণত ঘটনাস্থলে গমন করেন, এই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এক্ষণে এই ঘটনাস্থল সম্বন্ধে আরও কিছু বলবো। ঘটনাস্থল দুই প্রকারের হয়ে থাকে,—(১) বাটী, দোকান, কারখানা, মন্দির বা ক্লাবঘর ইত্যাদি এবং (২) রাজপথ, উন্মুক্ত প্রান্তর, নদী বা নালা ইত্যাদি। ঘটনাস্থলে

---

* এই জনসাধারণেরও উচিত থানায় প্রাথমিক এজাহার দেওয়ার সময় প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করা। অপরাধ-সম্বন্ধীয় মূল তথ্য প্রথমে অবগত হয়ে তবে তা তাদের থানায় জানানো উচিত।

উপস্থিত হয়ে কিরূপে তদন্ত কার্য সমাধা করতে হয়, তা পূর্বতন পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

অকুস্থল পরিদর্শন, অকুস্থলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণ, সাক্ষী এবং আসামীদের (ধৃতিকৃত হলে) বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিগণ অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্বন্ধে কোনও এক সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকেন এবং ইহার পর তদন্তকারী রক্ষীদের ঐ সকল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তদন্ত সম্পর্কে ত্বরিত গতিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। অপরাধী এবং অপরাধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনকে বলা হয় অপতদন্তের কার্যকরণ বা প্রত্যক্ষরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন। যথা—গ্রেপ্তার করা বা ধৃতিকরণ, খানাতল্লাসী, বামাল বা দ্রব্য উদ্ধার, ট্র্যাপিঙ বা ফাঁদপাতা, নজরবন্দী, প্রমাণ সংগ্রহ, ইত্যাদি। এই কার্যকরণ সম্বন্ধে পুস্তকের বর্তমান খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শান্তি রক্ষীদের প্রথম কর্তব্য হয় ঘটনাস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি গ্রহণের পর, শান্তি রক্ষীদের দ্বিতীয় কর্তব্য হয়, অপরাধীদের ধৃতিকরণার্থে উহাদের চিহ্নানুসরণ (Tracking)। বহুক্ষেত্রে একজন অফিসার পরিদর্শন এবং বিবৃতি গ্রহণের কার্যে রত থাকেন এবং অপর একজন অফিসার তিলমাত্র কালক্ষেপ না করে আসামীদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সকল বিষয়ে ক্ষণমাত্র কালাপহরণ করলে অপরাধিগণ বহুদূর পলায়ন করে রক্ষীদের আয়ত্তের বাহিরে চলে যেতে পারে। এমন কি অন্য কোনও এক পরদেশীয় রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

বহুক্ষেত্রে অপরাধীরা অপরাধের পূর্বে অকুস্থলের নিকটবর্তী কোনও এক হোটেলে, বেশ্যাগৃহে বা আড্ডা স্থলে ঘাঁটি করে। সুযোগ এবং সুবিধা মত এরা ঐ সকল ঘাঁটি হতে বার হয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। প্রায়শ ক্ষেত্রে অপরাধের পর তারা সোজাসুজি মহল্লা পরিত্যাগ করে চলে যায় না। তারা তাদের নির্গমন পথের নিকট কোনও এক নিরাপদ স্থানে রাত্রের মত এবং দিন হলে কিছু সময়ের জন্য অপহৃত দ্রব্য সহ আত্মগোপন করে এবং পরে পুলিশের হামলা কিছুটা কমে এলে ঐ সকল স্থান হতে তারা নিরাপদে নির্গত হয়।

এই সকল সম্ভাব্য ঘাঁটি খুঁজে বার করতে হলে অপরাধীদের নির্গমন পথ এবং প্রবেশ পথ প্রথমে খুঁজে বার করার প্রয়োজন হয়। কারণ ঐরূপ ঘাঁটি সমূহ প্রবেশ কিংবা নির্গমন পথের কিছু দূরে অবস্থিত থাকে। চিহ্নানুসরণ দ্বারা আমরা এই প্রবেশ পথ বা নির্গমন পথ হতে উপরোক্তরূপ ঘাঁটি সমূহে পৌঁছে থাকি। সকল সময় যে তারা এবংবিধ ঘাঁটি বা আড্ডা ব্যবহার করে তা' নয়। বহু ক্ষেত্রে তারা সরাসরি শকটযোগে বা পদব্রজে রেল স্টেশন বা দূরবর্তী কোনও গন্তব্য স্থানে রওনা হয়ে যায়। এইরূপ অবস্থায় চিহ্নানুসরণ দ্বারা অপরাধীরা কোন্ রাস্তায় বা দিকে পলায়ন করলো তা বুঝা বা জানা যেতে পারে। সাধারণত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণী এবং উহার অভাবে পদচিহ্ন এবং শকটাদির চাকার দাগ হতে আমরা উহা অবগত হয়ে থাকি। এইজন্য ঘটনাস্থলের চতুর্দিকের পথ ঘাট, প্রাঙ্গণ, খালি কুটীর, পুকুর পাড়, জলাভূমি, শহর হ'লে রাজপথ ও ময়দান বিশেষরূপে অবলোকন করা উচিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পলায়নের পথে অপরাধিগণ অপহৃত দ্রব্যেরও কোনও কোনও দ্রব্য তাড়াতাড়িতে ফেলে যেতে বাধ্য হয়। পলায়নের বা নির্গমনের পথের কোনও এক স্থানে তারা অপহৃত বাক্স বা ট্রাঙ্ক ভাঙার

জন্যে বেছে নেয়। ঐ সকল ভাঙা দ্রব্য ঐখানে ফেলে রেখে মাত্র ভিতরের মূল্যবান দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করে তারা পলায়ন করে। এইরূপ বহুবিধ চিহ্ন হতে ইহাও বলা যায় তারা পদব্রজে এসেছে না কোনও সাধারণ বা যন্ত্র শকটে এসেছে। মোটর বা ঘোড়ার গাড়ির চাকার দাগ দেখে আমরা বলে দিতে পারি তারা শকটযোগে এসেছিল কি না, এবং কোন পথে বা দিকে তারা ঐ সকল শকটযোগে সরে পড়েছে। এইরূপে পলায়নের এবং নির্গমনের পথ আবিষ্কার করে, ঐ পথের চতুর্দিকের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঐ সকল পলাতক অপরাধীদের গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা বহু তথ্য অবগত হতে পারি।

অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণ করার জন্যও এই সকল সত্য নির্ধারণের প্রয়োজন আছে। যদি আমরা কোনও প্রত্যক্ষদর্শী বা চিহ্নাদির সন্ধান না'ও পাই, তা' হলেও আমাদের উচিত হবে অনুমান দ্বারা পলায়ন বা নির্গমনের পথ নির্ধারণ করা।

চিহ্নানুসরণ বা Tracking-এর কার্য সমাধা করার পর রক্ষীদের উচিত হবে নিকটবর্তী ট্যাক্সি বা রিক্সা স্ট্যাণ্ডের গাড়ির আড্ডা সমূহে পলাতকদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করা। আমরা যদি প্রত্যেক মোটর এবং অন্যান্য যানের চালকদের ধৈর্য সহকারে জিজ্ঞাসাবাদ করি তা' হলে তাদের নিকট হতে বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হতে পারবো।

শকট স্ট্যাণ্ড এবং আড্ডা সমূহে প্রত্যেকটি শকট সকল সময় উপস্থিত থাকে না, এই কারণে বিভিন্ন সময় এবং বারে বারে ঐ সকল স্থানে অনুসন্ধান করা উচিত।

[রক্ষিগণ যদি বুঝেন যে অপরাধীরা পদব্রজে এসেছিল এবং তারা পদব্রজে অকুস্থল পরিত্যাগ করেছে তা' হলে'ও তাদেরউচিত হবে নিকট-বর্তী ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড এবং ঘোড়াগাড়ি ও রিক্সার আড্ডাসমূহে খোঁজ-খবর

করা, কারণ কিছুটা দূর পদব্রজে এসে কোনও গাড়িতে আরোহণ করা খুবই স্বাভাবিক।]

যদি জানা যায় যে অপরাধের পর মুহূর্তে বা সামান্য পরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি, যাদের আকৃতি এবং বেশভূষার সহিত 'ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রদত্ত বিবরণে উল্লিখিত' অপরাধীদের বেশভূষা ও আকৃতির বহুলাংশে মিল আছে—ঐ স্থানে এসে কোনও এক শকট ভাড়া করেছিল, তা' হলে ইহাও জানা যাবে যে ঐ শকটের চালক কোথায় এবং কখন তাদের নামিয়ে দিয়ে এসেছে।

এই বিশেষ তদন্তে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন সমূহেও খোঁজ-খবর করা উচিত। বহু ক্ষেত্রে শকট চালকগণ তাদের রেল স্টেশনেও পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এইরূপ অবস্থায় অপরাধীদের বিবরণ সহ রেল-পুলিশের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে টেলি-তার (তারবার্তা) প্রেরণ করার প্রয়োজন আছে। ঐ বিশেষ সময় কোন কোন ট্রেন কোথায় কোথায় গমন করেছে, সময়ানুধাবন করে সেই সম্বন্ধেও এক সঠিক ধারণা করে নেওয়া সম্ভব।

কিন্তু শকট চালকগণ যদি বলে যে তারা ঐ সকল ব্যক্তিকে কোনও এক বাটীতে কিংবা কোনও এক পল্লীতে নামিয়ে দিয়ে চলে এসেছে, তা' হলে ঐ শকট চালকদের সাহায্যে অচিরে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। এমন কি তাদের বাড়ি ও আড্ডা তল্লাস করে অপহৃত দ্রব্যসমূহও উদ্ধার করা যেতে পারে এবং যদি জানা যায় যে অপরাধীরা মোটর যোগে এসে মোটর যোগে চলে গিয়েছে, তা' হলে শান্তিরক্ষীদের উচিত হবে যে সকল বড় বড় রাজপথ শহরের বাহিরে চলে গিয়েছে, সেই সকল রাজপথের দুই পাশের পুলিশের ঘাঁটিগুলিতে এই অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করা। শহর বা গণ্ড-

গ্রামের অভ্যন্তরে প্রতিটি পথ-ঘাট অবরোধ করা রক্ষীদের পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু রেল স্টেশন এবং বহির্গামী প্রধান প্রধান রাজপথ অবরোধ করলে ফলপ্রদ হবে। এই অবস্থায় যন্ত্রশকটের নম্বর এবং রঙ সম্বন্ধে দিকে দিকে হুলিয়া প্রেরণ করার রীতি আছে।

নারী হরণ এবং হৃত দ্রব্য পাচারের জন্য অপরাধীরা সাধারণত প্রত্যাগমনের সময় দ্রুতগতি যানবাহন ব্যবহার করে থাকে। এই জন্য রক্ষী মাত্রেরই 'স্থানীয় সম্ভাব্য পরিবহন' সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অকুস্থলে কোনও পরিবহনের প্রচলন না থাকলে, রক্ষীদের উচিত নিকটস্থ রেল স্টেশনে এবং স্টেশন অভিমুখী রাজপথ সমূহের উভয় পার্শ্বে পলাতকদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করা। ঐ সময় রেল স্টেশনে কয়খানি পর পর নম্বরী টিকিট (সিরিয়াল নম্বরের) বিক্রয় হয়েছে এবং ঐ টিকিট সমূহের গন্তব্য স্থান ছিল কোথায়, এই সকল সংবাদ অবশ্য সংগ্রহ করা উচিত হবে।*

শকট চালক, পথিক এবং বাসিন্দাদের নিকট পলাতকদের সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত।

(১) পলাতকরা সংখ্যায় কয়জন ছিল? উহারা কি নবাগত এবং সন্দেহ জনক ব্যক্তি? উহাদের জাতি ও বয়স কি? চেহারা, পরিচ্ছদ কেমন ছিল? কি ভাষায় তারা নিজেদের মধ্যে কিংবা অপর কোনও ব্যক্তির সহিত কথা বলেছে?

(২) তাদের সহিত কোনও অস্ত্র-শস্ত্র ছিল কি'না? কোনও মাল-পত্র যদি থেকে থাকে, তো কিরূপ মালপত্র? বাক্স প্যাঁটরা এবং ব্যাগের রঙ কিরূপ ছিল?

---

* ধরা যাউক অপরাধীদের সংখ্যা ছিল ছয়। যদি দেখা যায় পর পর নম্বরের ছয়খানি টিকিট বিক্রয় হয়েছে তা'হলে বুঝতে হবে উহারাই ছিল অপরাধী।

(৩) কোন্ স্থানে তারা শকট ভাড়া করেছে? মধ্যবর্তী কোনও বাটী থেকে তারা কাউকে তুলে নিয়েছে কি'না? তারা কোনও বাড়ি হতে শকটে উঠেছে, না কোনও এক গলির ভিতর হতে বেরিয়ে এসেছে। প্রত্যাগমনের সময় মধ্য পথে কোথাও কিছুক্ষণ কি অপেক্ষা করেছে? তারা কি কোনও বাটীতে, না রাস্তার মোড় বা রেল স্টেশনে নেমে গিয়েছে?

(৪) শকট চালক তাদের কোথায় এবং কখন পৌছিয়ে দিয়ে এসেছে? তারা শকট সোজা ও সহজ পথে না বাঁকা পথে চালাতে নির্দেশ দিয়েছে? পথিমধ্যে তারা কোনও দ্রব্য ক্রয় করেছিল কিনা? কাহারও সহিত মধ্য পথে তাদের বচসা বা দেখা হয়েছিল কি?

[বিচারের সময় অপরাধীদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহযোগিতা প্রমাণ করার জন্য এমন বহু সাক্ষী প্রয়োজন যারা অপরাধের পূর্বে ও পরে অপরাধীদের একত্রে উপস্থিত দেখেছে। এই জন্য যে কেহ ঐ সময় উহাদের একত্রে দেখে থাকবে, যত্ন সহকারে তাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা উচিত। মূল ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে'ও ঐরূপ বিবৃতি সমূহের প্রয়োজন অসামান্য। কোন আসামী রাজসাক্ষী হলে উহাদের বিবৃতির সত্যতা প্রমাণের জন্যও ইহাদের প্রয়োজন হবে।]

চিহ্নানুসরণ দুই প্রকার হয়ে থাকে, যথা—(১) বাহির এবং (২) অন্দর। শকটাদির চাকার দাগ, পদচিহ্ন প্রভৃতি, যাহা অপরাধীদের আগমন এবং প্রত্যাগমনের পথে দেখা গিয়েছে, উহাদের বলা হয় বাহির চিহ্ন এবং পদচিহ্ন, অঙ্গুলির টিপ, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি, ধোপি চিহ্নসহ বস্ত্রাদি বা নাম লেখা খাতা ইত্যাদি যাহা ঘটনাস্থলে দেখা গিয়েছে, উহাদের বলা হয় অন্দর-চিহ্ন। এই সকল চিহ্নাদির অনুসরণ দ্বারা অভিজ্ঞ শান্তি রক্ষিগণ বহু দুরূহ মামলার কিনারা

করতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে।

"ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আমি মাত্র একটি সিঁদুর মাখা কাপড়ের টুকরা এবং একটি গাছের শিকড় পড়ে রয়েছে দেখলাম। এই সকল দ্রব্য ঐ গৃহস্থের কুটীরে আসবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আমি কিন্তু ঐ দ্রব্য দুইটি দেখা মাত্র বুঝে নিলাম ঐ অপরাধ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় বেদিয়া দলের কার্য। এইরূপ শিকড়, কাপড় ও কড়ি প্রভৃতি উহারা সদা সর্বদাই সঙ্গে রাখে, কেহ কেহ ঐ গুলি তুক রূপেও (দলীয় বিশ্বাস অনুযায়ী) ব্যবহার করে থাকে। এই সকল দ্রব্য হ'তে আমি বুঝে নিই যে নিকটে কোনও বেদিয়া দল আছে, এবং উহারাই এই অপকার্যটি সমাধা করেছে। এর পর আমি নিকটস্থ বেদিয়া পল্লীতে হানা দিয়ে অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্ধার করতে সমর্থ হই।"

চিহ্নানুসরণ দ্বারা অপরাধীদের খুঁজে বার করতে অসমর্থ হলে আমরা তাদের সম্ভাব্য ডেরা গুলিতে হানা দিয়ে থাকি। পরিদর্শন দ্বারা যদি আমরা বুঝি * উহারা পাড়ার চোর তা'হলে ঐ পাড়াতেই তাদের সন্ধান করে থাকি। কিন্তু যদি আমরা বুঝি উহারা ভিতরের চোরও নয়, উহারা পেশাদারী চোর, তা'হলে আমরা অবগত হই, উহারা স্বভাব চোর, দৈব চোর না অভ্যাস চোর? উহাদের বিভিন্ন রূপ কার্য-পদ্ধতি হতে এই সকল সত্য আমরা নিরূপণ করে থাকি। স্বভাব-অপরাধীরা স্বভাব-বেশ্যাদের সহিত রাত্রি যাপন করে। এই সকল স্বভাব বেশ্যারা বাস করে শহরের পঙ্কিল অংশে খোলার ঘরে। অপর দিকে

---

* অপরাধীদের প্রবেশ ও নির্গমন প্রণালী, কার্যপদ্ধতি এবং ধারা হতে ইহা বুঝা যায়।

অভ্যাস অপরাধীরা রাত্রি বাস করে অভ্যাস বেশ্যাদের গৃহে। এই সকল অভ্যাস বেশ্যারা বাস করে কোঠা বাড়িতে, উন্নত ধরণের বেশ্যাপল্লীতে। এই সকল তথ্য অবগত থাকায় শান্তি রক্ষিগণ অপরাধীদের প্রকৃতি অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ স্থানে তাদের সন্ধানে চর নিয়োগ করে থাকেন। এ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত পুরানো পাপীদের মধ্যেও অনুসন্ধান করে কিংবা কোনও পুরানো চোরকে চর রূপে নিযুক্ত করেও পলাতক অপরাধীদের সন্ধান করার রীতি আছে।

অপতদন্তের মূল প্রণালী সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, এইবার অপতদন্তের বিভিন্ন কার্যকরণ, যথা, গ্রেপ্তার, গৃহতল্লাস প্রভৃতি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

গ্রেপ্তার বা ধৃতিকরণ

এদেশের রীতি অনুসারে কাহারও বিরুদ্ধে কোনও সাঙ্ঘাতিক বা অসামান্য (পুলিশ-গ্রাহ্য বা পুলিশ-চালানী) অভিযোগ রক্ষিসমীপে দায়ের হওয়া মাত্র রক্ষিগণ তাদের সরাসরি গ্রেপ্তার করে থাকেন। এমন কি মাত্র একজন ব্যক্তির অভিযোগ ক্রমেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কি'না তদন্ত না করেই উহাদের গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে। এজন্য যে কোনও দায়িত্ব তা অভিযোগকারী বা অভিযোগকারিণীর; রক্ষিগণের কোনও দায়িত্বই নেই। অবশ্য তদন্ত দ্বারা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে, মিথ্যা মামলা দায়ের করার জন্য অভিযোগকারীর উপর অপর এক মামলা রুজু করা হয়। এই দেশে আমরা প্রথমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, পরে তার বিরুদ্ধে আমরা

প্রমাণ সংগ্রহ করি এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণ প্রাপ্ত না হলে তাকে আমরা মুক্তি দিয়ে থাকি। প্রমাণ সংগ্রহের কার্য সকল ক্ষেত্রে একদিনেই শেষ করা যায় না, ক্ষেত্র বিশেষে ঐ কার্য সমাধা করার জন্য শান্তি রক্ষিগণ বহুদিন অতিবাহিত করেন। এইরূপ অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে সাময়িক ভাবে জামিনে মুক্ত কিংবা জেল বা পুলিশ হাজতে আবদ্ধ থাকতে হয়। এদের কেহ কেহ বহু দুর্ভোগ ভোগ করার পর আখেরে রক্ষীদেরই রিপোর্ট অনুযায়ী মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন বহু রাষ্ট্রও আছে, যেখানে তদন্তের প্রারম্ভেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার রীতি নাই। কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার পর ঐ দেশের রক্ষিগণ প্রথমে তদন্ত করে দেখেন যে অভিযোগ সত্য কি'না ? কিংবা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়া গেল কি'না ? যদি ঐরূপ অভিযোগ সন্দেহাতীত রূপে সত্য ব'লে প্রতীত হয় এবং যদি তারা বুঝেন আদালতে অভিযুক্ত করার মত প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ তাহার বিরুদ্ধে পাওয়া গিয়েছে, তবেই তাঁরা তাকে গ্রেপ্তার করে থাকেন। অর্থাৎ ঐ সকল দেশে তদন্তের পূর্বে বা মধ্য পথে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় না, তাহাদের তাঁরা গ্রেপ্তার করে থাকেন তদন্তের পরিশেষে। অবশ্য এদেশেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং অপরাধ সামান্য হলে মান্যগণ্য লোককে, অভিযোগ সম্বন্ধে কিছুটা তদন্ত করার পর গ্রেপ্তার করার রীতি আছে।

এই শেষোক্ত রীতির পক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথা বলবারও আছে। কেহ কেহ বলে থাকেন তদন্ত শেষ করার পর সাক্ষ্য প্রমাণ পেলে তবে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা উচিত। এইরূপ প্রথায় কাহারও অযথা হয়রানি বা বেইজ্জত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এতদ্বারা অযথা কাহারও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে রক্ষীদের পাপগ্রস্তও হতে হয় না।

কোনও কোনও শান্তি রক্ষক বলে থাকেন, প্রথমে গ্রেপ্তার না করলে তদন্তের ব্যাপারে একটি পা'ও অগ্রসর হওয়া যায় না এবং তদন্তের সাফল্যের ব্যাপারে বহুবিধ বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কি'না আসামীকে গ্রেপ্তার না করলে, বা তা না করতে পারলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুত পাওয়া সুকঠিন হয়ে উঠে। আসামী পক্ষীয় ব্যক্তিরা ধনী এবং প্রভাবশালী হলে ইহা বিশেষ রূপে সত্য। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে আসামীর বিরুদ্ধে কেহই সাক্ষ্য দিতে রাজি নয়, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করা মাত্র বহু লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। কারণ হাতী কাদে পড়লে ব্যাঙেও তাকে চাট মেরে যায়···প্রবাদটি অতীব সত্য। সাধারণ মানুষের মনোদেশ এই রূপেই তৈরি। এতদ্ব্যতীত আসামীকে গ্রেপ্তার না করলে, তার নিজের লোকজনের তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার অসুবিধা আছে। বহু ব্যক্তি ভয়ে বা বাধ্যবাধকতার কারণেও দুর্দান্ত আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হয় না। কিন্তু গ্রেপ্তারের পর আসামীদের প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে ভুক্তভোগী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের ভয়ও বহুল পরিমাণে কমে যায়।

এতদ্ব্যতীত ধৃতিকৃত আসামীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি আদায়েরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। স্থান মাহাত্ম্য ; স্থান বা কালের শক্তি অসাধারণ। যারা নিজ গৃহে বা অন্যত্র জিজ্ঞাসিত হলে কোনও কিছু স্বীকার করতে চায় না, কোতোয়ালীতে নীত হয়ে তারা বহু তথ্য প্রকাশ করে দেয়। প্রায়শ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ধৃতিকৃত হয়ে কোতোয়ালীতে নীত না হলে কেহ প্রয়োজনীয় কোনও বিবৃতি দেয় না। কিন্তু ধৃতিকৃত বা গ্রেপ্তারের পর সেই একই ব্যক্তি বহু প্রয়োজনীয় বা স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি প্রদান করে। ইহার কারণ ধৃতিকৃত হলে মানুষের মনোবল কমে যায় এবং তার মানসিক এবং দৈহিক প্রতিরোধ

শক্তির হ্রাস ঘটে। কিন্তু মানুষ স্বাধীন অবস্থায় থাকলে তাহাদের মনোবল অটুট থাকে। বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এবং প্রতিপত্তিশালী মুরুব্বিদের নিকট সে সাহস পেয়ে থাকে, পরামর্শও। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের নিকট হ'তে অপরাধ সম্বন্ধে কোনওরূপ বিবৃতি আদায় করা সুকঠিন। অথচ মাত্র আসামীর বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি হতে আমরা সাক্ষী সাবুতের নাম ধাম, সহ-অপরাধীর নাম ও ঠিকানা, এবং কোনও দ্রব্য অপহৃত হলে উহাদের তৎকালীন অবস্থান বা ঐ সকল দ্রব্যের গ্রাহক বা ক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা, সহজেই আমরা জ্ঞাত হতে পারি। রাষ্ট্রের বহু বড় বড় গ্যাঙ্গ কেশ্ বা দলীয় মামলা আসামী বা আসামীদের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এই সকল কারণে অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষিগণ বলে থাকেন, তদন্তের প্রারম্ভেই আসামীদের ধৃতিকৃত বা গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন আছে। এতদ্ব্যতীত একবার পলাতক হতে পারলে ঐ পলাতক বা ফেরারী আসামীদের প্রয়োজনের সময় খুঁজে বার করা দুষ্কর। পলাতক অবস্থায় তারা প্রয়োজনীয় প্রদর্শনী এবং অপহৃত দ্রব্যও বিনষ্ট করে ফেলে।

[তদন্তলব্ধ সূত্রানুযায়ী কিংবা সন্দেহ ক্রমে আমরা আসামীদের গ্রেপ্তার করে থাকি। কিন্তু সূত্র বা সন্দেহ, প্রমাণ নয়। এই জন্য আসামীর নিকট হতে স্বীকারোক্তি গ্রহণ বা আদায়ের প্রয়োজন; পুলিশের নিকট (এদেশীয় আইনানুযায়ী) স্বীকারোক্তি প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য নয়, কিন্তু ঐ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যদি রক্ষিগণ কোনও দ্রব্য উদ্ধার বা তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, তা'হলে ঐ স্বীকারোক্তির অংশ বিশেষ ঐ দ্রব্য ও তথ্যাদির সহিত উহাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ রূপে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।]

গ্রেপ্তারের সময় কেহ কেহ বাধা দানও করে থাকে, এই সময়

কিঞ্চিদধিক বলপ্রয়োগেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঐরূপ বলপ্রয়োগ প্রয়োজনাধিক হওয়া উচিত নয়। এমন ভাবে বলপ্রয়োগ করা উচিত যাতে অপরাধী বিশেষ রূপ আঘাত প্রাপ্ত না হয়। আসামিগণ বলপ্রয়োগ করলে বা তা তারা করবে জানলে বা বুঝলে, তাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য সম্ভব হলে একাধিক ব্যক্তি নিয়োগ করা ভালো। একজন বা দুইজন রক্ষীর চেষ্টায় অপরাধী কাবু হতে পারে, কিন্তু তাকে আহত না করে কাবু করা না'ও যেতে পারে। কিন্তু বহু ব্যক্তি এই কার্যে নিযুক্ত হলে আসামীকে বা আসামীদের আহত না করেও (অক্ষত দেহে) গ্রেপ্তার করা সম্ভব। এই ভাবে দুর্দান্ত আসামীদের গ্রেপ্তার করলে রক্ষীদের নিজেদেরও বিপদ থাকে কম, তা' না হলে রক্ষিগণ নিজেরাও গুরুতর রূপে আহত হয়ে পড়তে পারেন।

এই দেশের আইনানুযায়ী রক্ষিগণ ২৪ ঘণ্টার অধিক কোনও অপরাধীকে আপন হেপাজতে রাখতে পারে না। ২৪ ঘণ্টার ভিতর কিংবা শেষে অপরাধীকে হাকিমের নিকট পেশ করতে তারা বাধ্য। এই সময় রক্ষিগণ অপরাধীকে অধিকতর (বা আরও) তদন্তের জন্য হাকিমের নিকট হতে আরও দুই, এক বা কয়েক দিনের জন্য পুলিশ হেপাজতীতে নিয়ে থাকে।

পুলিশ হেপাজতীতে থাকা সত্ত্বেও বহু অপরাধীর মনোবল একদিনে ভাঙে না, কিন্তু দুই, তিন বা ততোধিক দিন এই অবস্থায় থাকলে বহুক্ষেত্রে তারা স্বীকারোক্তি করে। স্বীকারোক্তি করার পর তাদের ঐ উক্তি সত্য বা মিথ্যা তা জানবার জন্য উহা যাচাই (verify) করে দেখবারও প্রয়োজন হয়। আসামী এই সময় তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রক্ষীদের বহু স্থানে নিয়ে যায় এবং বহু ব্যক্তিকে তারা দেখিয়ে দেয় অর্থাৎ তারা এইরূপ কার্য দ্বারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য প্রমাণ

তৈরি করে দেয়। এই সকল কারণে তাদের কয়েকদিন পুলিশ হেপাজতীতে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধৃতিকরণের সময় আঘাত প্রাপ্ত হলে আসামিগণ উহার সুযোগ গ্রহণ করে হাকিমের নিকট মিথ্যা মারপিটের নালিশ জানায় এবং এই অজুহাতে হাকিম যাতে তাকে পুলিশ হেপজতীতে না দেয়, তার জন্য আবেদন এবং নিবেদন জানায়। এই সুযোগে দেহের আঘাত দেখিয়ে এরা পুলিশের নামে বহু কল্পিত অভিযোগও জানায়। এইরূপ অবস্থায় হাকিমদের পক্ষে আসামীকে পুলিশ হেপাজতীতে না দিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে জেল হাজতে পাঠানো স্বাভাবিক এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ শান্তি রক্ষীদের পক্ষে আসামীকে ধরা বা না ধরা সমান হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সকল সময় অন্যান্য সূত্র হতে এই সকল আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ সম্ভব হয় না।

সকল সময় যে ধৃতিকরণের সময় আসামীরা আঘাত প্রাপ্ত হয় তা নয়। বহু ক্ষেত্রে আহত অবস্থায় তাদের ধৃতিকৃত করা হয়েছে। থানায় নীত হওয়ার পর মুহূর্তেই আসামীদের আঘাতের কারণ সমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে।* আঘাত সম্বন্ধীয় লিপিবদ্ধকরণ শেষ করেই আসামীকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। আইনানুযায়ী তো বটেই, মানবতার কারণেও আঘাতপ্রাপ্ত বা পীড়িত অপরাধীদের যথা সত্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে রক্ষিগণ বাধ্য। হেপাজতী আসামীর আঘাতের অন্য কারণ দর্শাতে না পারলে, ধরে নেওয়া হয়ে থাকে যে থানায় প্রহৃত হওয়ার ফলেই ঐরূপ আঘাত সে প্রাপ্ত হয়েছে।

---

* বহু ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে কিংবা পলায়নের সময় পড়ে গিয়ে ইহারা আহত হয়। কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে এরা নিজেরাই নিজেদের দেহে আঘাত হানে।

বহু শান্তি রক্ষী আছেন যাঁরা আঘাত সামান্য হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। জামিনে খালাস পেয়ে কিংবা হাকিম সকাশে নীত হয়ে এরা ডাক্তার বা হাকিমকে ঐ আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছে, কিন্তু কোতোয়ালীর নথিপত্রে উহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় নি এবং ইহার কুফল স্বরূপ হাকিম বিশ্বাস করেছেন, পুলিশ-হেফাজতী কালীন আসামী ঐ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। এই সম্বন্ধে রক্ষীমাত্রেরই অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সাধারণত আসামীর নাম ধাম এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অপরাধ-কেতাবে এবং হাজত বহিতে লিপিবদ্ধ করে, কিয়ৎকাল তাকে হাজতে রেখে রক্ষিগণ পরে তাকে হাসপাতালে পাঠান, এই অজুহাতে যে প্রয়োজনীয় পাহারাদার বা শকটাদির বন্দোবস্ত করার জন্য, এইটুকু সময় অতিবাহিত করা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে আঘাত অকুস্থলে দেখা গেলে হাসপাতাল হতে চিকিৎসা করিয়ে, তাকে হাজতে প্রেরণ করা নিরাপদ, যাতে করে কেউ মনে করতে না পারে যে হাজতবাসকালীন সে ঐ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। থানায় নীত হওয়া কালীন বা উহার পূর্বে জনসাধারণ দ্বারা প্রহৃত হয়ে বা ধ্বস্তাধ্বস্তি বা পতনের কারণে বা পলায়নের প্রচেষ্টায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়া এবং হাজতবাসকালীন অসহায় অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া এক কথা নয়। শেষোক্ত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে নানা রূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে।

কোনও কোনও বেপরোয়া ক্রুদ্ধ কয়েদী হাজত ঘরের লৌহদণ্ডে কিংবা অফিসের টেবিল চেয়ারের উপর মাথা ঠুকে বা আছড়ে পড়ে স্বেচ্ছায় আঘাত বরণ করে। তাদের সামলাতে গিয়ে হেস্ত নেস্ত হয়ে রক্ষিগণকেও কিছুটা বল প্রকাশ করতে বাধ্য হতে হয়। এই সময় এরা বেগে পলায়ন করতে চেষ্টা করে, এবং বাধা প্রাপ্ত হয়ে এদের

আহত হতে হয়েছে। এইরূপ মানসিক অবস্থা হতে প্রকৃত অপরাধী বা পুরানো পাপীরা প্রায়ই ভুগে থাকে। ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় ইমোসনেল ইনস্টেবিলিটি, কেহ কেহ একে ব্রেক আপ বা ভাঙন বা চম্পট বলে থাকেন। ইহার মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিশদ রূপে বলা হয়েছে। অপরাধীর এইরূপ মনোবৃত্তি সম্বন্ধে রক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা ভালো। কখন যে তাদের শান্তশিষ্ট আসামীটির এইরূপ মনোভাব হবে এবং তারা প্রচণ্ড বেগে পলায়নে সচেষ্ট হবে তা কেউ বলতে পারে না। এইরূপ অবস্থা ঘটলে থানার ভিতরে কোনও বাহিরের ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে, তাহাদের সম্মুখেই ঐ ঘটনাটি নথিভুক্ত করা উচিত।

বহু ক্ষেত্রে চতুর অপরাধীরা বিনা কারণে বা সামান্য আঘাতের অজুহাতে তাকে হাসপাতালে (বা চিকিৎসার জন্য) পাঠানোর জন্য রক্ষী সমীপে দাবী জানিয়ে থাকে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ডাক্তারদের দ্বারা পুলিশের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করানো, কারণ তারা জানে যে কানুন মত ডাক্তাররা তাদের আঘাত বা বেদনা সম্বন্ধীয় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করবেন। সাবুত স্বরূপ মেডিকেল রিপোর্টের প্রতি হাকিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এদের অনেকে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। কেহ কেহ পলায়নের পথ খোঁজবার কিংবা পুলিশকে হয়রানি করবার জন্যও এইরূপ অন্যায় দাবী জানিয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থেকে রক্ষীদের উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

অপরাধিগণ যেখানেই ধৃতিকৃত হউক না কেন, প্রথমেই তাদের দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তল্লাস করা প্রয়োজন। এদের নিকট বহু চোরাই মাল থাকে, এমন কি অস্ত্র-শস্ত্র বা বিষও। তাদের প্রথমেই নিরস্ত্র না করলে

রক্ষীদের বিপদ অপরিহার্য। অতর্কিতে তাদের পক্ষে রক্ষীদের দেহে অস্ত্রাঘাত করা অসম্ভব নয়। বহু ক্ষেত্রে পথিমধ্যে বিষপান করে এরা মৃত্যুবরণ করে রক্ষীদের বিপদেও ফেলেছে। এই সকল কারণে কেবল মাত্র উহাদের পোশাক পরিচ্ছদ নয়, দেহের বিভিন্ন স্থানও তল্লাস করা উচিত। বহু ক্ষেত্রে থানায় নীত হওয়ার সময়, উহারা চোরাইমাল ও প্রামাণ্য দ্রব্যাদি রাজপথে ফেলে দেয়, প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ও রসিদ ছিঁড়ে বা গিলে ফেলে বিনষ্ট করে, কিংবা ঐ গুলি কোনও সহ-অপরাধীর মারফৎ অলক্ষ্যে অন্যত্র পাচার করে দেয়। এই সকল সহ-অপরাধীরা বহু ক্ষেত্রে পুলিশের মদতদার সেজে ভিড় করে ধৃতিকৃত আসামীর সঙ্গে সঙ্গে থানায় আসে এবং সাক্ষীর ভূমিকায় অভিনয় করে সেখানে আনাগোনা করে। এই কারণে থানার টেবিল হতেও বহু মূল্যবান প্রামাণ্য দ্রব্য রক্ষীদের অজ্ঞতার কারণে উধাও হয়ে গিয়েছে। এই সকল জাল সাক্ষীরা এই উদ্দেশ্যে থানায় এসে আফিসের টেবিলের চারিপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাদের বহু লোককে আর দেখতে পাওয়া যায় না, রক্ষীদের ব্যস্ততার সুযোগে তারা কাজ হাসিল করে সরে পড়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিম্নপদস্থ অসাধু রক্ষিগণও আসামীদের এইরূপে সাহায্য যে করে না তা'ও নয়।

আসামী পথে ঘাটে, গৃহে বিপণিতে—যেখানেই ধৃতিকৃত হউক না কেন, গ্রেপ্তারের পরমুহূর্তেই তার দেহ তল্লাসীর প্রয়োজন, এই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবংবিধ দেহ তল্লাসী কানুন মত বিশেষ রীতিতে করা উচিত। আসামীকে গ্রেপ্তার করে তার দেহের এবং হস্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমে দুইজন বা ততোধিক বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিকে ডেকে আনতে হবে। যদি ঐরূপ কোনও ব্যক্তি ঐ সময় ঐ স্থানে উপস্থিত

থাকেন তো খুবই ভালো। এইরূপ দুই ব্যক্তির সম্মুখে আসামীর দেহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তল্লাস করে, প্রত্যেকটি দ্রব্য বার করে, ঐগুলি সাক্ষী-দ্বয়ের সম্মুখে তল্লাস-পত্রের সাহায্যে উহাদের বিবরণ সহ তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন। এবং ঐ তল্লাস-পত্রে সাক্ষিগণের এবং আসামীর দস্তখত নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। এই তল্লাস-পত্র এবং সাক্ষীসহ প্রামাণ্য দ্রব্যাদি হাকিমের নিকট পেশ করা হলে বিচারের সময় উহারা আসামীদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে।

দেহ তল্লাসীতে 'প্রাপ্ত দ্রব্যাদি কোতোয়ালীতে নীত হওয়া মাত্র, মালখানা বহিতে বিবরণ সহ নথিভুক্ত করে থানার মালখানাতে জমা দিবার নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রম হলে, রক্ষীপুঙ্গবদের নানা রূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

[বহু পুরানো পাপী আছে, যারা গালের ভিতর কষের মধ্যে ফুটা করে এক প্রকার থলি তৈয়ারি করে। এইরূপ ফুটার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে পুস্তকের পূর্বতন খণ্ডগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সকল থলির মধ্যে তারা সোনার হার, মুদ্রা প্রভৃতি অবলীলাক্রমে লুকিয়ে রেখে থাকে। বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদশীদের চক্ষের সম্মুখেই তারা ঐ সকল দ্রব্য মুখে পুরে দিয়েছে। সাধারণত মনে হয়েছে যে ঐ গুলি বুঝি বা তারা গিলে ফেললে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা ঐ গুলি না গিলে কষের থলির মধ্যে রেখে দেয় এবং প্রয়োজন বোধে উহা তারা বার করেও আনে। এইরূপ কোনও সন্দেহ হওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত উভয় হস্ত দ্বারা গলদেশের উভয় পার্শ্বের মাত্র কষের উপর বাহির হতে ধীরে ধীরে চাপ দেওয়া। এই ভাবে অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষিগণ সহজেই অপরাধীকে ঐ সকল দ্রব্য উগরে ফেলতে বাধ্য করতে পারে। তবে ঐরূপ চাপ এমন ভাবে দেওয়া চাই, যাতে কণ্ঠনলীর উপর

একটুও চাপ না পড়ে। ডাক্তারদের দ্বারা এই কার্য সমাধা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাঁরা এইরূপ থলি কিরূপে তৈরি হয় এবং উহার অবস্থিতিই বা কোথায়, এই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আসামিগণ সত্য সত্যই যে ঐগুলি গিলে না ফেলে তা'ও নয়। সিকি, দু-আনি, এমন কি সরু স্বর্ণ হারও তারা গিলে ফেলে এবং পর দিন বাহ্যের সহিত উহা বার হয়ে আসে। এইভাবে তারা অপহৃত দ্রব্য সকল পুনরায় হস্তগত করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় এদের হাসপাতালে নিয়ে এদের পাকস্থলীর এক্সরে (X-Ray) করা হয় এবং ঐ দ্রব্য সমেত ঐ এক্সরে-র ফটো আদালতে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কোনও এক পৃথক স্থানে জোলাপ দ্বারা উহাদের মল ত্যাগ করানোর রীতি আছে। হাসপাতাল বা কোতোয়ালীর মেথররা ঐ মল পরীক্ষা করে ঐ সকল দ্রব্য উদ্ধার করতেও সক্ষম হয়েছে।

বহুক্ষেত্রে নারী আসামীরা যৌনদেশে এবং পুরুষ আসামীরা তাদের গুহ্যদেশেও দ্রব্যাদি লুকিয়ে রাখে। আসামীদের স্বরূপ বুঝে রক্ষিগণ এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

নারী আসামীদের দেহ তল্লাসী করার প্রয়োজন হলে উহা অন্য কোনও এক নারী কিংবা একজন নারী রক্ষী দ্বারা সমাধা করার রীতি আছে। পুরুষ দ্বারা নারীদের দেহ তল্লাসী শ্লীলতাহানি অপরাধের সামিল, এইজন্য ঐরূপ কোনও প্রচেষ্টা না করাই ভালো।]

নারী অপরাধীদের সম্ভব হলে নারী রক্ষীদের দ্বারা গ্রেপ্তার করানো ভালো, তবে তাদের পুরুষ রক্ষীদের কর্তৃক গ্রেপ্তার করানোয় কোনও বাধা নেই। এমন কি নারী আসামী বাধা দিলে বা বলপ্রয়োগ করলে, গ্রেপ্তারার্থে তার প্রতি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন

হলেও তার জন্যে দায়ী ঐ নারী অপরাধী নিজে, তাদের গ্রেপ্তারকারী পুরুষ রক্ষিগণ নহে। বলপ্রকাশকারিণী নারী অপরাধীদের পুরুষ অপরাধীরই সামিল মনে করা উচিত। নারীরা যখন তাদের কমনীয়তা নমনীয়তা বিসর্জন দেয়, অর্থাৎ যখন তারা পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করে, তখন তাদের সহিত পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করা ব্যতীত গত্যন্তরও থাকে না। এমন অনেক নারী আছে যারা এই সময় পুরুষ অপরাধীদের সাহায্যার্থে অস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করেছে। অস্ত্রশস্ত্র নারীদের হাতে এলে যে উহার তীক্ষ্ণতা কমে যায়, কিংবা উহাদের কার্যকারিতার তারতম্য ঘটে, তা মনে করার কোনও কারণ নেই। এইরূপ অবস্থায় পুরুষ শান্তিরক্ষীদের কোনরূপ দুর্বলতা বা সংকোচ প্রকাশ করা উচিত হবে না।

[কোনও আসামী গ্রেপ্তারের সময় অস্ত্রাঘাত করবার চেষ্টা করলে, কিংবা অস্ত্রত্যাগ করতে অস্বীকার করলে, তার প্রতি প্রতি-অস্ত্রাঘাত করে কাবু করা রক্ষীদের পক্ষে অনুচিত হবে না। এতদ্বারা আসামী আঘাত প্রাপ্ত বা নিহত হলেও ক্ষতি নেই। তবে সব কিছু নির্ভর করে অপরাধের গুরুত্ব, এবং আসামীর হাতে অস্ত্রাদির প্রকৃত স্বরূপের উপর।]

কোনও কোনও আসামী অভিযুক্ত হওয়ার পর পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া পছন্দ করে না, পাছে পুলিশের পাল্লায় পড়ে তাকে সত্য কথা বলতে বা দ্রব্যাদি বার করে দিতে বাধ্য হ'তে হয়। এই সকল অপরাধীদের পরামর্শদাতা মদতদার এবং নেতারাও তাদের পুলিশের হেপাজতে দিতে রাজী হয় না। এইজন্য তারা বহুদিন পর্যন্ত আসামীদের লুকিয়ে রেখে থাকে। কিন্তু চিরদিন লুকিয়ে থাকা কোনও ব্যক্তির কাম্য নয়, উহা সম্ভবও নয়। বহুদিন অপেক্ষা

করার পর পুলিশও ঐ আসামীকে পলাতক বা ফেরারী আসামী রূপে আদালতে চালান দিতে বাধ্য হয়, এবং এর কয়দিন পরই ঐ পলাতক আসামী আদালতে হাজির হয়ে জামিনের জন্য সচেষ্ট হয়ে থাকে। মামলা একবার পুলিশের নিকট হতে বার হয়ে এসে আদালতের বিবেচ্য বিষয় হলে পুলিশের তাকে গ্রেপ্তার করবার কোনও অজুহাত থাকে না। এইজন্যই চতুর অপরাধীরা পুলিশের নজর এড়িয়ে বহুদিন পলাতক বা ফেরার থাকতে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে পুলিশও তদন্তের সাফল্যের জন্য যথাসত্বর তাকে খুঁজে বার করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। বহুক্ষেত্রে বেগতিক বুঝে আসামীরা নিজেরাই আদালতে হাজির হয়ে জামিনের বন্দোবস্ত করেছে, কিংবা তার জন্য চেষ্টা করেছে।

কোনও কোনও হাকিম আবার এমনও হুকুম দিয়েছেন, 'জামিন মঞ্জুর করলাম, কিন্তু আসামী তদন্তকারী অফিসারের প্রয়োজন মত তার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য থাকবে' ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থায় উকিল সঙ্গে করে, অর্থাৎ উকিলের রক্ষণাধীনে, তদন্তের কারণে এরা থানায় হাজিরা দিয়েছে। এইরূপ অবস্থায় ইহাদের মনোবল অটুট এবং অক্ষুণ্ণ থাকায়, এদের নিকট হতে কোনও প্রয়োজনীয় বিবৃতি আদায় করা সম্ভব হয় নি, এবং এই একটিমাত্র কারণে ঐ মামলার কোনও কিনারা করাও সম্ভব হয় নি।

চতুর আসামিগণ প্রায়শ ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর উকিলের পরামর্শমত এইরূপে ধৃতিকরণ বা গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলে। এই শ্রেণীর উকিলগণ আসামীর বিরুদ্ধে মামলা কি আছে তা জানবার জন্য কোতোয়ালীতে দুই একবার আনাগোনা করে থাকেন, কিন্তু আসামীদের প্রকৃত পরিচয় বা বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও কিছু বলতে নারাজ থাকেন।

শান্তিরক্ষীদের উচিত এই সকল উকিলের নাম এবং ঠিকানা সংগ্রহ করে রাখা। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গিয়েছে যে আসামিগণ তাহাদের উকিলদের বাড়িতে বহুবার গমন করে থাকে। রক্ষিগণ যদি প্রাতে এবং সন্ধ্যায় এই শ্রেণীর উকিলদের বাড়িতে এবং দিবাভাগে তাহাদের 'আদালতের কামরায়' ছদ্মবেশে বা গোয়েন্দা দ্বারা নজর রাখার বন্দোবস্ত করেন, তা'হলে সহজেই ঐ পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।

এই সম্পর্কে প্রথমেই অনুসন্ধান করার প্রয়োজন ঐ আসামীর উকিল বা তদারককারী কে? গোপনে আদালতের পেশকার বা অন্যান্য উকিল ও মুহুরীদেরও এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করাও চলে; কারণ বহু ক্ষেত্রে পেশকারদের নিকট খোঁজ করা হয় ঐ আসামীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কোনও রিপোর্ট পেশ করা বা কোনও মামলা রুজু করা হয়েছে কি না? আদালতের পেশকারগণ বলে দিতে পারবে 'অমুক উকিল বা মুহুরী বা ব্যক্তি' এই সম্বন্ধে তার কাছে খোঁজ করে গিয়েছে। অপরাধীরা যেমন এক এক প্রকার অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিস্ট, তেমনি উকিলরাও এক এক প্রকার অপরাধের অপরাধীদের পক্ষসমর্থনে পারদর্শী। বহু উকিল আছে যারা মাত্র বামাল গ্রাহকদের (Receiver) মামলা অধিক সমর্থন করে থাকেন, কেহ কেহ বামাল গ্রাহকদের মধ্যে যারা হিন্দুস্থানী কালোয়ার, তাদের মামলাই অধিক গ্রহণ করেন। কোনও কোনও উকিল মাত্র প্রবঞ্চকদের মামলা ভালো রূপে পরিচালন করতে সক্ষম। এই জন্য প্রবঞ্চকরা দলে দলে আত্মপক্ষ সমর্থনে মাত্র এদের নিকটই মামলা আনে। কোনও কোনও উকিল মাত্র পকেটমার এবং কেহ কেহ মাত্র তালাভোড়দের সহিত সুপরিচিত। প্রায়ই দেখা গিয়েছে এক এক জন উকিল সহকারী

উকিল সহ, এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের জামিনের বন্দোবস্ত এবং মামলা মকর্দমার তদ্বির এবং পরিচালনা করতে মহাব্যস্ত। পেশাদারী অপদল সমূহ প্রতিবারেই মাত্র কোনও এক বিশেষ উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। এই সকল অপদলের মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত * উকিল মোক্তারও আছে। এমন উকিলও আছেন, যাঁদের সহিত পরামর্শ করে, অপরাধিগণ অপকার্যে বাহির হয়েছে। এর পরের দিন ফিরে পুনরায় তারা তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেছে।

[স্বভাব, অভ্যাস, ও দৈব বেশ্যা ও অপরাধীদের ন্যায় স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব উকিলও দেখা গিয়েছে। স্বভাব উকিলরা স্বভাব অপরাধীদের এবং অভ্যাস উকিলরা অভ্যাস অপরাধীদের মামলা তদারক করে আনন্দ পান। অভ্যাস বা স্বভাব অপরাধীরূপে কাউকে জানা থাকলে রক্ষীদের উচিত অভ্যাস বা স্বভাব উকিলদের বাড়িতে ওয়াচ রাখা। এই সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।]

চতুর শান্তিরক্ষীদের উচিত বিশেষ শ্রেণীর উকিলদের কার্যকরণ এবং গতিবিধি সম্বন্ধে সদা সর্বদা অবহিত থাকা। এই সকল উকিলদের মধ্যে বহু সৎ এবং সাধু ব্যক্তি আছেন, এঁরা নানা রূপে শান্তিরক্ষীদের সাহায্য, উপকার এবং অপকার করতেও সক্ষম। এদের সহিত সাবধানে চতুরতা সহ ব্যবহার করা উচিত, পারত পক্ষে এদের হাতে রাখাই ভালো, এই সকল কারণে অভিজ্ঞ রক্ষীমহল স্থানীয় আদালতের কার্য করণ, হাকিমদের পছন্দাপছন্দ,—এবং বিশেষ করে উপরোল্লিখিত উকিল-তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকেন।

---

* তবে ভারতীয় উকিলরা এইরূপ অপকার্য সাধারণত করেন না।

কেহ কেহ বলে থাকেন, উকিলদের বাড়ির উপর নজর রেখে পলাতক আসামীদের স্পট্ আউট বা সন্ধান করা ভালো, কিন্তু অকুস্থলেই তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত হবে না। বরং রক্ষীদের উচিত হবে গোপনে উহাদের অনুসরণ করে উহাদের প্রকৃত আস্তানা সমূহ দেখে আসা। এইরূপ অবস্থায় উহাদের ঐ বাটী বা আড্ডা খানাতল্লাস করে অপহৃত এবং প্রামাণ্য দ্রব্য প্রভৃতিও উদ্ধার করা যেতে পারবে। অকুস্থলেই গ্রেপ্তার করলে, আসামী তার প্রকৃত আস্তানার ঠিকানা না'ও বলতে পারে, কিংবা সে তা বললেও ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তারের সংবাদ তাহার আবাস বা আড্ডা স্থলে পৌছে যায় এবং অপহৃত দ্রব্যাদি অন্যত্র পাচার করে দেওয়া হয়।

এই শ্রেণীর উকিল এবং আসামীদের মধ্যবর্তী বা সংযোগকারী বহু তদ্বিরকারকও থাকে। এই সকল তদ্বিরকারকদের কেহ কেহ পল্লীর মুরুব্বি বিশেষ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। কেহ কেহ আবার দালাল বা ছেঁচড়া প্রকৃতির লোক। এই সকল ব্যক্তিদের উপর নজর রাখলে, অপরাধ নির্ণয়ের বহু সুবিধা হয়। এমন কি আসামিগণ আত্মপক্ষ সমর্থনে কিরূপ পন্থা বেছে নেবে, কিংবা তারা পুলিশের উপর চাপ দেবার জন্য মিথ্যা প্রতি-অভিযোগ দায়ের করবে, তা'ও জানা যায়। এমন যদি জানা যায় যে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য-সাবুত বা জাল উইল, বা রিসিট, খত, ইত্যাদি যোগাড়ে সচেষ্ট আছে, তাহলে রক্ষিগণ ঐ সকল ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। *

এতদ্ব্যতীত শহরে বিভিন্ন বামাল গ্রহীতাদের বাটী বা দোকানের উপর

---

* রক্ষিগণ তা হলে পূর্বাহ্ণেই তাদের বাড়ি সার্চ করে খাতাপত্র হেপাজতে নিলে নূতন অনুকূল খাতাপত্র বা হিসাব বই তৈয়ারি করে ফেলবার সুযোগ অপরাধীরা পায় না।

নজর রাখলেও বহু পলাতক আসামীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এক এক প্রকার বামাল গ্রাহক এক এক প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করে থাকে, যথা সাইকেল গ্রাহকগণ সাইকেল, স্বর্ণকারগণ সোনার গহনা, মহাজনগণ নম্বরী নোট ইত্যাদি গ্রহণ করে থাকেন। এই সকল অসাধু ব্যবসায়ীদের ঠিকানা বা ব্যবসায় কেন্দ্র জানা থাকলে ঐ সকল স্থানে ছদ্মবেশী রক্ষীদের দ্বারা নজর রাখলে' বহু অপরাধী বামাল সহ ধরা পড়ে থাকে। অপরাধিগণ অপহৃত দ্রব্য স্বগৃহে মজুত রাখে না, উহা তাহারা বিক্রয় করতে বাধ্য। সকলে যে প্রথম দিনেই উহা বিক্রয় করতে বাহির হয় তা'ও নয়, বরং ইচ্ছা করেই ইহারা দুই একদিন অপেক্ষা করে থাকে। পুলিশ তদন্তের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস হলে এদের অনেকে বামাল পাচার কার্যে বহির্গত হয়। বিক্রয়ের পর বক্রি টাকা আদায় করার জন্যও এরা বারে বারে এই সকল স্থানে আগমন করে। এ জন্য এই সকল স্থানে অপরাধের পর পক্ষাধিক বা মাসাধিক কালও নজর রাখার জন্য ছদ্মবেশী রক্ষী মোতায়েনের প্রয়োজন আছে।

এমন বহু অপরাধী আছে যাদের পক্ষে ফেরারি জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। এদের কাব কর্ম স্ত্রী পুত্র ও সম্পত্তি বর্তমান থাকে। এ জন্য এদের পক্ষে অধিক দিন পলাতক থাকা সম্ভব হয় না, কারণ এদের অনেকেই সুপরিচিত ব্যক্তি। এরা পলাতক বা ফেরারি জীবন যাপনে অভ্যস্ত নয়, এই জন্য রাত্রে গোপনে এরা স্বগৃহে বা আত্মীয় বা বন্ধু গৃহে রাত্রিযাপন করে, বা লুক্কায়িত থাকে। মধ্যে মধ্যে রাত্রে এদের স্বগৃহে বা বন্ধু গৃহে হানা দিলে, এদের সহজেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব।

কিন্তু খুন, ডাকাতি, বলাৎকারাদি সাংঘাতিক মামলার অপরাধীদের সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। এদের পক্ষে ফেরারি জীবন যাপন করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ও নেই। কারণ এরা জানে গ্রেপ্তার হওয়ার

অর্থ ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাগার। এদের বহু ব্যক্তি সাধুর বেশে বহু বৎসর ফেরারি জীবন যাপন করেছে। এদেশের সাধু সন্ন্যাসিগণ লোকচক্ষে, সন্দেহের অতীত। ভক্তবৃন্দ এদের সকল সময় সাধ্যমত সাহায্য করে এসেছে। এদের গৈরিক বা ভস্মাবৃত বেশকে ছদ্মবেশও বলা চলে না, অথচ এই বেশে আত্মগোপনেরও সুবিধা আছে। দশ বা বারো বৎসর পর এদের আকৃতি ও কণ্ঠস্বরেরও পরিবর্তন ঘটে, এই জন্য সাধু-ফেরারিগণ কম ক্ষেত্রেই ধরা পড়েছেন। সাধু সন্ন্যাসিগণের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর নজর রাখলে, রক্ষিগণ বহু ফেরারি আসামীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবেন। সন্দেহ জনক সাধুদের ফটোর সহিত ফেরারি আসামীদের (পূর্বকালীন) ফটোর তুলনা করে তাদের প্রকৃত স্বরূপ চিনে নেওয়া সম্ভব।

পলাতক আসামীরা বহুক্ষেত্রে সন্ধানী রক্ষিগণের পরিচিত থাকে না। আকৃতির বিবরণ এবং নাম-ধামের সাহায্যে অপরাধীদের রক্ষীরা খুঁজে বার করেন, এইরূপে খোঁজাখুঁজির কারণে রক্ষিগণের বহুপ্রকার চতুরতার আশ্রয় নিতে হয়। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমি বিশেষ চতুরতার সহিত ওআরেন্টি আসামীদের, অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, তাদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হতাম। এই সকল গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় আসামীর কোনও হুলিয়া বা বর্ণনা থাকে না, মাত্র নাম ও ঠিকানার সাহায্যে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। এই অবস্থায় আমি উল্লেখিত ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে সরাসরি আসামীর নাম উল্লেখ করতাম না। কারণ এমত অবস্থায় আসামী নিজেই বলে দেয় অমুক (অর্থাৎ সে নিজে) ঐ স্থানে থাকে না, এবং আমাদের ফিরে আসতে হয়।

এইবার আমার চতুরতা সম্বন্ধে উল্লেখ করবো। একটু বুঝিয়ে বলা যাক। ধরুন আসামীর নাম সুখেন রায়। আমি ঐ স্থানে এসে দেখলাম দশ বারো জন ব্যক্তি বসে গাল-গল্প করছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ মশায়, উপেন বোস নামে এখানে কেউ থাকেন ?' উপস্থিত সকলেই উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে না।' এর পর আমি তাদের বুঝালাম, 'থাকে না, তা বেশ, এখানকার কার নিকট হতে এই সংবাদ পেলাম, এই সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট আমাকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে, দয়া করে আপনারা আপনাদের নাম বলুন। তা' আপনার নাম, আর আপনার ?' একজন উত্তরে বললে, 'আমার নাম অনিল রায়,' অপর জন বললে, 'আমার নাম রথীন মিত্র।' এবং একজন (অর্থাৎ আসামী নিজে) বললে, 'আমার নাম সুখেন রায়।' আমিও তৎক্ষণাৎ ঐ সুখেন রায়কে অর্থাৎ যার নামে পরোয়ানা ছিল, তাকে গ্রেপ্তার করে বললাম, 'আমি এঁকেই খুঁজছি।' এইরূপ চতুরতার আশ্রয় না নিলে, উপস্থিত সকলেই জানিয়ে দিত, সুখেন রায় নামে এখানে কেউ থাকে না।"

কোনও কোনও স্থানে আসামীকে গ্রেপ্তার করার সময় কিছুটা সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। গুণ্ডার আড্ডা হতে আসামী গ্রেপ্তার করতে হলে বহু ব্যক্তি একত্রে থাকা ভালো। আদালত প্রভৃতি হতে আসামী গ্রেপ্তারার্থে ভিন্ন প্রকার সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ অবস্থায় আদালতের ভারপ্রাপ্ত হাকিমের অনুমতি গ্রহণ করা ভদ্রতার পরিচায়ক। অপরাধী যদি আদালতে আত্মসমর্পণ বা অন্য কোনও কারণে এসে থাকে, তা'হলে আদালতের অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের উচিত অপরাধীকে নজর-বন্দী রাখা কিংবা তাদের অনুসরণ করা। এবং ঐ অপরাধী আদালতের বাহিরে আসা মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনা।

বহুক্ষেত্রে আসামীদের তাদের অফিস বা কাছারী হতে অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্মরত থাকা কালীন গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় অফিস বা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষের অনুমতি এবং সাহায্য নেওয়া উচিত। সম্ভব হলে তাদের সাহায্যে এবং সমক্ষে উহাদের গ্রেপ্তার করা ভালো। এইরূপ করলে রক্ষিগণের আসামী গ্রেপ্তারের সময় বাধা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ নিয়োগকারীদের সকলেই সমীহ করে চলে; এবং তদন্ত কার্যেরও বহু সুবিধা হয়। নিয়োগকারীদের সম্মুখে আসামীদের ব্যবহৃত ঐ অফিসের টেবিলের ড্রআর আদি তল্লাস করা উচিত। স্কুল, কলেজ, হোস্টেল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও ছাত্র বা শিক্ষককে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান হতে গ্রেপ্তার করতে হলে, এইরূপ নীতি সর্বদাই অনুসরণ করা উচিত। এই সকল ব্যক্তিরাও স্বভাবতই তাদের স্ব-স্ব প্রধানদের সমীহ করে চলে এবং তাদের সম্মুখে কোনও প্রকার গোলমাল শুরু করতে তাদের মন চায় না।

[মিল, ফ্যাক্টরি, সেনানিবাস, মজদুর আবাস প্রভৃতি হতে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলেও এইরূপ সাবধানতার প্রয়োজন আছে। এমন কি কোনও গ্রাম বা পল্লী হতে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলেও ঐ গ্রাম বা পল্লীর মোড়ল বা প্রধানের সাহায্য নেওয়া ভালো।]

গ্রেপ্তারের পরক্ষণেই আসামীদের জন্য নির্দিষ্ট বা উহাদের কর্তৃক ব্যবহৃত কক্ষ, টেবিল এবং তাহাদের দেহও তল্লাসী করার প্রয়োজন হয়ে থাকে, ইতিপূর্বেই ইহা বলা হয়েছে। এই সকল কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি বা প্রধানগণ উপস্থিত থাকলে আসামীদের এবংবিধ দেহ তল্লাসীতে বা কক্ষের খাতা তল্লাসীতে, তাঁদের সাক্ষী রূপেও ব্যবহার করা চলে।

কথনও কথনও ট্রাম, বাস প্রভৃতি সাধারণ পরিবহণ হতেও আসামী

গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু চলন্ত কোনও পরিবহন হতে ড্রাইভার বা কনডাক্টরগণকে নামিয়ে নিতে হলে, উহাদের সহিত শেষ গন্তব্য স্থান পর্যন্ত এসে তবে তা করা উচিত। তা' না হলে পথিমধ্যে তাদের সহিত যাত্রী সাধারণকেও নেমে পড়তে বাধ্য হতে হয়। এতদ্ব্যতীত অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্যে (essential service) যারা নিযুক্ত আছে, তাদের গ্রেপ্তার করতে হলে, উহাদের ঐরূপ আটক সম্বন্ধে যথাসত্বর কর্তৃপক্ষকে সংবাদ প্রেরণ করা প্রয়োজন, যাতে করে তাঁরা অন্য কোনও ব্যক্তিকে সময় থাকতে তার স্থলে নিযুক্ত করতে পারবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেল, পুলিশ, কারখানা, বিদ্যুৎ বা জল সরবরাহ কার্যালয়ের কথা বলা যেতে পারে। সেনাবাহিনী বা বিদেশী দূতাবাসের কোনও ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে, এইরূপ জ্ঞাত হওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত সেই সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা যথাসত্বর জানিয়ে দেওয়া এবং সম্ভব হলে তাদের জামিনের বন্দোবস্ত বা অন্য কোনও ব্যবস্থা করা।

সাধারণ ভাবে যে কোনও নাগরিকই ধৃতিকৃত হউক না কেন, রক্ষীদের উচিত হবে তার গ্রেপ্তার সম্বন্ধে তার নিকট আত্মীয়দের নিকট যথাসত্বর সংবাদ প্রেরণ করা, সর্বোপরি সম্ভব হলে একটু ক্ষণের জন্যও কাহারও স্বাধীনতা হরণ না করা। এই কারণে জামিন-গ্রাহ্য মামলা-সমূহের অপরাধীদের উপযুক্ত জামিন পাওয়া মাত্র, তাদের জামিনে খালাস দেওয়া ভালো। জামিন-গ্রাহ্য অপরাধীরা নারী বা বালক হলে, শান্তি রক্ষীদের উচিত হবে তাদের বাড়ি হতে জামিনদারদের ডাকিয়ে এনে তাদের জামিনের বন্দোবস্ত করা।

বহুক্ষেত্রে অপরাধিগণ অপরাধ করার পর তাদের কার্যস্থল হ'তে দূরদেশস্থ তাদের স্বপল্লীতে পলায়ন করে থাকে। সকল অপরাধিগণ যে শহর হতে পল্লী অঞ্চলে পলায়ন করে তা'ও নয়, এদের অনেকে ঐ

শহরেরই কোনও এক নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করে। সাধারণত দেখা গিয়েছে নিরক্ষর ভৃত্য-চোররা অপরাধের পর তাদের স্বগ্রামে বা কোনও দূর দেশস্থ আত্মীয়ের বাড়িতে পলায়ন করে। কিন্তু ইহা মাত্র দৈব চোরগণ এবং গ্রামাঞ্চলের ভৃত্য-চোরদের সম্বন্ধে সত্য। পুরাতন বা শহুরে বা পেশাদারী (ভৃত্য) চোরদের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য নয়; ইহারা প্রায়শ ক্ষেত্রে বাহিরে অন্য কোনও স্থানে পলায়ন না করে শহরেই হাজির থেকে বামাল পাচার করতে প্রয়াস পায়। পরন্তু এদের মধ্যে যারা সাধারণ ভাবে বেশ্যাসক্ত কিংবা কোনও এক বিশেষ নারীর প্রণয়াসক্ত, তারা তাদের পরিচিতা ঐরূপ এক কুলটা নারীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপহৃত দ্রব্য হতে দুই একটি অলঙ্কার বেছে নিয়ে এরা যে তাদের প্রেমিকাদের উপহার দেয় না তা'ও নয়।

এই ভৃত্য-চোরদের চরিত্র ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে গৃহস্বামিগণ বহু তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম। কোনও এক চুরি ভৃত্য-চৌর্যরূপে বুঝা গেলে, রক্ষীদের অবগত হওয়া দরকার ঐ পলাতক ভৃত্যের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল? এবং তাহাদের আড্ডাস্থান, বান্ধবী ও বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধেও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। পার্শ্বের বাটীর কোনও চাকর, বিশেষ করে কোনও ঝি'র সহিত সে আলাপ জমাত কি'না ইত্যাদি সত্যও অবগত হওয়া প্রয়োজন।

উপরোক্ত তথ্য সমূহ হতে আলোচনা বা গবেষণা দ্বারা শান্তিরক্ষীদের পক্ষে ঐ সকল পলাতক ভৃত্যদের সম্ভাব্য ডেরার অবস্থান সম্বন্ধে অনুমান করে নেওয়া সহজ।

যদি বুঝা যায় যে পলাতক কোনও এক ভৃত্য-চোর তার স্বগ্রামে পিত্রালয়ে কিংবা শ্বশুর, ভগিনীপতি প্রভৃতি আত্মীয়-গৃহে আশ্রয় নিয়েছে, তা' হলে ঐরূপ প্রতিটি স্থানের (সম্ভাব্য) স্থানীয় পুলিশকে প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য পত্র বা টেলি দ্বারা অনুরোধ করতে হবে। * কিন্তু বহুস্থলে স্থানীয় পুলিশ পলাতক আসামী তার গন্তব্য স্থানে পৌছবার পূর্বেই তার পিতৃগৃহ, মাতুলালয় কিংবা নির্দিষ্ট আত্মীয় গৃহে হানা দিয়ে তল্লাস কার্য সমাধা করে এসেছেন এবং ঐরূপ কার্যের বহু পরে আসামী তার গন্তব্যস্থানে পৌছে সকল সমাচার অবগত হয়ে বামালসহ ঐ স্থান হতে পলায়নে সক্ষম হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের জ্ঞাতি বা গোষ্ঠীপ্রিয়তার কারণে ঐ স্থানের কোনও ব্যক্তিই দূরে দূরে অবস্থিত কোতোয়ালীসমূহে আসামীর আগমন সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণের শ্রম স্বীকার করে না। এই সকল কারণে রক্ষীদের উচিত প্রথমে গোপন তদন্ত দ্বারা আসামীর আগমন বার্তা জ্ঞাত হওয়ার পর ঐ সকল স্থানে থানাতল্লাসী করা।

গ্রেপ্তারের পর সাধারণত আসামীকে হাঁটিয়ে কিংবা শকট-যোগে কোতোয়ালীতে আনা হয়। আসামী দুর্দান্ত প্রকৃতির হলে তাকে প্রিসন্ ভ্যানে কিংবা ট্যাক্সিযোগে থানায় আনা ভালো। অধিকতর দুর্দান্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের পর তাকে কোন গৃহ, দোকান বা কোনও সুরক্ষিত স্থানে রক্ষা করে থানায় মদতের জন্য সংবাদ পাঠানো ভালো। অধিক সংখ্যক রক্ষী থানা হতে এলে তাদের সাহায্যে শকটযোগে ঐরূপ আসামীকে নিরাপদে থানায় আনা যেতে পারে। বহু ক্ষেত্রে ঐ সকল আসামীকে তার সাঙ্গপাঙ্গরা পথিমধ্যে পুলিশের হেফাজতী হতে উদ্ধারও করে থাকে। এই জন্য এবংবিধ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন

---

* সম্ভবপর হলে ফরিয়াদি কিংবা তার কোনও স্বকীয় ব্যক্তি, যার সহিত পলাতক ভৃত্যের সাক্ষাৎরূপ পরিচয় ছিল—এমন এক ব্যক্তিকে পত্রসহ স্থানীয় পুলিশের নিকট পাঠানো উচিত হবে।

আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক রক্ষীর অভাবে অনুকূল নাগরিকদেরও এই ব্যাপারে সাহায্য নিলে অন্যায় হবে না।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৫০ এরও অধিক অপরাধীদের ধৃত করে থানায় পাঠানো হয়ে থাকে। জুয়ার আড্ডা হতে এবং দাঙ্গাঘটিত ব্যাপারে রক্ষিগণ বহু সংখ্যক অপরাধী গ্রেপ্তার করে থাকেন। এই সকল আসামীদের থানায় পাঠানোর সময় প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বহুসংখ্যক অপরাধীদের কোতোয়ালীতে নেওয়ার জন্যে বহু সংখ্যক শান্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এমন বহু অসাধু শান্ত্রী আছে, যারা গণ্ডগোলের মধ্যে দুই একজন অপরাধীকে পথিমধ্যে মুক্তি দেয়। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষীপুঙ্গবদের উচিত দুই জন দুই জন আসামী এক একজন সিপাহীর হেপাজতে প্রদান করে, ঐ সিপাহীর এবং তৎসহ ঐ আসামীদ্বয়ের নাম, একটি পৃথক কাগজে পর পর লিখে রাখা, যাতে করে বিশেষ এক রক্ষীর উপর উহাদের হেপাজতীর দায়িত্ব আরোপ করা যাবে এবং উহার পর আসামিগণসহ রক্ষীদলকে একত্রে কোতোয়ালীতে প্রেরণ করা।

সাধারণত আঘাত না হেনে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার রীতি আছে, কিন্তু সশস্ত্র এবং আক্রমণে উদ্যত অপরাধীকে প্রারম্ভেই আঘাত হানা ভালো—এইরূপ ব্যবস্থা মাত্র আত্মরক্ষার্থে প্রতি-আক্রমণের সামিল। বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ সকল অপরাধীদের উপর দূর হতে কম্বল, সতরঞ্চি বা জাল নিক্ষেপ করে, কিংবা উহাদের উপর কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করারও রীতি আছে—অবশ্য যদি উহারা মাত্র ছুরি, ছোরা, তরোয়াল প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত থাকে, কিন্তু উহারা আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত থাকলে কিংবা উহারা অধিক সংখ্যায় এগিয়ে এলে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারাই তাদের কাবু করতে হবে।

বহুক্ষেত্রে অপরাধিগণ তাদের আড্ডাস্থানের চতুর্দিকে এমন ভাবে পাহারা রাখে যে পুলিশ বা তাদের যানবাহন সমীপবর্তী হবার বহু পূর্বে তারা পলায়ন করে। এইরূপ স্থলে রক্ষীদেরও অনুরূপ সতর্ক হবার প্রয়োজন। এইরূপ অবস্থায় ছদ্মবেশে অগ্রসর হওয়া ভালো। বহু রক্ষীর একত্রে উপস্থিত হবার প্রয়োজন হলে রক্ষীদের উচিত শোভাযাত্রী বা শবযাত্রী বা বরযাত্রীর বেশ ধারণ করা। কোনও কোনও রক্ষীদল ফুটবল ম্যাচ হতে প্রত্যাগমন করছে এইরূপ ভান করেও অগ্রসর হয়েছে। শহরে সাধারণত এইরূপ অবস্থায় রিক্সায় পর্দা ফেলে—দশ বা বারটি রিক্সার মধ্যে বসে একত্রে অগ্রসর হবার রীতি আছে; যাতে শত্রুপক্ষ মনে করবে ঐ রিক্সায় পর্দানশীন রমণীগণ যাতায়াত করছে।

কিন্তু ছদ্মবেশী রক্ষিগণকে এইরূপে অতর্কিতে প্রেরণ করলেও, পিছনে উর্দীপরিহিত রক্ষিগণের আগমন প্রয়োজন। তা না হলে বহুবিধ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। শত্রুপক্ষ প্রবল হলে, তারা রক্ষীদের প্রতি-আক্রমণ করে এই অজুহাতে যে তারা তাদের পুলিশ ব'লে বুঝতে পারে নি, বরং তারা তাদের ডাকাত মনে করেছিল। আদালতে এইরূপ ভাবে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করে তারা বহু ক্ষেত্রে মুক্তিলাভও করে। এই সকল কারণে অভিজ্ঞ অফিসারগণ দূরে যন্ত্র-শকটে উর্দীপরিহিত রক্ষীদল মজুত রাখে। বে-উর্দী রক্ষিগণ অপরাধীদের ধৃতিকৃত করার অব্যবহিত পরেই তারাও দ্রুত অকুস্থলে উপস্থিত হতে পারে।

নিম্নে এই সম্বন্ধে অপর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক রাস্তার ধারে একটি গ্যারেজে প্রতিদিনই জুয়ার আড্ডা বসেছে, কিন্তু পুলিশ নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তারা পলায়ন করেছে। এইদিন আমরা একটি কয়েদীর গাড়ি করে অগ্রসর হলাম। ভিতর হতে আমরা মুহুর্মুহু চিৎকার করছিলাম, "বন্দে মাতরম্।" পাড়া-

পড়শীসহ অপরাধিগণও মনে করলো স্বদেশী বন্দীদের জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্চে। এদিকে সহসা আমরা গ্যারেজের সম্মুখে গাড়িটি রুখে দিয়ে নেমে পড়লাম। অপরাধিগণ হকচকিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের একজনও আর পালাতে পারে নি, সকলে অতর্কিতে ধরা পড়ে গিয়েছিল।"

বহু ক্ষেত্রে সুদক্ষ রক্ষিগণ কুলি-মজুর, কয়লাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, এমন কি মেথরের বেশেও দুর্দান্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। দুর্দান্ত এবং সশস্ত্র অপরাধীদের এইরূপ ছদ্মবেশে সহজেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব। এমন বহু অপরাধী আছে যাদের অন্তত একজন রক্ষীর জীবন বিনিময়ে তবে গ্রেপ্তার করা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে ছদ্মবেশে অগ্রসর হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের গ্রেপ্তার করার রীতি আছে। এতদ্বারা রক্ষীদের নিজেদের জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে কম।

ওয়াচ ও ট্যাপিঙ

অপরাধীদের খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা ওয়াচ করি এবং উহাদের নিকট হতে অপহৃত দ্রব্যাদি (প্রমাণ সহ) উদ্ধার করবার জন্য ট্যাপিঙ-এর ব্যবস্থা করি। ওয়াচ বা নজর এবং ট্যাপিঙ বা ফাঁদ অপরাধ তদন্তের অপরিহার্য অঙ্গ। 'ওয়াচ'-এর জন্য বিভিন্ন ছদ্মবেশের বিশেষ প্রয়োজন। পলাতক আসামীদের আড্ডা বা গৃহের নিকট কিংবা তাদের যাতায়াতের পথে কিম্বা তাদের সম্ভাব্য ডেরার নিকট ওয়াচ রাখার রীতি আছে। নিম্নোক্ত কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়াচ-এর বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে।

(১) পলাতক আসামীকে ধৃতিকৃত করার জন্য ঐ আসামীকে চিনে এমন এক ব্যক্তিসহ ছদ্মবেশে বা গোপনে, উহার কিংবা উহার আত্মীয় বা বন্ধুর গৃহের নিকটে বা উহার সম্ভবপর যাতায়াতের পথে অবস্থান করা। নিকটে পুলিশ মোতায়েন নেই বুঝলে তারা নির্ভয়ে ঐ সকল স্থানে যাতায়াত করে, কিন্তু দূর হ'তে পুলিশ দেখলে তারা পূর্বেই পলায়ন করে।

রাত্রিকালীন নিদ্রার জন্য কিংবা অর্থ বা দ্রব্যাদির প্রয়োজনে বহু স্থলে পলাতক অপরাধিগণ ঐ সকল স্থানে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ফিরে আসে। এদের কেহ কেহ স্ত্রী, পুত্র বা প্রিয়জনকে ক্ষণিকের জন্য দেখে যাবার জন্য ঐরূপভাবে বিপদ বরণ করে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা সহজেই বহু পলাতক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

(২) এমন বহু আসামী আছে, যারা গ্রেপ্তারের পর কদাচ সহ-অপরাধীদের নামোল্লেখ করে না। এইরূপ আসামীকে প্রথমেই গ্রেপ্তার না করে তাদের গৃহে বা আড্ডায় ওয়াচ রাখার রীতি আছে। ঐ অপরাধী কোথায় কোথায় গমন করে এবং কোন কোন ব্যক্তি তার বাড়িতে হামেসা যাতায়াত করে তা জ্ঞাত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সময় দক্ষ ওয়াচারগণ কেবলমাত্র যে মানুষগুলোকেই চিনে রাখে তা নয়, যে সকল ট্যাক্সি বা যান তারা ব্যবহার করে, তাদের নম্বরও সযত্নে টুকে নেয়। কারণ পরে ঐ নম্বর হ'তে ঐ সকল শকট যা তারা হামেসাই ব্যবহার করছে এবং তাদের মালিকদেরও খুঁজে বার করা যাবে।

ঐ সকল স্থানে চার পাঁচ বা ততোধিক ওয়াচারকে মোতায়েন রাখা হয়। কারণ যাতায়াতকারী প্রত্যেকটি মানুষকে গোপনে অনুসরণ করে তাদের ডেরা বা বাড়িগুলি দেখে রাখা প্রয়োজন। এইভাবে ওয়াচ ও

অনুসরণ বা ফলো করে যে সকল বাটীর ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়, সেই সকল বাটী বা আড্ডায়ও অনুরূপ ওয়াচের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। দলবদ্ধ অপরাধী অর্থাৎ যে দলে বহু অপরাধী আছে, তাদের প্রমাণসহ ধ্বতিকৃত করতে হ'লে এই 'ওয়াচ' পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োজন। এইরূপ ওয়াচ দ্বারা অপরাধী দলে কতজন সভ্য আছে এবং তারা কোথায় বাস করে তা সহজেই জানা যায়। বহু ক্ষেত্রে ওয়াচ রিপোর্ট অনুযায়ী গোপনে তদন্ত দ্বারা অপরাপর রক্ষীরা ঐ সকল ব্যক্তির নাম, ধাম, পেশা, সুনাম বদনাম সম্বন্ধেও বহু তথ্য জ্ঞাত হতে পেরেছেন। সাধারণত যারা ওয়াচ করে তারা ঐরূপ গোপন তদন্ত করে না, তাদের নির্দেশ অনুযায়ী অপর রক্ষিগণ ঐ কার্য করেন; কারণ একই ব্যক্তিকে বার বার দেখলে তাদেরও মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

ইহার পর একদিন বিভিন্ন রক্ষীদলের সাহায্যে ঐ সকল বাটীর প্রত্যেকটি বাটী একই দিনে বা রাত্রে, একই সময়ে খানাতল্লাস করে ঐ সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে। সাধারণত ঐরূপ খানা-তল্লাসী শেষরাত্রে সমাধা করার রীতি আছে, কারণ ঐ সময় অপরাধিগণ স্বাভাবিকভাবে স্ব স্ব গৃহে হাজির থাকে। এইরূপ তল্লাসী দ্বারা বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং অপহৃত দ্রব্যাদি তাদের কোনো না কোনো এক বাটীতে বা আড্ডা স্থানে পাওয়া যাবেই; এতদ্ব্যতীত এমন বহু কাগজপত্র, খাতা, চিঠি প্রভৃতি ঐ সকল স্থানে পাওয়া যায় যার দ্বারা তারা যে বহু দিন যাবৎ দলবদ্ধভাবে বহুবিধ অপকর্ম করেছে এবং তা করছে তা সহজেই প্রমাণ করা যাবে।

বিভিন্ন ওয়াচের ওয়াচ-রিপোর্ট সমূহের প্রতিটি দিনপঞ্জী রূপে সযত্নে রক্ষা করা উচিত, কারণ প্রত্যেকটি অপরাধী যে পরস্পর পরিচিত এবং তারা সকলে যে একই অপরাধীদলভুক্ত ব্যক্তি তা ঐ সকল রিপোর্ট হতে

আদালতে সহজেই প্রমাণ করা গিয়াছে। গ্যাঙ্গ কেশ্ বা দলীয় অপরাধ সমূহে এসোসিয়েশন বা সঙ্গ প্রমাণ করার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কেহ যদি বলে ঐ সকল ব্যক্তিকে একত্রে বহুবার ও বহুদিন দেখেছি তাহ'লে বুঝা যাবে তারা একই দলের 'দলী'। অন্যান্য প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ এই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণেরও বিশেষ প্রয়োজন।

একজনের বাটীতে একটি পিস্তল পাওয়া গেল, অপর একজনের বাটীতে পাওয়া গেল অপহৃত দ্রব্যের কিছু অংশ। অপর আর এক ব্যক্তির নিকট পাওয়া গেল কয়েকটি খাতাপত্র বা এমন কোনও পত্র যা একজন অপরজনকে লিখেছে, কিংবা কোনও এক খাতায় অপরাধীদের নামের তালিকা পাওয়া গেল। এর পর যে বাটীতে ডাকাতি বা কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সেই বাটীর বা স্থানের কয়েক ব্যক্তি যদি ঐ দলের দুই চারজনকে সনাক্ত করতে পারে, তা'হলে ঐ মামলার অবস্থা অতীব উত্তম। এই সকল সাক্ষ্যপ্রমাণের সহিত ঐ ওয়াচ রিপোর্টসমূহ প্রদত্ত হলে, আদালত তা সহজেই বিশ্বাস করে থাকে, এতদ্ব্যতীত ওয়াচ বা অনুসরণ দ্বারা যদি দেখা যায় যে ঐ সকল ব্যক্তি কোনও এক চায়ের দোকানে প্রত্যহ মিলিত হয়ে আড্ডা জমায়, তাহলে আখেরে ঐ চায়ের দোকানের মালিকও উহাদের সনাক্ত করে আদালতে বলতে পারবে যে তারা পরস্পর পরস্পরের সহিত সুপরিচিত ও একই দলের দলী। ওয়াচারগণও গোপনে তাদের নিকট চা'পানের অছিলায় উপবেশন করে তাদের কথোপকথন হতে বহু অমূল্য তথ্য এবং অপরাধ-সম্বন্ধীয় সূত্রও সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন।

এইভাবে মাত্র একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির ওপর ওয়াচ বা নজর রেখে বড় বড় অপরাধী দলকে সাক্ষ্য প্রমাণসহ ধৃতিকৃত করা সম্ভব হয়েছে।

ওয়াচারগণের মনে রাখা উচিত যে অপরাধিগণও তাদের উপর প্রতি-ওয়াচ রেখে থাকে। ব্যাঘ্রের যেমন হরিণ ধরবার জন্য ধারালো দাঁত ও নখ আছে, তেমনি হরিণেরও পলায়নের জন্য দ্রুত ধাবন শক্তি আছে। বহু অপরাধী পুলিশের উপর ওয়াচ রাখার জন্য নিজস্ব ওয়াচার নিযুক্ত করে থাকে। এইজন্য তাহাদের ছদ্মবেশ নিখুঁত ও সুঠাম হওয়া উচিত। তাদের চালচলন, হাবভাব এবং কথাবর্তা, তাদের বেশভূষা, তাদের গৃহীত পেশা (নকল) অনুযায়ী হওয়া উচিত। সাধারণত যাদের দেহাবয়ব চিত্তাকর্ষক (ইমপ্রেসিভ ফিগার) তাদের এই সকল কার্যে নিয়োগ না করাই ভালো। আপাত দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিগণ ওয়াচ করার ব্যাপারে প্রায়শ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে।

ওয়াচ করার পদ্ধতি ব্যবস্থা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমরা এই সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইণ্ডিয়ার একটি ম্যাপ বগলে এবং কয়েকটি যন্ত্রপাতির বাক্স হাতে অমুক রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছি। আমাদের দেখে সকলেরই ধারণা হয়েছিল আমরা মফঃস্বল যাত্রী স্কুল মাস্টার। আমাদের কেহ কেহ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আবাস-গৃহের সম্মুখে ছিন্ন বস্ত্র পরে নগ্ন পদে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটা ফল বিক্রয় করেছি, কেহ বা ভিখারীর ছদ্মবেশে সারাদিন ভিক্ষা করেছি কিংবা গণৎকারের বেশে ফুটপাত দখল করেছি, আমাদের কেহ কেহ ফেরিওয়ালার বেশে কিংবা রিক্সাওয়ালার বেশে ঐ গৃহের সম্মুখ দিয়ে বারে বারে যাতায়াত করেছি। কেহ কেহ বখাটে যুবকের ভূমিকায় ঐ সকল গৃহের সামনে ফষ্টি নষ্টি করে বহু সময় অতিবাহিত করেছি, কিন্তু কেউ আমাদের একটুমাত্রও সন্দেহ করে নি।"

এই সকল কার্যের জন্য ওয়াচারগণের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। বিবিধ ভাষা, উপভাষা এবং উহাদের কথন প্রণালী

সম্বন্ধেও তাদের অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন, কর্মবহাল রক্ষিগণ নিজেরাই এই সকল কার্যে আত্মনিয়োগ করলে নির্ভুল সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, কারণ তারা সকলে অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু অপরাপর ব্যক্তিগণ বলেন যে কর্মবহাল রক্ষিগণকে বিভিন্ন কর্ম ব্যপদেশে বহুবিধ ব্যক্তির সহিত প্রতিদিন পরিচিত হ'তে হয়, এইজন্য পুরাতন কোনও এক রক্ষী এইরূপ কার্যে স্বয়ং আত্মনিয়োগ করলে অকুস্থলের কেহ না কেহ তাকে চিনে ফেলে সমুদয় ওয়াচ ব্যবস্থা বানচাল করে দেবে। এঁদের মতে মাত্র নূতন অফিসার কিংবা যে সকল অফিসার তদন্ত কাযে আত্মনিয়োগ করে না তাদেরই মাত্র এই সকল কার্যে নিয়োগ করা ভালো; তবে তাঁরা যদি নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করতে সক্ষম হন তা'হলে স্বতন্ত্র কথা।* সাধারণত ওয়াচারগণকে জনসাধারণের মধ্য থেকে পৃথক রূপে নিয়োগ করা হয়ে থাকে এবং এই ওয়াচ ডিপার্টমেণ্টের সহিত মূল রক্ষী-বিভাগের গঠন ও কার্য সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে থাকে। কেহ কেহ আবার জনসাধারণের মধ্য থেকে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে সাময়িক ভাবে ওয়াচ কার্যে নিয়োগ করার পক্ষপাতী।

ওয়াচারগণের স্মরণ শক্তি প্রবল হওয়া উচিত, মাত্র অভ্যাস দ্বারা তাঁরা ইহা আয়ত্ত করতে সক্ষম। কারণ অকুস্থলে যদি তাঁরা কোনও গাড়ির নম্বর বা কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহ'লে তাঁরা সহজেই ধরা পড়ে যেতে পারেন। ঐ সকল তথ্য মনোপটে লিখে নিয়ে সুবিধা মত অন্যত্র উহা লিপিবদ্ধ করা উচিত।

---

* বহু পুরাতন কর্মবহাল অফিসার কুলি, কয়লাওয়ালা, মেথর, ঝাড়ুদার বা ঝাঁকামুটের ছদ্মবেশে অপরাধী গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিশেষরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করলে ওয়াচের কার্য কিরূপ বানচাল হয়ে যেতে পারে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"এইদিন দেখলাম এক ব্যক্তি আমার বাড়ির সামনে বহুক্ষণ যাবৎ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে তিনি সম্মুখের পানের দোকানে গিয়ে সওদা শুরু করে দিলেন। একখিলি পান কিনে তিনি দুটা সিগারেট চাইলেন। তারপর তিনি চুণ নিলেন, জর্দা নিলেন ; কাশীর জর্দা পাওয়া যায় কিনা, তার বর্তমান দর কত ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতেও ভুললেন না। এর পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন কাঁচি সিগারেট নেই কেন ? এর পর তিনি আমাকে দেখে ত্রস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ মশায়, নরেনবাবু কি এই বাড়িতে থাকেন ? এর পর আমার আর বুঝতে বাকি থাকে নি প্রকৃত পক্ষে তিনি কে ?"

ওয়াচ সিস্টেম্ দুই প্রকারের হয়ে থাকে—(১) অন্দর-ওয়াচ, (২) বহিঃ-ওয়াচ। বহিঃ-ওয়াচ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এইবার অন্দর-ওয়াচ সম্বন্ধে বলা যাক। সাধারণত সাংসারিক দ্রব্যাদি সরবরাহের অছিলায় অন্দর মহলে প্রবেশ করার রীতি আছে। ঘুঁটেওয়ালী, বাসনওয়ালী এবং কয়লাওয়ালার ছদ্মবেশ এই ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী। কেহ কেহ চাকর এবং পাচকরূপে গৃহে প্রবেশ করে সেখানে বহুদিন যাবৎ অবস্থান করেছেন। অন্দর-ওয়াচারগণের উচিত সর্বপ্রকারে ভাবপ্রবণতা পরিহার করা। রক্ষীমহলে ভাবপ্রবণতার প্রবেশ কিরূপ ক্ষতিকর হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে অমুক বাড়িতে পাচকের কার্যে বহাল হই। পাঁচ ছয় মাস যাবৎ ঐ বাড়িতে বসবাস করায় আমি ঐখানকার বালক-বালিকাদের প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়ি। পরিশেষে সকল কথা তাদের নিকট প্রকাশ করে দিয়ে চাকরিতে ইস্তফা

দিয়ে বাড়ি ফিরি। আমি একজন স্নাতক (বি-এ) এবং সরকারী কর্মচারী তা বাড়ির কর্তাদের ধারণার বাইরে ছিল। আমি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বিদায় নিতে চাইলেও তাঁরা সেইদিনই আমাকে বিদায় দেন নি, বরং আমাকে এতো দিন ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করার জন্য তাঁরা লজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি কোনও প্রকারে আরও দুই দিন ঐ বাটীতে অতিবাহিত করে তৃতীয় দিন ঐ বাড়ি, ঐ শহরও ছেড়ে পালিয়ে আসি।”

ওয়াচ করা বা নজর রাখাকে প্রকার ভেদে বলা হয় নজরবন্দী। সাধারণত প্রকাশ্যে কোনও এক ব্যক্তির চলা-ফেরা ও তার প্রতিটি কার্যের উপর দিবারাত্র কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা এই 'নজরবন্দী' দ্বারা করা হয়। ভারতবর্ষে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইহা এক পুরাতন পদ্ধতি, হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগেও এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে ওয়াচ রাখার পরই অনুসরণের স্থান। অপরাধীর ও তাহার সহকারীদের বাসস্থান, মিলনস্থান, ,গোপন ডেরা ও গুপ্ত ভাণ্ডারের অবস্থান সমূহ আমরা গোপনে তাহাদের অনুসরণ করে অবগত হয়ে থাকি। এই অনুসরণের কার্য সর্বদাই ছদ্মবেশে সমাধা করা হয়েছে। এই অনুসরণ কার্যও বিশেষ সাবধানে সমাধা করা প্রয়োজন, তা না হলে অচিরেই উহা বানচাল হয়ে যেতে পারে, এমন কি এইজন্য অনুসরণকারী রক্ষীর বিপদ ঘটাও অসম্ভব নয়। অনুসরণকারী রক্ষী যদি বুঝেন যে তাঁর উদ্দেশ্য ধরা পড়ে গিয়েছে তাহ'লে নিরালা বা বিপদসঙ্কুল স্থানে অপরাধী বা সন্দেহজনক ব্যক্তির পাছু আর ধাওয়া না করাই ভালো। এইরূপ অবস্থায় যদি বুঝা যায় ঐ ব্যক্তিকে আর কদাচ পাওয়া যাবে না তাহ'লে অকুস্থলেই নাগরিকদের কিংবা নিকটস্থ কোনও রক্ষীর সাহায্যে তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলাই উচিত হবে।”

নিম্নের বিবৃতি হতে অনুসরণ পদ্ধতির ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে।

"আমি এইদিন অমুক ট্রাম রাস্তার বাম ফুট ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সহসা আমি লক্ষ্য করলাম, এক ব্যক্তি আমার পিছু পিছু চলে আসছে। আমি একটু পরীক্ষা করার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে একটু এগিয়ে এসে একটি পানের দোকানে পান কিনছে। এর পর আমি পুনরায় অগ্রসর হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি পানের মূল্য চুকিয়ে সেও দ্রুত এগিয়ে চললো। এর পর আমি একটি গলির রাস্তায় ঢুকে পড়েই দেখলাম, ঐ ব্যক্তি সেই গলিতেই ঢুকে পড়েছে। এ রাস্তা, ও রাস্তা, যে রাস্তায় যাই সেও আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে। এর পর পুনরায় পিছু ফিরে তার দিকে তাকাতেই দেখতে পাই সে সহসা মোড় ঘুরে উল্টো দিকে চলতে শুরু করেছে। এর কিছুক্ষণ পরে আমি একটা চা'য়ের দোকানে ঢুকে পড়ে চা পানে রত হলাম, কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে দেখি লোকটা রাস্তার অপর পারে একটা রোয়াকের উপর হাঁটুর উপর কাপড় তুলে বসে আছে। এর পর আমার আর বুঝতে বাকি থাকে নি লোকটা কে?"

আমার মতে যে ফুটপাত ধরে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি অগ্রসর হয় সেই ফুটপাত পরিহার করে রক্ষীদের উচিত উল্টোদিকের ফুটপাত ব্যবহার করা। নির্ভুল ভাবে অনুসরণ করতে হলে তিনজন ব্যক্তির প্রয়োজন। একজন রক্ষী উহার পেছনে এবং একজন রক্ষী উহার সম্মুখে থেকে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে এবং তৃতীয় রক্ষীর উচিত হবে উল্টা দিকের ফুটপাত ধরে অগ্রসর হওয়া। এইরূপ ব্যবস্থায় সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি প্রায়শ ক্ষেত্রে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় না। এই ব্যবস্থায় যদি এদের একজনকে অপরাধী সন্দেহ করে বসে, তা'হলে ঐ রক্ষী অকুস্থল

ত্যাগ করে বা পিছিয়ে পড়ে তার সন্দেহের অবসান করে দিতে পারে। এই অবস্থায় অপর রক্ষীদ্বয় নির্বিঘ্নে ঐরূপ অনুসরণের কার্য সমাধা করতে পারবে। সম্ভব হলে আরও পিছনে কয়েকজন রক্ষীর উচিত যন্ত্র-শকটযোগে উহাদের অনুসরণ করা, অন্যথায় পদব্রজে অনুসরণকারী রক্ষীদের নিকট পর্যাপ্ত অর্থাদি রক্ষা করা উচিত যাতে করে ঐ অপরাধী কোনও রিক্সা বা ট্যাক্সি গ্রহণ করলে, তারও প্রয়োজন মত ট্যাক্সি বা রিক্সা ভাড়া করতে পারে।

এইরূপ অনুসরণ কার্য সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি প্রদত্ত হ'ল, বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"অনুসরণের সময় আমি শার্টের উপর একটি কোট চাপাতাম, এবং আমার হাতে রাখতাম একখানি খবরের কাগজ। কিছুটা দূর কাউকে অনুসরণ করার পর একটু পিছিয়ে পড়ে, কিংবা কোনও এক রাস্তায় মোড় ফিরবার স্বল্প পূর্বে আমি অলক্ষ্যে ও ত্বরিত গতিতে কোটটা খুলে ফেলে উহা ঐ খবরের কাগজে মুড়ে—ঐ মোড়ক হাতে সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন পরিচ্ছদে অগ্রসর হয়েছি, এইজন্য সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি সহজে আমাকে সন্দেহ করতে পারে নি। কখনও কখনও আমি আমার পায়জামার উপর একটা লুঙ্গি পরেও নিতাম, প্রয়োজন বোধে ঐ লুঙ্গি এবং কোট, উভয়ই কাগজের মোড়কে পুরে মাত্র পায়জামা এবং নিম্নের শার্ট পরে আমি পুনরায় তাকে অনুসরণ করেছি।"

শহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামের পথে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করার কার্যে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, তা না হলে যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"একদিন আমি অমুক স্টেশনে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির পিছু পিছু ট্রেন

হতে নেমে পড়ি। অনুমান মত এবং সাবধানতার কারণে আমি দূর পাল্লার একটি টিকিট ক্রয় করেছিলাম, এইজন্য ঐ স্টেশনের গেটে আমার একটুও অসুবিধা হয় নি। এর পর আমি ঐ ব্যক্তির পিছু পিছু মাঠের পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকি, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, আমার গাইড বুক হতে ঐ স্থানের চতুর্দিকের গ্রামের নাম সম্বন্ধে আমি পূর্ব হতেই অবহিত ছিলাম। আমরা দুই ব্যক্তি ব্যতীত ঐ পথে আর কেহ উপস্থিত না থাকায়, সন্দেহ এড়াবার জন্য আমি গায়ে পড়ে ভদ্রলোকের সহিত আলাপ জমিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মশাই ! (আরও দূরের একটি গ্রামের নাম করে) অমুক গ্রামে ভগ্নীর বিবাহ সম্পর্কে ভট্টাচার্য বাড়িতে যাবো ; কিন্তু পথ যে আর ফুরায় না, ঠিক পথে যাচ্ছি তো ?" আমার উদ্দেশ্য ছিল অসহায়তার অছিলায় ঐ সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির গ্রামে তারই গৃহে এক রাত্রি বাস করা। ঐ সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি কিন্তু যে কোনও কারণেই হউক আমাকে চিনে ফেলেছিলেন, একটু মুচকে হেসে তিনি উত্তর করলেন, 'তাই না'কি ? তা সঙ্গে আগ্নেয় অস্ত্র আছে তো ? তা ভালোই হয়েছে, সঙ্গে কিছু গহনা ও টাকাও আছে, এই রকম একটি ফ্রি গার্ড অস্ত্রসহ সঙ্গে থাকলে চোর ডাকাতের ভয় থাকে না, অন্তত এই উপকারটুকুর জন্যও আপনাকে আমাদের পল্লীভবনে রাত্রের মত আশ্রয় দিতে আমি রাজী আছি, এখানে তো হোটেল নেই যে থাকা খাওয়ার আপনি বন্দোবস্ত করে নেবেন। তা আসুন আমার সঙ্গে'।"

[পল্লীগ্রামের পথে পাখি শিকারের কিংবা জমি কেনার অছিলায় অনুসরণ করা ভালো। সুবিধা মত ঐ সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির সহিত আলাপ জমিয়ে তার সাহায্যেই চলা-ফেরা করা উচিত হবে। গ্রামোন্নয়ন সঙ্ঘ বা ফিসারি বা এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্ট বা সার্ভেয়ারের

নামেও পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে পল্লীগ্রাম বিশেষের অবস্থান অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা রক্ষীদের পক্ষে অনুচিত হবে না।]

তদন্তের ব্যাপারে ওয়াচ ও অনুসরণের পরই ট্যাপিঙ বা ফাঁদ ব্যবস্থার স্থান। নিষিদ্ধ এবং অপহৃত দ্রব্য উদ্ধারের জন্য রক্ষিগণ ট্যাপিঙ বা ফাঁদের অবতারণা করে থাকেন। এই ট্যাপিঙ ব্যবস্থায় অপরাধিগণ সাক্ষ্য প্রমাণসহ অপহৃত বা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি রক্ষীদের সমীপে নিজেরাই হাজির করে দেয়। সাধারণত জাল-ক্রেতার সাহায্যে এই ট্যাপিঙএর বা ফাঁদ-কলের সূচনা করা হয়ে থাকে। গুপ্তচরদের কিংবা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের দালালদের সাহায্যে প্রথমে সংবাদ সংগ্রহ করা হয় কোনও ব্যক্তি বা দল ঐরূপ কোনও দ্রব্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত আছে কি'না। যদি বুঝা যায় যে অসাধু ব্যবসায়ী বা ক্রেতার নিকট তারা সংগোপনে ঐরূপ বিক্রয় করার পক্ষপাতী, তা'হলে জাল-ক্রেতার দ্বারা তদনুরূপ অভিনয় করানো হয়ে থাকে। এইরূপ অবস্থায় ঐ জাল-ক্রেতার পক্ষে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের কারবার, বাজার দর এবং উহাদের প্রয়োজনাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। আথেরে জাল-ক্রেতার সহিত অপরাধীদের ঐ সকল দালালরা নিঃসংশয়ে পরিচয় করিয়ে দিলে, ঐ সকল দ্রব্য বিষয়ক ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা দ্বারা জাল-ক্রেতাকে প্রথমে অপরাধীদের আস্থা-ভাজন হওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রে ঐ সকল অপরাধী জাল-ক্রেতার দোকান বা ব্যবসাস্থল পূর্বাহ্ণে পরিদর্শন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তারা সত্য সত্যই সত্যকার ক্রেতা কি'না, তা যাচাই করে দেখে নেবার জন্য। এইরূপ অবস্থায় পূর্বাহ্ণে কোনও প্রকৃত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা দোকানদারদের সহিত যোগ-সাজস থাকার প্রয়োজন হয়ে থাকে। সকল ক্ষেত্রেই যে অপরাধীরা ঐরূপ এক দোকানে অপহৃত বা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি পৌঁছে দিয়েছে তা নয়,

বহুক্ষেত্রে যন্ত্রশকট এবং নির্ধারিত অর্থসহ কোনও এক বিশেষ স্থানে জাল-ক্রেতাকে অপরাধিগণ হাজির থাকতে অনুরোধ করেছে। কিরূপ সাবধানতার সহিত এইরূপ ট্যাপিঙএর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি ইনফরমার মারফৎ সংবাদ পেলাম, অমুক ব্যক্তি ডক্ হতে নিষিদ্ধ কুইনাইনের কাসকেট চুরি করে কোনও এক গোপন স্থানে জমা করেছে, সে ঐ ইনফরমারের সাহায্যে উগ কোনও এক অসাধু ব্যাপারীকে বিক্রয় করতে চায়, কিন্তু তাদের ঐ গোপন ভাণ্ডার তাকে দেখাতে তারা নারাজ। এর পর আমি চাটগেঁয়ে ব্যাপারী সেজে ইনফরমারের মারফৎ তার বাড়িতে দেখা করি। বাড়িতে অবশ্য সে একটিমাত্র চোরাই মালও কখন রাখে নি। আমি তার গোপন ভাণ্ডারে (সিক্রেট গোডাউন) গিয়ে বামাল স্বচক্ষে দেখে পরখ করতে চাই, কিন্তু সে এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলো না। ঐ 'গোডাউন' স্বচক্ষে দেখে এলে অবশ্য অব্যবহিত পরেই শান্ত্রীদলসহ আমি ঐ স্থানে হানা দিতে পারতাম। কিন্তু ঐ ব্যক্তি প্রস্তাব করলো যে আমি কোনও যন্ত্র শকট (মোটর) সহ অমুক রাস্তায় রাত্রি ১১ ঘটিকায় উপস্থিত হলে সে স্বয়ং বামাল ঐ মোটরে তুলে দিয়ে নির্ধারিত অর্থাদি গ্রহণ করবে। আমি চাটগেঁয়ে ভাষা অনর্গল বলতে পারতাম। ঐ ভাষায় সন্ত্রস্তভাবে তাকে আমি জানালাম, 'কিন্তু দেখবেন যে পুলিশ-টুলিশ এসে যাবে না তো ?' আমাকে উদ্বিগ্ন বুঝে সে অভয় দিয়ে জানালো, 'না বাবুসাব, আমরা সব বিশ্বাসী কারবারী লোক আছি।' এর পর আমি একা মাত্র ড্রাইভারসহ এক বন্ধুর মোটরে নির্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হলাম, প্ল্যানমত সশস্ত্র শান্ত্রীদল একটা ঢাকা মোটরে বহু পিছনে অপেক্ষা করছিল। লোকটি বামালসহ আমার মোটরের দিকে অগ্রসর

হবামাত্র, আমি পূর্ব ব্যবস্থা মত মোটরের ব্যাক লাইট নিবিয়ে দিলাম। ঐ লাইট সহসা নিবে যেতে দেখে, বহু পিছনে অবস্থিত ঐ শান্ত্রীদল দ্রুত মোটরযান চালিয়ে অকুস্থলে এঁসে অপরাধীদের বামালসহ ধরে ফেলেছিল। আমার মোটরের ব্যাক-লাইট ঐদিন আমাদের "সিগন্যাল" রূপে আমরা ব্যবহার করেছিলাম।"

কখনও কখনও জাল-ক্রেতাদেরও অপরাধীদের সহিত ধৃতিকৃত করে থানায় আনা হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে যে উহাকেও সত্য সত্য সহ-অপরাধীরূপে গ্রেপ্তার করা হলো। কিছুক্ষণের জন্য তাহাকেও ঐ অপরাধীর সহিত একই হাজতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং ঐ অপরাধী তাহাকে পুলিশের সাজানো ক্রেতা না বুঝে বহু মনের কথাও অতর্কিতে তাহার নিকট প্রকাশ করে ফেলেছে। এর পর জাল উকিল এসে তাকে জামিনে যেন মুক্ত করে নিল; এইরূপ অভিনয় করায় তার নিকট হতে আরও বহু তথ্য সে সংগ্রহ করতেও সক্ষম হয়েছে।

কিরূপ সাবধানতার সহিত এই ট্যাপিঙ-এর কার্য সাধিত করা হয় তাহা নিম্নের অপর একটি বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"অমুক ব্যক্তি একজন দালাল মারফৎ গোপনে আমার নিকট একটি ছ'বরা বে-লাইসেন্সী পিস্তল ২০০৲ টাকায় বিক্রী করতে রাজি হ'ল। ঠিক হ'ল সে দুপুর দুইটায় গড়ের মাঠের মধ্যস্থলে ঐ দ্রব্য আমার নিকট বিক্রয় করবে। আমি নির্ধারিত সময় মার্কা করা ২০খানি দশ টাকার নম্বরী নোটসহ গড়ের মাঠের মধ্যস্থলে এসে তাদের সহিত মিলিত হলাম। এদিকে ঘটনাস্থল হতে অর্ধ মাইল দূরে দুইখানি স্টার্ট দেওয়া মোটরযানে অবস্থিত সশস্ত্র রক্ষীদল দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে সতর্কতার সহিত আমাদের নিরীক্ষণ করছিল। ঐ মার্কা দেওয়া নোটের বিনিময়ে পিস্তলটি আমি গ্রহণ করা মাত্র দুইখানি মোটর সবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে

উপস্থিত তিনজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল। অপরাধীদের একজনের নিকট হতে রক্ষীদের সঙ্গে আনা নিরপেক্ষ দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে পূর্বাহ্নে ঐ সাক্ষীদ্বয় কর্তৃক চিহ্নিত নোট কয়খানিও তারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।"

আগ্নেয় অস্ত্রাদি উদ্ধারের কারণে ট্যাপিঙএর ব্যবস্থা বিশেষ সাবধানতার সহিত করা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ঐ বে-লাইসেন্সী অস্ত্রের বিক্রেতাকেই ধরা হয়ে থাকে। মাত্র ক্রেতা ধরা পড়লো, কিন্তু বিক্রেতা ধরা পড়লো না, এইরূপ অবস্থা প্ল্যানটিঙ-এর পরিচায়ক। যদি কোন ইনফরমার এসে জানায় যে অমুক ব্যক্তি একটি রিভলবার কিনে অমুক সময় অমুক রাস্তা ধরে ফিরবে, তা'হলে বুঝে নিতে হবে এর ভিতর কোনও কিছু কারসাজি থাকলেও থাকতে পারে। স্মাগ্‌লাররা পুলিশকে হাতে রাখবার জন্য প্ররোচণা দ্বারা দুই এক বদমায়েস ব্যক্তি বা বিপ্লবী দলের কাউকে উহা ক্রয় করতে রাজী করিয়ে তাহাকে উহা কম দামে বিক্রয় করে পথে তাকে ধরিয়ে দেয় এবং ইহার জন্য বহু অর্থ পুরস্কারও তারা সরকারী তহবিল হতে গ্রহণ করে থাকে। কখনও এইরূপে প্রলুব্ধ করে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি গছিয়ে দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষীয়, এমন কি অসংশ্লিষ্ট নিরীহ ব্যক্তিদেরও এরা রক্ষীদের ধরিয়ে দিয়েছে। যে সকল রক্ষী সকল বিষয় জেনে বা বুঝে, পারিতোষিকের আশায় বা কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য, বে-আইনী অস্ত্রের হেপাজতীর সকল দায়িত্ব ঐ হতভাগ্য বামাল গ্রাহক বা বামাল ধারকের উপর বর্তিয়ে দিয়ে থাকেন. তাঁরা শুধু অন্যায় করেন না, তাঁরা একাধারে পাপ এবং অপরাধও করে থাকেন। বামাল গ্রাহক বা ধারক ঐরূপ কোনও বিবৃতি প্রদান করা মাত্র ঐ ইনফরমারকে তাদের নিকট উপস্থিত করলে তৎক্ষণাৎ তাকে দেখিয়ে দিয়ে তারা বলে উঠবে, 'ঐ ব্যক্তি ঐ অস্ত্র আমার নিকট গছিয়ে

দিয়েছিল। আদালতে আসামিগণ প্রায়ই প্রকৃত অস্ত্রের আমদানীকারকের নাম বলেছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে রক্ষী বিশেষের ইনফরমার তা আদালত জানতে পারেনি। কারণ আইনানুযায়ী রক্ষিগণ তাদের ইনফরমারের নাম বলতে বাধ্য নন। এই সকল কারণে তদন্তের সময় রক্ষীদের উচিত সন্দেহ হওয়া মাত্র ঐ ইনফরমারকেই গ্রেপ্তার করে তার নিকট হতে বে-আইনী দ্রব্যের বা অস্ত্রের আমদানীর মূল সূত্র কোথায় তা অবগত হওয়া।

এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও এক ইনফরমার অমুক অফিসারকে জানায় যে এক ব্যক্তি অমুক স্থানে পিস্তলসহ আসবে। প্রকৃতপক্ষে তার মতলব ছিল পিস্তলটি তাকে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করার পর তাকে ঐ বে-আইনী অস্ত্রসহ ধরিয়ে দেবে এবং উপরন্তু রক্ষীর নিকট হতে বহু অর্থ পুরস্কার স্বরূপ লাভ করবে। লোকটি স্বভাবতই এতো কথা খুলে অমুক বাবুকে বলে নি, সে মাত্র বলেছিল একটা লোক পিস্তলসহ এই রাস্তা ধরে যাবে এবং সে তার পিছু এসে অমুক বাবুকে তাকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়বে। এদিকে যে ব্যক্তিকে পিস্তল কেনার জন্য ঐ লোকটি প্ররোচিত করেছিল, সেই লোকটি ছিল আমার এক বিশ্বাসী ইনফরমার। সে আমাকে এসে জানালো, এক ব্যক্তি তার নিকট পিস্তল বিক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং তাকে সে আমাকে দিয়ে পিস্তলসহ গ্রেপ্তার করিয়ে দেবে।

একদিন সন্ধ্যায় পারস্পরিক ব্যবস্থা মত আমার বন্ধু অফিসার তার ইনফরমারকে (বিক্রেতা) নিয়ে কোনও ঝোপের পূর্বদিকে আত্মগোপন

করে অপেক্ষা করছিলেন এবং এদিকে আমিও তাদের অজ্ঞাতে আমার ইনফরমার (জাল-ক্রেতা) সমভিব্যাহারে আমার দলবলসহ ঐ ঝোপের দক্ষিণে এসে উপস্থিত হয়েছি। পূর্ব-নির্দিষ্টরূপ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র আমি দলবলসহ দক্ষিণ দিক হতে এবং আমার বন্ধু অফিসার বিপরীত দিক হতে ঐ ঝোপের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পিস্তলের বিক্রেতা এবং উহার জাল-ক্রেতা—অর্থাৎ আমাদের উভয়ের ইনফরমার-দ্বয়ই পলায়ন করেছে এবং আমরা দুইজন আপন আপন দলবলসহ, অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে না পেরে নিজেদের মধ্যেই হানাহানি শুরু করে দিয়েছি।”

এই ট্যাপিঙ বা ফাঁদকল সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হলো।

“ঐ অপরাধী জানালো যে পূর্বাহ্নে সে কিছুতেই ‘প্লেশ অব্ ট্রানজ্যাকশন্’ বা লেনদেনের স্থান সম্বন্ধে কাউকে জানাবে না। কারণ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য এইরূপ সাবধানতা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। সে আমাকে হ্যারিসন রোডের মোড়ে মূল্য সমেত উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলো। ঐ মোড় হতে সে আমাকে লেনদেনের জায়গায় নিয়ে যাবে। বিক্রেতার যে কোনও প্রস্তাবে রাজী না হলে সন্দেহের উদ্রেক হয়; অগত্যা আমাকে তার প্রস্তাবিত দিন, ক্ষণ এবং স্থান সম্বন্ধে রাজী হতে হলো। এর পর নির্ধারিত দিনে ও সময়ে আমি ঐ চৌমাথায় এসে তার সহিত মিলিত হলাম। এদিকে ছদ্মবেশী শান্ত্রীদল বহু দূর হতে আমার পিছন পিছন অলক্ষ্যে অগ্রসর হতে থাকলো। লোকটি আমাকে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরিয়ে পরিশেষে একটি বাড়ির মধ্যে এনে হাজির করলো। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি অন্য কোনও এক স্থান হতে বামালসহ ঐ স্থানে এসে দ্রব্যগুলি মেঝের

উপর ঢেলে দিলে, যাতে আমি ঐগুলি ত্বরিত গতিতে গুনে নিতে পারি। ছুতা-নাতায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করার পরও অনুসরণকারী রক্ষিগণ দুইজন নিরপেক্ষ সাক্ষীসহ ঐ স্থানে উপস্থিত না হওয়ায় আমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের অনুসরণকারী রক্ষিগণ বাড়ির মধ্যে ঢুকার পর আর আমাদের কোন হদিস পান নি। তবে তাঁরা যে এই বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমাদের খোঁজাখুঁজি করবেন, সেই সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমার কণ্ঠস্বর তাদের শ্রুতিগোচর করার জন্য আমি চিৎকার করে দ্রব্যগুলি গুনতে শুরু করে দিলাম—এক, দুই, তিন, চার। আমার অনুমান ব্যর্থ হয় নি, বার থেকে আমার কণ্ঠস্বর শুনে আমার এক সহকর্মী বুঝে নিয়েছিল যে আমি বাড়ির কোন অংশে উপস্থিত হয়েছি। এর পর সে দৌড়ে গিয়ে অপরাপর রক্ষীদলে খবর দিলে সকলে নিরপেক্ষ সাক্ষীসহ অকুস্থলে এসে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। আমি কিন্তু ইতিপূর্বেই 'সাক্ষীদ্বয়ের সম্মুখে মার্কা করা' নম্বরী নোট কয়টি বিক্রেতার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সাক্ষীদ্বয়ের সম্মুখে রক্ষিগণ ঐ নোট কয়টি তাহার নিকট হতে উদ্ধার করে প্রমাণ করে দিল যে ঐ ব্যক্তি ঐ সকল চোরাই বা নিষিদ্ধ দ্রব্য আমার নিকট বিক্রয় করেছিল।"

ট্যাপিঙএর ব্যাপারে সাধারণত দুইজন ব্যক্তির একত্রে দ্রব্য ক্রয় করতে যাওয়া উচিত। একজন অকুস্থলে উপস্থিত থেকে লেনদেনের কথাবার্তা কইবে এবং অপর জন গাড়ী আনবার (ভাড়া করে) অছিলায় বাইরে এসে অনুসরণকারী বা অপেক্ষমান রক্ষীদের নিকট ইশারায় সকল সমাচার জানিয়ে দেবে। তা' না হলে নিরপেক্ষ সাক্ষীসহ সময় মত লেনদেনের স্থলে বা সিক্রেট গোডাউন সমূহে উপস্থিত হওয়া বাহিরে অপেক্ষমান রক্ষীদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না।

[অপরাধীদের সিক্রেট গোডাউন বা গুপ্তভাণ্ডার উপরোক্ত উপায়ে বাহির করতে সক্ষম হলে রক্ষীদের উচিত ঐ স্থানে প্রাপ্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি হেপাজতে নেওয়া। কারণ ঐ সকল দ্রব্যাদি বিবিধ ফরিয়াদীদের দেখালে, যদি তারা তা তাদের অপহৃত দ্রব্য রূপে সনাক্ত করতে পারে তা'হলে আরও বহু মামলার কিনারা করা রক্ষীদের পক্ষে সম্ভব হবে।]

ট্যাপিঙএর ব্যাপারে রক্ষীদের অসীম ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন আছে। অসাধু বিক্রেতারা বহুবার লেনদেনের জন্য দিন ধার্য করে, কিন্তু নির্ধারিত দিনে ও স্থানে তারা হাজির হয় না। বহু রক্ষী বিরক্ত হয়ে ইনফরমার বা নিযুক্ত দালালকে অকারণে গালিগালাজ করে এই বলে যে তারা তাদের মিথ্যা সংবাদ দিয়ে মাত্র হয়রানি করছে; কিন্তু প্রায়শ ক্ষেত্রে নিযুক্ত দালাল বা ইনফরমারদের এই ব্যাপারে কোনও দোষ থাকে না। ভুলে গেলে চলবে না চোরাকারবারী এবং চোরাই মালের ব্যাপারি-গণ শয়তানের অপেক্ষাও বুদ্ধিমাম হয়ে থাকে এবং তারা সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করতে কখনও কার্পণ্য করে না। সর্ব-ক্ষেত্রে নিজেরা নির্দিষ্ট স্থানে হাজির না হলেও, তাদের তাঁবেদার কোনও এক লোক ঐ স্থানে অলক্ষ্যে হাজির হয় দেখে নেবার জন্য যে ঐ ক্রেতার সন্নিকটে ছদ্মবেশী শান্ত্রীদল হাজির আছে কি না? তারা বারে বারে ছুতায় নাতায় বহু প্রকারে যাচাই করে তবে দ্রব্যাদির লেনদেন অজ্ঞাত ক্রেতাদের সহিত সম্পন্ন করে থাকে। তারা বহু ক্ষেত্রে সদ্য সদ্য ডক্ বা ফ্যাক্টরি বা সরকারী গোডাউন হতে বামাল বার করে বিক্রয় করে, এইরূপ ভাবে সদ্য সদ্য মাল বার করে আনায় বহু বাধা বিপত্তি ও অসুবিধাও হয়ে থাকে। এইজন্যও লেনদেনের ব্যাপারে বারে বারে কথার

খেলাপ হওয়া অসম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত একজন অপরাধী অপর এক অপরাধীর নিকট হতে মাল এনে তবে তা রক্ষীদের নিযুক্ত জাল ক্রেতার নিকট বিক্রয়ার্থে আনতে পারে। এইরূপ এক 'লেনদেনে' কথার খেলাপ জনিত ছয় বার হয়রানি ভোগ করার পর ট্যাপিঙ-এর ব্যাপারে আমি কৃতকার্য হতে পেরেছিলাম। নির্ধারিত দিনে বিক্রেতা অকুস্থলে হাজির না হলে অর্থাৎ ঐ দিনের মত ট্যাপিঙ ব্যবস্থা ফেইল করলে, রক্ষীদের নিবুক্ত জাল-ক্রেতার উচিত হবে না, অনুসরণকারী বা অপেক্ষমান ছদ্মবেশী রক্ষীদের সহিত ঐ স্থানে বা উহার নিকটে মিলিত হওয়া, কারণ চোরাই মাল বিক্রেতাদের ছদ্মবেশী চর বহুক্ষেত্রে ঐ স্থানের চতুর্দিককার পরিবেশ লক্ষ্য করার জন্য উপস্থিত থাকে।

কোনও কোনও মামলায়, মাত্র দ্রব্য বিশেষের হেপাজতী (Possession) হয়ে থাকে অপরাধ, অপরাপর মামলায় দ্রব্যবিশেষের মাত্র বিক্রয় অপরাধ রূপে গণ্য হয়। ট্যাপিঙএর দ্বারা দ্রব্যাদির বিক্রয় প্রমাণ করতে হলে মার্কা দেওয়া নম্বরী নোটের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। দ্রব্যাদির হেপাজতী প্রমাণ করতে হলে প্রকৃত পক্ষে বিক্রয় বা লেনদেনের পূর্বেই অপরাধীকে বামাল সহ গ্রেপ্তার করা চলে। কিন্তু এই লেন-দেনের ব্যাপারে রক্ষিগণের প্রচুর প্রত্যুৎপন্নমতি থাকার প্রয়োজন আছে। বহুক্ষেত্রে অসাবধানতার কারণে, দ্রব্য না এনেও প্রদত্ত অর্থসহ অপরাধিগণ পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এইস্থলে রক্ষীদের নিবুক্ত ব্যক্তির বলা উচিত 'দ্রব্যাদি আনো তার পর মূল্য পাবে। তুমি যে জোচ্চুরী করবে না তার প্রমাণ কি?' কোনও কোনও ক্ষেত্রে রক্ষিগণ নোটের সাইজে কাটা বিশ ত্রিশ থান সাদা কাগজের উপরে একটি দশ টাকার নোট এবং উহাদের নিম্নে একটি দশ টাকার নোট রেখে এক একটি তাড়া বেঁধে অপরাধীকে তা দেখিয়ে দ্রব্য সমূহ অকুস্থলে আনতে তাদের

প্ররোচিত করেন। বহুক্ষেত্রে হেপাজতীর প্রমাণ অকাট্য রূপে প্রয়োগ করার জন্য আমরা হেপাজতীর সহিত দ্রব্যাদির বিক্রয়ও প্রমাণ করে থাকি। এইরূপ ব্যবস্থায় ঐ সকল নোট পূর্বাহ্নেই দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে চিহ্নিত করে নেওয়া ভালো। কেহ কেহ নোট চিহ্নিত করার পক্ষপাতী নয়, কারণ চিহ্ন যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, তা অপরাধীরা পরীক্ষা করে বুঝে নিতে সক্ষম। এই কারণে পৃথক একটি "ইনভেনটরী" বা তালিকায় ঐ নোটের নম্বর সমূহ টুকে নিয়ে উহার উপর সাক্ষীদ্বয়ের পূর্বাহ্নেই দস্তখত নেওয়ার রীতি আছে। ইহার পর ঐ সকল তালিকাভুক্ত নম্বরী নোট সাক্ষীদের সম্মুখে বিক্রেতার নিকট হতে প্রাপ্ত হলে, সার্চলিস্টের সাহায্যে পুনরায় উহাদের তালিকাভুক্তি ঐ সাক্ষীদ্বয়ের সম্মুখেই করা উচিত। সাক্ষিগণ পূর্বতন ইন্‌ভেনটরীতে লিপিবদ্ধ নোটের নম্বরের সহিত পরবর্তী সার্চ-লিস্টের তালিকাভুক্ত নোটের নম্বর সমূহ মিলিয়ে নিয়ে ঐ পরবর্তী সার্চলিস্টেও তাঁদের দস্তখত প্রদান করে থাকেন।

জাল-ক্রেতার ভূমিকায় বহুক্ষেত্রে রক্ষীপুঙ্গবগণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে অভিনয় করেন। কিন্তু প্রায়শ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্য হতে এক জনকে এই কার্যের জন্য বেছে নেওয়া হয়। আমার মতে পুরানো রক্ষীদের এই কার্যে স্বয়ং অবতীর্ণ না হওয়াই ভালো। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"ঐ দিন আমি একজন লোভী মফঃস্বলবাসী ডাক্তারের ভূমিকায় অভি-নয় করবার জন্যে অমুক বাবুর বাড়ির নিম্নের এক ঔষধের দোকানে ঢুকে পড়লাম। আমি তাঁকে বলতে যাচ্ছিলাম, অমুক বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার নিকট হ'তে ২৭ বোতল নিষিদ্ধ সামরিক এটাবিন টেবলেট্ কেনবার জন্য, কিন্তু কোনও কথা বলবার পূর্বেই তিনি সহাস্য বদনে অভিবাদন করে বললেন, 'আরে আপনি? অমুক বাবু! এখন কোন

থানায় আছেন? কিন্তু ব্যাপার কি—আপনি এখানে?' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে বললাম, 'ভ্যাগিস।' এবং তার পর প্রতি অভিবাদন জানিয়ে ভদ্রলোককে বললাম, 'আরে আপনি আমাকে চেনেন? এই একটি এসপ্রো ট্যাবলেট্ কিনবো।'—'কি ব্যাপার? মাথা ধরেছে?' ভদ্রলোক বললেন, 'আসুন ওপরে, আদা দিয়ে এক কাপ চা খাবেন, আমার স্ত্রী প্রায়ই আপনার গল্প করেন।' পরিচয় পেয়ে বুঝলাম, এর স্ত্রী আমার পূর্ব-পরিচিতা। ভদ্রলোক জোর করে আমাকে ওপর তলায় নিয়ে চললেন, যাবার পথে সিঁড়ির তাকের উপর লক্ষ্য করলাম, সারি সারি নিষিদ্ধ এ্যাটাবিন ট্যাবলেটের বোতল সাজানো রয়েছে। আমার মন উৎফুল্ল হয়ে পুনরায় নিরুৎফুল্ল হলো। মহিলাটি আমাকে পরিপাটি ভোজন তো করালেন, এমন কি দুইটা ভজন গানও শুনিয়ে দিলেন। এদিকে বাহিরে অপেক্ষমান শাস্ত্রীদল বহুক্ষণ যাবৎ আমার কোনও সংবাদ না পেয়ে বিপদের আশঙ্কায় উতলা হয়ে উঠছিলেন। আমি ফিরে আসা মাত্র সমস্বরে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি স্যার, ঐ সব বামালের কোনও সন্ধান পেলেন? এখুনি বাড়িটা তল্লাসী করবেন না কি?' জোর করে মুখে ভাবা এনে আমি প্রত্যুত্তর করলাম, 'না, সব বোগাস্ খবর। ওদের এখানে ও সব কিছু নেই। ওরা লোকও ভালো।"

রক্ষীদের কখনও ভাবপ্রবণ হওয়া উচিত হবে না। ভাবপ্রবণতা কিরূপ ক্ষতিকর তা উপরের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

বহুক্ষেত্রে ট্যাপিঙ ব্যবস্থায় রক্ষিগণ হাকিমদেরও সাহায্য নিয়ে থাকেন। নিরপেক্ষ সাক্ষী এবং রক্ষিগণ সহ হাকিম বাহাদুরও দ্রব্য উদ্ধারের সময় উপস্থিত থাকেন। কোনও ক্ষেত্রে পূর্বাহ্ণে কোনও এক পার্শ্ববর্তী কক্ষে, পার্টিশনের ওপারে কিংবা পর্দার আড়ালে হাকিম বাহাদুর এবং সাক্ষীদের বসিয়ে রেখে জাল-ক্রেতাগণ অপরাধীদের সহিত লেনদেন

সম্বন্ধে কথাবার্তা চালিয়ে গিয়েছেন এমন ভাবে যাতে তাদের কথা-বার্তার প্রত্যেকটি হাকিম বাহাদুর এবং সাক্ষিগণ ঐ অপরাধীর অজ্ঞাতে আড়াল থেকে শুনতে পারবেন এবং পরে তাঁরা এই সম্পর্কে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানও করতে পারবেন। এইভাবে কাথাবার্তা চালানোর পর লেনদেন সমাধা হবা মাত্র, ঐ হাকিম বাহাদুর এবং সাক্ষিগণ দলবলসহ গোপন স্থান হতে বার হয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হন এবং অপরাধীর দেহ তল্লাস করে মার্কাকরা নোট কিংবা দ্রব্যাদি উদ্ধার করে থাকেন। সরকারী কর্মচারী গৃহীত উৎকোচ ধরার জন্য এইরূপ ট্যাপিঙ ব্যবস্থা অপরিহার্য। সাধারণত কোনও এক ব্যক্তি যোগসাজস মত মার্কাকরা অর্থ বা কোনও দ্রব্যাদি অপরাধী ব্যক্তিকে প্রদান করে লেনদেনের কক্ষ, স্থান বা গৃহ হতে বার হয়ে এসে অপেক্ষমান শান্ত্রীদলকে ইশারা করে জানিয়ে দেন যে লেনদেন সুসম্পাদিত হয়েছে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই রক্ষীদল সাক্ষী সহ ঐ স্থলে ছুটে এসে অপরাধী ব্যক্তির নিকট হতে ঐ অর্থ বা দ্রব্য উদ্ধার করে তাকে গ্রেপ্তার করে থাকেন।

এই ট্যাপিঙ ব্যবস্থায় তল্লাসীর সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমাদের নিযুক্ত ব্যক্তি উৎকোচের অর্থ প্রদান করে বার হয়ে আসা মাত্র আমরা হাকিম বাহাদুর সহ অমুক অফিসারের কক্ষে ঢুকে পড়ছিলাম। আমাদের প্রবেশ করতে দেখে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, হাতে পিস্তল কেন? আমাদের কাহারও নিকট পিস্তল ছিল না, সন্ত্রস্ত হয়ে সকলেই পিছনে ফিরে দেখলাম; ইত্যবসরে অফিসারটি তাঁর হাতের নোট কয়টি জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এর পর আমরা কেহই আর হলপ করে আদালতে বল্‌তে পারি নি, আমরা ওঁরই হাতে ঐ নোট কয়টি পেয়েছি।

অপর আর একটি মামলায় অফিস ঘরে ঢুকে ড্রআরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একশ টাকার নোটটি উদ্ধার করতে পারিনি, অথচ গবাক্ষ পথে আমরা সকলেই তাঁকে স্বহস্তে উহা ঐখানে রেখে দিতে দেখেছি। বহু পরে আমরা জানতে পারি যে তিনি ড্রআরের খোপের উপরাংশে ঐ নোট আটার সাহায্যে সেঁটে দিয়েছিলেন, তাই ড্রআরের মধ্যে আমরা উহা আর দেখতে পাই নি।"

অপরাধ নির্ণয়ের কারণে এই ট্যাপিঙ বা ফাঁদের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে বহু পূর্বকাল হতে প্রচলিত আছে। পূর্বকালীন কাজিগণ এইরূপ ব্যবস্থার সাহায্য হামেসাই গ্রহণ করতেন। নিম্নে এই সম্বন্ধে দুইটি মুখরোচক গল্প উদ্ধৃত করা হলো।

"কোনও এক নাবিক কাজি সাহেবের নিকট এসে নালিশ জানালো যে তার অবর্তমানে কোনও এক পড়শী রাত্রিযোগে তার গৃহে এসে তার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি যে কে, তা সে এ পর্যন্ত হাতে নাতে ধরে ফেলতে সক্ষম হচ্ছে না। সকল সমাচার অবগত হয়ে কাজি সাহেব হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'এঁ্যা ? এতো বড়ো স্পর্ধা ! তা নিয়ে আয় তোর স্ত্রীকে আমার নিকট।' এর পর ঐ কুলটা নারীকে কাজি সাহেবের নিকট হাজির করা হলে, তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তিনি বললেন, 'না না, ওঁকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। না মা, তুমি কিছু মনে করো না, আমাদেরই ভুল হয়েছে, তোমাকে এখানে আনা আমাদের উচিত হয় নি।' এর পর অনুতাপের স্বরে কাজি-সাহেব বললেন, 'খুশি হয়ে আমি তোমাকে এই বাদশাহী আতর দিলাম। এই মূল্যবান আতর মাত্র ভ্রূযুগলে মাখবার নিয়ম, এই দ্রব্য কিন্তু তুমি ছাড়া আর যেন কেউ ব্যবহার না করে।' এর পরের দিন কাজি সাহেবের হুকুমে সন্দেহভাজন সব কয়জন পড়শীকেই তাঁর নিকট ধরে নিয়ে

আসা হলে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নাক মুখ ও ভ্রূ শুঁকতে শুরু করে দিলেন। এক ব্যক্তির ভ্রূ হতে ঐ মূল্যবান আতরের গন্ধ বার হয়ে আসছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করে কথাবাতের বন্দোবস্ত করলেন। বলা বাহুল্য, কাজী সাহেব অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন যে ঐ কুলটা নারী ঐ মূল্যবান আতর তার প্রেমাস্পদকে প্রথম মিলনেই মাখিয়ে দেবে।

এই কাজি সাহেব অন্য এক উপায়ে অপর একটি মামলার কিনারা করতে পেরেছিলেন। কোনও এক চুরির মামলায় ছয়জন ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হচ্ছিল, কিন্তু প্রকৃত চোর যে কে, তা বুঝা যাচ্ছিল না। কাজি সাহেব ছয় ব্যক্তির প্রত্যেককে এক একটি এক ফুট লম্বা কাঠি প্রদান করে বললেন, যা এক একটা করে বাড়ি নিয়ে যা, কাল সকালে যার যার কাঠি ফেরত আনবি। এইগুলি হচ্ছে মন্ত্রপূত কাঠি। যে প্রকৃত চোর প্রত্যুষে তার কাঠি এক ইঞ্চি বেড়ে যাবে। এরা সকলেই অজ্ঞ গ্রাম্য ব্যক্তি ছিল, কাজির ভাষণ সরল চিত্তে বিশ্বাস করে সকলেই কাঠিসহ বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু যে প্রকৃত চোর তার হলো ভাবনা, সে বুদ্ধি খরচ করে রাত্রে তার কাঠি সাবধানে এক ইঞ্চি কেটে বাদ দিলে এই ভেবে যে সকালে এক ইঞ্চি বাড়লে সে আর ধরা পড়বে না। পর দিন সকালে কাজিসাহেব মেপে দেখলেন, এদের একজনের কাঠির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চি পরিমিত কমে গিয়েছে, এর পর তাঁর আর বুঝতে বাকী থাকে নি, প্রকৃত চোর কে ?"

ট্যাপিঙ ব্যবস্থা রক্ষীদের অতি সাবধানতার সহিত সমাধা করা উচিত। এমন বহু ইনফরমার আছে বারা কোনও দ্রব্য কোনও ব্যক্তির হাতে দিয়ে তাকে রক্ষীদের সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা অলক্ষ্যে সরে পড়ে কিংবা কিছুটা পিছিয়ে পড়ে কিংবা অন্য রাস্তায় ঘুরে এসে রক্ষীদের

বলে, 'ঐ দেখুন, লোকটা চলে যাচ্ছে, ওর কাছে একটা পিস্তল আছে, শীঘ্র ধরুন।' ঐ ইনফরমার ধৃতিকৃত ব্যক্তির বিশ্বস্ত লোক হওয়ায়, সে'ই যে তাকে এই দ্রব্য প্রদান করেছে, তা স্বীকার করে নি, কিংবা তা স্বীকার করলেও রক্ষীরা বিশ্বাস করেছেন, যে, আকচে পড়ে সে ইনফরমারের নামে পাল্টা অভিযোগ আনছে ; নিশ্চয়ই লোকটা বুঝতে পেরেছে, ঐ ইনফরমারের চেষ্টায় বা বিশ্বাসঘাতকতায় সে ধরা পড়লো, ইত্যাদি। এদিকে আদালতে ইনফরমারের নাম বলতে রক্ষিগণ আইনানুযায়ী বাধ্য নন, এইজন্য ইনফরমারকে জড়িয়ে আদালতে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করাও অপরাধীর পক্ষে সম্ভব হয় না। নিম্নে এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"অমুক অফিসার এসে বললো, ঐ দিন রাত্রি তিনটায় একদল লোক আগ্নেয়াস্ত্রসহ বস্ত্রশকটে ঐ রাস্তার উপর দিয়ে ডাকাতি করতে যাবে। তিনি তাদের ঐ রাস্তার উপর পাকড়াও করবার জন্য স্থানীয় রক্ষীদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন, অগত্যা আমরা চারজন স্থানীয় অফিসার অমুকবাবুর নির্দেশ মত রাজপথের দুই ধারে মোতায়েন হলাম। শীতের রাত, প্রায় দুই প্রহর ; ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম, গরম ওভারকোটও মানা মানে না। অমুকবাবু ইতিপূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন, অমুকবাবুসহ আমাদের পাঁচজনের মধ্যে অন্তত তিনজন খণ্ডযুদ্ধে নিহত হবেন, কারণ দুর্দান্ত সশস্ত্র ডাকাত দল বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে না। স্ব স্ব হাত পিস্তলসহ গ্রেট কোটের পকেটে রেখে ভাবছিলাম, আমাদের কার কার মৃত্যু ঘটবে। এবং এ'ও ভাবছিলাম, আমাদের চারিজন বিজয়মাল্য নিয়ে থানায় ফিরবে এবং আমাদের দুইজন (অর্থাৎ যারা মরবে) স্ত্রী পুত্রকে খবর জানাতেও সময় পাবো না, ওদিকে তারা নিশ্চিন্ত মনে এখনও পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে।

একটু পরে সচকিতে আমরা চেয়ে দেখলাম একখানি ট্যাক্সি সশব্দে ছুটে আসছে, আমরা এগিয়ে আসা মাত্র ট্যাক্সি সহসা আমাদের নিকটেই দাঁড়িয়ে পড়লো, শব্দ হলো ক্যাচ্। ট্যাক্সিখানি দাঁড়ানো মাত্র এক ব্যক্তি গাড়ি হতে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমাদের একজন লোকটির পিছন পিছন ধাওয়া করছিল, কিন্তু অমুক বাবু বাধা দিয়ে বললেন, উঁহু, অতো বিপদের ঝুঁকি নেবেন না। এদিকে ট্যাক্সির অপরাপর ব্যক্তিরা পালাবার চেষ্টা করলো না। এর পর আমরা এদের একে একে ঘাড় ধরে উঠিয়ে ফেললাম এবং গাড়ির গদির নিম্নে আমরা দেখলাম একটা ভাঙা বন্দুক ও চারখানা ছোরা পড়ে রয়েছে। এই দেখে আরোহীদের একজন কেঁদে ফেলে বললো, একি মশায়? ঐ লোকটা (পলাতক) বললো, ভালো ভালো পাঁইট খাওয়াবে, সে ফূর্তি ভি বহুত হবে। তাইতো হামরা এই ট্যাক্সিটা ভাড়া করে উনার সাথে চলে এলাম, ইত্যাদি। এদিকে ট্যাক্সি ড্রাইভারও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কখন কে যে ঐ সকল দ্রব্য ট্যাক্সির সিটের তলায় রেখে দিলে, তা সে জানতেও পারে নি। এর পর অবশ্য আমরা সকল সমাচার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

এইরূপ অপব্যবস্থা সম্বন্ধে অপর একটি দৃষ্টান্তও নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"একটি বালক-গুপ্তচর প্রায়ই আমাকে খবর দিত, অমুক ব্যক্তির নিকট বহু নিষিদ্ধ প্রচার-পত্র জমা আছে। দূর হতে ঐ সকল ব্যক্তিকে সে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে, এবং আমরাও তাকে পাকড়াও করে পকেট হ'তে নিষিদ্ধ পত্র সমূহ উদ্ধার করেছি। কিন্তু প্রতি বারে প্রতিটি অপরাধীই গ্রেপ্তারের পর মুহূর্তেই অভিযোগ করেছে,—'একটি অজানা বালক তার সঙ্গে অযাচিত ভাবে ভাব করে হোটেলে নিয়ে খাইয়েছে এবং

তার পর এই পত্রগুলো সাময়িক ভাবে তার কাছে গচ্ছিত রেখে সরে পড়েছে এবং তার পর মুহূর্তেই পুলিশ এসে ঐ পত্রাদি সহ তাকে পাকড়ে নিয়ে গিয়েছে। পরিশেষে আমিও সন্দিগ্ধ হয়ে পুরস্কার দিবার অছিলায় বালকটির হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে বললাম, 'যা, আজ বিকালেই ঐরূপ আরও একটা মামলা দেওয়া চাই-ই।' এর পর আমি তার নির্দেশ মত অপর এক বালককে নিষিদ্ধ প্রচারপত্র সহ এক হোটেলের মধ্যে পাকড়াও করলাম। বালকটি এই সময় ঐ হোটেলে বসে চপ্ খাচ্ছিল, সে জানালো একটি বালক এইগুলি তার কাছে রেখে গিয়েছে এবং হোটেলওয়ালাও জানালো যে উহার এক সাথী খাদ্যের মূল্য স্বরূপ তাকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বাকি চার টাকা ফেরত নিয়ে গিয়েছে। এদিকে আমি ইনফরমারকে প্রদত্ত নোটটির নম্বর টুকে রেখে ছিলাম, হোটেলওয়ালাও হুবহু ঐ নোটই আমাকে বার করে দিল। এর পর অনুশোচনায় এবং অনুতাপে আমি প্রায় সাত রাত্রি ঘুমাতে পারি নি। এর পর হতে আমি বিশেষ যাচাই না করে কোনও ইনফরমারের কথা বিশ্বাস করে কার্য করি নি।"

ট্যাপিঙ ব্যবস্থা সাবধানতার সহিত সমাধিত হলে উহার ফল সুদূর-প্রসারী হয়ে থাকে। তবে ইহা বিশেষ আয়াস-সাধ্য, একথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। ট্যাপিঙ বা ফাঁদকল, অনুসরণ এবং ওয়াচ বা নজর রাখা, প্রভৃতি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যবস্থা, রক্ষীদের এই ব্যবস্থাত্রয় একত্রে শিক্ষা করা এবং কাজে লাগানো উচিত। এই সকল ব্যবস্থা দ্বারা রক্ষিগণ অপরাধীদের মিলন স্থল এবং গোপন ভাণ্ডার প্রভৃতিরও সন্ধান পেয়ে থাকেন। নিম্নে এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি অমুক দালালের সাহায্যে ঐ অপরাধী দলের এক ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপন করি। এই ব্যক্তি আমাকে এক পেটি নিষিদ্ধ দ্রব্য

বিক্রয় করতে রাজি হলেন। আমি নগদ মূল্যে উহা ক্রয় করলাম। এই রূপে বিশ্বাস উৎপাদন করে আমি আরও দ্রব্য কিনতে চাইলাম। ঐ ব্যক্তি তখন আমাকে অপর এক ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেল এবং ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাকে নিয়ে গেল একজন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট। এই তৃতীয় ব্যক্তি আমাকে তার গোপন ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে আরও তিন পেটি অনুরূপ দ্রব্য প্রদর্শন করলো। এর পর আমরা পরোয়ানা পত্রের সাহায্যে ঐ তিন ব্যক্তির বাসস্থান এবং ঐ গোপন ভাণ্ডার তল্লাস করে বহু মুদ্রার নিষিদ্ধ দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উদ্ধার করেছিলাম।"

এইরূপে তল্লাস, ট্যাপিঙ প্রভৃতির সাহায্যে আমরা নিষিদ্ধ এবং অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্ধার করে থাকি। এতদ্ব্যতীত ধৃতিকৃত অপরাধী কিংবা সাক্ষীদের বিবৃতি অনুযায়ীও বহু দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। এদের কেহ কেহ নিজেরা দ্রব্যাদি বার করে দিয়েছে কিংবা তা তারা রক্ষীদের দেখিয়ে দিয়েছে। উপরোক্ত পন্থাত্রয় ব্যতীত তদারক দ্বারাও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে।

[তদন্ত ব্যপদেশে তিন প্রকার দ্রব্য রক্ষিগণ উদ্ধার করে থাকেন, যথা—অপহৃত দ্রব্য, নিষিদ্ধ দ্রব্য এবং প্রামাণ্য দ্রব্য।]

দ্রব্যাদি উদ্ধারের সুবিধার জন্য রক্ষীদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে। তাঁদের জ্ঞাত থাকা উচিত, কোন কোন স্থলে কোন কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে নীত হয়ে থাকে এবং উহাদের সম্ভাব্য ক্রেতারাই বা কারা। পুস্তকাদি চুরি ক'রে সাধারণত চোরেরা পুরাতন পুস্তকের দোকানে, গহনাদি চুরি করে সোনারের দোকানে এবং যন্ত্রপাতি তারা পুরানো বা চোরা-হাটায়, এবং ফারনিচার আদি তারা অকসন মার্ট সমূহে, গরু বা গবয়াদি তারা গোহাটাতে বিক্রয় করে থাকে। রক্ষীদের জ্ঞাত

থাকা প্রয়োজন এই সকল দোকান বা হাটবাজার কোথায় কোথায় অবস্থিত।

এই সকল দোকান বা বাজারে নিশ্চিত রূপ সংবাদ ব্যতিরেকেই হানা দেওয়ার একটি বিশেষ রীতি আছে। সাধারণত চুরির দুই চার দিন পরে ঐ চোরাই দ্রব্য সকল বিক্রয়ার্থে এই স্থানে নীত হয়ে থাকে। চুরির পাঁচ বা ছয় দিন পরে ফরিয়াদী বা কোন ব্যক্তি, যারা ঐ সকল দ্রব্য সনাক্ত করতে পারবে, তাদের উচিত হবে ঐ সকল স্থানে ক্রেতা রূপে আনাগোনা করা। ঐরূপ এক দ্রব্য ক্রয় করতে ইচ্ছা করলে দোকানদার এক বা ততোধিক ঐরূপ দ্রব্য ঐ ক্রেতাকে দেখিয়ে থাকে, যাতে করে সে একটি পছন্দ করে নিতে পারে। জাল-ক্রেতাদেরও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐরূপ বহু দ্রব্য পরিদর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত হবে। বহু ক্ষেত্রে পুস্তক হতে নাম লেখা পাতা ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং ধাতব দ্রব্য হতে কোনও চিহ্ন ঘষে উঠিয়ে ফেলা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের উচিত অন্য কোনও চিহ্ন খুঁজে বার করে উহাদের চিনে নেবার চেষ্টা করা। ঐরূপ কোনও এক দ্রব্য চোরাই দ্রব্য ব'লে বুঝতে পারলে ক্রেতার পক্ষে তক্ষুনি হৈ-চৈ করা উচিত হবে না। দরে বনিবনা হলো না, এমনি ভাব দেখিয়ে বেরিয়ে এসে তার উচিত তৎক্ষণাৎ রক্ষীদের এই সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া। এই সকল দোকানাদিতে রক্ষীদের পক্ষে প্রথমেই ক্রেতাদের অনুগামী হওয়া উচিত হবে না। কারণ রক্ষীদের চিনে ফেললে তারা দোকানের গোপন স্থান হতে ঐ দ্রব্য আর বার করে দেখাবে না। বহু ক্ষেত্রে ক্রেতাদের চাহিদা মাফিক তারা অন্যত্র হতে ঐ সকল দ্রব্য তাদের দোকানে এনে দেখায়। রক্ষীদের উচিত এ সম্বন্ধে ফরিয়াদীদের পূর্বাহ্ণেই প্রয়োজন মত উপদেশ প্রদান করা।

দ্রব্য উদ্ধার করতে হলে বিভিন্ন ব্যবসার এবং উহাদের আদান-প্রদান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"তিলজলার এক ফ্যাক্টরি হতে একেবার বিশ বস্তা চামড়ার বস্তা চুরি যায়। আমার জানা ছিল তিলজলায় হিন্দু চামারগণ এই চামড়া প্রস্তুত করে, এবং ফিয়ার্স লেনের মুসলমান ব্যবসায়িগণ উহা ক্রয় করে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের চীনা জুতার দোকানে বিক্রয় করে। আমি তৎক্ষণাৎ ফরিয়াদীসহ ফিয়ার্স লেনের চামড়া গুদামগুলিতে খোঁজ-খবর করি। একটি গুদামের প্রবেশ পথে ঐ কয়টি বস্তা রাখা রয়েছে দেখতে পেলাম। ফরিয়াদীও বস্তাগুলি পরীক্ষা করে বলে দিল যে ঐগুলিই তার অপহৃত দ্রব্য। ফিয়ার্স লেনে ঐ সকল বস্তার সন্ধান না পেলে আমরা বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে চীনাদের দোকানে উহাদের জন্য খোঁজ-খবর করতাম।"

কোনও অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার পর কিংবা কোনও দ্রব্যাদি উদ্ধার করার পর ঐ সকল অপরাধীকে এবং দ্রব্যাদিও ফরিয়াদি এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সাক্ষীদের দ্বারা সনাক্ত করানোর প্রয়োজন হয়। অপরাধী ফরিয়াদী বা সাক্ষীদের পূব পরিচিত হলে তাদের দিয়ে উহাদের সরাসরি সনাক্ত করানো হয়ে থাকে, কিন্তু তারা তাদের পূর্ব পরিচিত না হলে মিছিল-সনাক্তকরণের (টেস্ট্‌ আইডেন্টিফিকেশন্‌ প্যারেড) রীতি আছে। এই মিছিল সনাক্তকরণ কোনও রক্ষীপুঙ্গব কিংবা কোনও এক ম্যাজিস্ট্রেট্‌ কর্তৃক সমাধিত হয়। ঐ মামলার তদন্তকারী রক্ষী ব্যতিরেকে অন্য কোনও রক্ষীপুঙ্গব, সম্ভব হলে তাহার উচ্চপদস্থ কোনও এক রক্ষীর দ্বারা উহা করানো ভালো। আমার মতে অবশ্য প্রয়োজন মত ঐরূপ সনাক্তকরণ জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত করা সর্বোত্তম। এই ব্যবস্থায় বহু সংখ্যক সমশ্রেণীর সম-

বেশধারী ব্যক্তিদের মধ্যে এক বা ততোধিক অপরাধী-মন্ত ব্যক্তিকে (Suspect) মিশিয়ে দিয়ে লাইন বেঁধে দাঁড় করানো হয়। এর পর অন্ত এক স্থান হতে সাক্ষীদের একে একে আনয়ন করে ঐ অপরাধীদের অপর সকলের মধ্য হতে খুঁজে বার করতে বলা হয়। একটি সাক্ষী সনাক্তকরণ করে চলে গেলে ঐ আসামীদের ইচ্ছামত এক 'সাধারণ ব্যক্তির' পার্শ্ব হতে অপর সাধারণ বা অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পার্শ্বে সরে দাঁড়াতে বলা হয়ে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় সাক্ষিগণকে দূরে এমন এক স্থানে অপেক্ষমান রাখতে হবে যাতে করে তারা পূর্বাহ্ণে কোনও আসামীকে দেখে নিতে না পারে। এমন বহু অসাধু রক্ষীদের কথা শুনা গিয়াছে, যারা মিছিল সনাক্তকরণের পূর্বে গোপনে সাক্ষীদের সন্দেহভাজন বা আসামী-মন্ত ব্যক্তিদের দেখিয়ে দিয়ে পরে এইরূপ সনাক্তকরণের বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু ইহা অতীব অন্যায় এবং অপরাধের সামিল। পূর্ব হতে পরিচিত নয় এইরূপ আসামীকে কাউকে দিয়ে সনাক্তকরণ করতে হলে সর্বদাই মিছিল সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা উচিত, তা না হলে এ জন্ত আদালতে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কেহ কেহ মিছিল সনাক্তকরণের দায়িত্ব এড়াবার জন্ত এমন কৈফিয়ৎও দেন—কি করবো মশাই। ঐ ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা আমার ছিলো, কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। আমি আসামীকে গ্রেপ্তার করে এনে থানায় ঢুকতেই দেখি আমার অজ্ঞাতে সাক্ষিগণ কখন এসে সেখানে বসে আছে। অপর তদন্তকারী অফিসার বোধ হয় তাদের সেখানে ডাকিয়ে এনেছিলেন, তাদের বিবৃতি নেবার জন্যে কিংবা তারা তদন্তের সাফল্য অসাফল্যের সংবাদ নেবার জন্যে সেইখানে নিজেরাই এসে থাকবে। আসামীকে সেখানে দেখা মাত্র তারা সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠলো, ঐ যে মশাই সেই লোক!

একে পেলেন কোথায়? ইত্যাদি। বহুক্ষেত্রে দৈবক্রমে যে এইরূপ দৈব-সংঘটন না ঘটে তা নয়; কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষীদের এইরূপ বলতে শিখিয়েও দেওয়া হয়। ভারতীয় অফিসাররা এইরূপ অপব্যবস্থার প্রয়োগ কদাচও করেন না। মিছিল সনাক্তর কার্যকরণ লিপিবদ্ধ করবার জন্য নির্দিষ্ট ছাপা ফর্ম আছে; এই ফর্মের প্রতিটি কলম যথাযথ ভাবে পূরণ করা, ঐ ব্যবস্থার পরিচালকদের অবশ্য কর্তব্য। এইরূপে লেখা ও সই করা মিছিল সনাক্ত ফর্ম আদালতে বিশেষ প্রদর্শনী দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যক্তি-সনাক্তকরণের ন্যায় অপহৃত দ্রব্যাদির সনাক্তকরণেরও প্রয়োজন আছে। সাধারণত কোনও বিশেষ চিহ্ন, খোদিত বাক্য বা আদ্যক্ষর হতে ফরিয়াদিগণ দ্রব্যসমূহ তাদের নিজেদের বলে সনাক্ত করতে পারে। কেহ কেহ উহার ওজন, বিবরণ ও মূল্য হতে, ক্রয় বিক্রয়ের রশিদ দ্বারা, কেহ কেহ কোম্পানি প্রদত্ত নম্বর হতে উহাদের সনাক্ত করতে পেরেছেন। দ্রব্যাদির বিবরণ হতে সনাক্ত করবার প্রয়োজন হলে উহা পূর্বাহ্নে সনাক্তকারীকে না দেখানো ভালো, বিশেষ করে হারানো দ্রব্যের পুন প্রাপ্তির পর সনাক্তকরণের ব্যাপারে। এই ক্ষেত্রে যদি কোনও ব্যক্তি দ্রব্যের বিবরণ সহ কোথায়, কবে, কিরূপ অবস্থায়, তা হারিয়েছিল, বলতে পারে তা'হলে বুঝতে হবে ঐ দ্রব্যের মালিকানা তারই উপরে বর্তালো। য়ুরোপীয়গণ সাধারণত তাদের ব্যবহৃত প্রতিটি দ্রব্যের উপর কোনও মনোগ্রাম বা চিহ্ন খোদাই করে রাখে, এই জন্য য়ুরোপীয় গৃহ হতে অপহৃত দ্রব্যাদি সহজেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ভারতীয়গণও যদি এইরূপ ভাবে মায় চামচ পর্যন্ত চিহ্ন-করণে অভ্যস্ত হয়, হয় তো ফল ভালোই হবে। ব্যক্তি সনাক্তকরণের ন্যায় দ্রব্যাদি সনাক্তকরণেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। সাধারণত কোনও না

কোনও এক চিহ্ন,ভাঙা,ঝালাই, চটা-রং বা ছেঁড়া প্রভৃতি হতেও মালিকগণ কোনও এক দ্রব্যকে অপহৃত দ্রব্য রূপে সনাক্ত করতে সক্ষম। কিন্তু যে দ্রব্য বাজারে যে কোনও ব্যক্তি ক্রয় করতে পারে সেরূপ দ্রব্য সনাক্ত করা না করা সমান কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও একটি দ্রব্য যদি কোনও এক ব্যক্তি বহুকাল যাবৎ ব্যবহার করে তা হলে সে উহা কোনও চিহ্ন ব্যতিরেকেও সনাক্ত করতে সক্ষম। কিন্তু আদালতকে উহা বিশ্বাস করানো বিশেষ কঠিন। দামী দ্রব্য হলে আসামীকে বিক্রয়-রশিদ প্রদর্শন করতে বলা হয়ে থাকে, এবং সে অপারক হলে ধরে নেওয়া হয় যে উহা চোরাই দ্রব্য। কিন্তু কোনও একটি চুরির মামলার সহিত উহার সংযোগ সাধন করা সুকঠিন হয়ে পড়ে। নিম্নে এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

"আমি এই দিন একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে একটি ঘড়িসমেত গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ঘড়ি কোথা হতে তুমি পেয়েছো ? যদি কিনে থাকো তো বিক্রয় রশিদ দেখাও।' উত্তরে ঐ সন্দেহভাজন ব্যক্তি বললে, 'আট বছর পূর্বে উহা আমি কিনেছি, কোন দোকান থেকে তা আমার মনে নেই।' ধমকে উঠে এইবার আমি বললাম, 'তোমার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হলো না, এখন তোমাকে হাজতে থাকতে হবে।' ঐ ব্যক্তির চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যা দরজার পাশ হতে আমাদের কথাবার্তা এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুনছিল, সে এগিয়ে এসে চকিতে আমার পকেট হতে পুরাতন ফাউন্টেনপেনটি তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোন দোকান হতে এটি কিনেছিলেন এক্ষুনি এর দরুণ রশিদ দেখাতে হবে।' ঐ কলমটি দশ বৎসর পূর্বে ছাত্র অবস্থায় আমি কিনে ছিলাম, চেষ্টা করেও কোথা হতে কিনেছি তা আমি মনে করতে পারি নি। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কন্যাটি ঝাঁঝালো স্বরে বললো,

'এইবার! কেন? নিরুত্তর কেন? আপনারা বড়লোক, তাই দোষ হয় না, আমরা গরীব বলে যতো দোষ।"

ব্যক্তির ন্যায় দ্রব্য সম্পর্কিত 'মিছিল-সনাক্তকরণের' রীতি আছে। কাহারও ব্যবহৃত কোনও দ্রব্য উদ্ধার করার পর রক্ষিগণ ঐ দ্রব্যের মিছিল সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। হুবহু অনুরূপ দশ বা বারোটি দ্রব্যের মধ্যে ঐ দ্রব্যটি সাজিয়ে রেখে, ফরিয়াদীকে ডেকে এনে তার নিজের দ্রব্যটি বেছে নিতে বলা হয়। যদি দেখা যায় যে ফরিয়াদী অনায়াসে তার দ্রব্যটি অতোগুলি অনুরূপ দ্রব্যের মধ্য হতে বেছে নিতে পেরেছেন তা'হলে বুঝে নিতে হবে উনিই ঐ দ্রব্যের প্রকৃত মালিক।

সাক্ষী সংগ্রহ অপতদন্তের এক অতি প্রয়োজনীয় কার্য। কোনও কোনও সাক্ষী নিজেরাই রক্ষীসমীপে এসে এজাহার দিয়ে যায়, কিন্তু প্রায়শ ক্ষেত্রে রক্ষিগণকে অকুস্থলে এসে তাদের খুঁজে বার করতে হয়। এইরূপ সংগ্রহের বিষয়েও বিশেষ বিশেষ রীতি আছে। সাধারণত যে সময় কোনও ঘটনা ঘটে তার বহু পরে সংবাদ পেয়ে রক্ষিগণ ঘটনাস্থলে পৌছিয়ে থাকেন। ধরা যাউক কোনও এক ঘটনা—প্রভাত আট ঘটিকায় সংঘটিত হলো, কিন্তু রক্ষিগণ দেড় ঘটিকায় অকুস্থলে এসে পাড়াপড়শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গেলেন। এইরূপ অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি প্রভাত আটটায় ঐ স্থানে গমনাগমন করে বা নানা কারণে অবস্থান করে তারা দিবা দেড় ঘটিকায় ঐ স্থানে উপস্থিত না থাকলেও থাকতে পারে। এই জন্য যে সময় ঘটনা সংঘটিত হয় পর পর কয়দিন ঐ সময়ে অকুস্থলে এসে রক্ষীদের তদন্ত করা উচিত হবে। বাজার, হাট বা পথে—প্রায়শ ক্ষেত্রে এক এক সময় এক এক দল পথচারী বা গৃহস্থ ব্যক্তি চলা ফিরা করে; অন্য কোনও সময় তারা তা করে না। অফিস, কলেজ ও স্কুলযাত্রী ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা বিশেষ

রূপে সত্য। দোকানে এক সময় যে ব্যক্তি হাজির থাকে, অন্য সময় সেই ব্যক্তি সেখানে প্রায়ই হাজির থাকে না। কোনও কোনও রক্ষীপুঙ্গব অন্যান্য উপায়ে সাক্ষী সংগ্রহ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা সংবাদপত্র বা রেডিও মারফৎ জনসাধারণকে অনুরোধ করেন যে যদি কেহ ঐ সময় ঐ স্থানে ঐ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি যেন দয়া করে তা রক্ষীদের নিকট জানিয়ে দেন, ইত্যাদি। বহু রক্ষীর ধারণা, যে সকল সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী বা- যারা ঘটনা সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানাতে সক্ষম মাত্র তাদের নাম ধাম সহ বিবৃতি নেওয়া উচিত, কিন্তু এইরূপ ধারণা অত্যব ভ্রান্ত। যারা অকুস্থলে বসবাস বা কাজকর্ম করে অথচ ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই বলে না কিংবা ঐ সময় উপস্থিত না থাকায় কিছুই বলতে পারে না তাদেরও নাম ধাম রক্ষীদের লিপিবদ্ধ করা উচিত। তা না হলে আদালতে বিপক্ষীয় পক্ষের উকিল তদন্তকারী রক্ষীকে প্রশ্ন করবেন, এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত ঐ স্থানে আরও বহু গৃহস্থ ও দোকানদার আছে, তাদের আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কি? যদি তা আপনি করে থাকেন তাদের কয়জনের নাম বলুন। আপনি যদি উত্তরে বলেন, 'না মশাই, আর কাউকে জিজ্ঞাসা করি নি।' তাহলে বিপক্ষ পক্ষীয়রা হাকিমকে বলবে, 'হুজুর, অমুক অমুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে তারা এমন বিবৃতি দিত যাতে আমাদের মক্কেল অচিরে মুক্তি লাভ করতে পারতো, অকুস্থলে উপস্থিত ৫০ বা ৬০ জন ব্যক্তির মধ্যে উনি মাত্র ছয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন? বাকি লোকগুলো তাঁকে বললো কি?' ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে রক্ষিগণের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত হবে। যদি দেখা যায় যে অকুস্থলের দুই বা তিন ব্যক্তি কিংবা ফরিয়াদী একাকী যা বলছে তা উপস্থিত থেকেও ঐ স্থানের বাকী দশ বা বিশ ব্যক্তি তা বলছে না, তা'হলে বুঝে নিতে হবে

পূর্বতন ব্যক্তিগণ মিথ্যা বলছে বা বাড়িয়ে বলছে। এই 'না' বলা সাক্ষিগণকে ইংরাজীতে বলা হয় নেগেটিভ্ উইটনেস্, তদন্তের ব্যাপারে ইহাদের প্রয়োজন অসামান্য। কিন্তু এমন বহু নাগরিক আছেন যাঁরা সাক্ষ্য দেবার ভয়ে বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য ঘটনা দেখেও বলেছেন দেখেন নি। স্থানীয় অভিজ্ঞতা হতে রক্ষীদের উচিত হবে এদের সত্য-মিথ্যা ভাষণ যাচাই করে নেওয়া। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী দল আছে, যারা তদন্তের সময় সাক্ষ্য দেওয়া দূরে থাকুক নিজেদের নাম পর্যন্ত জানাতে নারাজ। বহু পীড়াপীড়ির পর তারা দয়া করে তাদের ফার্মের নাম বলে দিয়ে থাকেন, বহু রক্ষী ঐ নাম লিপিবদ্ধ করে আদালতে পাঠিয়ে বেকুব বনে গেছেন। সমনজারী করবার সময় জানা গিয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি দশ বৎসর পূর্বে মারা গিয়েছেন, এক্ষণে মাত্র ওঁর নামে তাঁর পুত্র অমুক ঐ ফার্ম চালু রেখেছেন, ঐ নাম পুত্রের নয়, তাঁর মৃত পিতার। এই সকল ব্যক্তিকে কোনও কিছু প্রশ্ন করলে তারা একত্রে বলে উঠেন, 'হামরা নাম, কাহে বাবু? নেহি নেহি হাম কুছ নেহি জানতা; হাম কারবারী লোক, গাওয়া দেনে নেহি শেখেগা। হামরা নাম কেয়া হোগা! লিখ লিয়ে মতিরাম শিবরাম, কিন্তু না মশাই, কোর্টে-ফোর্টে আমি যেতে পারবো না। আমি কিছু জানি না' ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের উচিত ধৈর্যহারা না হয়ে পীড়াপীড়ি করে তাদের নিকট হতে প্রকৃত সত্য ও পরে বিবৃতি আদায় করে নেওয়া।

থানা-তল্লাসা

তল্লাসী দুই প্রকারের—(১) দেহ-তল্লাসী এবং (২) থানা-তল্লাসী। থানা-তল্লাসীকে ইংরাজীতে বলা হয় 'হাউস-সার্চ'। দেহ-তল্লাসী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এইস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এইবার থানা-তল্লাসী বা হাউস-সার্চ সম্বন্ধে বলবো। থানা-তল্লাসীর উদ্দেশ্য থাকে দুইটি, যথা—কোনও গৃহ, বিপণি, নৌকা, কারখানা, জাহাজ প্রভৃতি বা কোনও প্রাচীর বেষ্টিত স্থান হ'তে অপহৃত বা প্রামাণ্য বা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি উদ্ধার করা এবং (২) ঐ সকল দ্রব্য কোন ব্যক্তি বা দলের হেপাজত হতে উদ্ধার করা হলো তা প্রমাণ করাও। একত্রে এই উভয় উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে প্রভূত সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কোনও দ্রব্য বিশেষের হেপাজাত প্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত-রূপ উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

(১) রক্ষীদের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী বহু অপরাধী নিজেরা রক্ষীদের কোনও স্থানে নিয়ে গিয়ে দ্রব্যাদি দেখিয়ে দেয়, তা না হলে রক্ষীদের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য খুঁজে বার করা সম্ভব হতো না। এইরূপে প্রাপ্ত ঐ দ্রব্যের হেপাজতীর সকল দায়িত্ব ঐ অপরাধীর উপরই আরোপিত হয়ে থাকে। যদি কোনও অপরাধী বিবৃতি দেয় যে সে ঐ সকল দ্রব্য কোনও বাঁশ বাগানে পুঁতে রেখেছে, কিংবা কোনও খালি বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে, তাহলে ঐ আসামীকে সঙ্গে করে রক্ষীদের উচিত ঐ সকল স্থানে গমন করা। "ঐ আসামীই ঐ স্থান দেখিয়ে দিয়েছে"—এইরূপ কাহিনীর অবতারণা না করলে উহার হেপাজতীর প্রমাণ কিছুটা হাল্কা হয়ে উঠবে। বনজঙ্গল, বাগিচা, উন্মুক্ত স্থান কিংবা বাড়ির উঠান প্রভৃতি, যেখানে সর্বসাধারণের অবাধগতি বা প্রবেশ

অধিকার আছে, কিংবা যেখানে কোনও ব্যক্তি কোনও অছিলায় প্রবেশ করতে সক্ষম—এমন কোন স্থানে কোনও এক দ্রব্য প্রাপ্ত হলে, উহার সম্যক হেপাজতীর দায়িত্ব কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর আরোপ করা সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য যদি এক বা ততোধিক ব্যক্তি বিবৃতি দেয়, সে বা তারা অমুক ব্যক্তিকে ঐ দ্রব্য ঐস্থানে রেখে যেতে দেখেছে, তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। বহু ক্ষেত্রে কোনও নম্বরী শকটে করে অপরাধিগণ দ্রব্য সমূহ স্থান বিশেষে আনয়ন করেছে, তদন্ত দ্বারা ঐ নম্বরী শকটের মালিক এবং তাহার সাহায্যে উহার চালককে খুঁজে বার করলে সেও বলে দিতে পারবে 'কে ঐ দিন তার গাড়ি ভাড়া করেছিল এবং ঐ দ্রব্যসহ ঐ গাড়িতে কে উঠেছিল বা কাহার আদেশে ঐ দ্রব্য ঐ স্থানে নীত হয়েছিল।'

[কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হতে গাড়ির নম্বর পেলে—মোটর গাড়ি, মোটর লরী, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্সা, সম্পর্কে মোটর ভিহিক্যাল এমন কি গরুর গাড়ি প্রভৃতি সম্পর্কে করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে ঐ সকল শকটের মালিককে সহজেই খুঁজে বার করা যেতে পারে।]

(২) অপরাধী বিশেষ সকল ক্ষেত্রে যে নিজে কোনও বাটী বা দোকানের মালিক হয় তা নয়। বহু ক্ষেত্রে সে আরও দশজন আত্মীয়-বর্গের সহিত একই কোন বাড়িতে বসবাস করে। কখনও দশ বা বারো ব্যক্তি একত্রে একটি কক্ষ ভাড়া করে বসবাস করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় ঐ কক্ষের কোনও এক বাক্সে অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হলে ঐ বাক্সটি প্রকৃতপক্ষে কাহার—তা সাবধানতার সহিত প্রমাণ করা প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রে ঐ কক্ষের অধিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐ বাক্সের মালিকানা সম্বন্ধে অস্বীকার করেছে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের উচিত

নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সম্মুখে ঐ বাক্স খুলে বা ভেঙে শুধু অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করা নয়, রক্ষীদের উচিত ঐ বাক্সে রক্ষিত চিঠি-পত্র, নাম লেখা খাতা বা পুস্তক, ব্যাঙ্কের পাশ বুক, মনিঅর্ডার রিসিপ্ট, ইলেকট্রিকের বিল, দলিল, রসিদপত্র, কাগজ ইত্যাদিও গ্রহণ করা, এই সকল কাগজপত্র যে ব্যক্তির নামে থাকে, সেই ব্যক্তিই যে ঐ বাক্সের প্রকৃত অধিকারী তা উহা হতে সহজেই প্রমাণ করা সম্ভব হবে।

কোনও ভাড়াটিয়া বাটী বা দোকান প্রভৃতিতে হানা দিয়ে রক্ষিগণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ হলে. তাদের উচিত হবে ঐ বাটী ভাড়ার রসিদ, ঐ বাড়ির ইলেকট্রিক বিল, করপোরেশনের ট্যাক্স বিল প্রভৃতিও সংগ্রহ করে তল্লাস-তালিকাভুক্ত করে নেওয়া। কারণ ঐ সকল নথিপত্রে উল্লেখিত নাম হতে সহজেই প্রমাণ করা যাবে যে ঐ বাড়ি বা দোকান ঐ অপরাধী ব্যক্তিই ভাড়া নিয়েছে অর্থাৎ উহা একান্তরূপে তাহারই অধিকারভুক্ত।

[বহুক্ষেত্রে হেপাজতীর দায়িত্ব এড়ানোর জন্য মনিব চাকররূপে এবং চাকর মনিবরূপে পুলিশের নিকট এবং আদালতে আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে মনিব চাকরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করে প্রয়োজন মত বিবৃতি দানে বা একরার (স্বীকৃতি প্রদান) করতে প্ররোচিত করেছে। উপরোক্তরূপ কাগজপত্র হতে তাদের এই অসৎ প্রচেষ্টা প্রারম্ভেই বানচাল করে দেওয়া সম্ভব।]

(৩) বহুক্ষেত্রে বাড়িওয়ালারা ভাড়ার রসিদ প্রদান করে না, উহাদের কেহ কেহ পরোক্ষে ভাড়াটিয়াদের অপকার্যে সহায়ক হয়ে থাকে। এই সকল বাড়িওয়ালারা জাল রসিদের সাহায্যে প্রমাণ করে দেয় যে ঐ বাটী, দোকান বা কক্ষ সে অমুক ব্যক্তিকে ভাড়া দিয়েছে, ঐ আসামীর সহিত অমুক ব্যক্তির কোনও সম্পর্ক নাই। বলা বাহুল্য ঐ-অমুক

ব্যক্তি সর্বদাই একজন কল্পিত ব্যক্তি যার কি'না ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর। চতুষ্পার্শ্বের পড়শী ও দোকানদাররাও এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি দ্বারা রক্ষীদের কিছুমাত্রও সাহায্য করে না, বরং তারা বলে এই সম্বন্ধে তারা কোনও কিছুই জানে না।

এবম্বিধ কারচুপির সম্ভাবনা থাকলে রক্ষীদের উচিত ঐ সকল স্থানে ওয়াচ করার জন্য ওয়াচার মোতায়েন করা। প্রয়োজন মত এই ওয়াচার-গণ তাদের দৈনিক রিপোর্ট দাখিল করে বলবে যে ঐ দিন তারা ঐ স্থান ওয়াচ করেছিল এবং তারা ঐ অপরাধীকে চাবি খুলে ঐ দোকানে বা গুদামে প্রবেশ করতে এবং পরে বার হয়ে এসে তালা বন্ধ করতে দেখেছিল। তারা তাকে বহু দ্রব্যাদিও ঐ স্থানে নিয়ে যেতে এবং তা বার করে আনতে দেখেছিল। এবং তারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তিকে ঐ স্থানে একদিনও দেখে নি।

সহভাড়াটিয়া বা কো-টেন্যাণ্ট, সহকক্ষবাসী বা রুম্‌মেট এবং পাড়া-পড়শীদের সাহায্য বা বিবৃতি ব্যতীরেকেও রক্ষিগণ উপরোক্ত উপায়ে কোনও গৃহ বা বিপণির অধিকারিত্ব ব্যক্তি বিশেষের উপর আরোপ করতে সক্ষম। সাক্ষী সমূহকে অর্থদ্বারা বশীভূত করে অপরাধিগণ মামলা বানচাল করে দেবার উপক্রম করলে উপরোক্ত তথ্য সমূহ রক্ষিগণ কার্যকরী অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করতে পারবেন।

(৪) যদি কোনও রক্ষী নিজের চাবি দ্বারা কোনও গৃহ বা বাক্স খুলে তা'হলে সহজেই প্রমাণিত হয় যে ঐ চাবির অধিকারী ঐ বাক্স বা গৃহের প্রকৃত মালিক। এই কারণে অভিজ্ঞ রক্ষিগণ প্রথমে আসামীকে চাবি বার করে উহা দ্বারা নিরপেক্ষ সাক্ষীর সম্মুখে বাক্স খুলবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন এবং তাঁরা এই সম্বন্ধে যথাযথ বিবরণ তল্লাস-পত্রেও সাবধানে লিপিবদ্ধ করতে ভুলেন না।

(৫) বাড়ি ঐ অপরাধীর নিজের হ'লে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ বা জমিদার, ভাড়াটিয়া এবং পাড়াপড়শীর বিবৃতি হতেও রক্ষিগণ ঐ বাড়ি, কক্ষ বা বাক্স যে ঐ অপরাধীর অধিকারে আছে তা প্রমাণ করে থাকেন।

এই গৃহ-তল্লাসের ব্যাপারে রক্ষীদের প্রভূত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত হবে। কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পথে ঘাটে গ্রেপ্তার করে তার দেহ-তল্লাস সকল ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে, কিন্তু কোনও রক্ষীগ্রাহ্য মামলা বা কগনাইজেবল কেশের তদন্ত ব্যতীরেকে রক্ষিগণ আইনানুযায়ী কোনও নাগরিকের গৃহ-তল্লাস করতে পারেন না। সংবাদ অনুযায়ী বা সন্দেহের কারণে গৃহ-তল্লাস করতে হলে স্থানীয় প্রধান হাকিমের নিকট হতে তল্লাস পরোয়ানা গ্রহণ করার রীতি আছে। কোনও কোনও রক্ষী অতো ঝামেলা না করে কোনও এক রক্ষীগ্রাহ্য মামলা যার সে তখনও তদন্ত করছে, যার সহিত ঐ নূতন মামলার কোনও সম্পর্কও নেই, এইরূপ এক তদন্তাধান মামলার সম্পর্কে সংবাদ পেয়েছেন এইরূপ অছিলায় কোনও গৃহাদি তল্লাস করে ঐ নূতন মামলার অপহৃত দ্রব্য বা নিষিদ্ধ দ্রব্য উদ্ধার করে, উহাদের মালিকদের ডেকে এনে ঐ সকল দ্রব্যাদি তাদের দ্বারা সনাক্ত করিয়ে পৃথক এক মামলা রুজু করে দেন। এই সম্পর্কে তাঁরা বলে থাকেন তাঁদের উদ্দেশ্য সাধু এবং জনহিতকর, দেরী হলে বামাল অন্যত্র সরে যেতে পারে এইজন্য ত্বরিত গতিতে কার্যোদ্ধার করার জন্য তাঁরা এইরূপ বে-আইনী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এইরূপ কোনও কার্য রক্ষীদের বিবেক-বিবেচনার উপর নির্ভর করে, ভারতীয় রক্ষিগণ অবশ্য এইরূপ কার্য কদাচ করেন না।

কোনও গৃহ বা বিপণি তল্লাস করবার পূর্বে রক্ষীদের উচিত সম্ভব মত ঐ বাড়িটি শান্ত্রী দ্বারা উত্তম রূপে ঘেরাও করে ফেলা। এবং তৎপর

দুইজন সম্ভ্রান্ত এবং নিরপেক্ষ স্থানীয় ব্যক্তি সহ ঐ বাড়িতে এসে বাড়ির মালিককে তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়া ; এতদ্ব্যতীত বাড়ির মালিককে বা অপর কোনও গৃহবাসীকে রক্ষীদের, তাদের অনুগামী সাক্ষীদেরও, দেহ-তল্লাস করবার জন্য অনুরোধ করা ; যাতে তারা না বলতে পারে কোনও দ্রব্য রক্ষিগণ সঙ্গে এনে ঐ বাড়ীতে ঘুষে দিয়েছে। এর পর রক্ষীদের কর্তব্য হবে বাটীর পর্দানশীন মহিলাদের কোনও একটি নির্দিষ্ট কক্ষে সরে যাবার সুযোগ দেওয়া। অবশ্য যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে কোনও মহিলা কোনও দ্রব্যাদি বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকিয়ে সরিয়ে নিচ্ছেন তা'হলে রক্ষিগণ কোনও এক বিশ্বাসী স্ত্রীলোক কিংবা নারী রক্ষীদের সাহায্যে তাদের দেহাদি তল্লাস করে দেখবেন। মহিলাদের দেহ-তল্লাস বিশেষ শ্লীলতার সহিত পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।* এর পর প্রত্যেকটি কক্ষ এবং ঐ স্থানের পেটিকা ও বাক্স সমূহ খুলে একটি একটি করে দ্রব্যাদি বার করে পুনরায় উহাদের স্বস্থানে রক্ষা করা উচিত হবে, যাতে গুছাবার জন্য গৃহস্থদের হয়রানি না হতে হয়। গদি বা তোষকাদির নিম্নে, সন্দেহ হলে বালিশের ভিতরও, ছাদের জলের ট্যাঙ্কে, কয়লা বা ঘুঁটের ভিতর, ইলেকট্রিক্ মিটারের বাক্সে তল্লাসী করাও উচিত হবে। বহুক্ষেত্রে মেঝের তলায় বা দেওয়ালের মধ্যেও কুঠরী বা গর্ত করে দ্রব্যাদি লুকিয়ে রাখা হয়। রক্ষিগণের উচিত সন্দেহ হওয়া মাত্র ঐ সকল স্থানে টোকা দিয়ে বুঝে নেওয়া ঐখানে কোনও গর্ত লুক্কায়িত আছে কি না ? তল্লাসী কার্য সমাধার পর বাড়ির চতুর্দিকের পথ-ঘাটও একবার পরীক্ষা করা উচিত,

---

* বার হয়ে যাবার সময় বোরখাবৃত বা বস্ত্রাবৃত মহিলাদের পায়ের দিকে নজর রাখলে বুঝা যায় সে নারী বা পুরুষ। নারীগণ সাধারণত বামপদ প্রথমে নিক্ষেপ করে।

কারণ তল্লাসীর সময় বহু দ্রব্য রক্ষীদের অজ্ঞাতে উপর হতে নিম্নে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তল্লাসী কার্যের সময় কাহাকেও বাহির হতে ভিতরে আসতে কিংবা ভিতর হতে বাহিরে যেতে দেওয়া কোনও ক্রমেই উচিত হবে না। তবে যদি কোনও অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কার্য ব্যপদেশে সময় মত কার্যস্থলে যেতে চাহেন, তা' হলে তাঁর দেহ-তল্লাসী করে তাঁকে বেরিয়ে যাবার জন্য অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

[বহুক্ষেত্রে তল্লাসীর সাক্ষীরাও হায়রানি এড়াবার জন্য বেমালুম সরে পড়েছে, তল্লাস-পত্রে দস্তখত না দিয়েই। এদিকে তল্লাসীও প্রায় সারা হয়ে এসেছে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের মহা বিপদ। এই কারণে তল্লাসী-সাক্ষীদেরও উপর নজর রাখা প্রয়োজন, যাতে তারা সহজে পলায়ন না করতে পারে।]

কেহ কেহ বলে থাকেন, আসামী বা গৃহস্বামী, বামাল গ্রাহক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐ গৃহ বা বিপণিতে উপস্থিত না থাকলে ঐ গৃহ বা বিপণিতে হানা না দেওয়াই ভালো। বহুস্থলে রক্ষিগণ তাদের গৃহে হানা দেওয়ার পর অবগত হয়েছেন অপরাধী ঐ সময় ঐ গৃহে উপস্থিত নেই এবং এর ফলে রক্ষিগণকে উহাদের অবর্তমানে তল্লাস কার্য সমাধা করতে হয়েছে, এবং এর ফলে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হলেও অপরাধীকে বহু দিন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। এমন কি রক্ষীদের পক্ষে উহাদের বিরুদ্ধে ঐ দ্রব্যের হেপাজতীর সকল দায়িত্ব আরোপ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। ঐ অপরাধী ঐ স্থানে উপস্থিত থেকে ঐ অপহৃত দ্রব্য স্বয়ং বার করে দিলে রক্ষীদের পক্ষে তার বিরুদ্ধে হেপাজতী প্রমাণ করা সহজ কাজ হতো। এতদ্ব্যতীত বহু অপরাধী এই সুযোগে পলায়ন করে তার বিরুদ্ধে অন্যান্য অকাট্য প্রামাণ্য দ্রব্য—যা কি'না সে স্বগৃহে কখনও রক্ষা করে নি তা সে নাগালের বাইরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে বা সে তা বিনষ্ট

করে ফেলেছে। অপরাধিগণ সকলেই আইনজ্ঞ নয়, এই জন্য কোন প্রামাণ্য দ্রব্য তার বিরুদ্ধে যাবে কোনটি বা তা যাবে না, প্রায়শ ক্ষেত্রে সে তা বুঝতে অক্ষম থাকে। এই কারণে আসামী উপস্থিত থাকলে, তাহার সাহায্যেই ঐ সকল দ্রব্য ঐ গৃহ হতে বা তার বিবৃতি মত অন্য কোনও স্থান হতে সহজে উদ্ধার করা সম্ভব হতো। অপরাধীর অবর্তমানে তল্লাসী কার্য সমাধা করলে চাবির অভাবে তার বাক্স প্যাঁটরা ভাঙার দায়িত্ব রক্ষীদের গ্রহণ করতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐ সকল গৃহে কোনও ব্যক্তি উপস্থিত থাকে না, অথচ একবার হানা দিয়ে পিছিয়ে আসাও সম্ভব হয় না, কারণ জানাজানি হয়ে যাওয়ার কারণে পরে দ্রব্যাদি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ অবস্থায় মালিকদের কেউ না কেউ ফিরে না আসা পর্যন্ত ঐ সকল স্থানে অযথা শান্ত্রী মোতায়েন করতে হয়ে থাকে, কিংবা রক্ষীদের বহুক্ষণ যাবৎ ঐ স্থানে অপেক্ষা করে হায়রানি হতে হয়। * এই সকল কারণে প্রথমে গোপন তদন্ত দ্বারা অপরাধী ঐ সময় ঐ গৃহে উপস্থিত আছে তা নিশ্চিত-রূপে জেনে তবে ঐ গৃহে রক্ষীদের হানা দেওয়া কর্তব্য। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

"আমি সন্দেহ করে আমার ভৃত্যকে পাকড়াও করার পর সে স্বীকার করলে যে সে ঐ অপহৃত সোনার ঘড়ি অমুক স্থানের অমুক ফার্মের নেপালী দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করেছে। গোপন তদন্ত দ্বারা আমি এও জানতে পারি যে তার ডিউটি থাকে রাত্রি বারোটা হতে সকাল

---

* কোনও ভাড়াটিয়ার অবর্তমানে কাহারও বাক্স ভাঙার প্রয়োজন হলে ঐ বাক্সর বাকি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য লিষ্ট করে বাড়িওয়ালার জিম্মায় রেখে আসা হয়। কেহ কেহ উহাদের কোতোয়ালীতেও এনে রেখেছেন।

ছয়টা। কিন্তু উহার বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও সংবাদ আমি সংগ্রহ করতে পারি নি। এর পর আমি চাকরকে থানায় এনে তদন্তকারী রক্ষীকে অনুরোধ করি, "দিবা ভাগে অপরাধীকে ঐ ফার্মে কখনও নিয়ে যাবেন না। আসুন আমরা রাত্রিযোগে ঐস্থানে এসে প্রথমে ঐ দরোয়ানকে পাকড়াও করি।" কিন্তু ঐ রক্ষী আমার পরামর্শ না শুনে দিবা ভাগেই ঐ ফার্মের সাহেবের নিকট দরোয়ান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবার্তা করে এলেন এবং এর ফলে ঐ দরোয়ান খবর পেয়ে সেই যে পলায়ন করলো, আজও পর্যন্ত তার আর কোনও সংবাদই পাওয়া গেল না।"

অপর দিকে অন্যান্য শান্তিরক্ষীরা বলে থাকেন যে অনন্তকাল ধরে অপরাধীর গৃহে উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করা চলে না। এদের কেউ এ কথাও বলেন যে আসামী উপস্থিত থাকায় বরং প্রামাণ্য দ্রব্যাদি সে সত্বর বিনষ্ট করে ফেলবার সুযোগ পায়। সে উপস্থিত না থাকলে তার আত্মীয়েরা এইরূপ অপকার্য কদাচ করতে পারতো না। আত্মীয়গণ কোন দ্রব্যটি অপরাধীর বিরুদ্ধে যাবে তা অবগত না থাকায় তারা বরং সরল চিত্তে বহু প্রামাণ্য দ্রব্য নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে এনে দিয়েছে এবং এই সম্বন্ধে বহু মূল্যবান বিবৃতিও তারা সরল চিত্তে পুলিশের নিকট প্রদান করেছে। অপরাধী স্বয়ং ঐ স্থানে উপস্থিত থাকলে এই সব ব্যাপারে সে তার আত্মীয় স্বজনকে সাবধান করে দিতে পারতো; এমন কি পুলিশ তাদের গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে বহু প্রামাণ্য দ্রব্য তারা বিনষ্ট কিংবা অন্যত্র পাচার করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য বাটী ঘেরাও, সাক্ষী-সংগ্রহ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্যের জন্য যে সময়টুকু ব্যয় করতে রক্ষিগণ বাধ্য হন, সেই সময়টুকু অপরাধীর পক্ষে ঐ রূপ অপকার্যের জন্য যথেষ্ট। বরং অপরাধীর অবর্তমানে তার আত্মীয় স্বজনকে ধাপ্পা দ্বারা বিভ্রান্ত করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই মতাবলম্বী রক্ষীরা

আরও বলে থাকেন, অপরাধীর অবর্তমানে তার যে কোনও আত্মীয়ের হেপাজতীতে অপহৃত দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে তাকেই তাঁরা গ্রেপ্তার করবেন—অবশ্য যদি তাঁরা বুঝেন যে ঐরূপ পরিস্থিতিতে অপরাধীর উপর উহার হেপাজতীর দায়িত্ব আরোপ করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন কি উচিত মনে হলে যার নিকট ঐ দ্রব্য পাওয়া যাবে তাকেও প্রকৃত অপরাধীর সহিত একত্রে বামাল গ্রহণের অপরাধে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করতে হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ আত্মীয় ব্যক্তি যার নিকট বামাল পাওয়া গেল, সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা পরিহার করে প্রাণের দায়ে প্রমাণ করবেন, অপরাধী তিনি নন, প্রকৃত অপরাধী তাঁর ঐ আত্মীয় ব্যক্তিই। এইরূপ ভাবে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ না হলে ঐ আত্মীয় ব্যক্তি আত্মীয়তার কারণে কখনও প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে ঐরূপ বিবৃতি প্রদান করতো না। প্রকৃত অপরাধী এইরূপ ক্ষেত্রে আদালতে বিচারের জন্য একক সোপর্দ হলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতো যে ঐ অপহৃত দ্রব্য তার নিকট পাওয়া যায় নি। উহা পাওয়া গিয়েছে তাঁর ঐ আত্মীয়ের নিকট, সুতরাং সে একজন নির্দোষ ব্যক্তি এবং এইভাবে প্রমাণের অভাবে অপরাধী স্বয়ং এবং সোপর্দ না হওয়ায় তাঁর আত্মীয়—এই উভয় ব্যক্তিই ঐ অপরাধের দায় হতে মুক্তি লাভ করতো। এইরূপ সোপর্দকরণ ও উহার বিচার ব্যবস্থাকে রক্ষিগণ "গলা কাটাকাটি" ডিফেন্স বা পক্ষ সমর্থন নামে অভিহিত করে থাকেন।

এইসকল রক্ষী আরও বলে থাকেন যে হেপাজতীর অপরাধে স্ত্রী, ভাই, ভগিনীপতি বা পিতামাতা, পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজন অকারণে ধৃতিকৃত হয়েছে জেনে পলাতক আসামিগণ এমনিই ফিরে এসে ধরা দিয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ এইরূপ অবস্থায় নির্দোষ আত্মীয় স্বজনকে চোরাই দ্রব্যের হেপাজতীর (Possession) দায় হতে নিষ্কৃতি দেবার

জন্য হাকিমের নিকট স্বকীয় অপরাধের একরার বা স্বীকৃতিও প্রদান করে এবং এর ফলে রক্ষিগণকে তাদের বিরুদ্ধে ঐ অপরাধের জন্য অন্য কোনও প্রমাণ দায়ের করার দায়িত্ব নিতে হয় নি। থানা-তল্লাসীর সময় কোনও প্রামাণ্য বা অপহৃত বা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি শত্রুপক্ষ কর্তৃক খুঁজে দেওয়া (Planting) হয়েছে কিনা, সেই সম্বন্ধেও অবহিত থাকা প্রয়োজন। এই সকল কারণে ফরিয়াদী পক্ষের যাকে তাকে সঙ্গে না নেওয়া উচিত এবং তাদের সনাক্তকরণের জন্য সঙ্গে নিলেও তাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। * যদি কোনও প্রামাণ্য দ্রব্য বাহিরের লোক নাগাল পায় এমন স্থানে, যথা—জানালার ধারে বা প্রধান দরজার নিকট থাকে তাহলে রক্ষীমাত্রেরই সন্দিগ্ধ হয়ে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, 'তাহার সহিত কাহারও কলহ বা শত্রুতা আছে কি না ? এবং এই দ্রব্য এইস্থানে পাওয়ার ব্যাপারে কারো উপর তার সন্দেহ হচ্ছে কি'না ?' এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

"অমুক গুপ্তচর আমাকে সংবাদ দিল অমুক ব্যক্তির দোকানে একটি থলিয়ায় একটি বেলাইসেন্সী পিস্তল রক্ষিত আছে। আমরা তল্লাসী পরোয়ানার সাহায্যে ঐ দোকান তল্লাসী করে একটি শাকসব্জি ভর্তি থলিয়ার মধ্য হতে ঐ পিস্তলটি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। প্রবেশ পথের নিকট যে চৌকিটার উপর বসে দোকানি বেচা-কেনা করে, সেই চৌকিটার নিম্নে ঐ বামাল অবিন্যস্ত ভাবে রক্ষিত ছিল। ঐ দ্রব্য

---

* অবশ্য ফরিয়াদি কিংবা তার আপন কাউকে সঙ্গে রাখা ভালো, তা না হলে সনাক্তকারকের অভাবে বহু দ্রব্য আকৃতিগত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অকারণে গ্রহণ করে রক্ষিগণ মিছামিছি হয়রানি হয়েছেন।

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় ঐ দোকানদার বলেছিল যে এক নাম-না-জানা নূতন খরিদ্দার গতকল্য কিছু দ্রব্য কেনার আছিলায় ঐ দোকানে এসে উহা ঐখানে রেখে এখনি ফিরে আসছি ব'লে চলে গিয়েছে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে আর ফিরে নাই।"

আসামী পুলিশের আয়ত্তাধীন থাকলে তাহার সম্মুখেই তাহার গৃহ খানা-তল্লাসী করা ভালো, উপরন্তু দুই বা ততোধিক স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তবে রক্ষিগণ কাহারও বাটীতে প্রবেশ করবেন।

[এই সকল সাক্ষী সাধারণত মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র গৃহস্থ হয়ে থাকে। ধনী বা শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহায়তা এই কার্যে কমই পাওয়া যায়। এঁরা স্থানীয় ব্যক্তি বা পাড়াপড়শী হওয়াতে অপরাধিগণের পক্ষে উপরোধ বা উৎকোচের সাহায্যে তাদের বশীভূত করা অসম্ভব নয়। অথচ আইনানুযায়ী স্থানীয় ব্যক্তিদেরই মাত্র তল্লাসীর সাক্ষীরূপে নেওয়ার রীতি আছে। এই সকল কারণে চতুর রক্ষিগণ দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সহিত আরও দুইজন হাতের লোক বা ভিন্ন পাড়ার ব্যক্তিকে সাক্ষী করেথাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষীকে বশীভূত করা হ'লে অপর দুইজন সাক্ষী দ্বারা মামলা প্রমাণ করা যেতে পারবে। কোনও কোনও রক্ষী ভিন্নপাড়ার সাক্ষীদের নামের পার্শ্বে তার বাড়ির নম্বর না লিখে মাত্র রাস্তার নাম লিখে রাখেন, যাতে করে তল্লাসপত্র হ'তে অপরাধী সাক্ষীর ঠিকানা জেনে তাকে ধরাধরি করতে না পারে।]

কোনও অপহৃত বা প্রামাণ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হলে ঐগুলি উপরোক্ত সাক্ষীদ্বয়ের (এবং আসামী উপস্থিত থাকলে তাহারও) সম্মুখে ঐ সকল দ্রব্য 'নির্দিষ্ট ছাপা কাগজে' তালিকাভুক্ত করে নিতে রক্ষিগণ বাধ্য। এইরূপ এক তালিকা তৈরি করার পর ঐ তালিকা-পত্রের উপর ঐ সাক্ষীদ্বয়ের এবং আসামীর, (অবশ্য সে রাজী হলে) দস্তখত নেওয়া রক্ষীদের অবশ্য

কতব্য। এই তল্লাস-পত্রের একটি হুবহু কপি বা নকল রক্ষিগণ গৃহ-স্বামীকে প্রদান করতেও আইনানুযায়ী বাধ্য থাকবেন।

এই থানা-তল্লাসী সম্পর্কে রক্ষিগণের উচিত নিম্নোক্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা, আইনানুযায়ী এইরূপ কয়েকটি সাবধানতার প্রয়োজন আছে।

বাটী, গৃহ বা বিপণিতে প্রবেশ করার পূর্বেই তল্লাস-সাক্ষীদের সংগ্রহ করতে হবে, এবং ঐ বাটীর অধিবাসী কোনও এক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে বলতে হবে, তারা যেন রক্ষীদের এবং সাক্ষীদের দেহ পূর্বাহ্লেই তল্লাস করে দেখে নেন, যাতে করে প্রশ্ন না উঠে যে কোনও এক দ্রব্য ঐ বাটীতে বা দোকানে ছিল না, বাহির হতে আগন্তকরাই উহাদের আমদানী করেছে। আইনানুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে রক্ষিগণ সর্বদাই বাধ্য। সাক্ষিগণকে সম্মুখ ভাগে রেখে ঐ গৃহে প্রবেশ করা ভালো, বিশেষ করে কোনও পুরুষ গৃহে না থাকলে, অন্যথায় রক্ষীদের অকারণে বিপদ হতে পারে। এমন বহু অসৎ নারী আছে, যারা এই সুযোগে মিথ্যা অপবাদ দ্বারা যুবক রক্ষীদের বিপদে ফেলে। নিম্নে এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক মাড়োয়ারী কোটিপতি; কোটি টাকার সম্পত্তি এবং তৎসহ্ দুইজন যুবতী স্ত্রী (রাণী) রেখে ইহলোক ত্যাগ করলে, দশ লক্ষ টাকা মূল্যের জহরতের মালিকানা নিয়ে উভয় স্ত্রীর মধ্যে মামলা বাধলো। মামলাটি ছিল বিশ্বাসঘাতকতা এবং তছরূপের। ছোট রাণী না'কি তাঁর প্রাসাদে ঐগুলি ইতিমধ্যেই সরিয়ে রেখেছেন। বড় রাণীর অভিযোগ ক্রমে আদালত হ'তে এক তল্লাসী পরোয়ানা বাহির হয় এবং উহা জারি করার ভার পড়ে আমার উপর। এইদিন মধ্যাহ্নে ফরিয়াদী পক্ষীয় উকিল, লোকজন এবং সিপাহী শান্ত্রী সমভিব্যাহারে আমি বিপক্ষ

পক্ষীয় ছোটরাণীর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলাম। বলাবাহুল্য আইনানু-যায়ী দুইজন স্থানীয় সাক্ষীও সঙ্গে এনেছিলাম। উপরে উঠে একটি কক্ষের দ্বারে কিছুক্ষণ করাঘাত করার পর এক অপরূপ সুন্দরী অষ্টাদশী বিধবা নারী বার হয়ে এসে দৃঢ়স্বরে জানালো 'আপলোক কেয়া মাঙতা ?' তাকে একটু বুঝিয়ে উত্তর করলাম, 'তল্লাসী পরোয়ানা হ্যায়, যো কুছ্ মিলেগা, লিস্ট বানাকে আপকা হেপাজতমে ছোড় দেঙ্গা। আদালতকো ভি এইসেন হুকুম হ্যায়। মেহেরবানি করকে জহরৎ উহরৎ যো কুছ হ্যায় নিকাল দিজিয়ে।'—'তল্লাসী নেহি করনে সেকেঙ্গে, উস্‌মে হামারি বেইজ্জতি হোঙ্গে,' উদ্দীপ্ত স্বরে মহিলাটি উত্তর করলে, 'লেজীয়ে দশ হাজার রুপেয়া, হামারী ইজ্জত রাখিয়ে। নেহিতো যবতক্ মেরি উকিল বাবু না আওত তব তক ঠার যাইয়ে।' আমি কিন্তু মহিলাটির এই প্রস্তাবে রাজি হতে পারি নি, কারণ ফরিয়াদী পক্ষীয়েরা মত প্রকাশ করলেন, দেরি করলে জহরতাদি অন্যত্র পাচার হয়ে যেতে পারে। আমার অস্বীকৃতি মহিলাটিকে আশ্চর্যান্বিত করে তুলেছিল; তিনি এইবার ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, 'মেরি উকিলবাবু পরোয়ানা হাকিমসে আভি আপোষ লেঙ্গে, বিশ হাজার আপকো দেতা, আপ আধাঘণ্টা ঠার যাইয়ে।' উত্তরে বিরক্ত হয়ে আমি জানালাম, 'লাখো রুপেয়া ভি হাম নেহি লেঙ্গা, হাম ইনামদারী আদমী হ্যায়।'

'কেয়া ? নেহি লেঙ্গা ?' উদ্দীপ্ত স্বরে মহিলাটি বললেন, 'আচ্ছা আপ আইয়ে।' আমি দরজার চৌকাঠ পার হয়েছি মাত্র—সিপাহী, শান্ত্রী, সাক্ষীদ্বয় ও ফরিয়াদী পক্ষীয় ব্যক্তিরা তখনও চৌকাঠের এপারে। এমন সময়, মহিলাটি ছুটে বার্নিশ করা বৃহৎ কাঠের দরজা সশব্দে বন্ধ করে ভিতর হতে চাবি লাগিয়ে চাবিটি তাঁর আঁচলে বেঁধে ফেললেন। আমি অবাক হয়ে উপলব্ধি করলাম, আমি একাকী ঐ বৃহৎ কক্ষে আবদ্ধ

হয়ে গিয়েছি, বাড়ির গঠন এমনিই যে চিৎকার করলেও আমার কণ্ঠস্বর দরজার ওপারে পৌঁছবে না। এদিকে দরজা এমনই মজবুত যে উহা সহজে ভেঙে ফেলাও সম্ভব নয়।

সহসা লক্ষ্য করলাম, মহিলাটি গায়ের আঁচল ফেলে দিয়ে, গাত্রাবরণ বডিস্‌টি স্থানে স্থানে ছিঁড়ে, নগ্ন গাত্র হয়ে চিৎকার শুরু করে দিলে, 'মেরি ইজ্জত লে লিয়া।' মাত্র এইটুকুই নয়, ঐ ঘরে ন্যস্ত টেলিফোন উঠিয়ে দুইজন বড় বড় আইন ব্যবসায়ীকে জানিয়ে দিলেন, 'জলদী আ যাইয়ে। বিশ হাজার রুপেয়া কবুল, হামারা ইজ্জত রাখিয়ে, পুলিশকো বাবু মেইনে বেইজ্জতি করতা হ্যায়।'

আমার তৎকালীন অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমার হাত পা ও বক্ষ দুরু দুরু করে কাঁপছিল। ভয়ে ভাবনায় ও লজ্জায় আমি হতবাক। প্রতি মুহূর্তে আমি আশঙ্কা করছিলাম, আসামী পক্ষীয় অমুক অমুক উকিল এসে আমাকে এতদবস্থায় দেখে ফেলবেন; মহিলাটি তাদের নিকট আমার বিরুদ্ধে কিরূপ অপবাদ দেবে তা ভেবে আমি মুহুর্মুহু মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল, হে ধরণী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। আমি টলতে টলতে কিছুটা পিছিয়ে এসে চুপ করে পার্শ্বের একটি সোফায় বসে পড়লাম। এ কক্ষে তখন আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী; আমি, ঐ মহিলাটি (ছোট রাণী) এবং তার এক দাসী। দাসীকে এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করি নি।

ঐ দাসীটিকে নিশ্চয় আমার আচরণ সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শীরূপে খাড়া করা হবে। বুঝলাম আমার আর অব্যাহতি নেই, আমার অবস্থা তখন পূজার ছাগ শিশুর ন্যায়।

টেলিফোনটির সদ্ব্যবহার শেষ করে মহিলাটি এইবার আমার দিকে তাকালেন এবং আমার তৎকালীন অবস্থা বুঝে একটু হেসেও ফেললেন।

এর পর দাসীটিকে ধমক দিয়ে বললেন, ‘কেয়া করতা ? দেখতা নেহি বাবুকো পচনা নিকালতা। পাখা খুল দেও, মিঠা পানি লে’আও।’

দাসী মুচকি হেসে চলে গেলে, মহিলাটি আমার গা ঘেঁসে বসলেন তাঁর নগ্ন বক্ষ আবৃত না করেই এবং তারপর একটি বাহু আমার গলদেশে অর্পণ করে হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, ‘কেয়া শোচতা ? কাহে ডরতা ? হাম দুষমণ নেহি।’ এর পর সে সোহাগ ভরে তার গণ্ডদেশ আমার গণ্ডের উপর অর্পণ করলো। আমি নিশ্চল পাথরের মত বসে আছি, ‘যা কিছুই না তুমি করো আমি তাতে একটুও সাড়া দেবো না’ এইরূপ একটা ভাব ও সঙ্কল্প নিয়ে। এমনি সময় মহিলাটির উকিলদ্বয় এসে বাহির হতে হাঁক ডাক শুরু করলে মহিলাটি দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। মহিলাটির উকিলদ্বয়ের নিকট আমি পূর্ব হতেই পরিচিত ছিলাম, আমার প্রতি তাঁদের ধারণাও ছিল ভালো। অবাক হয়ে তাঁদের একজন বললেন, ‘আরে ই বাবু ? ই বাবু তো আচ্ছা আদমী। ই আপকো ইজ্জত লিয়া ? নেহি নেহি নেহি—।’ দৃঢ়স্বরে মহিলাটি তাদের কথার প্রত্যুত্তর করলো, ‘ইজ্জত তো লিয়াই ? মেরি ঘর তল্লাসী করা, উসমেই ইজ্জত গ’য়া। আউর কেয়া ইজ্জত লেঙ্গে ?’

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

অপতদন্ত—বিবৃতি গ্রহণ

কোনও অপরাধ বা অপরাধী সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌছতে হ'লে রক্ষিগণকে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়, যথা—অকুস্থল পরিদর্শন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং বিবৃতি গ্রহণ। যে কোনও রূপে সাক্ষ্যসাবুত সংগৃহীত হউক না কেন, পরিশেষে কোনও না কোনও এক ব্যক্তির মৌখিক বা লিখিত বিবৃতিতে উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা মাত্র বিবৃতি গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

আমরা অপরাধ নির্ণয়ার্থে তিন শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট বিবৃতি গ্রহণ করে থাকি, যথা—(১) অভিযোগকারী বা ফরিয়াদি এবং তদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, (২) নিরপেক্ষ সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী, (৩) অপরাধী বা আসামী এবং তদ্‌পক্ষীয় ব্যক্তি।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে আইনানুসারে অপরাধী বা আসামী ব্যতীত অপর সকল ব্যক্তিকেই আমরা সাক্ষীরূপে অবহিত করে থাকি, যদিও অভিযোগকারী এবং তদ্‌পক্ষীয় ব্যক্তিকে আমরা নিরপেক্ষ সাক্ষী বলি না। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির জবানবন্দী নেবার সময় আমরা বিভিন্নরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি। বিবৃতি গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্য তথ্য অবগত হওয়া। এইজন্য কে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা বললো কিংবা সত্য গোপন করলো তা রক্ষিগণকে অপরাধ-নির্ণয়ার্থে জ্ঞাত হতে হবে। দল বেঁধে মিথ্যা বলে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করার নজীর বহু আছে। এই সম্বন্ধে রক্ষিগণের সর্বদা সচেতন থাকা প্রয়োজন।

সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের বিবৃতি গ্রহণের বিশেষ বিশেষ রীতি আছে। এমন বহু সাক্ষী আছে যারা তাদের মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। এতদ্ব্যতীত মামলা সম্পর্কে কোন্ কাহিনীটির প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে এদের সম্যক ধারণাও থাকে না। এদের কেহ কেহ সমধিক স্মরণ শক্তির অভাবে বহু তথ্য প্রকাশ করতে ভুলেও গিয়েছে। এদের কেহ কেহ ঘটনার দিন এবং সময় সম্বন্ধে উল্টা বিবৃতি দিয়ে বসেছে, কেহ কেহ ঘটনার কোন্ অংশটি প্রথমে ঘটেছে এবং উহার কোন্ অংশটি পরে ঘটেছে তা বুঝিয়ে বলতে পারে নি। এরা বিবৃতি দিবার সময় বহু স্থলে শেষের ঘটনাটি প্রথমে বলে রক্ষিগণকে বিভ্রান্ত করেছে, হায়রানিও। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষিগণ উত্তেজিত, ভীত বা ক্রুদ্ধ এবং মুহ্যমান (শোকে) অবস্থাতেও থাকেন।

উপরোক্ত কারণে প্রথমেই কোনও সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত নয়। কোনও কোনও রক্ষী সাক্ষিগণের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লেখা-লিখিও শুরু করে দিয়েছেন এবং এর ফলে ঐ সকল বিবৃতি সম্বলিত কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে তাদের ঐ ব্যক্তির বিবৃতি নূতন করে লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। ইহার কারণ উহাদের বিবৃতির কিছুটা লিপিবদ্ধ করার পর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে পূর্বাপর ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই এবং সাক্ষিগণ তাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে না বলতে পারায় বহু ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে একজন সাক্ষীর বিবৃতির সহিত অপর একজন সাক্ষীর বিবৃতির মিল নেই, এইরূপ অবস্থায় কে সত্য এবং কে মিথ্যা বলছে তা বুঝা যায় নি। এইরূপ অবস্থায় বহু রক্ষী হতাশ হয়েও পড়েছেন, কিছুটা ক্লান্তও। বস্তুতপক্ষে কিন্তু তাঁদের এইরূপ হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সাক্ষীই আপন আপন ধ্যান ধারণা অনুযায়ী হয়ত সত্য কথাই বলেছে,

কিন্তু নানা কারণে তা তারা গুছিয়ে বা বুঝিয়ে বা স্মরণ করে বল্‌তে পারে নি।

এই সকল কারণে তদন্তকারী রক্ষীদের উচিত প্রথমে কাহারও বিবৃতি লিপিবদ্ধ না করে তাদের কাছ হ'তে বক্তব্য বিষয় ধীর ভাবে শুনে নেওয়া এবং তার পর বুদ্ধিমত্তার সহিত সতর্ক ভাবে প্রশ্নোত্তর দ্বারা, প্রয়োজন হলে কিছুটা জেরা করেও, তাঁদের নিকট হতে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কথার জের টেনে কোনরূপ বোধাত্মক অগ্রগামী প্রশ্ন বা লিডিঙ্‌ কোশ্চেন বা সাজেশন তাদের উপর প্রয়োগ করা উচিত হবে না। এইরূপ অবস্থায় সরল-মনা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ রক্ষীদের প্রশ্নের উত্তরে বিনা দ্বিধায় সায় দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করে দিয়ে থাকে।

সাক্ষিগণকে কখনও একত্রে অধিকক্ষণ এক স্থানে বসে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। এইরূপ অবস্থায় তারা ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের সহিত আলোচনা করে তাদের 'না দেখা এবং না জানা' রূপ ফাঁক সকল পূরণ করে নিয়ে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যেন সত্য সত্যই তারা তা দেখেছে।

উপরোক্ত কারণে সাক্ষীদের পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। এর পর যদি দেখা যায় যে দুইটি বা তিনটি বিবৃতির মধ্যে কোনও মূল বিষয়ে গরমিল আছে তাহলে তাদের পরস্পরকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে, প্রায়োজন হলে মুকাবিলা করে এই সকল গরমিলের একটি সম্ভাব্যরূপ মীমাংসা করে নিতে হবে। পূর্বাহ্ণেই এবংবিধ সতর্কতা অবলম্বন করে যথাযথ বিবৃতি লিপিবদ্ধ না করলে বিচারক বা জুরি মহোদয়গণ এই উভয় সাক্ষীরই বিবৃতি মিথ্যা ব'লে নাকচ করে দিয়ে থাকেন। যদি বুঝা যায় এদের একজন মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তাহলে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করলেও তাঁকে আদালতে পেশ না করা ভালো।

কোনও কোনও রক্ষী সন্দেহবশে এদেরও সহযোগী অপরাধী রূপে গ্রেপ্তার করে পরে প্রমাণের অভাবে তাদের মুক্তি দিয়েছেন। একবার অপরাধী বা আসামীর পর্যায়ভুক্ত হলে তারা আদালতে অপরাধীর পক্ষে সাক্ষী দিলেও তাহা বিশেষ কার্যকরী হয় না।

এইভাবে সাক্ষিগণ প্রকৃত পক্ষে কতটুকু দেখেছে বা জেনেছে তা উপলব্ধি করার পর রক্ষীদের উচিত তাদের বিবৃতি সমূহ একে একে লিপিবদ্ধ করা। এই সম্পর্কে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো। বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"অমুক প্রৌঢ় ভদ্র ব্যক্তি এইদিন এক সাংঘাতিক মামলার এজাহার দিয়ে বসলেন। আমি তাঁর সহিত অধিক বাক্যালাপ ব্যতিরেকে 'খুন হয়েছে' শুনা মাত্র তাঁর এজাহার লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলাম—

'আমার নাম অমুক, পিতার নাম ৺ অমুক, নিবাস সাং—। ইত্যাদি! অমুক ঠিকানায় আমি বসবাস করি। অদ্য সকালে আমার প্রতিবেশী সহসা ছুরি হাতে আমাদের বাটী আসে। আমি এর পরই চিৎকার শুনতে পাই, এবং দৌড়ে এসে দেখি আমার ভ্রাতা রক্তাক্ত কলেবরে শুয়ে রয়েছে। ঐ ভদ্রলোক একজন জাপান দেশীয় গুপ্তচর। ওরা বহু মন্ত্রতন্ত্রও জানে। একরকম রশ্মি এরা বার করেছে যাতে ছুরি ব্যতিরেকেও ওরা হত্যা করতে সক্ষম!'

এই পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে আমি বুঝতে পারলাম যে ঐ ভদ্রলোক অন্যান্য বিষয়ে সহজ মানুষ হলেও এই একটি বিষয়ে সে উন্মাদ। আমি বুঝলাম আমার সমস্ত শ্রম পণ্ড হলো এবং একটি সরকারী কাগজ (F. I. R. ফর্ম) নষ্ট করলাম।

কোনও ঘটনার অব্যবহিত পরেই সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করা উচিত, তা' না হলে তারা ঘটনার বহু অংশ ভুলে যায়। মোটর এক্সিডেণ্ট

মামলা সম্পর্কে এইরূপ ত্বরিত ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে মোটর দুর্ঘটনা সহসা ঘটে, ইহার জন্য মানুষের মন প্রস্তুত থাকে না। এই কারণে সাধারণ মানুষ ঘটনাটি কদাচ পরিলক্ষ্য করতে পেরেছে। কেবল মাত্র একটা আওয়াজ শুনে কর্মব্যস্ত লোক চোখ তুলে তা দেখেছে এবং উপলব্ধি করেছে। বহুক্ষেত্রে মানুষ উহা ঠিক ভাবে না দেখলেও উহা সে উপলব্ধি করে। দ্রুত গতিতে ঘটনাস্থলে গেলে সাক্ষিগণ প্রায়শ ক্ষেত্রে বলেছে, আওয়াজ শুনে চোখ তুলে দেখলাম, ঐ গাড়িটা এইখানে এবং এই গাড়িটা এইখানে পড়ে রয়েছে, কিরূপে সংঘাত ঘটলো তা আমরা দেখি নি। কিংবা এদের একজন এ-ও বলতে পারে, "দেখলাম ঐ গাড়িটা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলেছে, তারপর শুনলাম একটা আওয়াজ ইত্যাদি।" কোনও ঘটনার পূর্বাপর অবস্থা কেউ কেউ দেখলেও মূল ঘটনাটি কম লোকই দেখে থাকে বা সে তা বিবৃত করতে পারে। কিন্তু রক্ষিগণ যদি বহুক্ষণ বা দুই একদিন পর ঘটনাস্থলে তদন্ত করেন, তা' হলে তাঁরা সাক্ষীদের যে বিবৃতি পান তা বহুক্ষেত্রেই সর্বাংশে সত্য হয় নি। সময়ের ব্যবধানে সাক্ষিগণ চিন্তা করে বুঝতে চেষ্টা করে দুর্ঘটনা সত্য সত্য কিরূপে ঘটেছিল। এই সময় উহাদের যা কিছু সহানুভূতি তাহা আহত বা নিহত পথচারীর উপর বর্তায়, বিশেষ করে সাক্ষী যদি মোটর বিহারী না হয়। পুন পুন চিন্তা দ্বারা না দেখা রূপ ফাঁক পুরণ করে নিয়ে তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে ঘটনাটি তারা পুরাপুরি দেখেছে। হিংসা, ক্রোধ, সহানুভূতি প্রভৃতির কারণে তাদের চিন্তা ধারা আহত পথচারীর পক্ষে এবং মোটর চালকের বিপক্ষে প্রবাহিত হয়েছে। কারুর কারুর মন বারে বারে বলেছে, "ওরা বড়লোক, আমরা গরিব, তাই এমন করে চাপা দেবে? ছেৎ!" অপর পক্ষে যে সকল সাক্ষী মোটর বিহারী বা চালক, তাদের বদ্ধমূল

ধারণা থাকে, এদেশের লোক পথ চলতে জানেনা। ইচ্ছে করে দৌড়ে তারা চাপা পড়ে মোটর চালককে অযথা বিপদগ্রস্ত করে। এইরূপ অভিজ্ঞতা প্রসূত চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে তারা বুঝে নিয়ে থাকে যত দোষ তা ঐ পথচারীরই। কিন্তু রক্ষিগণ যদি যথা সত্বর অকুস্থলে এসে এই সকল সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করতেন তা' হলে তারা সময়ের ব্যবধানে তাদের "না দেখা" রূপ ফাঁক সকল স্ব স্ব ধারণানুযায়ী পুরণ করে নেবার সুযোগ পেতো না।

এক একজন সাক্ষীর পরিদর্শন বা অবলোকন শক্তি এবং উহার সুযোগও, এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। কোন এক অপরাধী তিন জন সাক্ষীর সম্মুখে এক ব্যক্তির শিরে বোতলের বাড়ি মেরে সাংঘাতিক রূপে তাকে আহত করলো। এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে একজন সাক্ষী বলেছিল, সে মাত্র ঐ বোতলটি অপরাধীকে ছুঁড়তে দেখেছে। অপর সাক্ষী এই সম্বন্ধে বলেছিল যে সে মাত্র বোতলটি ঐ আহত ব্যক্তির মস্তকের উপর সবেগে পড়তে দেখেছে। এই সম্বন্ধে তৃতীয় সাক্ষী এজাহার দিয়েছে যে সে মাত্র বোতলের কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে মাটির উপর ছড়িয়ে পড়তে দেখেছে. কিন্তু কে যে ঐ বোতল ছুঁড়লো তা সে দেখতে পায় নি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই তিনজন সাক্ষীই আপন আপন ধারণামত সত্য কথাই বলেছে।

এক একজন সাক্ষীর স্মরণ এবং বোধ শক্তিও এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। এই কারণে অভিজ্ঞ রক্ষিগণ এই সকল সাক্ষীদের ঘটনাস্থলে নিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দ্রব্য এবং দৃশ্যাদি অবলোকন করে তার বহু কাহিনী মনে পড়ে গিয়েছে যা সে সময়ের ব্যবধানে ভুলে গিয়েছিল। এই সকল কাহিনী অন্য কোনও স্থানে জিজ্ঞাসিত হলে সে কিছুতেই হয়তো তা স্মরণ করতে

পারতো না। হয়তো কোনও একজন সাক্ষী বললো ঘটনাটি ওখানকার আমগাছের নিম্নে ঘটেছিল। কিন্তু তাকে ঐ আমগাছের নিকট নিয়ে গেলে সে তার ভুল সংশোধন করে বলবে, না না ওখানে তো নয়, ঐ ঘটনাটা ঘটেছিল ঐ ঘাটের সানের নিকট ইত্যাদি। ঘটনাস্থলে এই সকল সাক্ষীদের এনে প্রথমেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত হবে না। এদের কিছুক্ষণ যাবৎ ভাববার সময় দিতে হবে তা' হলে ধীরে ধীরে তারা বহু সত্য স্মৃতি পথে নিয়ে আসতে পারবে।

মানুষ একটি ঘটনা অপর এক ঘটনার সহযোগে মনে রাখে। দ্বিতীয় ঘটনাটি মনে পড়লে প্রথমটিও মনে পড়ে যায়। ইংরাজীতে ইহাকে বলে এশোশিয়েশন অব থট বা চিন্তাধারার সহসমাবেশ। ধরুন একজনের রোল নম্বর ১৮, এবং আমার বাড়ির নম্বরও ১৮, অতএব ঐ রোল নম্বর আমার সহজেই মনে থাকবে।

বহু সাক্ষী আছে যারা ঘটনার মাস বা তারিখ মনে করে বলতে অক্ষম থাকে। এদের মধ্যে যারা গ্রাম্য বা নিরক্ষর তাদের রক্ষিগণ বলে থাকেন, "আচ্ছা, আপনার গ্রামের সেই মেলার কথা মনে আছে তো? ঐ মেলা বসবার কতোদিন আগে বা পরে ঐ ঘটনাটি ওখানে ঘটেছিল?" এদের মধ্যে যারা শিক্ষিত বা বিজ্ঞ তাদের রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করে থাকেন, "আচ্ছা অমুক রাজনৈতিক ঘটনার কতোদিন পূর্বে বা পরে এই ঘটনাটি এইখানে ঘটেছিল?" কোনও পূজা, পার্বন কাহারও মৃত্যু বিবাহ জন্ম ও আগমন প্রভৃতি উপলক্ষ করেও এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। এইভাবে হিসাব করে রক্ষিগণ সাক্ষীদের নিকট হতে ঘটনার প্রকৃত মাস এবং তারিখ সহজে অবগত হয়ে থাকেন।

এমন বহু সাক্ষী আছে যারা এক স্থান হতে অপর স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন। একজন হয়তো এজাহারে

বলবেন উহার দূরত্ব হবে ২০০ গজ এবং অপরজন হয়তো বলে বসবে, না ৫০ গজ। অথচ প্রকৃতপক্ষে ঐ স্থানের দূরত্ব ৯০ গজ মাত্র। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষিগণ ঐ সাক্ষীকে কয়েক গজ স্থান হাঁটিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করেছেন, আচ্ছা বলুন তো আপনি কতোদূর হেঁটে এলেন? সাক্ষীর প্রত্যুত্তর হতে রক্ষিগণ বুঝে নিতে পারবেন স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে সাক্ষীর স্বকীয় ধারণা কিরূপ? এই ভাবে সাক্ষীদের বিভিন্ন বিবৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য এনে রক্ষীদের উচিত হবে সাক্ষীদের এই ভুল সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়া, যাতে তারা এইরূপ ভুল আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় পুনরায় না করে বসে। এতদ্ব্যতীত দূর হতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে দেখে বহু সাক্ষী বলেছেন, "আমি তো একজন বালককে দেখেছি।" বলা বাহুল্য দূরত্বের কারণে বড় দ্রব্যকে ছোট রূপে প্রতীত হওয়া অসম্ভব নয়। উচ্চ ছাদ হতে যদি নগ্ন গাত্র ও সাদা ধুতি পরিহিত কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে কেহ দেখে, তা'হলে তার মনে হয় ঐ ব্যক্তি একজন অল্প বয়স্ক বালক মাত্র। এইরূপ সম্ভাব্য ভুল ভ্রান্তি সম্বন্ধে সাক্ষিগণকে অবহিত করে রক্ষিগণের তাদের বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত হবে।

এইরূপ ভ্রান্তি সম্বন্ধে "পাগলা মার্ডার" শীর্ষক প্রবন্ধ হতে কয়েক পঙক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"সাক্ষী মলিনা বেশ জোরের সহিত জানালো যে ঐ দিন ঐ সময় সে অপরাধী খোকার নীল রঙের জামার উপর লাল রক্তের দাগ দেখেছে। খোকাবাবু না'কি এই সময় এক গাল পান চিবুতে চিবুতে বার হয়ে আসছিল। অথচ ঐ সময়ের বহু পরে হত্যা কাণ্ডটি সমাধা হয়েছে, এইরূপ প্রমাণ অন্যসূত্রে ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। দুইটি বিশেষ কারণে আমরা মলিনা দেবীর এই বিবৃতি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। যদি এই শার্ট পরে খোকাবাবু পাগলকে খুন করতো তা'হলে রক্ত ফিনকি

দিয়ে ঐ শার্টের বহু অংশ রক্তরঞ্জিত করে দিত। একটি বা দুইটি মাত্র লাল দাগে উহার পরিসমাপ্তি হতো না। কেহ কেহ এরূপ ধারণা করেছিলেন যে হয়তো রক্ত মাখা কুর্তা ছেড়ে শার্ট পরবার সময় উহা ঐ জামায় লেগে গিয়েছে, কিন্তু এদিকে যে ঐ সময় পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড সমাধাই হয় নি। মলিনা দেবীর বিবৃতির একটি অংশ অপ্রমাণিত হলে অপরাপর অংশও মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে অথচ তাহার বিবৃতির অপর অংশ মামলা প্রমাণের জন্য অপরিহার্য ছিল। সত্য অনুধাবন করবার জন্য নিডিলের সাহায্যে নিজ অঙ্গুলি হতে রক্ত বার করে একটুকরা নীল কাপড়ের উপর ন্যস্ত করে দেখি রাত্রিকালে উহা কালো রূপে পরিদৃষ্ট হচ্চে। এর পর আমরা ঐ নীল কাপড়ে পানের পিচ নিক্ষেপ করে দেখি যে রাত্রিকালে উহা লাল বর্ণের দেখাচ্ছে। এইরূপ দুইটি পরীক্ষা জুরি এবং জজের সম্মুখে সমাধা করে আমরা প্রমাণ করি যে ঐ রাত্রে ঐ সময় খোকাবাবুর নীল রঙের জামায় মলিনা দেবী পানের পিচ দেখেছিল, মনুষ্য রক্ত দেখে নাই। এই ভাবে যে মামলা ফেঁসে যাবার উপক্রম হয়েছিল তাকে আমরা অচিরে রক্ষা করতে সমর্থ হই।"

মানুষ যাহা আপন আপন ইন্দ্রিয়াদি যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং স্পর্শের দ্বারা অবগত হয় তাহাই সে দেখেছে, শুনেছে বা জেনেছে বলে বিবৃতি দিয়ে থাকে। ' অপরের নিকট হ'তে শোনা কোনও বিবৃতি আইনানুযায়ী আদালতে গ্রাহ্য হয় না। তবে অবশ্য ঘটনার অব্যবহিত পরে কেহ যদি কাহাকেও ঐ ঘটনা সম্বন্ধে কোনও বিষয় বলে থাকে তা'হলে সে কথা স্বতন্ত্র।

সাধারণত দেখা গিয়েছে যে মানুষের স্পর্শ, স্বাদ এবং গন্ধবোধ প্রায়শ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হয় না। বহু ক্ষেত্রে এইরূপ অবগতি বহু

ভুল ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।* স্পর্শবোধ সম্বন্ধে এই সত্য বিশেষরূপে বলা চলে। মানুষ ছুরিকা বা গুলিবিদ্ধ হলে অর্থাৎ ক্ষত গভীর ভাবে বা সহসা সংঘটিত হলে মানুষ 'শকে' আচ্ছন্ন হয়ে যায়, বহু ক্ষেত্রে প্রথমে তারা বুঝতেই পারেনি যে তার আঘাত অসামান্য। অপর দিকে সামান্য মাত্র আঘাত পেলে লোকে যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। সামান্য আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাদের আঘাতের কারণ সম্বন্ধে যথাযথ বিবৃতি দিতে পারলেও অসামান্য আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি উহার যথাযথ ভাবে বিবৃতি দিতে কদাচ সক্ষম হয়েছে। দাঙ্গাহাঙ্গামায় আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বিবৃতি গ্রহণের সময় রক্ষীদের এই কারণে প্রভূত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে।

[মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিবৃতি অধিকতর সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা উচিত। আমার মতে তারা সুস্থ হয়ে বিবৃতি না দিলে পূর্ব বিবৃতি সম্যক রূপে গ্রহণ করা উচিত হবে না। এই সময় তারা চেতন মনের ন্যায় অবচেতন মনেরও বহু তথ্য উল্টা পাল্টা রূপে প্রকাশ করেছে।

১৯৪৩ সালে কোনও এক জুয়ার আড্ডা তল্লাস করবার সময় একদল দুর্দান্ত সশস্ত্র ব্যক্তি কর্তৃক আমরা আক্রান্ত হই। বিপদ বুঝে আমরা সকলে একে একে পাঁচিল টপকে বার হয়ে আসি, কিন্তু তল্লাসীর জন্যে আনা দুইজন সাক্ষী ভিতরে আটকা পড়ে যায়। তাদের উদ্ধার করবার জন্য ঐ স্থানে পুনরায় প্রবেশ করা মাত্র আমরা ঐ দুর্দান্ত দল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে প্রহৃত হতে থাকি। আমরা সংখ্যায় অল্প ছিলাম

---

* কোনও কোনও সাক্ষীর বর্ণবোধ থাকে কম। ইহাদের কয়েকটি বর্ণ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত কোন বর্ণটির কথা সে বলেছে।

এবং সঙ্গে কোনও অস্ত্রও ছিল না। অতিকষ্টে প্রতি আক্রমণ করে আমরা বার হয়ে আসি কিন্তু তৎপূর্বেই মস্তকে গুরুতর রূপে জখম প্রাপ্ত হই। জ্ঞান হওয়ার পর হাসপাতালে কোনও সহরক্ষীর নিকট আমি একটা বিবৃতিও দিয়েছিলাম। এই বিবৃতি দেবার সময় আমার এমন বহু লোকের নাম মনে আসছিল যার সহিত এই মামলার কোনও সম্পর্কই ছিল না। সুস্থ হওয়ার পর আমার বিবৃতিটি দেখে বুঝতে পারি উহা বহু অংশে ভুল রূপে বিবৃত হয়েছে।]

মানুষের শ্রবণ শক্তি মধ্যমরূপে নির্ভর যোগ্য হয়। এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা কোনও শব্দ কতদূর এবং কোন দিক হতে এসেছে, তা নির্ভুলরূপে বলতে পারেনি। এই সকল কারণে শব্দ সম্পর্কে কোনও বিবৃতি বিশেষরূপে যাচাই করে তবে তা সত্যরূপে গ্রহণ করা উচিত। মানুষের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ইন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষু, কিন্তু এখানেও বহু প্রশ্ন আসতে পারে; কারণ স্মরণ এবং অবলোকন শক্তি সকলের সমান থাকে না। ইউরোপে কোনও রক্ষীদের জন্য নির্দিষ্ট এক ক্লাস রুমে একটি সুন্দরী নারী ভুলক্রমে ঢুকে পড়ে পরে বার হয়ে যান। বহু রক্ষীর দৃষ্টি পাঁচমিনিট কাল এই সুন্দরী নারীর প্রতি পতিত হলেও ছাত্রদের মধ্যে মাত্র একজন তাহাকে প্রকৃত রূপে বিবৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর কারণ এদের অনেকেই ঐ সময় ভাবছিলেন, যথা—মহিলাটি কে? কেন এখানে এলেন? ইত্যাদি।

বিবৃতির যে সকল অংশ রক্ষিগণ নানা কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন, আইন অনভিজ্ঞ সাক্ষিগণ তাহা অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন এবং এই কারণে তাঁরা রক্ষীদের নিকট উহা বিবৃত করা প্রয়োজন মনে করেননি; কখনও এঁরা অপরাধীদের দৈহিক

বিবরণও ভুল রূপে প্রদান করেছেন। কেহ কেহ যাকে সন্দেহ করছেন, তাকে অকুস্থলে দেখেছেন, এইরূপ বিবৃতিও প্রদান করেছেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে রক্ষীদের সাবধানে বিবৃতি সমূহ যাচাই করে নিতে হবে। সাক্ষীদের দ্বারা তদন্তের ব্যাপারে ভুল পথে পরিচালিত হওয়া রক্ষীদের পক্ষে কখনও উচিত হবে না। কোনও সাক্ষী সাধারণ দৈর্ঘ্যের কোনও মানুষকে নাটা ব্যক্তির সমভিব্যাহারে দেখে তাকে, তুলনা মূলক ভাবে দীর্ঘাকার মানুষ রূপে অভিহিত করেছেন। এই সকল কারণে রক্ষীদের উচিত শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্র চাষী প্রভৃতি সাক্ষীদের স্ব স্ব পদমর্যাদা ও শিক্ষানুযায়ী সাবধানে বিভিন্নরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সত্য কথা বলানোর জন্য কিছুটা রূঢ় হতেও হয়েছে, কিন্তু আমার মতে এই ব্যাপারে রক্ষীদের অধৈর্য না হয়ে উহাদের প্রতি সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করা উচিত। এ জন্য যদি বহুক্ষণ সময় নষ্ট হয় তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে সাক্ষ্যমূলক বিবৃতি তিনটি পর্যায়ে সাধিত হয়, যথা—(১) অবলোকন শক্তি, (২) মনের সংহতি বা নিবদ্ধতা, এবং (৩) ভাব প্রকাশের ক্ষমতা। সুতরাং পর পর এই পর্যায়ত্রয় পরিক্রমণের সময় মানুষের ভুল ভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এতদ্ব্যতীত এমন বহু সাক্ষী আছেন যাঁরা নানা কারণে ইচ্ছা করে সত্য গোপন করে থাকেন, কেহ রক্ষীদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে পরিচালিত করেন। এদের কেহ কেহ আদালতে হায়রান হবার বা সাক্ষী দেবার দায় এড়াবার জন্যও মিথ্যা বিবৃতি দেন। বহু সাক্ষী আছেন যাঁরা ভয়ে সত্য কথা বলেন নি পাছে তাঁরাও এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। কেহ কেহ শত্রুপক্ষীয়কে মামলায় ফাঁসিয়ে দেবার জন্যও মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন। এ দেশীয় এমন বহু মনুষ্য গোষ্ঠী আছে

যারা বেশ্যা নারীদের ন্যায় প্রথম দিবসে সত্য বলে নি, কিন্তু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়ে পরে ঘটনা সম্বন্ধে স্বীকার করেছে।

আমরা সাধারণত চার প্রকার সাক্ষীর সংস্পর্শে এসে থাকি। যথা— (১) মিথ্যুক সাক্ষী, (২) অনিচ্ছুক সাক্ষী, (৩) ভয়াতুর বা নারভাস্ সাক্ষী এবং (৪) শিশু সাক্ষী।

সাক্ষী মিথ্যা বলছে বুঝলে রক্ষীকে অবগত হতে হবে, কেন ঐ ব্যক্তি মিথ্যা বলছে। ভুল অবলোকন, বুদ্ধিমত্তার অভাব, মানসিক বা দৈহিক পীড়া, আসামীর প্রতি দরদ, সাক্ষ্য দেওয়ার দায় এড়ানো প্রভৃতি বহুবিধ কারণে মানুষ মিথ্যা বলে থাকে। মূল কারণ অবগত হতে পারলে রক্ষিগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। যদি বুঝা যায় যে সাক্ষী ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলছে, তা' হলে তাকে ইচ্ছামত মিথ্যা বলার সুযোগ দিতে হবে। অনাবিল-ভাবে অধিকক্ষণ মিথ্যা বলা কখনও সম্ভব হয় না। একই বিবৃতি পুনরায় একই রূপে বিবৃত করা সম্ভব হয় না এবং পূর্বাপর দুইটি মিথ্যা বিবৃতির গরমিল ঘটে। চালাকির সহিত মিথ্যুক সাক্ষীকে এমন অবস্থায় আনা সম্ভব যখন সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে সে মিথ্যা বলেছে। বহুক্ষণ যাবৎ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসাবাদ করে মিথ্যা সাক্ষীদের সহজেই কাবু করে ফেলা গিয়েছে।

এমন বহু সাক্ষী আছে যারা অপরের নিকট শোনা কাহিনী, কিংবা ঘটনা সম্বন্ধীয় স্বকীয় ধারণা বা বিশ্বাসকে, সে স্বয়ং দেখেছে বা শুনেছে বলে বিবৃতি দিয়েছে। রক্ষিগণের এই সকল সাক্ষীদেরও চিনে নেওয়া প্রয়োজন।

মিথ্যুক সাক্ষী সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার অনিচ্ছুক সাক্ষীর সম্বন্ধে বলা যাক। যদি বুঝা যায় আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার দায় এড়ানোই

সাক্ষীর একমাত্র উদ্দেশ্য তা' হলে তাকে বুঝাতে হবে যে একটি বিশেষ দিনে ও সময়ে তাকে আদালতে নেওয়া হবে এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে তাকে রেহাই দেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে সাক্ষীর নিয়োগকর্তার সহিত রক্ষী স্বয়ং সাক্ষাৎ করে তার একদিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবেন। সাক্ষী মহিলা হলে তার সাক্ষ্য কমিশন মারফৎ বা হাকিমের খাসকামরায় নেওয়া হবে, ইত্যাদি স্তোক বাক্যেরও সাহায্য নিতে হবে। বহু ব্যক্তি মামলার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকাও পছন্দ করে; এই অবস্থায় নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে তাকে সচেতন করানোরও প্রয়োজন হয়ে থাকে।

নার্ভাস সাক্ষীরা ভয়ে সংকোচে লজ্জায় সত্য গোপন করে থাকে। পর্দানশীন মহিলারা প্রায়শ এই শ্রেণীর সাক্ষী। কেহ কেহ নিজেরাও এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন, এইরূপ আশঙ্কায় অকারণে অভিভূত হয়েছেন। এইরূপ অবস্থায় সহানুভূতির সহিত বাক্যালাপ করে তাদের সকল ভয় ও শঙ্কা দূরীভূত করে ধীরে ধীরে তাদের নিকট বিবৃতি নিতে হবে। পর্দানশীন মহিলাদের সাক্ষ্য কোনও পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্যে গ্রহণ করা সর্বদাই উচিত হবে।

শিশুগণ সাক্ষী হিসেবে সর্বোত্তম। সুষ্ঠুরূপে জিজ্ঞাসিত হলে এরা সর্বদাই সত্য বলে। এদের অবলোকন শক্তি প্রখর এবং মন নিরপেক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের মন অতীব বাক্-প্রয়োগশীল বা সাজেস্‌সিভ্। অভিভাবকগণের শেখানো বুলি এরা সহজে আয়ত্ত করে থাকে, এবং এরা একবার 'না' বললে, এদের 'হাঁ' বলানো অসম্ভব। এদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে প্রথমে এদের বিশ্বাস উৎপাদন করা দরকার, এবং এর কিছু পরে কথায় কথায় গল্পচ্ছলে মূল তথ্য তাদের নিকট হতে জ্ঞাত হতে হবে। এদের অধিকক্ষণ যাবৎ জিজ্ঞাসাবাদ করা কদাচ উচিত হবে না। শিশু সাক্ষীরাও বহুস্থলে শোনা কাহিনী দেখা বলে বিবৃতি

দিয়েছে। চতুর বাক্যালাপের দ্বারা রক্ষীদের বুঝে নিতে হবে কোনটি তার শোনা কথা, কোনটি বা স্বচক্ষে দেখা ঘটনা।

মিথ্যা সাক্ষ্য এক, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যোগসাজসে দিতে পারে, কিন্তু এমনও দেখা গিয়েছে যে মিথ্যা সাক্ষী একত্রে ৫০ বা ১০০ জন প্রদান করেছে। গণ-হিষ্টিরিয়ার কারণে এইরূপ মিথ্যা বলা অসম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় এক সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের ২০০ ব্যক্তিও এইরূপ মিথ্যা ভাষণ একত্রে প্রদান করেছে। কোনও এক ঘটনা ঘটার পর একজন বা দুইজন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠে, অথচ সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে ১০০ ব্যক্তি একইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করছে। বলা বাহুল্য অতগুলি ব্যক্তির পক্ষে একত্রে একটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করা অসম্ভব। রক্ষীদের বুঝা উচিত যে, বিনা দোষে কেবল মাত্র ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করাও সম্ভব হয়েছে। এই একই কারণে এক সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ দল বেধে মিথ্যা বলবে, তাতে আর বিচিত্র কি আছে। এই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার স্বসম্প্রদায়ভুক্ত কোনও এক ব্যক্তি বা ঐ দাঙ্গাহাঙ্গামায় নির্লিপ্ত কোনও তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে অবশ্য এই প্রশ্ন উঠে না। সাম্প্রদায়িক হত্যা বা হাঙ্গামার ব্যাপারে রক্ষিগণের উচিত ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উপর অধিকতর নির্ভরশাল হওয়া।

এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা মিথ্যুক নহে। কিন্তু তারা মিথ্যা রোগী। পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা কিছু দিন পর কোন একটি ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছে বলে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে। ইংরাজীতে এই রোগকে বলা হয় 'প্যাথোলোজিকাল লাই'। এমন বহু বালক আছে

যারা প্রায়শ এইরূপ রোগে ভুগে থাকে। এই সকল বালকরা সাধারণত কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সহিত অবৈধ প্রণয় বা সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। এদের অনেকে অবৈধ যৌন সম্মিলনেও (Sodomy) অভ্যস্ত তবে সকল ক্ষেত্রে ইহা সত্য না'ও হতে পারে। এই সকল বালকগণ কিছুদিনের জন্য গৃহ হতে উধাও হয়ে পলাতক থেকে পরে ফিরে এসে বহুবিধ আজগুবি বিবৃতি অভিভাবকদের সন্তোষ বিধানের জন্য প্রদান করেছে। এই সকল বিবৃতি সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সমূহের সহিত খাপ খাইয়ে এরা সৃষ্টি করে থাকে। সাধারণ সময়ে তারা বলে, কোনও কাপালিক বা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রপূত জলের ছিটা দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে কোনও এক নিরালা দূর বনানীতে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। যুদ্ধবিগ্রহের সময় তারা বলেছে, মিলিটারির লোকেরা জিপে করে বহু দূর জঙ্গলের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিয়েছিল ইত্যাদি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তার সকল দোষ কোনও এক বিরোধী সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তারা এই সময় বলেছে যে বলপূর্বক হাকনি ক্যারেজে করে ওরা তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে কোনও এক বস্তি বাড়িতে বন্দী করে রেখেছিল, সেইখানে তার মত বহু বালক বন্দীকৃত অবস্থায় আছে। কেবলমাত্র সে জানালা টপকে পলায়ন করতে সমর্থ হয়েছে। কাপালিকদের আড্ডাস্থল হতে পলায়ন সম্বন্ধেও তারা অনুরূপ চমকপ্রদ বিবৃতি প্রদান করেছে। প্রায়শক্ষেত্রে তারা ফিরে এসে কোন এক স্টেশনের নাম বলেছে এবং তারা এ'ও বলেছে যে ঐ স্টেশনমাস্টার দয়াপরবশ হয়ে তাকে টিকিট কেটে কোলকাতাগামী ট্রেনে রওনা করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তদন্ত দ্বারা তাদের বিবৃতির একটুকরা অংশও কথনও কাহারও দ্বারা সমর্থিত হয় নি। সকল ক্ষেত্রে যে তারা জ্ঞানত এই শেখানো বুলি ইচ্ছাকৃত ভাবে বিবৃত করেছে তা'ও নয়। বহুক্ষেত্রে ভয়ে ভাবনায়

অনুশোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে এই সকল কাহিনী পুনঃ পুনঃ চিন্তা করে পরিশেষে ঐ সকল ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছে ব'লে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

বহির্বিকল্প বা ইলিউসন্‌ এবং অন্তর্বিকল্প বা হ্যালুসিনেশন প্রভৃতি কারণেও বহু লোক অজ্ঞাতে মিথ্যা বলেছে। মুক্তা-শুক্তি, সর্প-রজ্জু, মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি বহির্বিকল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহির্বিকল্পে ভুল ছবি চক্ষু হতে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অন্তর্বিকল্পে ছবি সৃষ্ট হয় মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক হতে উহা চক্ষুর মধ্যে উদিত হয়ে থাকে। অন্তর্বিকল্পের কারণে মানুষ ভূত, বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকে। মনোকষ্ট, অনিদ্রা, আরক বা মদ্যপান, অতিরিক্ত চিন্তা প্রভৃতির কারণে মানুষের মধ্যে এই রোগের সৃষ্টি হয়েছে। বিবৃতি সমূহ হতে রক্ষীদের বুঝে নিতে হবে কেহ অন্তঃ বা বহির্বিকল্পের কারণে কোনও মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করছে কি'না, কেহ কেহ স্বপ্ন দেখে ঘুম হতে উঠে প্রকাশ করেছে, একজন ছুরি হাতে তার বুকের উপর বস্‌ছিল, এই জন্য সে চেঁচিয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হয়তো উহা ছিল স্বপ্ন মাত্র। এই সকল মনোরোগ সম্বন্ধে পুস্তকের পূর্বতন খণ্ডে 'মিথ্যাচরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কোনও সাক্ষী বা ফরিয়াদী যদি আহত বা মুমূর্ষু অবস্থায় আরোগ্যশালা বা অন্য কোনও স্থানে নীত হয় এবং যদি বুঝা যায় যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন, তা' হলে রক্ষীদের উচিত হবে কোনও হাকিম কর্তৃক তার মৃত্যু-কালীন জবানবন্দী গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা। বহু রক্ষী এই সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সনাক্তকরণের জন্য উপস্থিত করেছেন। হাকিমের সম্মুখে ঐ ব্যক্তি অপরাধীকে সনাক্ত করে বলেছে

যে ঐ ব্যক্তিই তাকে ছুরিকাহত করেছে, ইত্যাদি। এই স্থলে মিছিল সনাক্তকরণের প্রশ্ন উঠে নি, কারণ ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তি কিছুক্ষণ পরই মৃত্যু-মুখে পতিত হবে। এই সময় কোনও হাকিমকে না পাওয়া গেলে ঐ রক্ষিগণের উচিত ডাক্তার বা দুইজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির সম্মুখে নিজেদেরই রোগীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করা। যে ব্যক্তির এক্ষুনি মৃত্যু ঘটবে সেই ব্যক্তি সচরাচর মিথ্যা বলে না। এই জন্য তার মৃত্যুর পর এই জবানবন্দী আদালতে প্রমাণরূপে গৃহীত হয়ে থাকে।

[কোনও আহত ব্যক্তির আশুচিকিৎসার প্রয়োজন হলে, তার জবানবন্দী গ্রহণের চেষ্টা না করে রক্ষীদের উচিত সর্বপ্রথম তাকে অকুস্থল হতে হাসপাতালে পাঠানো বা অন্য কোনও উপায়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।]

সাক্ষিগণকে সংগ্রহ করার পরই রক্ষিগণের সকল কর্তব্য শেষ হয় না। সাক্ষী সংগ্রহের পর সাক্ষী সন্দর্শনেরও প্রয়োজন আছে। মামলা আদালতে রুজু বা প্রেরণ করার বহু পরে সাক্ষীদের আদালতে তলব করা হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একমাস বা দুইমাসেরও ব্যবধানে তাদের তলব করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অপরাধী পক্ষীয় ব্যক্তিগণ এই সকল সাক্ষীদের উৎকোচ এবং সুপারিশ দ্বারা ভাঙিয়ে নিয়ে কিংবা বশীভূত করে স্বপক্ষে এনেছেন। এই সকল কারণে রক্ষীপুঙ্গবদের উচিত মধ্যে মধ্যে এই সকল সাক্ষীদের সহিত দেখা শুনা করে তাদের আয়ত্তাধীন রাখা এবং প্রয়োজন মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে অপরাধীদের সহিত তাদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকে।

[বহুক্ষেত্রে জামিনে মুক্ত হয়ে দুর্দান্ত অপরাধিগণ সাক্ষীদের ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষীদের উচিত হবে আদালতে আবেদন করে তদের জামিন নাকচ করিয়ে দেওয়া।]

বহু সাক্ষী একস্থান পরিত্যাগ করে বসবাসের জন্য অন্যত্র গমন করে থাকে এবং বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রক্ষিগণ তাদের নূতন ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারে না। রক্ষিগণ মধ্যে মধ্যে সাক্ষীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করলে তাদের গৃহ পরিবর্তন সম্বন্ধে সময়ে অবহিত হতে পারবেন। হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি বড় বড় মামলায় মধ্যে মধ্যে সাক্ষী-সন্দর্শন অতীব প্রয়োজন। * এইরূপ ব্যবস্থায় সাক্ষীদের মনোবল অটুট থাকে এবং বিপক্ষ পক্ষীয়েরাও তাদের সমীপবর্তী হতে সাহসী হয় না।

মধ্যে মধ্যে সাক্ষী-সন্দর্শন না করলে সাক্ষিগণ মূল ঘটনার বহু অংশ ভুলে গিয়ে থাকেন। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"প্রায় তিন মাস পূর্বে আমি অমুক ডাক্তারের সম্মুখে হাসপাতালে জনৈক মুমূর্ষু রোগীর (আহত ব্যক্তি) বিবৃতি গ্রহণ করি। ঐ লিখিত বিবৃতির পার্শ্বে ডাক্তার বাবু একটি দস্তখতও দিয়েছিলেন। তিনমাস পরে আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় তিনি কিছুতেই ঐ ঘটনাটি মনে করে বলতে পারেন নি।

দস্তখতটি তিনি নিজের ব'লে স্বীকার করলেও উহা তিনি ঐ বিবৃতি গ্রহণের সময় কিংবা উহার পরে দিয়েছেন তা'ও বলতে অপারক হলেন। আমি যদি ইতিমধ্যে দুই বা তিনবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম, তা'হলে নিশ্চয়ই (আমাকে দেখে) ঘটনাটি তাঁর মনে থাকতো। তা না হলে ছোটখাটো ঘটনা কারও মনে থাকাই অস্বাভাবিক।"

সাক্ষী সংগ্রহ, সাক্ষী সন্দর্শন প্রভৃতির ন্যায় সাক্ষী পরীক্ষাও (test)

---

* এই সকল কারণে সাক্ষীদের পৈতৃক বাটীর ও গ্রামের বাটীর ঠিকানা পূর্বাহ্ণেই সংগ্রহ করে রাখা উচিত। কর্মস্থলের ঠিকানায় তাকে খুঁজে না পেলে গ্রামের ঠিকানায় খোঁজ খবর করে তাকে খুঁজে বার করা সম্ভব হবে।

রক্ষীদের অবশ্য কর্তব্য কার্য। সাক্ষীদের পূর্ব বিবৃতি সমূহ তাদের মধ্যে মধ্যে মনে করিয়ে দেওয়ারও প্রয়োজন আছে। এতদ্ব্যতীত আদালতে হাকিমের নিকট পেশ করার পূর্বে তাদের পরখ করে নেওয়া ভালো। এইরূপ কার্যকে বলা হয়ে থাকে "সাক্ষী পরখ"। পরখ করে যদি বুঝা যায় যে ঐ সাক্ষী জেরায় টিকবে না বা সে সত্য কথা বলবে না, তা'হলে হাকিমের নিকট তাকে পেশ না করাই শ্রেয় হবে। সোপর্দকরণের সাক্ষী যদি মামলায় বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেয় তা'হলে উহা অতীব ক্ষতিকারক।

সাক্ষী সকল কিরূপে সংগৃহীত হলো এই সম্বন্ধেও আদালতে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন। কোনও সাক্ষী সাধারণভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে, কোনও কোনও সাক্ষী অস্বাভাবিক ভাবে রক্ষীদের গোচরীভুত হয়। এমন বহু সাক্ষী আছে যারা নিজেরাই রক্ষীদের নিকট পত্র লিখে কিংবা কোতোয়ালীতে এসে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বলেছে যে সে ঐ দিন ঐ সময় অকুস্থলে ছিল এবং ঘটনাটি সে পর্যবেক্ষণ করেছে। কোনও কোনও সাক্ষী ঘটনা "সে দেখেছে বলে" পড়শীদের নিকট গল্প করেছে, এবং পড়শীদের মধ্যে রক্ষীমহলে পরিচিত এক ব্যক্তি কোনও রক্ষীকে তার নাম জানিয়ে দিয়েছে। কিংবা হয়তো কোনও এক ব্যক্তি খবরের কাগজ পড়ছে এমন সময় একজন শ্রোতা বলে উঠলো, "আরে! ওখানে তো আমিও ছিলাম। ঘটনাটা কাগজেও তা'হলে বেরিয়েচে।" অপর এক শ্রোতা এই কাহিনী কোনও এক রক্ষীর নিকট গল্প করায় ঐ রক্ষী তখন ঐ সাক্ষীকে খুঁজে বার করলেন। এমত অবস্থায় ঐ সাক্ষীকে কিরূপে সংগ্রহ করা হ'লো তা প্রমাণ করবার জন্য রক্ষীদের উচিত হবে ঐ প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত ঐ সংবাদপত্র পাঠককেও আদালতে সাক্ষীরূপে পেশ করা। ঐ দিনের ঐ সংবাদপত্রটিও প্রামাণ্য বা প্রদর্শনী দ্রব্যরূপে

আদালতে দাখিল করার প্রয়োজন আছে ; তা না হলে আদালতের ঐ প্রত্যক্ষদর্শীটিকে সাজানো সাক্ষীরূপে প্রতীত হতে পারে। এই সকল কারণে সাক্ষ্য কিরূপে সংগৃহীত হলো তা প্রমাণ করাবার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে সাক্ষীরও সাক্ষী প্রয়োজন হয়ে থাকে।

জিজ্ঞাসাবাদ—অপরাধীকে

সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণের রীতি নীতি সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার অপরাধীর বিবৃতি গ্রহণের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাউক। সাধারণত রক্ষিগণ তদন্ত সম্পর্কে কোনও Clue বা সূত্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে অপরাধীর বিবৃতির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। পুলিশের পাল্লায় পড়ে বহু আসামী নিজেদের মৃত্যুবাণ নিজেরাই বাতলিয়ে দিয়ে থাকে। অপরাধীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রক্ষিগণ অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করেছেন, এমন কি সহ-অপরাধীদের নামও পরিজ্ঞাত হয়েছেন। এমন কি কোন কোন ব্যক্তি অপরাধ প্রমাণের ব্যাপারে সাক্ষী হবে, তা'ও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পুলিশকে বলে দিয়েছে। এমন বহু খুনী অপরাধী দেখা গিয়েছে, যারা রক্তমাখা কাপড়, ছুরিকা বা আগ্নেয়াস্ত্র বার করে দিয়েছে, এমন কি হত্যার পর মৃতদেহ কোথায় সে পুঁতে রেখেছে তা'ও বলে দিয়েছে। বহুক্ষেত্রে অপরাধী স্বয়ং এই সকল দ্রব্য বার করে না দিলে, তাকে কোনওরূপ শাস্তি দেওয়া কোনও ক্রমেই সম্ভব হতো না এবং রক্ষিগণকে তাদের বেকসুর মুক্তি দিতে বাধ্য হতে হতো।

বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় উপনীত হয়ে অপরাধিগণ এইরূপ আত্মঘাতী স্বীকারোক্তি করে বসেছে। সাময়িক মনোবিকার, মুক্তির

প্রলোভন, বুদ্ধিহীনতা, অনুতাপ, আইন সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা, মানসিক দুর্বলতা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা প্রভৃতি ইহার অন্যতম কারণ। চতুর রক্ষিগণ অপরাধীদের এই সকল সাময়িক দুর্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগ সর্বদাই গ্রহণ করে থাকেন। সকল সময় অপরাধীদের মানসিক অবস্থা উপরোক্তরূপ থাকে তা নয়, বহুক্ষেত্রে চতুর রক্ষিগণ নানা রূপ ব্যবস্থা দ্বারা তাদের মনের মধ্যে বিপর্যয় এনে স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন। রক্ষিগণ প্রথমে বুঝে নিয়ে থাকেন ধৃতিকৃত অপরাধী কোন শ্রেণীর? অর্থাৎ সে একজন স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস বা দৈব অপরাধী? * অপরাধীদের শ্রেণী বা প্রকার ভেদে তাদের সহিত বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। দৈব অপরাধিগণ, প্রহারের ভয়ে অতীব ভীত থাকে। প্রথম অবস্থার অভ্যাস অপরাধীদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। অপরাধীকে প্রহার করা এদেশে আইন বিরুদ্ধ কার্য হলেও প্রহারের ভয় দেখানো চলে। আমি কোন এক দৈব অপরাধীর নিকট নিম্নোক্তরূপে স্বীকারোক্তি আদায় করেছিলাম।

"আমি ঐ অপরাধীর সহ-অপরাধীকে দূরে সরিয়ে নিলাম এমন ভাব দেখিয়ে যেন তাকে প্রহারের কারণে পার্শ্বের কক্ষে নেওয়া হলো। এর পর পার্শ্বের ঘরে একটি চালের বস্তার উপর উপর্যুপরি আঘাত করে প্রহারের ন্যায় শব্দ উত্তোলন করা হলো। একজন রক্ষী বিকৃত স্বরে কান্নারও শব্দ পার্শ্বের ঘর হতে তাকে শুনিয়ে দিলেন। এই ব্যবস্থার কিছু পরে ফিরে এসে আমি ঐ অপরাধীকে শুনিয়ে শুনিয়ে সহকারী রক্ষীকে জানালাম,

---

* কিরূপে এইরূপ অবগতি রক্ষীদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে তা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সম্পর্কে অপরাধীদের শ্রেণী বিভাগ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যাক, লোকটা সকল কথাই স্বীকার করলো, এখন তুমি ওকে নিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো। এর কিছু পরে আমাদের অভিনয় চাতুর্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঐ অপরাধী প্রহারের ভয়ে একটি প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিল।"

দৈব-অপরাধীরা আইন আদালতের খবর কমই রাখে। অপরাধের পর প্রায়শ ক্ষেত্রে এরা অনুশোচনায় ও অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় এদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বা ধাপ্পা দ্বারা বিভ্রান্ত করে স্বীকারোক্তি আদায় করা খুবই সহজ। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে এরা বহু ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ডও করেছে, কিন্তু হত্যার পর এরা মনোবল অটুট রাখতে পারে নি। এদের ব্যবহার এই সময় হয়ে উঠেছে মানসিক রোগীর ন্যায়, এরূপ অবস্থা স্বীকারোক্তি আদায়ের উপযুক্ত সময়। রক্ষীদের প্রতিটি আশ্বাস-বাণী "তোমাকে বাঁচিয়ে দেবো", ইত্যাদি তারা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছে এবং পূর্বাপর সকল কাহিনী অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করে দিয়েছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুনাম রক্ষা ও বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতে ভালো হবার বা সৎ জীবন যাপন করার ইচ্ছা এই সময় তাদের মনকে বারে বারে উত্যক্ত করে তুলেছে। দৈব-অপরাধীদের আত্মীয়বর্গ অনভিজ্ঞ হলে চতুর রক্ষিগণ তাদের দিয়েও ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলিয়ে দিয়ে থাকেন, "ভয় কি ? কিছু ভয় নেই। বাবু বড় ভালো লোক, এবারকার মত উনিই তোমাকে বাঁচিয়ে দেবেন। যা জানো সত্য কথা বলে দিও।" কিন্তু উহার আত্মীয়বর্গ যদি আইনজ্ঞ হয়, তা'হলে অপরাধীদের ত্রিসীমানায় তাদের আসতে দেওয়া অনুচিত হবে। কোনও কোনও রক্ষী দৈব-অপরাধীদের স্ত্রী ঘর সংসার সমাজ বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে অভিভূত করে তার নিকট হতে বিবৃতি আদায় করেন। কিন্তু যে উপায়ে দৈব-অপরাধীদের

নিকট হতে স্বীকারোক্তি আদায় করা চলে সেই উপায়ে স্বভাব, মধ্যম এবং পুরানো অভ্যাস অপরাধীদের নিকট তা আদায় করা চলে না। স্বভাব অপরাধীরা চতুর হলেও বুদ্ধিমান হয় না, এই জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধাপ্পা দ্বারা বা মিষ্টি কথায় তাদের বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু মধ্যম এবং অভ্যাস অপরাধীরা বুদ্ধিমান ও আইনজ্ঞ হওয়ায় এই ব্যবস্থা তাদের উপর কদাচ কার্যকরী হয়েছে।

স্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যাস অপরাধীদের, আমরা উৎকট অপরাধী বলে থাকি। এই সকল উৎকট অপরাধী বা পুরানো চোরদের মধ্যে নানা কারণে কয়েকটি স্নায়বিক পরিবর্তন ঘটে। এই সকল পরিবর্তনের স্বরূপ এবং কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, এই সকল কারণে আমরা উৎকট বা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে তাপ এবং কষ্ট বোধ কম দেখেছি। pain ও heat spot বা কষ্ট এবং তাপ-কেন্দ্র এদের ত্বকে অতীব কম। এই জন্য প্রহার এদের উপর প্রায়শ ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় নি। প্রহারের সময় এরা চেঁচিয়ে উঠলেও বা গাল পাড়লেও প্রকৃত পক্ষে উহার জন্য তারা আরাম বোধ করে এবং প্রহার শেষ হওয়া মাত্র তারা খুশি মনে সহজভাবে কথাবার্তা শুরু করে। এই সকল অপরাধীদের মধ্যে শৈত্য বোধ অধিক থাকে, এদের ত্বকে হিম-কেন্দ্রও (Cold spot) বহু সংখ্যায় দেখা গিয়েছে, এই সকল কারণে এদের দেহে বরফ জল নিক্ষেপ করলে বা উহাতে এদের বহুক্ষণ স্নান করালে উহা তাহারা সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা আইন বিরুদ্ধ ব্যবস্থা, এই কারণে ইহা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করবো না। এই সকল স্নায়বিক পরিবর্তন * উৎকট অপরাধীদের

* কেহ কেহ বলেন, এই সকল পরিবর্তন জন্মাবধি অপরাধীদের মধ্যে থাকে।

স্বভাব চরিত্রেরও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। উৎকট অপরাধিগণের মন সাধারণত তিনটি অবস্থায় ওঠানামা করে থাকে, যথা—ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা। এই ভাব, দম্ভ এবং নিষ্ঠুর বৃত্তি স্থূলরূপে তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এরা যথাক্রমে ভাবপ্রবণ হতে দাম্ভিক, এবং দাম্ভিক হতে নিষ্ঠুর হয়েছে এবং অনুরূপ ভাবে তাদের মন পুনরায় ভাবপ্রবণতায় নেমে এসেছে। নিষ্ঠুর অবস্থায় এরা গাল পাড়ে, দুয়ারে মাথা ঠুকে এবং পলায়নে সচেষ্ট হয়। দাম্ভিক অবস্থায় সহজ ভাবে কথা বললেও প্রতি কথায় এরা দাম্ভিকতার পরিচয় দিয়েছে। যথা—"আমি অতো বোকা নই মশায়, কি-ই বা আপনারা করবেন। যা বলবো তা আদালতে বলবো, আমি চুরি সম্বন্ধে কিছু জানি না, ঝুট-মুট আমাকে ধরেছেন, আমিও দেখে নেবো আখুন, ইত্যাদি।" ভাবপ্রবণ অবস্থায় থাকাকালীন অপরাধীরা কারণে অকারণে কেঁদে ফেলেছে, পুলিশের সহিত যেচে আলাপ করে সদ্ভাব স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছে। এই সময় তারা তাদের প্রিয়জন প্রভৃতিকে এমন কি তাদের বিগত জীবনও বারে বারে মনে করেছে। এই বিশেষ সময়ে তাদের অপকর্মের জন্য অনুতাপও এসেছে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে উঠেছে। এইরূপ অবস্থায় থাকাকালীন বহু অপরাধী অযাচিত ভাবে রক্ষীদের নিকট আত্মঘাতী স্বীকারোক্তি করে বসেছে। এই কারণে চতুর রক্ষিগণ এদের মনের পথে এই বৃত্তিত্রয়ের উঠা-নামা সাবধানে পরিলক্ষ্য করেন,এবং এরা এদের ভাবপ্রবণতার অবস্থায় উপনীত

কেহ কেহ বলেন, পরবর্তীকালে রোগ প্রভৃতির কারণে বা অভ্যাসের দ্বারা অপরাধীদের মধ্যে উহা উপগত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বৃত্তিচতুষ্টয় আয়ত্তাধীন থাকে, কিন্তু অপরাধীদের উহা আয়ত্তাধীন থাকে না, বহু ক্ষেত্রে অকারণে উহা তাদের মনের পথে উঠা-নামা করেছে।

হওয়া মাত্র জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেন। সাধারণত দেখা গিয়েছে যে অপরাধীরা রাত্রিকালে ভাবপ্রবণ অবস্থায় থাকে, এই জন্য গভীর রাত্রি এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। এমন বহু রক্ষী আছেন যাঁরা অপরাধীকে কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ কথাবার্তার সাহায্যে ভাবপ্রবণ করে নিতে সক্ষম। কোনও অপরাধীকে প্রথমেই অপরাধ সম্পর্কে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। অপরাধের সম্পর্কবিহীন আলোচনা দ্বারা তাদের মন নরম করে বা অন্যমনস্ক করে ধীরে ধীরে অপরাধের সম্বন্ধীয় বিষয়ের অবতারণা করা উচিত। উৎকট অপরাধীদের নিজস্ব নৈতিক ধারণা বা মর‍্যাল কোড্ আছে, তারা অপরাধকে পেশা মনে করে থাকে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় রক্ষীদের বলা উচিত, "ঐ দিনকার ঐ কাজ বা কাম তুই করেছিস ?" • কিন্তু রক্ষিগণ যদি বলেন, "ঐ দিনকার চুরি কি তুই করেছিস্ ?" তা'হলে অপরাধী নিজেকে অপমানিত মনে করে বিরক্ত হতে পারে।

বহুক্ষেত্রে অপরাধীর কোলে কোনও শিশু বা বিড়াল তুলে দিয়েও সুফল পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত অপরাধীকে বিড়ি বা নেশার দ্রব্য দিয়ে কিংবা তাকে একটা বেঞ্চিতে বা টুলে বসতে দিয়েও তাকে ভাবপ্রবণ করা গিয়েছে। "কি রে ? একটা বিড়ি খাবি, এই নে খা, বোস ওইখানে, ক্ষিদে পেয়েছে ?" প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দ দ্বারাও তাদের অভিভূত করা সম্ভব হয়েছে। এর পর তার রক্ষিতা বা বৌ আছে কি না ? তার বাল্যকাল কোথায় কেটেছে ? তার মা বাপের ভাই বোনের কথা, পূর্ব জীবনের কথাতেও সে অভিভূত হয়ে যাবে। বর্তমানের অপরাধী জীবন তার কাছে মনে হবে অকিঞ্চিৎকর। উৎকট অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি দেওয়া হলো।

"তার হাব-ভাব এবং কথাবার্তা হতে আমরা আবিষ্কার করলাম যে সে একজন উৎকট অভ্যাস অপরাধী এবং এ-ও বুঝলাম যে কোনও তথ্য সে সহজে রক্ষীসমীপে প্রকাশ করবে না। এরপর রাত্রি দুই ঘটিকাতে আমরা তাকে হাজত হ'তে বার করে এনে একটা নিরালা ঘরে আনলাম। আমি একটা টুলের জন্য বৃথা খোঁজখবর করে তাকে পরিশেষে সম্মুখে ছোট্ট আরাম কেদারায় বসতে বললাম, এমন ভাব দেখিয়ে যেন টুল না পাওয়ার কারণেই অগত্যায় এই ব্যবস্থা করা হলো। ইতিপূর্বে সন্ধ্যার দিকে তাকে উপলক্ষ করে হাজতের সকল কয়েদীকেই পোলাও আদি দ্বারা গুরুভোজন করানো হয়েছিল। এই সময় তাকে অনুরোধ উপরোধ করে, এমন কি ধমকা-ধমকি করেও কয়েকটি বড় বড় রসগোল্লাও খাইয়ে দিলাম। ঐ ঘরটিতে আমি স্বল্প আলোকের নীল বাল্‌ব পূর্ব হতেই লাগিয়ে রেখেছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল কৃত্রিম উপায়ে একটি বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি করা।

দিবা ভাগে কেহ ভূত বিশ্বাস করে না, কিন্তু রাত্রিকালে সে তা করে, এর কারণ রাত্রিকালে মানুষের স্নায়ু বহুলাংশে দুর্বল থাকে। এইজন্য আমি গভীর রাত্রে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য হাজতের বাহিরে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে এনেছিলাম। এতদ্ব্যতীত অপরাধীকে গুরুভোজন করানোরও আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। গুরুভোজন পাকস্থলীকে দ্রুত পরিচালিত করে এবং এই অবস্থায় মস্তিষ্ক হ'তে কিছুটা রক্ত নিম্নে প্রবাহিত হয়ে উদর যন্ত্রকে পরিচালিত করতে থাকে। এমতাবস্থায় মস্তিষ্ক সাময়িকভাবে হয়ে পড়ে দুর্বল। প্রতিরোধ-শক্তি (মানসিক) স্তিমিত হয়ে যায়। আরাম কেদারায় তাকে বসিয়ে বা শুইয়ে দিলে অপরাধীর স্নায়ু শিথিল (Relax) হয়ে যায় এবং সে অসহায় হয়ে উঠে। এইজন্যই চালাকির সহিত আমি আরাম কেদারার ব্যবস্থা করেছিলাম।

এইরূপ অবস্থায় যে কোনও ব্যক্তিকে চাতুর্যপূর্ণ বাক্‌প্রয়োগ (suggestion) দ্বারা অভিভূত বা বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে এনে আমরা ঐ অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। প্রথমে আমরা তার ঘর-বাড়ি প্রিয়জন বাল্যকাল প্রভৃতি অপরাধ-বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকি। এই সময় অতীব সহানুভূতির সহিত আমরা উপলব্ধি করি ধীরে ধীরে সে তার ভাবপ্রবণতার শেষ সীমানায় এসে পড়েছে এবং এর পর অচিরে সে আমাদের নিকট এক অতি প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি করে বসে। সে স্বীকার করে যে সে এবং অমুক অমুক ব্যক্তি হত্যার সময়ে উপস্থিত ছিল। সে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে মামলা সম্পর্কীয় বিভিন্ন স্থান এবং প্রামাণ্য দ্রব্যাদিও বিনা দ্বিধায় দেখিয়ে দেয়।"

অপরাধিগণ দাম্ভিক অবস্থায় বহুক্ষণ থাকে, ভাবপ্রবণতা এবং নিষ্ঠুর অবস্থায় নিতান্ত কম সময় অবস্থান করে। এই সকল কারণে অপরাধী স্বীকারোক্তি করতে উদ্যত হওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত তৎক্ষণাৎ ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। সামান্য মাত্র দেরী করলে অপরাধী প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে স্বীকারোক্তি করতে বা কোনও স্থান বা দ্রব্যাদি দেখিয়ে দিতে অস্বীকার করতে পারে। অর্থাৎ কি'না লৌহ তপ্ত থাকতে থাকতে উহাতে হাতুড়ির ঘা দিতে হবে, দেরী হলে সকল পরিশ্রম পণ্ড হ'য়ে যাবে।

প্রশ্নবাণ দ্বারা অতিষ্ঠ করেও বহু অপরাধীর নিকট হতে স্বীকারোক্তি আদায় করা সম্ভব হয়েছে। ইংরাজীতে এইরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয়, থার্ড ডিগ্রি মেথড্। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করারও প্রকৃষ্ট সময় রাত্রিকাল, কিরূপ উপায়ে ইহা প্রযুক্ত হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"ঐ অপরাধীকে আমরা ঐ দিন গুরুভোজন করাই, কিন্তু সেই

অনুপাতে জল খেতে দিই কম। এমনই লোকটি আভ্যন্তরিক যন্ত্রণাদিতে অস্বস্তি অনুভব করছিল, এর পর ঐ রাত্রে ১২ ঘটিকায় তাকে আমরা "জিজ্ঞাসা-ঘরে" এনে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে বসাই। রাত্রি বারোটা হতে রাত্র দুইটা পর্যন্ত আমি তাকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে দিলাম। উত্তর প্রত্যুত্তরে বিব্রত হয়ে কখনও কখনও দুই একটি প্রয়োজনীয় তথ্য বলি বলি করে সে সামলে নিচ্ছিল। কিন্তু দুই ঘণ্টা যাবৎ পরিশ্রমের ফলে আমি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়্ছিলাম। ওদিকে কিন্তু আমাদের চারজন অফিসারের পর পর ডিউটি পূর্ব হতে ভাগ করা ছিল। আমি রাত্রি দুইটায় উঠে পড়ামাত্র ২য় অফিসার আমার আসনে উপবেশন করে অনুরূপ প্রশ্নবাণে অপরাধীকে জর্জরিত করতে শুরু করলেন। এর পর রাত্রি চারি ঘটিকায় তাঁকে এসে বিদায় দিলেন থানার তৃতীয় অফিসার। এই তৃতীয় অফিসারের চেষ্টায় সকাল ছয়টায় অপরাধী একটি স্বীকারোক্তি করেছিল। আমরা তিনজনে পালা করে ঘুমিয়ে নিলেও ঐ অপরাধী সারা রাত্রি একটুও নিদ্রা যেতে পারে নি, কারণ প্রশ্নবাণ সমানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, এইরূপ অবস্থায় পড়ে সে পাগলের মত হয়ে স্বীকারোক্তি করে বসেছিল।"

অপকর্মের পুনর্গঠন দ্বারাও বহু খুনী অপরাধীকে স্বীকারোক্তি করানো সম্ভব হয়েছে। খুনী অপরাধীর মানসিক অবস্থা খুনের পর স্বভাবতঃই বেসামাল থাকে। এইরূপ অবস্থায় নিভৃত স্থানে ঐ খুন সম্বন্ধে অভিনয় করে তাকে অভিভূত করা অসম্ভব নয়। অন্যান্য সূত্রে খুন সম্বন্ধীয় সকল তথ্য অবগত হলে একটি অনুরূপ ঘটনা অপরাধীর সম্মুখে অভিনয় করা হয়ে থাকে। একজন নিহত ব্যক্তির একজন হত্যাকারী এবং কয়েকজন সাক্ষীর ভূমিকায় অনুরূপ পরিবেশের মধ্যে অপরাধীর সমক্ষে অভিনয় করে, এইরূপ কার্যকে বলা হয় অপকর্মের পুনর্গঠন বা রিকনস্টিটিউশন অব

ক্রাইম। বিদেশে ইহা প্যাথি মেশিনে ছায়াচিত্র দ্বারা অপরাধীকে অন্ধকার ঘরে দেখানো হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছায়া-চিত্রের সাহায্যে (নামকরা) নিহত ব্যক্তির জীবনের ঘটনাসমূহ দেখিয়ে অপরাধীকে অনুতপ্ত করে বিবৃতি আদায় করা হয়েছে। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির একটি সাধারণ ফটো অপরাধীকে মধ্যরাত্রে দেখিয়ে তার নিকট হতে আমি একটি বিবৃতি আদায় করতে পেরেছিলাম। এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য স্তিমিত রঙিন আলোক সম্বলিত এয়ার কনডিসন্‌ড রুম্‌ বিশেষ উপযুক্ত।

কোনও এক অপরাধী সত্য সত্যই অপরাধী কি'না তা পরখ করবারও বহু পদ্ধতি আছে। দূরে চার পাঁচ ছয় জন .অপরাধীমন্য বা সন্দেহভাজন (suspect) ব্যক্তিকে বসিয়ে রেখে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা কওয়া উচিত। এই কথাবার্তার ব্যপদেশে অপরাধ-সম্পর্কীয় কথাও মধ্যে মধ্যে কইতে হবে এবং চাতুর্যের সহিত লক্ষ্য করতে হবে কোন ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধীয় কথাবার্তা স্থিরভাবে শুনছে বা শুনবার চেষ্টা করছে। এইভাবে ছয় বা সাতজন অপরাধীমন্য ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী তা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ব স্ব পেশা অনুযায়ী পৃথক পৃথক ইনষ্টিঙ্কট বা সহজাত প্রেরণা লাভ করে। রক্ষিগিরিও একটি পেশা—রক্ষিগণের মধ্যে যাঁহারা ইহা চাকুরিরূপে গ্রহণ না করে পেশারূপে গ্রহণ করেন, এই গুণ মাত্র তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হয়। কোনও তদন্ত ব্যপদেশে যদি ১০ বা ১২টি ভৃত্যকে কোনও অভিজ্ঞ ও পুরানো রক্ষীর নিকট উপস্থিত করা হয়, তা'হলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দেখে নিয়ে তিনি বলে দিতে পারেন কোন ব্যক্তি সত্যকার অপরাধী। ঐ একজন মাত্র ভৃত্যকে বেছে নিয়ে অপরাধ সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি আদায় করাও সম্ভব হয়েছে। ঐ রক্ষীকে যদি

জিজ্ঞাসা করা হয়, কেমন করে তিনি উহা জানলেন, তা'হলে তার একমাত্র উত্তর হবে, "আমার মন বললো, বা ইনষ্টিঙ্কট বলছে তাই।" প্রকৃত পক্ষে মনের ভাবা অতি সূক্ষ্মভাবে মুখাবয়বে ফুটে উঠে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনেও। সাধারণ মানুষের নিকট ইহা কদাচ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ রক্ষিগণের অভ্যস্ত চোখে ইহা তার অজ্ঞাতেই ধরা পড়ে যায়। এই সকল কারণে কর্তৃপক্ষ এক বিশেষ শ্রেণীর অপরাধের তদন্তের জন্য মাত্র একদল রক্ষীকে বরাবর এক্সপার্টরূপে নিযুক্ত করে থাকেন যাতে এইরূপ ইনষ্টিঙ্কট্ কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি অর্জন করতে সক্ষম হন।

এইরূপ পেশাগত ইনষ্টিঙ্কট ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়িগণও বহু বৎসর পর অর্জন করে থাকেন। এমন বহু চিকিৎসক আছেন যাঁরা পরীক্ষার পূর্বে রুগী দেখে বলে দিতে পারেন তার কি রোগ হয়েছে। রক্ষীমাত্রেরই সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি দ্বারা এইরূপ পেশাগত সহজাত বুদ্ধি অর্জন করতে সচেষ্ট থাকা উচিত। গভীরভাবে . প্রতিটি মামলার প্রত্যেক বিষয় বিবেচনা করতে অভ্যস্ত হলে এই জ্ঞান বা শক্তি তাঁরা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

এমন বহু সাক্ষী বা আসামী আছে যারা নানা কারণে পুলিশের নিকট কোনও সত্য ভাষণ প্রদান করতে চান নি। অভিজ্ঞ অফিসারগণ অন্য কোনও সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা প্রথমে এদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়ে থাকেন, কোনও বেশ্যা নারীকে রক্ষিগণ কোনও প্রশ্ন করলে তারা প্রায় ক্ষেত্রে সত্য গোপন করেছে, কিন্তু কোনও লৌহ-চরিত্র রক্ষী যদি উপপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে অনুরূপ প্রশ্ন করেন, তা'হলে ঐ বেশ্যা নারী নিশ্চয় সকল কথা অকপটে বলে দেবে। উকিলদের কালো কোটের এক বিশেষ মহিমা আছে, অপর কারুর কাছে সত্য না বললেও উকিলদের নিকট তা তারা বলে থাকে। বহু রক্ষী উকিলদের ছদ্মবেশে অপরাধীর নিকট মিথ্যা করে বলেছে, অমুক তোমার জামিনের জন্য আমাকে নিযুক্ত

করেছে, সকল বিষয় আমাকে জানিয়ে দিলে হাকিমের নিকট কতটা সত্য বলা উচিত তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারবো, এই সকল জাল-উকিলের পাল্লায় পড়ে বহু অপরাধী বহু তথ্য তাদের জানিয়ে দিয়ে তদন্তের পথ সুগম করে দিয়েছে।

অপরাধীদের বিবৃতি তাদের অলক্ষ্যে যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করার বৈজ্ঞানিক রীতিও আছে। হাজত ঘরে অপরাধীদের রেখে উহার নর্দামা বা দেওয়ালে সংগোপনে যন্ত্রের মাউথ-স্পিশ নিবদ্ধ রাখা হয় এবং এই মাউথ-স্পিশ গৃহের বাহিরে ন্যস্ত ওঅ্যার-রেকর্ডিঙ্ যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত থাকে। সারা দিন বা সারা রাত্রি অপরাধীদের কথোপকথন ঐ ওঅ্যার রেকর্ডিঙ যন্ত্রে পর পর লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এইরূপ যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত অপরাধীদের মূল্যবান বিবৃতি প্রমাণরূপে আদালতে দাখিল করাও সম্ভব হয়েছে।

বহু নারী-অপহরণ মামলায় দেখা গিয়েছে যে অপহৃতা নারীদের সহযোগিতায় তাকে অপহরণ করা হয়েছিল। এই সকল নারীকে উদ্ধার করে আনার পর তাহার নিকট হতে অপরাধীর বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি আদায়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু নানা কারণে অপহারকের বিরুদ্ধে তারা বিবৃতি দিতে চায় না, বরং অপহারকের নিকট তারা ফিরে যেতেও চায়। ১৮ বৎসরের উর্ধ্বতন বয়স্কা বালিকা আইনমত যথেচ্ছা চলে যেতে পারে, তাকে উদ্ধার করে আনা বা না আনা সমান কথা। প্রকৃত বয়সের প্রমাণ পাওয়া মাত্র রক্ষীরা তাকে তার অভিপ্রেত স্থানে ফিরে যেতে দিতে বাধ্য। কিন্তু এইরূপ অবস্থা চলতে দিলে সমাজ-ব্যবস্থা অচিরে ভেঙে পড়বে, আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সফল হবে না। এই কারণে রক্ষিগণ বিশেষ বিশেষ উপায়ে এই সকল নারীর মন ঘুরিয়ে বা ফিরিয়ে দিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে তাহা নিযুক্ত করেন। এমত

অবস্থায় তারা আসামীদের বিরুদ্ধে সত্য বিবৃতি দিয়ে তাকে জেলেও পাঠিয়েছে। রক্ষিগণ এইরূপ মামলায় অসাধ্য সাধন করে থাকেন, সেই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। রক্ষিগণ যদি বুঝেন যে কোনও নারী নিছক যৌন তাড়নায় অপরাধীর নিকট চলে এসেছিল, তা'হলে তাঁরা তাকে সদুপদেশ এবং সান্ত্বনার দ্বারা নিরাময় করে থাকেন, এই সকল বালিকা যদি বুঝে সে সমাজে তার পূর্ব স্থান ফিরে পাবে তা'হলে তারা অপহারকের বিরুদ্ধে নিশ্চয় বিবৃতি দেবে। রক্ষি-গণকে তাকে বুঝাতে হবে যে ঐ ব্যক্তি তার সাময়িক যৌন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ সাধন করেছে, এই কারণে তাকে তার ক্ষমা করা উচিত হবে না। যদি বুঝা যায় যে অপহারকের প্রতি তার কিছুটা ফ্যাসিনেশন বা আগ্রহ এসে গিয়েছে, তা'হলে লৌহ-চরিত্র চিকিৎসকদের উচিত ঐ ফ্যাসিনেশনের মোড় ঘুরিয়ে তা নিজের উপর এনে পরে নিজে সরে পড়া, অবশ্য তা তাঁর করা উচিত ঐ বালিকার নিকট হতে অপহারকের বিরুদ্ধে একটি অনুকূল বিবৃতি আদায়ের পর।

এমন বহু কন্যা আছে যারা এক প্রকার হিষ্টিরিয়া রোগে মধ্যে মধ্যে ভুগে থাকে। এই রোগের কারণে তাদের কোনও ব্যক্তি বা দ্রব্যের উপর ঝোঁক পড়ে, এবং এরা অপাত্রে প্রেম নিবেদন করে। যে কন্যা কখনও মুখ তুলে কারুর সহিত বাক্যালাপ করতে সাহসী হয় নি, সে সহসা নির্লজ্জ, মুখরা ও দাম্ভিক হয়ে উঠে, কখনও কখনও নিষ্ঠুরও। গুরুজনদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতেও এরা কুণ্ঠা বোধ করে নি। "আমার কি করবে ওরা, আমি ওর কাছে এক্ষুনি চলে যাবো, কিংবা বাবা আমাকে দিয়ে পেশা করাতে চেয়েছিল, মা আমার একটি অবৈধ সন্তান নষ্ট করিয়ে দিয়েছে, ঐ মামার আমার উপর কু-দৃষ্টি ছিল, আমি রাজি হই নি তাই সে অভিযোগ এনেছে। দাদাও ওর এক

বন্ধুর নিকট আমাকে দিয়ে দিচ্ছিল," ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি তার এই তথাকথিত প্রেমের ব্যাপারে বাধা দিবে তার নামেই সে কুৎসা রটাতে সচেষ্ট হবে। আসলে কিন্তু উহা প্রেম নয়, উহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন হিষ্টিরিয়া রোগ। বাহির হতে বালিকাকে সহজ নারী মনে হলেও, প্রকৃত পক্ষে সে একজন রোগিণী মাত্র। এই রোগের এক একটি পিরিয়ড বা স্থায়িত্বের ক্ষণ আছে। কেহ নয় দিন পর, কেহ উনিশ দিন, কেহ ৫১ দিন, কেহ বা ৯১ দিন পরে নিরাময় হয়ে উঠে। নিরাময় হওয়া মাত্র এদের লজ্জা সরম ফিরে আসে, কারুর মুখের দিকে তারা চাইতে পারে না, বাপ-মার নিকট এই সময় এরা ক্ষমা ভিক্ষাও করে, এবং অপহারকের নাম আর মুখেও আনে না। এইরূপ রোগের সময় এদের প্রহার বা ভর্ৎসনা করলে সুফল পাওয়া যায়, * অন্যথায় ঘুমের ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া ভালো।

উদ্ধার করার সময় এরা চিৎকার শুরু করে, রক্ষীদের গাল পাড়ে ও বাধা দেয়। আঁচড়ে বা কামড়েও দেয়। এই সময় রক্ষীদের উচিত এদের প্রতি কঠোর ভাবাপন্ন হওয়া এবং কোনও মহিলার সাহায্যে তাকে টেনে তুলে নিয়ে আসা। নিরাময়ের পিরিয়ড বা সময় না পার হওয়া পর্যন্ত এদের বিবৃতি গ্রহণ না করে রক্ষীদের উচিত অভিভাবকদের হেপাজতে এদের ছেড়ে দেওয়া এবং অভিভাবকদের সাবধান থাকতে বলা, যাতে এই রোগিণী রোগের ঝোঁকে পুনরায় অপহারকের সহিত বেরিয়ে না যায়। এই সময় এই সকল বালিকাদের কদাচ হাকিমের নিকট পেশ করা উচিত হবে না, কারণ রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত

---

* কিন্তু প্রহার না করে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখতে পারলে ফল আরও ভালো হয়ে থাকে। অন্যথায় তাকে আটক রাখতে হবে, যাতে সে পালাতে না পারে।

এরা অপহারকের স্বপক্ষে বিবৃতি দিয়ে থাকে। কিন্তু রোগমুক্তির পর এরা অপহারকের বিরুদ্ধে শিক্ষা মত সত্য বিবৃতি দিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। যদি এমন বুঝা যায় যে ঐ বালিকা যৌন তাড়না বা হিষ্ট্রিয়ার কারণে অপহারকের সহিত পলায়ন করে নি, সে তার সহিত গৃহত্যাগ করেছে প্রেমের কারণে, তাহলে রক্ষীদের বুঝে নিতে হবে উহা কোন শ্রেণীর প্রেম, উহা ব্যক্তিগত, গুণগত বা মিশ্র প্রেম? কোনও কোনও বালিকা মানুষের কতকগুলি গুণকে ভালবাসে, আসলে মানুষটাকে তারা ভালবাসে না। কোনও একটি বালিকা হয়তো মনে মনে ধ্যান করেছে যে তার স্বামী হবে, দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট, বর্ণে গৌর, শিক্ষায় M. A. পাশ, মোটর থাকবে, আপন গৃহ থাকবে, বেতন হবে ৫০০৲ ইত্যাদি। এই সকল হচ্ছে ঐ ব্যক্তির এক একটি গুণ। ধরা যাউক কোনও বালিকা এইরূপ দশটি গুণ কল্পনা করেছে। এই সময় এমন এক ব্যক্তির সহিত তার সাক্ষাৎ হলো, যার মধ্যে তার মনে হ'ল ঐরূপ ৬টি গুণ আছে। এইরূপ ধারণা (যাহা ভুলও হতে পারে) হওয়ার সঙ্গে সে তাকে ভালোও বেসে ফেললো। এইরূপ অবস্থাকে ইংরাজীতে বলা হয় "লভ্ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।" এইরূপ প্রেম যত তাড়াতাড়ি গড়ে, উহা ভাঙেও ততো তাড়াতাড়ি। ঐ কন্যা যদি এমন আর এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে যার মধ্যে ঐরূপ ১০টি গুণের ৮টি গুণ আছে, অর্থাৎ পূর্ব প্রেমাস্পদের গুণ হতে আরও দুইটি গুণ বেশি আছে, তাহলে অমনি তার মন পূর্ব ব্যক্তি হতে সরে এসে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়বে, অবশ্য যদি ইতিমধ্যে ঐ পূর্ব ব্যক্তির সহিত তার বিবাহ কার্য সমাধা না হয়ে যায়।

কোনও কন্যাকে উদ্ধার করে এনে যদি রক্ষিগণ সাইন ও সিম্পটম হতে বুঝেন যে তার প্রেম গুণগত, তা'হলে রক্ষীদের নিজে বা অপর

কারুর মারফৎ তাকে বুঝাতে হবে * যে বস্তুতঃ পক্ষে ঐ সকল গুণ ঐ ব্যক্তির মধ্যে নেই, সে তাকে মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়েছে মাত্র। কিংবা অনুরূপ আরও 'অধিক গুণ' সম্পন্ন যুবকের কথা বলে বা তার সঙ্গে তাকে ভিড়িয়ে দিয়েও তাকে নিরাময় করতে হবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাকে নিরাময় করলে সে অচিরে তাকে ঠকানোর জন্য ক্রোধ পরবশ হয়ে ঐ অপহারকের বিরুদ্ধে শিক্ষা মত সত্য বিবৃতি দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

গুণগত প্রেমের কথা বলা হলো, এইবার ব্যক্তিগত প্রেমের কথা বলা যাউক। ব্যক্তিগত প্রেমে কন্যাবিশেষ মানুষটাকে ভালবাসে, মানুষের কোনও গুণকে নয়। এই সকল কন্যা প্রায়শ ক্ষেত্রে অশিক্ষিতা হয়ে থাকে। এই প্রেম বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে, এজন্য ইহাকে অপসারিত করতে সময়ের প্রয়োজন। আশৈশব বা আবাল্য পাশাপাশি বাড়িতে থাকায় বা বহুদিন যাবৎ অবাধ মেলামেশার সুযোগে ইহা সৃষ্ট হয়ে থাকে। যদি রক্ষিগণ বুঝেন যে এই প্রেম ব্যক্তিগত, তা' হলে চাতুর্যের সহিত ঐ বালিকার মনে বাক্‌প্রয়োগের সাহায্যে এনে দিতে হবে হিংসা ও অবিশ্বাস। ঐ কন্যাকে রক্ষীদের বুঝাতে হবে যে ঐ ব্যক্তি তাকে আর চায় না, তার নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সে সর্বসমক্ষে অজস্র নিন্দাবাদ করেছে বা সে গোপনে আরও দুই কন্যার সহিত অনুরূপ ভাবে প্রেমাভিনয় করে এসেছে তাকে ঠকিয়ে। কিরূপ প্রণালীতে কন্যার মন অপহারকের প্রতি বিরূপ করে দেওয়া সম্ভব তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

---

* প্রয়োজন হলে কথার মার প্যাঁচে মিথ্যা করেও তাকে তা বুঝাতে হবে, সমাজকে রক্ষা করার জন্য ইহার প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে কয়েক ব্যক্তির যোগসাজসে অভিনয় করেও বুঝাতে হবে।

"ঐ কন্যার আত্মীয়স্বজন, পিতামাতা ও ভাইভগ্নী কিছুতেই ঐ কন্যার মন ফিরিয়ে নিতে পারলো না। উদ্ধার করে আনার পর ঐ কন্যার মুখে একমাত্র বুলি ছিল 'ঐ যুবকের কোন দোষ নেই, আমি ইচ্ছা করে তার সঙ্গে গিয়েছি, আমি তার নিকট পুনরায় ফিরে যেতে চাই' ইত্যাদি। এদিকে কন্যাটির বয়স ছিল ১৮, আইনমতে অধিকক্ষণ তাকে আটক রাখতে আমরা পারি না, তার বয়স ১৮ বৎসরের কম হলেও অপরাধীর স্বপক্ষে তার এই বিবৃতি মামলার পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর হয়। পরিশেষে নাচার কন্যার আত্মীয়বর্গকে পার্শ্বের কক্ষে অবস্থান করতে বলে তাকে আমাদের 'জিজ্ঞাসা কক্ষে' নিয়ে এলাম। কন্যাকে সম্মুখের একটি আরাম কেদারায় বসিয়ে সহানুভূতির সহিত বললাম, 'খুকী তুমি যা করেছো, ঠিক করেছো, আমি খুব খুশি হয়েছি, যাকে একবার ভালো বেসেছো তাকে তুমি কি করে ত্যাগ করবে?' এইরূপ বাক্যজাল বিস্তার করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমার প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস উৎপাদন করা। আমার ভাষণে আশ্বস্ত হয়ে কন্যাটি উত্তর করলো, 'সব কথা সত্যি বলছেন তো? তাকে আমার নিকট এনে দেবেন?'—'নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো,' আমি উত্তর করলাম, 'কিন্তু এ কথা তোমার বাবার কাছে যেন বলে দিও না? তা' হলে'...'উঁ হুঁ তা কেন বোলবো, আমি বোকা মেয়ে না'কি?' কন্যাটি উত্তর করলো। উত্তরে আমি বললাম, 'কিন্তু তার আগে আমার সব কথা শুনতে হবে, তোমাকে এখন কিছু খেতে হবে, তুমি এখন আমার বোনের মতো।'

"এর পর আমি ভুলিয়ে ভুলিয়ে প্রচুর খাদ্যাদি তাকে খাইয়ে দিলাম, যাতে মস্তিষ্কের রক্ত নেমে পাকস্থলীতে উপনীত হয় এবং মস্তিষ্কের শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর পর একথা

সেকথার পর তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা! ছেলেটা তোমাকে ঠকাবে না তো?'—'না—না,' কন্যাটি উত্তর করলো, 'ওকে ভালো করে চিনি।' এর পর সহসা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে বললাম, 'আচ্ছা ওর নাম কি এই, ওকি অমুক রাস্তার পূর্বে থাকতো, ওর মামার নাম কি এই? এঁ্যা তাই তো!' (আমার টেবিলের ড্রআরে ঐ ছেলেটির নাম জাল করা কয়েকটি প্রেমপত্র পূর্বাহ্ণেই রচিত করে আমি রেখে দিয়েছিলাম। বিভিন্ন মামলার সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রেমপত্রের পুরনো খামে সেইগুলো আমি ভর্তি করে রেখেছিলাম। একখানি পত্র সাবধানে বার করে নিয়ে তাকে আমি ক্ষুণ্ণভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা ও কি এখনো অনিমাদের ওখানে যায়? আচ্ছা তুমি ললিতা নামে কোনও মেয়েকে কি চেনো?' খামের উপরকার অনিমা দেবী, ললিতা দেবী নাম দুইটি কন্যাটি সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পাচ্ছিল, পত্রের নিম্নে লেখা ছেলেটির নামও। পত্রটি এমন ভাবে মুচড়ে ধরেছিলাম যেন সে তাহা দেখে ফেলতে পারে। কন্যাটি এইবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে পীড়াপীড়ি শুরু করলো, 'বলুন কার পত্র ওগুলো, আমি দেখবো?' উত্তরে আমি বললাম, 'ও সব কিছু নয়, ওসব বিয়ের পরে সেরে যাবে। এতদূর এগিয়ে তুমি ফিরবে কি করে?' কন্যাটি এতক্ষণে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছে, অগত্যা আমি বলবো না বলবো না করে অনেক কিছু বললাম, এবং দেখাবো না দেখাবো না করে অনেক কিছু দেখালাম, পূর্বাহ্ণে সংগৃহীত কয়েকটি ফটোও। সহসা পরিলক্ষ্য করলাম কন্যাটির মধ্যে প্রতিহিংসার উদ্রেক হয়েছে, এই সুযোগে আমি তার নিকট হতে একটি অনুকূল বিবৃতি আদায় করলাম এবং তার মন ঐরূপ নরম থাকতে থাকতে তার ছোট ভাইটিকে এনে তার কোলের উপর বসিয়ে দিলাম। কন্যাটি ভাইটিকে বুকের মধ্যে চেপে কান্নায় ভাসিয়ে দিলে। শুধু তাই নয়, সে তার বাপ,

মার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বলে উঠলো, 'তোমরা আমাকে ক্ষমা করো, এরকম আর কক্ষনো হবে না।'

বিভিন্ন প্রকৃতির কন্যাকে বিভিন্ন প্রকারে বুঝানো হয়ে থাকে। শিক্ষিতা কন্যাকে যা বুঝানো যাবে তা অশিক্ষিতার উপর কার্যকরী নাও হতে পারে। কোনও কোনও রক্ষী অপহারকের মুখ হতে কন্যাগণকে শুনিয়ে দিয়ে থাকেন যে সে তাকে আর একটুও চায় না। মুক্তির আশ্বাস বাণী শুনিয়ে অপহারকদের কন্যাগণের নিকট এইরূপ ভাষণ দিতে রাজী করানো গিয়েছে। কোথাও কোথাও বাক্যবাণ দ্বারা এদের বুঝাতে হবে, "মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সীমান্তে যারা প্রাণ দেয় তাদের কি স্ত্রী পুত্র নেই? কিন্তু তারা বৃহত্তর-স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বলি দিয়ে থাকে। তোমার জাতি ধর্ম বংশগরিমার কথা ভাবো, তাদেরও প্রতি কি তোমার কোনো কর্তব্য নেই? প্রকৃত প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে স্বার্থ ত্যাগে, তুমি না হয় তার স্মৃতিটুকু পূজা করে বাকি জীবন অতিবাহিত করো", ইত্যাদি। এই ভাবে কন্যাটিকে বুঝিয়ে অপহারককে তার নাগালের বাইরে সরিয়ে দেওয়া উচিত, কোনও ক্রমেই তাকে কন্যার সহিত দেখা করতে দেওয়া উচিত নয়। এই সকল কন্যাগণ পুনরায় পারিবারিক পরিবেশে ফিরে এলে যথা সত্বর নিরাময় হয়ে উঠে, এজন্য সর্বদাই তাদের বাপমার হেপাজতে ছেড়ে দেওয়া ভালো হবে। অভিভাবকদেরও উচিত হবে তাদের একটুও ভর্ৎসনা না করে আদর আপ্যায়ন জানিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা। সময়ের ব্যবধানে এই সকল মনোরোগ নিশ্চিতরূপে নিরাময় হয়ে যায়, এবং কন্যাগণ তাদের এই সকল পূর্বস্মৃতি দুঃস্বপ্নের মত ভুলে গিয়ে থাকে। অপর দিকে বলপূর্বক অপহৃতা কন্যারা উদ্ধার হওয়ার পর ভয়ে লজ্জায় দুশ্চিন্তায় বহু মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করেছে, কেহ কেহ

সমাজের শাসনের ভয়ে পূর্ব গৃহে ফিরে আসতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। এদের যদি বুঝানো যায় যে তারা তাদের সামাজিক পূর্ব সম্মান ফিরে পাবে এবং তাদের পুনরায় আদর করে ঘরে নেওয়া হবে, তা'হলে তারা অপহারকের বিরুদ্ধে সকল সত্য অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করে দেবে। এমন কি যে সকল কন্যা ইচ্ছা করে বার হয়ে গিয়েছে, তাদের মন বিপরীতমুখী হওয়া মাত্র তারাও তাদের এই দুর্গতির জন্য ঐ অপহারককেই দায়ী করেছে, কন্যাদের এইরূপ মনোবৃত্তির সুযোগ তদন্তকারী রক্ষিগণ প্রায়ই গ্রহণ করে থাকেন।

স্বকীয় কর্মজীবনে আমি এইরূপ বহু কন্যাকে উদ্ধার করে এনেছি। শুধু তার দেহটিকে উদ্ধার করিনি, তার পূর্বতন মনটিকেও উদ্ধার করেছি। তাদের আমি বিধর্মী এবং স্বধর্মী দুর্বৃত্ত হতে রক্ষা করেছি, সেই সঙ্গে তাকে রক্ষা করেছি প্রচলিত আইনের কবল হতেও। কারণ প্রচলিত আইন অপহারকের সহিত গমনেচ্ছুক প্রাপ্তবয়স্ক রোগী নারীকে রক্ষা করতে পারে নি বরং উহা কার্যকরী করে অপহারকের সহায়ক হয়েছে। অপহৃত নারীকে কেবল মাত্র উদ্ধার করে আনার পরই রক্ষিগণের সকল কর্তব্য শেষ হয় না, ঐ নারীকে তার স্বকীয় পরিবার ও পরিবেশে পুনঃসংস্থাপন করাও তার অপর কর্তব্য, এখানে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণের প্রশ্ন উঠে না, এখানে প্রশ্ন উঠে চিকিৎসা কার্যের। একমাত্র রক্ষিগণ দ্বারাই এই সুকার্য সামাধা হওয়া সম্ভব, এই সৎ কার্যে অগ্রসর হয়ে না এলে তাঁরা সমাজের নিকট অপরাধীই হবেন। ভুলে গেলে চলবে না যে পারিবারিক জীবন ভেঙে পড়লে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবনও ভেঙে পড়বে। কোনও অভিভাবকই চাইবেন না যে তাঁর কন্যা অপাত্রে পাত্রস্থ হউক, এইজন্য কন্যাকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত কন্যাগণও ইচ্ছাকৃত

ভাবে বার হয়ে এলেও আখেরে বিষময় জীবন যাপন করেছে। অন্ততঃ শতকরা আশিটি ক্ষেত্রে ইহা অতীব সত্য। আমার বিপথগামী ভগিনীদেরও এই সম্বন্ধে অবহিত হতে আমি অনুরোধ করবো। এইরূপ বহু কন্যার সহিত আজও আমার দেখা হয় যাদের কুমারী অবস্থায় আমি উদ্ধার করে এনেছিলাম, ঐ সকল 'জননী ধন্যা কন্যাদের' এবং তাদের অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সলজ্জ দৃষ্টি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে আমার কঠোর কর্ম জীবনের কথঞ্চিৎ সার্থকতা। আমি মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি, অন্য কোন পেশা গ্রহণ করলে, এর চেয়ে বড় পুণ্য কার্য কি করতে পারতাম?

অপতদন্ত—প্রমাণ সংগ্রহ

কোনও অপরাধীকে আদালতে অভিযুক্ত করতে হলে বা তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করতে হলে আদালতের বিশ্বাসযোগ্য রূপে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। এই সকল প্রমাণ আইন সঙ্গত ভাবে প্রচলিত 'আইনের খুঁটিনাটি' মেনে চলে দায়ের করার প্রয়োজন আছে। প্রতিটি প্রমাণ রক্ষীদের সংগ্রহ করতে হবে তাঁদের কথা ভেবে যাঁদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে, তা' না হলে রক্ষীদের সকল পরিশ্রম একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

প্রমাণ সংগ্রহের সময় রক্ষীদের সূত্র (clue) এবং প্রমাণের প্রভেদ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। এই সূত্র বা হদিস এবং প্রমাণ বা প্রুফ এক বস্তু বা বিষয় নয়। সূত্র বা clue দ্বারা রক্ষিগণ অপরাধীকে খুঁজে বার করেন, অপরাধের স্বরূপ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হন এবং সাক্ষ্যপ্রমাণও সংগ্রহ করেন। কিন্তু সূত্র—সূত্রমাত্র, উহাকে প্রমাণ

বলা চলে না। সূত্র তদন্তের সম্ভাব্য পথের সন্ধান এনে দিলেও সকল ক্ষেত্রে উহা প্রমাণ রূপে গৃহীত হয় নি। এই সকল সূত্রের সত্যতা সম্বন্ধেও তদন্তের প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র উহার উপর নির্ভর করে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করাও উচিত হবে না, কারণ এই সূত্র তদন্তকারীকে ভুল পথেও নিয়ে যেতে পারে।

ধরুন, কোনও এক মুণ্ডহীন দেহ কোনও এক উন্মুক্ত স্থানে পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে আপনি খবর পেলেন নিকটস্থ এক বাড়িতে দুইটা ভাই বাস করতো এবং নানা কারণে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। পূর্বদিন রাত্রে উভয় ভ্রাতায় তুমুল কলহও হয়েছে এবং মধ্যরাত্রে একজন গৃহত্যাগ করে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে ফিরে আসে নি। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন তাকে খোঁজাখুঁজি করছেন, কান্নাকাটিও। এইরূপ এক সংবাদ আপনি সূত্ররূপে ব্যবহার করে তদন্তের কারণে অগ্রসর হতে পারেন। এর পর যদি আপনি অবগত হন যে অপর ভ্রাতাটিও বহুক্ষণ নিখোঁজ হয়েছিল এবং পরে যখন সে ফিরে এসেছিল তখন তার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে রক্তের দাগ দেখা গিয়েছে এবং এর পর আপনি যদি ঐ সকল রক্তমাখা কাপড়-চোপড় ঐ গৃহ হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হন, তাহলে ঐ গুলি প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে, তা' না হলে আপনার পূর্বলব্ধ সংবাদটি তখনও পর্যন্ত মাত্র সূত্ররূপে পরিগণিত হবে।

কিংবা ধরুন, কোনও এক চুরির মামলার তদন্তে এসে আপনি শুনতে পেলেন ফরিয়াদী বা তার লোকজনেরা দা দিয়ে চোরের একটি অঙ্গুলী কেটে দিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে পলায়নে সক্ষম হয়েছে। এর একদিন পরে হয়তো আপনি শুনতে পেলেন, জনৈক ব্যক্তি কোনও এক ডাক্তারের দ্বারা কাটা আঙুলের চিকিৎসা করিয়েছে। এই সূত্র

ধরে আপনি ঐ চিকিৎসকের সহিত আলাপ করে প্রকৃত সত্য অবগত হতে পারলেন। হয়তো আপনি শুনলেন চুরির দুইদিন পূর্বে ঐ ব্যক্তির হাত কোনও এক মেসিনে কাটা গিয়েছিল। এইরূপ অবস্থায় অবশ্য আপনার সংগৃহীত এই সূত্র আপনাকে কোনও রূপ সাহায্য করতে পারলে না ; কিংবা হয়তো আপনি তার নিকট হ'তে অবগত হলেন যে পূর্বরাত্রে অর্থাৎ ঐ চুরির রাত্রে ঐ ব্যক্তির অঙ্গুলী কোনও ধারালো অস্ত্র দ্বারা কাটা গিয়েছিল এবং ঐ আহত ব্যক্তির চেহারার সহিত পলাতক অপরাধীর আকৃতির হুবহু মিল আছে। এইরূপ অবস্থায় ঐ আহত ব্যক্তির উপর আপনার নির্ভরযোগ্য সন্দেহ আসবে এবং এইরূপ অবস্থায় তাকে পাকড়াও করা আপনার পক্ষে অন্যায় হবে না। এর পর অবশ্য আপনি ঐ ব্যক্তিকে মিছিল-সনাক্তিকরণ দ্বারা ফরিয়াদী এবং অপরাপর সাক্ষী দ্বারা সনাক্তও করিয়ে দেবেন। ফরিয়াদি বা সাক্ষীরা যদি তাকে অপরাধী রূপে সনাক্ত করে কিংবা ঐ ব্যক্তির গৃহতল্লাস করে অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে ঐ সনাক্তকরণ, দ্রব্য উদ্ধার এবং কর্তিত অঙ্গুলী মামলায় প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হ'তে বুঝা যাবে যে সূত্র সকল ক্ষেত্রে প্রমাণ নয়। সংগৃহীত সূত্রের তিনটি বিশেষ অবস্থা আছে। সূত্রের প্রথম অবস্থায় উহার উপর নির্ভর করে কাহারও উপর ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনুচিত। এই সূত্রানুসরণের মধ্যম অবস্থা প্রকটরূপে সন্দেহের কারণ ঘটায়। এই অবস্থায় রক্ষিগণ কাহারও বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলে অন্যায় হবে না। অত্যুগ্র সন্দেহের কারণে ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার দেশের আইন রক্ষিগণকে প্রদান করেছে, কারণ তা' না হলে দুরূহ তদন্তের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এইরূপ কোনও ব্যবস্থা পরে ভুল রূপে প্রমাণিত হলেও উহাকে অনিচ্ছাকৃত ভুল বলা হবে। এইরূপ

বিপাকে পড়ে রক্ষিগণ বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন, তাদের গৃহাদি খানাতল্লাস করেছেন, কিন্তু তদন্তের পর প্রমাণের অভাবে তাদের মুক্তি দিতেও হয়েছে ; কিন্তু তথাপি এই ভুলের জন্য শান্তিরক্ষীদের কোনও রূপেই দায়ী করা যায় নি। এই সূত্রানুসরণের সাফল্যজনক শেষ অবস্থাকে বলা হয় প্রমাণ। সূত্র বা clue এবং প্রমাণ—এই উভয়ের প্রভেদ ও প্রকৃত সংজ্ঞা সম্বন্ধে প্রত্যেক রক্ষীরই অবহিত হওয়া উচিত।

স্বকীয় চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে লব্ধজ্ঞান হ'তে মানুষ যাহা বিবৃত করে মাত্র তাহাই আদালতে প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। অপরের নিকট হ'তে শুনা কোনও কাহিনী আইনানুসারে এদেশে প্রমাণ রূপে গৃহীত হয় না। অবশ্য ইতিপূর্বে কোনও ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দিয়ে গিয়ে থাকে যে এই কাহিনী আমি অমুককে ঘটনার পরমুহূর্তে বলেছিলাম, তাহা হলে উহা নিশ্চিত প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে। কোন ঘটনার অব্যবহিত পরে উহার কাহিনী যদি কেহ কাহাকেও জানিয়ে থাকে তাহলে ঐরূপ বিবৃতি সর্বদাই প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়েছে। পুলিশের নিকট প্রদত্ত আসামীর বিবৃতি এদেশের আইনানুসারে আদালতে গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু পুলিশের অবর্তমানে সাধারণ মানুষ, কিংবা কোনও বিচারকের নিকট প্রদত্ত আসামীর বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি প্রমাণ। মৃত ব্যক্তির জবানবন্দী পুলিশ, সাধারণ মানুষ বা কোনও বিচারক যে কোনও ব্যক্তি লিপিবদ্ধ করুন না কেন উহা প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে। পুলিশের নিকট প্রদত্ত আসামীর বিবৃতি এদেশের আইনে গ্রাহ্য নয়, কিন্তু ঐ বিবৃতি অনুসারে কোনও দ্রব্যাদি উদ্ধার করা হলে আসামীর ঐটুকু বিবৃতি মাত্র রক্ষিগণ আদালতে সংক্ষেপে বিবৃত করতে পারবেন। যথা, "আসামীর বিবৃতি অনুসারে আমি এই এই দ্রব্য উদ্ধার করতে পেরেছি কিংবা আসামী অমুক অমুক স্থানে আমাকে নিয়ে যায় এবং

অমুক অমুক দ্রব্যাদি ও ব্যক্তিগণকে সে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল ইত্যাদি।" এতদ্ব্যতীত মামলা সম্পর্কীয় প্রতিটি দ্রব্য, এক্সপার্ট রিপোর্টাদি, দলিল দস্তখত, লিখন প্রভৃতিও আদালতে প্রমাণরূপে গৃহীত হয়ে থাকে।

এমন বহু দ্রব্য আছে যাহার একক অবস্থিতি কাহারও বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে পরিগণিত হয় না। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের সহিত আদালতে পেশ করলে ঐ সকল দ্রব্য আদালতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্যরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এই সকল প্রমাণকে বলা হয় পরোক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ রূপ প্রমাণের সহিত যুক্ত হলে উহা গ্রহণীয় হয়। এই কারণে রক্ষীদের উচিত সম্ভাব্য পরোক্ষ প্রমাণ পূর্বাহ্ণেই সংগ্রহ করে রাখা, কারণ ভবিষ্যতে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে ঐ সকল দ্রব্য উহাদের সহিত সংযুক্ত করে আদালতে দায়ের করা যেতে পারবে। নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমি নিহত ব্যক্তির দেহটি বাগানের ভিতর পড়ে রয়েছে দেখলাম, এবং ঐ স্থান হ'তে বহু দূরে একটি বাড়ির নর্দমার জল লোহিত দেখলাম। উহা পানের পিচ্ কি মনুষ্য রক্ত তা বুঝা গেল না। ঐরূপ কিছুটা তরল পদার্থ বোতলে ভর্তি করে রক্তপরীক্ষকের নিকট পাঠানো হলো এবং রক্তপরীক্ষক উহা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন উহা মনুষ্য রক্ত। এই ঘটনার এক বৎসর পর একজন অপরাধী স্বীকার করলো, তার সম্মুখে এক ব্যক্তিকে ঐ নর্দামার পার্শ্বে নিহত ক'রে হত্যাকারী ঐ স্থান জল দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিল এবং ইহার পর তাহার সাহায্যে সেই হত্যাকারী ঐ মৃতদেহটি বাগানে এনে রেখেছিল।

ঐ মৃতদেহ ঘটনাস্থল হ'তে বহু দূরে প্রাপ্ত হওয়ায় উহার একক অবস্থিতির কোনও মূল্য ছিল না, কিন্তু হাকিমের নিকট প্রদত্ত অপরাধীর স্বীকৃতির সহিত রক্তপরীক্ষকের এক বৎসর পূর্বেকার 'মনুষ্য

রক্ত সম্বন্ধীয়' রিপোর্ট একত্রে পেশ হওয়ায় উহা প্রামাণ্য বস্তুরূপে পরিগণিত হয়।"

প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষরূপ প্রমাণের মূল্য অধিক। পরিবেশ সম্ভূত প্রমাণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরাজীতে ইহাকে বলে সারকমস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স। মানুষ মিথ্যা বললেও বলতে পারে, কিন্তু পরিবেশ কখনও তা বলে না। কেহ কেহ ইহাকে পরিবৈশিক প্রমাণও বলে থাকে। এমন বহু টুকরা টুকরা ঘটনা বা অসংলগ্ন কাহিনীর সন্ধান আমরা পাই, যাদের একক অবস্থিতির কোনও মূল্য নেই। কিন্তু ঐরূপ বহু কাহিনী বা ঘটনা বা প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সম্ভাব্য একত্র সমাবেশ মূল কাহিনী নির্ভুলরূপে নির্দেশ করতে সক্ষম। অকুস্থলের পরিবেশ এবং অবস্থানও বহু স্থলে প্রকৃত ঘটনা নির্দেশ করতে সহায়ক হয়েছে।

পরিবৈশিক প্রমাণের সহিত একটি মোটা তারের জালের সহিত তুলনা করা চলে। এই জাল কোনও ব্যক্তি বা জীবের উপর আমরা নিক্ষেপ করলাম। এই জালের ফোকর সকল যদি বৃহদাকার হয়, তাহলে ঐ জীব উহার একটির ফাঁক দিয়ে নির্গত হয়ে যাবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐ জালের সন্নিবেশিত ফোকর দিয়ে নির্গত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। সেই জীব প্রাণপণে দেহের শক্তি নিয়োগ করে ঐ জালের কোনও এক দুর্বল অংশ ছিঁড়ে বার হয়ে এলো। কিন্তু এমনও হ'তে পারে যে সে জালের ফোকর দিয়ে বার হয়ে আসতে তো পারলোই না, এমন কি প্রাণপণ চেষ্টা করেও ঐ জালের কোনও অংশ ছিঁড়ে বার হ'তে সক্ষম হলো না। এইরূপ অবস্থায় একে বেড়াজাল বলা হয়। এই বেড়াজালের সহিত পরিবৈশিক প্রমাণের তুলনা করা চলে।

কেহ কেহ বলেন, পরিবৈশিক প্রমাণ চাক্ষুষ প্রমাণ নয়, উহা অনুমান

মাত্র। এই কারণে উহার উপর নির্ভর করে কাহাকেও শাস্তি প্রদান করা সঙ্গত হবে না। কিন্তু ঘটনারাজী অনুধাবন করে যদি অনুমান দ্বারা একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, দুইটি বা তিনটি সিদ্ধান্তে আসা না যায়, তা'হলে উহাকে অকাট্য প্রমাণ বলা চলে। অদূরস্থ পর্বত শিখরে ধূম দেখা যাচ্ছে, একমাত্র অগ্নি হ'তে ধূম নির্গত হয়, এই কারণে ঐ পাহাড়ে আগুন আছে ইহা অনুমান দ্বারা বলা সম্ভব। অগ্নির অবস্থিতির কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকলেও আমরা নিঃসঙ্কোচে রায় দেব যে ঐখানে আগুন আছে। বহু ক্ষেত্রে চারটি তথ্যের মধ্যে মাত্র তিনটির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে চতুর্থটি যে কি বস্তু বা বিষয় তা আমরা নির্ভুলরূপে বলে দিয়েছি। নিম্নের মামলা সম্পর্কিত আলোচনা হ'তে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"কোনও এক বেশ্যালয় হ'তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দুই ব্যক্তি ছুটে বার হয়ে আসতে দেখলো। এই ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদিতে তারা রক্তের দাগও দেখতে পেলো। এই কারণে তারা তাকে রাস্তার উপর পাকড়াও করলো, কিন্তু তাহারা তাহার নিকট হ'তে কোনও অস্ত্রাদি উদ্ধার করতে পারে নি। এর পর তারা তাকে গ্রেপ্তার করে ঐ বাড়িতে এনে এক কক্ষে রক্তাপ্লুত অবস্থায় এক নারীকে শায়িত দেখতে পেলো। কোনও বিবৃতি না দিয়ে ঐ নারী একটু পরেই চির শান্তিলাভ করেছিল। ঐ বাটীতে মাত্র দুইজন সাক্ষী পাওয়া গেল যারা বললো অপরাধীকে এক ঘণ্টা পূর্বে ঐ কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেছে কিন্তু কখন যে সে বার হয়ে গেল তা তারা দেখতে পায়নি।"

উপরের এই টুকরা টুকরা কাহিনী হ'তে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিই যে হত্যাকরী তা নিঃসন্দেহে বলা যাবে কি'না তাহা বিবেচ্য। আমার মতে ঐ ব্যক্তি হত্যাকারী হ'তেও পারে আবার নাও হ'তে পারে। কারণ

এইখানে উপরিউক্ত তথ্যসমূহ হ'তে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ এমনও হ'তে পারে যে ঐ নারীর একজন পুরানো উপপতি ছিল। এইদিন হয়তো সে ঐ নারীর কক্ষে এসে দেখেছে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার রক্ষিতা নারীকে উপভোগ করছে। ক্রোধ ও ঈর্ষায় অধৈর্য হয়ে সে ছুরিকা দ্বারা ঐ নারীকে প্রথমে আঘাত করে এবং পরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সে পলায়ন করতে থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়তো তার পিছন পিছন ছুটে তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিল, কিম্বা সেও এই বীভৎস দৃশ্য দেখে পলায়ন করছিল। হতবিহ্বল হয়ে যাওয়াতে সে চিৎকার করতে পারে নি এবং ফিনকি দিয়ে উঠা রক্ত তারও গাত্রে লেগে গিয়েছে। এইরূপ এক বিবৃতি যদি ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রদান করে তা'হলে বুঝতে হবে পরিবৈশিক প্রমাণের বেড়াজাল হ'তে সে বার হয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি একটি রক্তমাখা ছুরিকা হস্তে ধরা পড়ে যেতো এবং কোনও সাক্ষী যদি বলতো যে মাত্র দশ মিনিট পূর্বে সে ঐ অপরাধী এবং ঐ নারীকে ঐ ঘরে একত্রে অবস্থান করতে দেখেছে এবং অপর আর এক সাক্ষী যদি বলতো যে প্রায় অর্ধঘণ্টা যাবৎ সে ঐ নারীর কক্ষের দুয়ারের নিকট রোয়াকে বসে ছিল, মাত্র দশ মিনিট পূর্বে পূর্বোক্ত সাক্ষীকে একবার দুই মিনিটের জন্য ঐ ঘরে প্রবেশ করতে দেখেছে, অপর কোনও ব্যক্তি উহার পর ঐ ঘরে আর প্রবেশ করে নি, সে সহসা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ ঘর হ'তে রক্তমাখা ছুরি হাতে বার হ'তে দেখে চেঁচিয়ে উঠে, তার চিৎকার শুনে বহু লোক ঐ কক্ষে ঢুকে দেখে ঐ নারী নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এর দুই মিনিট পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দুইজন পথচারী রাজপথ হ'তে পাকড়াও করে অকুস্থলে নিয়ে আসে, আর এই সকল সাক্ষী-সাবুতের সহিত রক্ষিগণ ঐ স্থানের একটি নক্সা দায়ের করে যদি প্রমাণ করেন যে ঐ কক্ষ হ'তে বার হয়ে আসবার

ঐ একটি মাত্র দরজা আছে, তাহলে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হবে যে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিই ঐ রমণীকে হত্যা করেছে, যদিও চাক্ষুষ কেহ তাকে ঐ নারীকে হত্যা করতে দেখে নি।

পরিবৈশিক প্রমাণ কিরূপ সাবধানতার সহিত সংগ্রহ করতে হয় তাহা নিম্নের কাহিনী হ'তে বুঝা যাবে।

"কোনও এক ঘেরা মাঠে কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি টেনিস খেলছিল। এমন সময় 'মরে গেলুম' চিৎকার শুনে তারা বার হয়ে এসে দেখলে, নিহত ব্যক্তি রক্তাপ্লুত অবস্থায় শুয়ে আছে, এবং ঐ ক্লাবের বেয়ারা 'জীন' তার বুকে নিবদ্ধ ছুরিখানি টেনে বার করছে। ঐ ছুরি পরীক্ষা করে তাঁরা দেখলেন উহার বাঁটে ঐ বেয়ারার নামের আগ্যক্ষর "J" খোদিত রয়েছে। ঐ বেয়ারার নাম ছিল জীন, এই কারণে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন ঐ ছুরিখানার মালিকও ঐ বেয়ারা জীন। এই সকল কারণে উপস্থিত সকলের ধারণা হয়েছিল হত্যাকারীও ঐ বেয়ারা জীন। কিন্তু পরবর্তী তদন্তে প্রকাশ পেলো জন নামক এক ব্যক্তি যাহার নামের আগ্যক্ষর "J"—তার ছুরি দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে নিহত করে ইতিপূর্বেই পলায়ন করেছিল এবং বেয়ারা জীন তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঐ ব্যক্তিকে বাঁচাবার জন্য বক্ষে নিবদ্ধ ছুরিখানি দয়াপরবশ হয়ে বার করে নিচ্ছিল মাত্র।"

অভিযুক্ত ব্যক্তির ঘটনার পূর্বের এবং পরের আচরণ প্রভৃতিও প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। এই সকল পূর্বাপর আচরণ ও উক্তি এবং কার্যাদির সময় এবং তারিখও প্রয়োজন বোধে প্রমাণরূপে বিবেচিত হয়েছে। কোনও ঘটনা বা দ্রব্যাদি দেখা বা শুনার ন্যায় উহা না দেখা ও না শুনাও ক্ষেত্র বিশেষে প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে। 'ঘটনার আশে পাশে বহু ব্যক্তি কার্যরত আছে, অথচ ফরিয়াদীর চিৎকার কেহ শুনতে

পেলো না', এইরূপ বিবৃতি সমূহকে বিপরীত প্রমাণ রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ করা হয়ে থাকে যে ঐরূপ ঘটনা কদাচ ঘটে নি অর্থাৎ উহার অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। এইরূপ অবস্থায় সাহায্যের জন্য চিৎকার স্বাভাবিক এবং উহা না করা অস্বাভাবিক। চিৎকার না করার অস্বাভাবিক কার্যও বিপরীত প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে। পরিবৈশিক প্রমাণের জন্য এই সকল "না যাওয়া, না দেখা, না শুনা, না বলা" প্রভৃতি তথ্য সবিশেষ প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত যে কোনও অপরাধই সংঘটিত হউক না কেন উহার মূলে থাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, এই জন্য রক্ষীদের সর্বাগ্রে অপরাধের উদ্দেশ্য বা মোটিভ্ প্রমাণ করা উচিত। নিম্নে অপর একটি পরিবৈশিক প্রমাণমূলক মামলার কাহিনী উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক মেথর-গলির ভিতর প্রত্যূষে এক ঝাড়ুদার একটি ভোজালি সহ একটি মুণ্ডহীন দেহ আবিষ্কার করলো। সরকারী ডাক্তার অকুস্থলে এসে মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানালেন যে, পেশী সমূহের কাঠিন্য এবং রক্তের জমাট্ হ'তে তিনি বুঝেছেন যে ঐ ব্যক্তি ঐ দিন রাত্রি দুই ঘটিকায় ঐ স্থানে নিহত হয়েছে। আর্টারি (শিরা) হ'তে নিক্ষিপ্ত (ফিনকি) রক্ত দেওয়ালে পরিলক্ষ্য করে তিনি বুঝেছেন যে, ঐ স্থানেই লোকটিকে হত্যা করা হয়েছে।

তদন্তে জানা গেল যে ঐ মৃত ব্যক্তির নাম অমুক বাবু। তিনি একবার অমুক থানায় পেটি কেশে গ্রেপ্তার হন। জামিনের কাগজে প্রদত্ত টিপের সহিত মৃত দেহের অঙ্গুলির টিপ্ মিলিয়ে ইহা জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৃত ব্যক্তির হাতে আঁকা উল্কি এবং কুশ পা ও পিঠের অপারেশনের দাগ হ'তেও তাহাকে সনাক্ত করা গিয়েছে।

এক্ষণে এমন দুই জন সাক্ষী পাওয়া গেল যারা বললো যে ঐ তারিখে

রাত্রি বারটার সময় হত্যাকারীকে তারা নিহত ব্যক্তি সমভিব্যাহারে ট্যাক্সি হ'তে নেমে ঐ মেথর গলিতে প্রবেশ করতে দেখেছে। নিহত ব্যক্তিকে ঐ সময় তাদের মদোন্মত্ত মনে হয়েছিল, হত্যাকারী প্রকৃত পক্ষে তাকে জোর করে টেনে ঐ গলির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। অপর চার পাঁচ-জন সহ-ভাড়াটিয়ার বিবৃতি হ'তে জানা গেল যে ঐ তারিখে রাত্রি তিন-টার সময় তারা হত্যাকারীকে একটা রক্তমাখা পুঁটুলি ও একখানি ছোরা হাতে তাদের এজমালি বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে অবাক হয়ে যায়। সাক্ষিগণ তাকে দেখে ফেলায় সে তার রক্তমাখা ধুতি ও পাঞ্জাবী তাড়াতাড়ি ছেড়ে নূতন জামা কাপড় প'রে পুনরায় বাড়ি হ'তে বার হয়ে যায়। এই সকল সাক্ষী ব্যতীত একজন গৃহহীন সন্ন্যাসী সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে হত্যাকারীকে তিনি অমুক পুষ্করিণীতে একটী পুঁটুলি ঐ তারিখে রাত্রি চার ঘটিকায় নিক্ষেপ করতে দেখেছিলেন। শান্তি রক্ষিগণ ঐ অপরাধীর বাটী তল্লাস করে ঐ অপরাধীর পরিত্যক্ত রক্তমাখা ধুতি পাঞ্জাবী উদ্ধার করে রক্তপরীক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, এবং রক্ত পরীক্ষকের রিপোর্ট হ'তে জানা গিয়েছিল উহাতে মনুষ্যরক্ত আছে এবং ঐ রক্ত এবং মৃত ব্যক্তির দেহাবরণের রক্ত একই গ্রুপের রক্ত। অপর দিকে অপরাধীর দেহে কোনও রূপ ক্ষত ছিল না এবং তাহার দেহের রক্ত ছিল ভিন্ন গ্রুপের। অপর কয়েক জন সাক্ষীর বিবৃতিতে ইহাও প্রকাশ পেলো যে দুই দিন পূর্বে এক স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ হয় এবং হত্যাকারী নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করবে ব'লে শাসায়। ইহার পর রক্ষীদল ঐ সন্ন্যাসী সাক্ষী কথিত পুষ্করিণী গহ্বর তল্লাস করে একটি বিকৃত ছিন্ন মস্তকও উদ্ধার করতে পেরেছিল। এতদ্ব্যতীত কোনও এক কামার সাক্ষী অকুস্থলে প্রাপ্ত ভোজালিটি সনাক্ত করে বিবৃতি দিয়েছিল মাত্র একদিন

পূর্বে অপরাধী উহা তার নিকট হ'তে দুই টাকা মূল্যে ক্রয় করে এনেছিল।"

উপরোক্ত রূপ পরিবৈশিক প্রমাণ হ'তে বুঝা গিয়েছিল যে হত্যাকারী প্রেম ঘটিত ঈর্ষার কারণে দুই দিন পূর্বে ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করবে স্থির করে। এর পর সে তাকে ভুলিয়ে মদ খাইয়ে ঐ মেথর গলির মধ্যে ঐ তারিখে রাত্রি বারটার সময় নিয়ে যায়। এবং রাত্রি দুই ঘটিকা আন্দাজ সময়ে সে তাকে ঐ স্থানে ছুরি দ্বারা হত্যা করেছিল। পরে সে মুণ্ডটি ভোজালি দ্বারা কর্তন করে ফেলেছিল এবং ঐ মুণ্ডটি পুঁটুলি বেঁধে সে বাড়ি এসে রক্তমাখা জামা কাপড় ছাড়ে এবং তাহার পর সে ঐ মুণ্ড সহ ঐ পুষ্করিণীতে এসে উহা সেইখানে নিক্ষেপ করে।

এই স্থলে টুকরা ঘটনা ও কাহিনীর সহিত তারিখ এবং সময় সংযুক্ত হয়ে অকাট্য পরিবৈশিক প্রমাণের সৃষ্টি করেছে।

বড় বড় ষড়যন্ত্র মূলক মামলায় বহু ব্যক্তি দলগত ভাবে বহু অপরাধ বহুদিন যাবৎ সাধিত করে থাকে। এই সকল মামলায় দলের প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেক অপরাধের সময় উপস্থিত থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায়শঃ ক্ষেত্রে লুণ্ঠিত দ্রব্যের হিস্যা তারা পেয়ে এসেছে। অন্যথায় এমনও হয়ে থাকে যে দলের দুই একজন ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভাবে অপরাধ সমূহে লিপ্ত থাকে নি কিন্তু তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে এবং অন্যান্য বহু উপায়ে বা অর্থ বা অস্ত্র দ্বারা বা মাল বা দেহ পাচারে দলের লোকেদের সাহায্য করেছে। এই সকল ব্যক্তিকে মূল অপরাধ সমূহে অভিযুক্ত করা সম্ভব না হলেও এদের ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একক বিচারে যারা নিশ্চিত রূপে মুক্তি পেতো তারা দলগত ষড়যন্ত্রের বিচারে শাস্তি পেয়ে থাকে।

এই সকল মামলায় প্রথমে প্রমাণ করা প্রয়োজন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের

মধ্যে অপরাধের উদ্দেশ্যে একটি ষড়যন্ত্র হয়েছিল এবং ঐ ষড়যন্ত্রানুসারে ঐ সকল অপরাধ সমাধা করা হয়েছে। এই স্থলে রক্ষীদের প্রমাণ করতে হবে কোনও একদিনে কোনও এক সময়ে কোনও এক স্থানে প্রত্যেক অপরাধী মিলিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে একজন বা দুইজন এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং অপর সকলে ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী অপকার্য করতে স্বীকৃত হয়েছিল এবং এর পর অপরাপর ব্যক্তি একে একে ঐ দলের উদ্দেশ্য অবহিত হয়ে উহাতে স্বেচ্ছায় যোগ দেয় ইত্যাদি।

ধরা যাউক, ১০ ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে গঙ্গার এক ঘাটে নিয়ে এলো, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ ব্যক্তি নৌকায় তুলে তাকে ওপারে নিয়ে গেলো এবং গঙ্গার ওপারে যেয়ে এদের একজন প্রস্তাব করলো, 'এইবার একে হত্যা করা যাউক'। এই প্রস্তাব শুনে এই পাঁচজনের একজন ভয় পেয়ে ঐ স্থান হ'তে সরে পড়লো এবং এর পর বাকি চারজন ব্যক্তি তাকে এক ভাঙা বাড়িতে নিয়ে গেলো, এদের তিনজন বাহিরে পাহারায় রত থাকলো এবং একজন তাকে ভিতরে এনে হত্যা করলো। এই স্থলে 'হত্যা করবো' এই প্রস্তাব উত্থাপনের সহিত প্রকৃত ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। এই কারণে দলের প্রথম পাঁচ ব্যক্তি যারা গঙ্গার ওপারে থেকে গিয়েছে তারা এবং যে ব্যক্তি গঙ্গার এপারে এসে খুনের প্রস্তাব শুনে ভয় পেয়ে কিংবা সহায়তা করতে রাজী না হয়ে সরে পড়েছে সে এই খুন সম্বন্ধীয় ষড়যন্ত্রের আওতায় পড়বে না। ষড়যন্ত্রের আওতায় পড়বে মাত্র চার ব্যক্তি যারা ঐ প্রস্তাব শুনার পরও প্রস্তাব উত্থাপকের সহিত অপকার্যে রত হয়েছিল।

ষড়যন্ত্র মূলক বা গ্যাঙ কেশ সমূহে সম্যক প্রমাণের জন্য প্রায়শঃ ক্ষেত্রে একজন রাজসাক্ষীর বা এপ্রুভারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। মামলার

প্রতিটি ঘটনা সত্য রূপে প্রকাশ করায় তাকে ক্ষমা করে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি লাভের ইচ্ছায়, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে, অনুতাপের কারণে কিংবা প্রলোভনে পড়ে বহু অপরাধী রাজসাক্ষী হ'বার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে, যদিও এই অবস্থার কারণ স্বরূপ মুখে অনুতাপের উল্লেখ করার রীতি আছে। সাধারণত যে ব্যক্তি সমুদয় অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট থেকেছে তাকে রাজসাক্ষী করলে সুবিধা হয়ে থাকে, তা'না হলে দুই তিন বা ততোধিক রাজসাক্ষীর প্রয়োজন হয়। এইজন্য বহুক্ষেত্রে রক্ষিগণ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই রাজসাক্ষীরূপে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। রাজসাক্ষীদের নানা কারণে জামিনে মুক্ত না রেখে জেলের পৃথক কক্ষে আবদ্ধ রাখা সমীচীন, তা না হলে তাদের জীবন-হানির শঙ্কা থাকে। এতদ্ব্যতীত রাজসাক্ষীদের আপন আয়ত্তে রাখার জন্য মধ্যে মধ্যে তার সহিত জেলে দেখা-সাক্ষাৎ করাও প্রয়োজন। রাজসাক্ষী রূপ ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় কোনও হাকিমের নিকট একটি পরিপূর্ণ স্বীকৃতি করা পূর্বাহ্ণেই উচিত হবে।

কোনও অপরাধী যদি অপরের বিরুদ্ধে বা নিজের বিরুদ্ধেও স্বীকারোক্তি করে তা'হলে উহা প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়ে থাকে, কিন্তু কোনও অপরাধীর বিবৃতি সহঅপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হওয়া উচিত কি'না তাহা বিবেচ্য। কিন্তু কোনও অপরাধী বা রাজসাক্ষীর বিবৃতি বা স্বীকারোক্তির প্রত্যেক ঘটনা যদি নিরপেক্ষ সাক্ষীদের দ্বারা সমর্থিত হয় তা'হলে উহা বিশ্বাসযোগ্য হবে। বক্তব্য বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলা যাউক। ধরুন, কোনও এক রাজসাক্ষী নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি আদালতে প্রদান করলো।

"আমরা দশজন যুবক স্বর্মা হোটেলে প্রায়ই একত্রে চা পান করতাম এবং সেইখানে আমাদের আলাপ ধীরে ধীরে জমে উঠে। এর পর

এক দিন আমরা লেকের মাঠে যাই, সেইখানে ১নং আসামী অপরাধ সম্বন্ধে প্রস্তাব করে এবং আমরা সকলে উহাতে রাজী হই। ১০ই জুন আমরা রাত্রে হুমায়ুন কোর্ট হ'তে একটি গাড়ি চুরি করি এবং পরে সার-কুলার রোডে একটি পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করি। ঐ দিন রেড্‌রোডে এক ব্যক্তিকে আমরা চাপাও দিয়েছিলাম। ১৯শে জুন আমরা চৌরঙ্গি থেকে একটি ওয়েপন কেরিয়ার গাড়ি চুরি করে হাওড়ায় যাই এবং ঐ রাত্রে পর পর চারটি দোকান ভেঙে জিনিস পত্র চুরি করি। ঐ সকল দ্রব্য হ'তে কয়েকটি বেছে তুলে নিয়ে বাকি দ্রব্য সহ গাড়িটি আমরা লি রোডের মোড়ে ফেলে সরে পড়ি। ২৮শে জুন আমরা সেণ্ট্রাল রোড হ'তে অপর একটি গাড়ি চুরি করে ব্যাটরায় যাই, পথি মধ্যে একটি কন্যাকে জোর করে তুলে তাকে বলাৎকার করি এবং তার পর তাকে চলন্ত গাড়ি হ'তে ফেলে দিয়ে ব্যাটরায় গাড়িখানা রেখে হরিপুর রেল স্টেশন হয়ে কোলকাতায় ফিরে আসি। ঐ রেল স্টেশন হ'তে আমরা দশ খানি কলিকাতায় আসার জন্য প্রথম শ্রেণীর টিকিটও কিনেছিলাম। কলিকাতায় ফিরে এসে আমরা শিপ্রা হোটেলে উঠি এবং সেখানে স্ব স্ব নাম ধামও লেখাই।"

এই মামলার তদন্তে স্বর্গা হোটেলের লোকজন ঐ ১০ জন অপরাধীকেই সনাক্ত করে বলে, তারা ঐ হোটেলে একত্রে এসে প্রায়ই চা পান করতো। ওই সকল বিবৃতি হ'তে আমরা উহাদের এসোসিয়েশন বা যোগাযোগ প্রমাণ করি, অর্থাৎ প্রমান করি তারা পরস্পর পরস্পরের অপরিচিত নয়। ষড়যন্ত্র বা গ্যাঙ কেসে এইরূপ যোগাযোগ প্রমাণের বিশেষ প্রয়োজন। স্থানীয় কোতোয়ালী সমূহের নথি-পত্র হ'তে আমরা অবগত হই, ১০ই জুন হুমায়ুন কোর্ট হ'তে এবং ১৯শে জুন চৌরঙ্গি হ'তে এবং ২০শে জুন সেণ্ট্রাল রোড হ'তে ঐ নম্বরের গাড়িগুলি চুরি গিয়েছিল এবং উহাদের

মধ্যে ওয়েপন কেরিয়ারটি দ্রব্য সহ লি রোড হ'তে এবং অপর একটি গাড়ি ব্যাঁটরা গ্রাম হ'তে উদ্ধার করা হয়েছে। ওয়েপন কেরিয়ারটি মালিককে ফেরৎ দেওয়া হলেও উহার মধ্যে অবস্থিত বেওয়ারিশ দ্রব্যাদি তখন পর্যন্ত স্থানীয় থানায় জমা আছে। ১০ই জুন সারকুলার রোডের এক পেট্রোল পাম্প হ'তে সত্যই পেট্রোল চুরি হয়েছিল এবং চাপা পড়া আহত ব্যক্তিকেও আমরা স্থানীয় থানার সাহায্যে খুঁজে বার করি। উপরি উক্ত অপহৃতা এবং ধর্ষিতা কন্যাটিকেও আমরা ব্যাঁটরার নিকট খুঁজে বার করতে পেরেছিলাম।

উপরি উক্ত কোনও কোনও সাক্ষীকে এবং ঘটনা সমূহের প্রত্যেকটি স্থান রাজসাক্ষী আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল এবং ঐ সকল সাক্ষিগণের কেহ কেহ মিছিল সনাক্তিতে অপরাধীদের কাউকে না কাউকে সনাক্ত করতেও পেরেছিল। তদুপরি রাজসাক্ষীর পূর্ব স্বীকৃতি (হাকিমের নিকট) এবং বর্তমান বিবৃতি যে সত্য তা বিভিন্ন নিরপেক্ষ সাক্ষিগণ সমর্থনও করেছিল। এইরূপে বহু আয়াস দ্বারা আমরা ঐ দলের সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা এবং উহাদের কারুর কারুর বিরুদ্ধে দুই একটি মূল মামলা (ডাকাতি, চুরি, বলাৎকার প্রভৃতি) প্রমাণিত করতে পেরেছিলাম।

বড় বড় মামলার প্রমাণ সংগ্রহের মধ্যে বহু ফাঁক থেকে যায়, প্রমাণের এই ফাঁকসকলকে বলা হয় মিসিঙ লিঙ্ক। বহু স্থলে দুই প্রস্থ প্রমাণের মধ্যে সংযোগের অভাবে বড় বড় মামলা আদালতে টিকে নাই। ধরা যাউক, দশ ব্যক্তি একটি লরি চুরি করে হাওড়ায় এসে চারটি দোকানে ডাকাতি করলো এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি হ'তে দুই একটি দ্রব্য বেছে নিয়ে বাকি দ্রব্য সহ ঐ লরি রেড রোডের মোড়ে ফেলে পালিয়ে গেল। তদন্ত দ্বারা আমরা ডাকাতির সাক্ষী সাবুত পেলাম,

পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিও তারা সনাক্ত করে গেলো। এক্ষণে যদি আমরা একজন সাক্ষী যোগাড় করতে পারি যে ঐ ব্যক্তিদের সে দ্রব্যাদি সহ ঐ লরি ঐখানে ফেলে যেতে দেখেছে, কিংবা সে পথ চলছিল এমন সময় একজন অপরাধী (যার সঙ্গে তার পূর্বে পরিচয় ছিল) তাকে ঐ লরি করে একটু এগিয়ে দিয়েছিল, এমন কি ঐ সকল দ্রব্যাদি তাকে বিক্রয় করতেও চেয়েছিল, তা হলে প্রমাণের এই বড় ফাঁক পূরণ করে দিয়ে সে অপরাধীদের জেলের পথ সুগম করে দেবে।

(কোনও কোনও রক্ষীপুঙ্গব বলে থাকেন, যদি কোনও ব্যক্তিকে আমরা নিশ্চিত রূপে অপরাধী বুঝি এবং তা সত্ত্বেও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে সে মুক্তি পায়, তা হলে তার জন্য দায়ী তদন্তকারী রক্ষী নিজে। দুই একজন এমনও মনে করেছেন যে এই অবস্থায় বহু সত্য সাক্ষীর সহিত 'প্রমাণের ঘাটতি বা মিসিঙ্ লিঙ্ক' পুরণের জন্য দুই একটি মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করলে পাপ হবে না। কারণ এই সকল ঘাটতি প্রমাণ, যা দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বা উহাদের সমষ্টিকে সংযুক্ত করে, তাহার অভাবে বড় বড় ষড়যন্ত্রের মামলা আদালতে ফেঁসে গিয়েছে। এঁদের মতে আইনের ফাঁকে দুর্দান্ত আসামীকে মুক্তি পেতে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু ভারতীয় রক্ষিগণ এইরূপ অপকার্য কখনও পছন্দ করেন নি।)

এই দেশে কোনও অপরাধীকে অপরাধীরূপে প্রমাণ করতে পারলে সরকার বাহাদুর তাদের নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করে থাকেন, কিন্তু কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ প্রমাণ করলে, রক্ষিগণ সেই জন্য কখনও পুরস্কৃত হন নি। বহু ক্ষেত্রে বহু আয়াসে তদন্ত দ্বারা প্রকৃত অপরাধীকে তা রক্ষিগণ নির্ণয় করেছেন, কিন্তু সমধিক প্রমাণের অভাবে তাকে আদালতে সোপর্দ করা যায় নি, কিংবা আদালত হ'তে সে এই কারণে মুক্তি পেয়েছে। এইরূপ অবস্থা ঘটলে রক্ষিগণ পুরস্কার তো পানই নি,

বরং বহু ক্ষেত্রে তিরস্কৃত হয়েছেন। এই সকল শাসনতান্ত্রিক বিলিব্যবস্থা কোনও কোনও দুর্বলমতি রক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহেও প্ররোচিত করেছে। এই সকল কারণে উর্ধ্বতন রক্ষীদের সাফল্য বা অসাফল্যের কথা তুলে দেখা উচিত অধস্তন রক্ষিগণ তদন্ত সম্পর্কে প্রতিটি করণীয় বা প্রয়োজনীয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছে কি'না? অপরাধী কে? তা নির্ণীত হলে অপরাধ নিরোধের কারণে তার উপর আমরা শাসনতান্ত্রিক লক্ষ্য রাখতে পারি, যাতে ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐরূপ অপরাধ না ক'রতে পারে। তদন্ত সম্পর্কে ইহা কম সাফল্যের বিষয় নয়।

অপরাধ-সম্পর্কীয় প্রমাণসমূহ মূলত দুই প্রকারের—যথা (১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা সাধারণ, ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয় ফিসিক্যাল প্রমাণ, (২) এবং সারকামস্ট্যান্সিয়াল বা পরিবৈশিক প্রমাণ। এই উভয়বিধ প্রমাণ আবার দুইটি প্রধান উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে, যথা (১) সংগৃহীত এবং (২) সৃষ্ট প্রমাণ। সংগৃহীত প্রমাণ দুই প্রকারের যথা, বিবৃতিমূলক এবং দ্রব্যসম্ভূত।

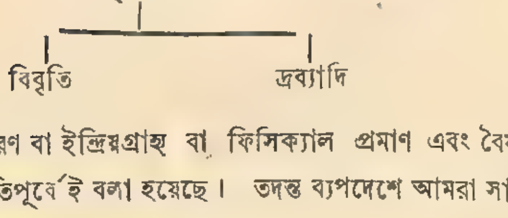

সাধারণ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ফিসিক্যাল প্রমাণ এবং বৈষয়িক প্রমাণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। তদন্ত ব্যপদেশে আমরা সাক্ষীর বিবৃতি এবং প্রামাণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে থাকি। এই উভয়বিধ প্রমাণকে

আমরা সংগৃহীত প্রমাণ বলে থাকি। যে কোনও প্রমাণই আমরা সংগ্রহ করি না কেন উহার সম্বন্ধে কাউকে না কাউকে আদালতে বিবৃতি দিতে হবে। কেহ যদি কোনও দ্রব্য সংগ্রহ বা উদ্ধার করে তাহলে ঐ দ্রব্য আদালতে পেশ করে ঐ সম্পর্কে একটি বিবৃতিও দিতে হবে, বা কোনও পরীক্ষক যদি কোনও দ্রব্য পরীক্ষা করে তা'হলে ঐরূপ পরীক্ষা সম্পর্কীয় রিপোর্ট এবং ঐ দ্রব্য আদালতে পেশ করে ঐ সম্পর্কে বিবৃতিও দিতে হবে।* এইরূপে আমরা দেখতে পাবো যে কোনও প্রমাণই আমরা সংগ্রহ করি না কেন শেষ পর্যায়ে উহা কারুর না কারুর মুখে বিবৃতির আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

সংগৃহীত বা উদ্ধারিত দলিলপত্র এবং দ্রব্যাদি কিংবা, চিহ্নাদি, রক্ত, যৌনসার প্রভৃতি প্রমাণকে আমরা দ্রব্যসম্ভূত প্রমাণ বলে থাকি। অপহৃত দ্রব্য, প্রামাণ্য দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, পদ ও টিপ চিহ্ন, রক্তবিন্দু বা যৌনসার ইত্যাদি এই শ্রেণীর প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত যে সকল প্রমাণ আমরা তদন্তকালে সৃষ্ট করি উহাদের আমরা বলে থাকি সৃষ্ট প্রমাণ। যথা অকুস্থলের নক্সা, ফটোগ্রাফ, শব-ব্যবচ্ছেদিক বা পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট, ফিঙ্গার প্রিণ্ট ও ফুটপ্রিণ্ট বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট, মৃত্যুকালীন জবানবন্দী ও মিছিল সনাক্তিকরণের দলিল, রক্তপরীক্ষক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট প্রভৃতি যাহা তদন্তের সময় বা পরে সৃষ্ট হয়ে থাকে তাকে বলা হয় সৃষ্ট প্রমাণ।

হত্যা, বলাৎকার, ডাকাতি প্রভৃতি সাংঘাতিক মামলার তদন্তে উপরোক্ত সকল প্রকার প্রমাণেরই প্রয়োজন হয়ে থাকে। কোনও মামলার তদন্তকারীদের ঐ মামলার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

---

* এক্সপার্ট রিপোর্ট সম্বন্ধে কেবলমাত্র রিপোর্টই আদালতে পেশ করা হয়ে থাকে। এক্সপার্টকে আদালতে বিবৃতি দিতে হয় না।

ধরুন, কেহ যদি জাল নোট বা জাল মুদ্রার মামলার তদন্ত করেন, তা' হলে তাঁকে অবগত থাকতে হবে কোন কোন দ্রব্য, যন্ত্রাদি ও কাঁচামালের এই সকল জালিয়াতির জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে। তা' না হলে কোনও গৃহাদি খানা-তল্লাসীর সময় কোন্ কোন্ দ্রব্য, যন্ত্র বা মালমশলা এই মামলা প্রমাণ করার জন্য সংগ্রহ করতে হবে তা রক্ষীরা বুঝবেন কি করে। কিরূপ দলিল দ্রব্যাদি জুয়াখেলার জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে তা না জানা থাকলে জুয়ার আড্ডায় হানা দেওয়াও রক্ষীদের পক্ষে নিরর্থক। চুরি, রাহাজানি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ কিরূপে সংঘটিত হয় এবং উহাতে কিরূপ অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা না জানা থাকলে রক্ষিগণ অনুরূপ অসুবিধাই ভোগ করতে বাধ্য। হত্যা প্রভৃতি অপরাধে রক্ষিগণকে বুঝে নিতে হবে কিরূপ অস্ত্রাদির সাহায্যে আঘাত সংঘটিত হয়েছে। তা' না হলে কোন্ অস্ত্রের জন্য তাঁরা তল্লাস করবেন তা তাঁরা বুঝবেন কি করে। এই কারণে বিভিন্ন আঘাত এবং অস্ত্রাদি সম্বন্ধে রক্ষীদের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কোন অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা বা কোন আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা কিরূপ ক্ষত সৃষ্ট হতে পারে তা রক্ষীদের অবগত থাকা সবাগ্রে প্রয়োজন। বিষ প্রয়োগে হত্যা সম্বন্ধেও এইরূপ বলা চলে। এই কারণে রক্ষীদের বিভিন্ন বিষ, তাদের বিভিন্ন চিহ্ন ও স্বরূপ এবং রোগীর উপর তাদের ক্রিয়া সম্বন্ধেও রক্ষীদের সচেতন থাকা প্রয়োজন। রক্ষীরা সাইন ও সিম্পটম্ হ'তে যদি বুঝেন যে বিশেষ একটি বিষ তার উপর প্রয়োগ করা হয়েছে, তা' হলে তিনি মাত্র ঐ বিশেষ বিষের শিশির জন্য অকুস্থলে তল্লাস করতে পারেন এবং ঐ বিষ নিকটস্থ কোনও দোকান হ'তে ইতিপূর্বে ক্রয় করেছে কি'না তাহাও অবগত হতে সচেষ্ট হ'তে পারেন। ক্ষতের স্বরূপ ও পরিধি হ'তে কোন অস্ত্র দ্বারা উহা সাধিত হয়েছে, উহা সাধারণ শস্ত্র না কোনও আগ্নেয়াস্ত্র এবং উহা

কতদূর স্থান হ'তে প্রয়োগ করা হয়েছে, ঐ ক্ষত আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে স্বয়ং কৃত বা উহা পরকৃত কার্য, শরীরের কোন অংশে উহা প্রবেশ করেছে এবং কোন অংশ হ'তে উহা বার হয়ে গিয়েছে তাহাও বিবিধ বিজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। শস্ত্র বিজ্ঞান, বিষ বিজ্ঞান, দেহ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে রক্ষিগণের পক্ষে প্রামাণ্য দ্রব্য সংগ্রহার্থে কোনও স্থান পরিদর্শন নিরর্থক হবে। বিষ প্রয়োগের মামলার তদন্তে রক্ষীদের উচিত হবে রোগীর বিষ্ঠা বা বমন লাঞ্ছিত বিছানা এবং তৈজস পত্রাদি, অকুস্থলে প্রাপ্ত খাদ্য পাত্র, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য, থালা, গেলাস, তরল পদার্থ, শিশি বোতল ঔষধাদি সন্দেহ মাত্র গ্রহণ করা এবং এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্যাদি সযত্নে রসায়ন পরীক্ষকের নিকট রাসায়নিক ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া। অনুরূপভাবে বলাৎকার মামলার তদন্তে রক্ষীদের প্রাথমিক কার্য হবে অপরাধী এবং ধর্ষিতা নারীর, উভয়ের পরিধেয় বস্ত্রাদি রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা। এতদ্ব্যতীত তাদের যৌন-দেশ পরীক্ষার্থে উভয়কেই সরকারী ডাক্তারের নিকট পাঠাতে হবে। সাধারণত খুন এবং বলাৎকার অপরাধ সর্ব সমক্ষে সংঘটিত হয় না। এই স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর আমাদের নির্ভরশীল হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এই সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও তৎসম্ভূত প্রমাণাদি সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

প্রামাণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার পর উহা যাতে মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত অভগ্ন বা অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে রক্ষীদের তার ব্যবস্থা করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পুটুলিকরণ বা প্যাকিং দ্বারা আমরা উহাদের সংরক্ষিত করে থাকি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার

জন্ম দ্রব্যাদি বিশেষজ্ঞদের নিকট অভগ্ন ও অবিকৃত অবস্থায় পাঠানো প্রয়োজন। আদালতে পেশ করার দিন পর্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করতে রক্ষিগণ বাধ্য। সুষ্ঠুরূপে পুটুলিকরণ কেবলমাত্র বিজ্ঞান নয়, উহা আর্ট বা কলাও বটে।

পুটুলিকরণ বা প্যাকিংএর বিবিধ পদ্ধতি আছে। সাধারণত রক্তমাখা বস্ত্রাদির যে অংশে রক্ত আছে তাহা উপরের দিকে রেখে কোনও ট্রাঙ্কের তলদেশে ন্যস্ত করা উচিত এবং ইহার পর ঐ পেটিকার তলদেশে ঐ বস্ত্র খণ্ডের উভয় দিকে কয়েকটি ছিদ্র করা প্রয়োজন। ঐ সকল ছিদ্র পথে স্থূল সূত্র গলিয়ে বস্ত্রের যে অংশে রক্ত নাই সেই অংশে উহাদের ন্যস্ত করে উত্তমরূপে বেঁধে দেওয়া উচিত এবং ইহার পর ঐ ট্রাঙ্ক বন্ধ করে সদর শহরের বৈজ্ঞানিকাগারে পাঠানোর নিয়ম আছে। কোনও বৃক্ষ পত্রে বা কাগজে যদি রক্তের দাগ থাকে তা'হলে উহাদের রক্তমাখা অংশ উপরে রেখে উহার তলদেশ আটা বা লেইএর সাহায্যে ছোট চৌকা কাগজের বাক্সের তলদেশে সেঁটে দিতে হবে। এবং তার পর উহার মুখ ঢাকনি দ্বারা ঢেকে সিল করে রক্ত পরীক্ষকের নিকট পাঠাতে হবে। বহু ক্ষেত্রে কাঁচের গ্ল্যাশ বা বোতলের গাত্রে অঙ্গুলির ছাপ পাওয়া গিয়েছে, এইরূপ ক্ষেত্রে একটি গোল পিচ্‌বোর্ডের চাকতি উহার উপরে এবং অনুরূপ একটি পিচ্‌বোর্ডের চাকতি উহার নিম্নে রেখে দিতে হবে এবং এর পর ঐ উভয় চাকতির প্রান্তদেশে পর পর কয়েকটি ছিদ্র করে, ঐ ছিদ্র পথে সূত্র গলিয়ে এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে যাতে বোতল বা গ্ল্যাশ উহাদের মধ্যদেশে রক্ষিত থাকবে; এবং ইহার পর একটি সাইজ মত কাটা পিচ্‌বোর্ড দ্বারা উহাদের বেষ্টিত করে এক একটি গোল বাক্সে পরিণত করতে হবে।

সাধারণ কাঁচের দ্রব্যাদি তূলার সাহায্যে প্যাকিং করারও নিয়ম

আছে। প্যাকিং পদ্ধতির কোনও ধারাবাহিক নিয়ম নেই, ইহা অকুস্থলে প্রাপ্ত মাল মশল্লা এবং তদন্তকারী রক্ষীদের অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার উপর সর্বাধিক নির্ভর করে থাকে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে রক্তবিজ্ঞান এবং পদচিহ্ন ও টিপ শাস্ত্র আলোচনা কালে বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্যাকিং বা পুটুলিকরণ সম্বন্ধে পুনরায় বলা হবে।

এই সম্পর্কে উল্লেখ যোগ্য যে প্রত্যেক পুটুলি সীল করে উহা নম্বরী করে দিতে হবে, যথা ক, খ, গ, কিংবা ক-১ ক-২ খ-১, খ-২ ইত্যাদি। এই সকল চিহ্ন বা নম্বরের উল্লেখ করে লিখে দিতে হবে কোন কোন নম্বরের পুটুলিতে কোন কোন দ্রব্য রক্ষিত আছে এবং মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ এ'ও লিখে দিতে হবে, কি কারণে এবং কিরূপ পরীক্ষার জন্য ঐ সকল দ্রব্য বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠানো হলো। এতদ্ব্যতীত দ্রব্যাদি বা বস্ত্রাদির যে অংশে রক্ত বা যৌনসার আছে, বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষার সুবিধার জন্য তাহার চতুর্দিকে ঘিরে লাল বা নীল পেনসিল দ্বারা গোল দাগ দেওয়া উচিত হবে। এই সকল দ্রব্যাদি বিশেষজ্ঞদের নিকট যথা সত্বর প্রেরণ করা উচিত, তা' না হলে, বিশেষ করে রক্তের সূক্ষ্মাংশ বিনষ্ট বা বিকৃত হয়ে যেতে পারে এবং এর ফলে, উহাকে রক্ত বলে বুঝা গেলেও, উহা মানুষ বা অন্য কোনও জীবের তা বলা যাবে না। এইরূপ অবস্থাকে ইংরাজিতে বলা হয়ে থাকে ডিস্‌ইনট্রিগেশন অব্‌ ব্লাড্‌ বা রক্তকণার বিকৃতি প্রাপ্তি। অধিক সময়ের ব্যবধানে রক্তকণা অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্ন

মানুষকে সনাক্তকরণের এবং অপরাধী নির্ণয়ের ব্যবস্থা পৃথিবীতে এতাবৎ যাহা আবিষ্কৃত হয়েছে তন্মধ্যে পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্ন সর্বোৎকৃষ্ট-রূপে স্বীকৃত হয়েছে। ইহা ভারতবাসীদের পক্ষে সবিশেষ গৌরবের বিষয়, কারণ এই উভয়বিধ চিহ্নশাস্ত্র ভারতবর্ষে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, এমন কি অপরাধী নির্ণয়ার্থেও এই উভয়শাস্ত্র সর্বপ্রথম এই দেশে প্রযুক্ত হয়েছিল। পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষ মাত্র অবগত আছেন যে বাংলা পুলিশের বর্তমান ফিঙ্গার প্রিণ্ট্ ব্যুরো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ফিঙ্গার প্রিণ্ট্ ব্যুরো বা প্রতিষ্ঠান।

পূর্বকালে মানুষকে সনাক্ত করতে হলে কেবল মাত্র মুখাবয়বের সাহায্যে তা করা হ'ত। কিন্তু প্রতি দ্বাদশ বৎসর পরে বহুক্ষেত্রে মুখাবয়বের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কোনও ব্যক্তির বাল্যকালের, যৌবনের, প্রৌঢ়াবস্থার এবং বার্ধক্যের ফটো-চিত্র তুলনা করলে এই সত্য বিশেষরূপে প্রতীত হবে। এতদ্ব্যতীত ফটোগ্রাফির সাহায্যেও মানুষ সনাক্ত করা সকল ক্ষেত্রে নানা কারণে সম্ভব হয় না। মানুষের অন্তঃস্বভাব ফটোতে কখনও পরিস্ফুট হয় না, উহা একমাত্র পেণ্টিঙ বা অঙ্কনের দ্বারা ফুটানো সম্ভব। ফটোগ্রাফিতে আমরা মাত্র মুখের নির্জীব ছাঁচ এবং আদল ফুটাতে পেরেছি, এই কারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি না হ'লে ফটোর সাহায্যে মানুষ সকল সময় পরিচিত ব্যক্তিদেরও চিনতে পারে না। অধুনাকালে মানুষের কর্ণের কুণ্ডলীর ধারা ও নীতি অনুসরণ করে মনুষ্য সনাক্ত করণের বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এই পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে নি। মনুষ্য সনাক্ত করণের জন্য

অন্যান্য বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করলেও' অপরাধী নির্ণয়ার্থে পদচিহ্ন এবং আঙ্গুলের টিপচিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করতে রক্ষিগণ বাধ্য।

প্রথমে পদ-চিহ্ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে বলা যাউক। ভারতবর্ষে হিন্দুগণ কর্তৃক ইহা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং উত্তর ভারতে বহু শতাব্দী যাবৎ ইহার প্রচলন আছে। খোঁজি নামক একদল বা গোষ্ঠী বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাইভেট গোয়েন্দার কার্য করে এসেছে। সাধারণ মানুষ এমন কি রাজ সরকার পর্যন্ত প্রয়োজন মত এদের সাহায্য গ্রহণ করতো। অকুস্থল বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এরা অপরাধীদের পদচিহ্ন সংগ্রহ করতো এবং তাহার পর রাজপথ জলসিক্ত করে উহার পার্শ্বে তারা গোপনে অবস্থান করতো। প্রতিটি পথিকের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে সহসা এক ব্যক্তিকে' এরা পাকড়াও করে প্রমাণ করতো যে ঐ ব্যক্তিই ঐদিনকার ঐ অপরাধটি সমাধা করেছে। এতদ্ব্যতীত এরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পদযুগলের সহিত অকুস্থলে প্রাপ্ত পদচিহ্নের তুলনা করেও আপন অভিমত নির্ভুলরূপে প্রকাশ করেছে।

ব্রিটিশ রাজত্বকালে পুলিশ বিভাগ উপরোল্লিখিত গোষ্ঠীর নিকট হতে এই পদচিহ্ন বিদ্যা আয়ত্ত করে উহা কাজে লাগায় এবং পরে বিদেশী রাষ্ট্র সমূহে ভারতীয় অনুকরণে এই বিদ্যার প্রচলন হয়। এই খোঁজিগণ বংশ পরম্পরায় এই বিদ্যা অধীত করেছিল, ইহার উন্নতি সাধনও। পদচিহ্ন শাস্ত্র সম্পর্কে ইহাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও আছে। বৈজ্ঞানিক তুলনার কারণে সমগ্র পদচিহ্নকে এরা প্রধানত তিনটি বিভাগে ভাগ করে নিতো, যথা—(১) আঙ্গুটি (২) পেব (৩) শাঁকো বা তলি। "পেব" কে ইংরাজিতে বলা হয় "Foot base", এড়িকে বলা হয় হিল্ এবং শাঁকো বা তলিকে বলা হয় 'ব্রিজ'। পদচিহ্নের ডানদিককার রেখাকে বলা হতো 'জেন জেবী'। উহার বাম পার্শ্বের বা ভিতরের রেখা বুঝাবার জন্য

অনুরূপ পরিভাষা তারা ব্যবহার করেছে। ইংরাজিতে ইহাদের অনুবাদ করা হয়েছে যথাক্রমে 'আপার লাইন' এবং 'ইনার লাইন।' পদতল চিহ্নের মধ্যকার ফাঁকা স্থানটিকে বলা হতো পেব। ইহার ইংরাজি করা হয়েছে ওপেন স্পেশ। বুড়ো আঙ্গুল বা বিগ্ টো'কে বলা হতো আঙ্গুটা। অনুরূপ ভাবে সেকেণ্ড টো'কে দুলী, থার্ড টো'কে তিসরি, ফোর্থ টো'কে চৌথী, এবং ফিপ্থ্ টো'কে বলা হতো চিচি। পর পৃষ্ঠার চিত্র দুইটি অনুধাবন করলে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

উপরের ২নং চিত্রটি অনুধাবন করলে পদচিহ্ন তুলনা করার রীতিনীতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যাবে। প্রথমে পদচিহ্নটি কোনও এক কাগজে ট্রেশ করে উঠিয়ে নিতে হবে এবং তাহার পর ১নং চিত্রানুযায়ী কয়েকটি রেখা উহার উভয় পার্শ্বে, মধ্যস্থলে, উপরে ও নিম্নে সন্নিবেশিত করতে হবে। যথা—A B রেখা দ্বারা পদচিহ্নের সমগ্র দৈর্ঘ্য বুঝাবে। C D রেখা হতে ঐ পদচিহ্ন প্রস্থে কত তা বুঝা যাবে। এই C D রেখা A B রেখার উপর পারপেণ্ডিকুলার রূপে স্থাপিত করে উহার প্রস্থ মাপার প্রয়োজন হয়ে থাকে। C E রেখা হ'তে আমাদের পদচিহ্নের বাঁকের গভীরতা কত তা আমরা অবগত হয়ে থাকি। C F J রূপ কোণ মেপে আমরা পদাঙ্গুলির নাবাল (slant) সম্বন্ধে অবগত হয়ে থাকি।

সকল ক্ষেত্রে অনুরূপ পূর্ণাবয়ব পদচিহ্ন আমরা প্রাপ্ত হই না। এই অবস্থায় অর্ধ পদচিহ্নের উপর দুইটি বিন্দু কেটে আমরা অনুরূপ মাপজোপ রেখার সাহায্যে করে থাকি। এই সকল রেখাদির সাহায্যে মাপজোপ ব্যতীত পদতলে অবস্থিত খিঁচ খাঁচ দাগ, • ত্রি,লশূ কুশপা, অঙ্গুলি বা পদতলের বিকৃতি হ'তেও আমরা তুলনার সময় বহু সাহায্য পেয়ে থাকি। দুইটি মানুষের পদতল চিহ্ন এখনও পর্যন্ত কখনও একরূপ দৃষ্ট হয় নি। এইজন্য অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে উহার

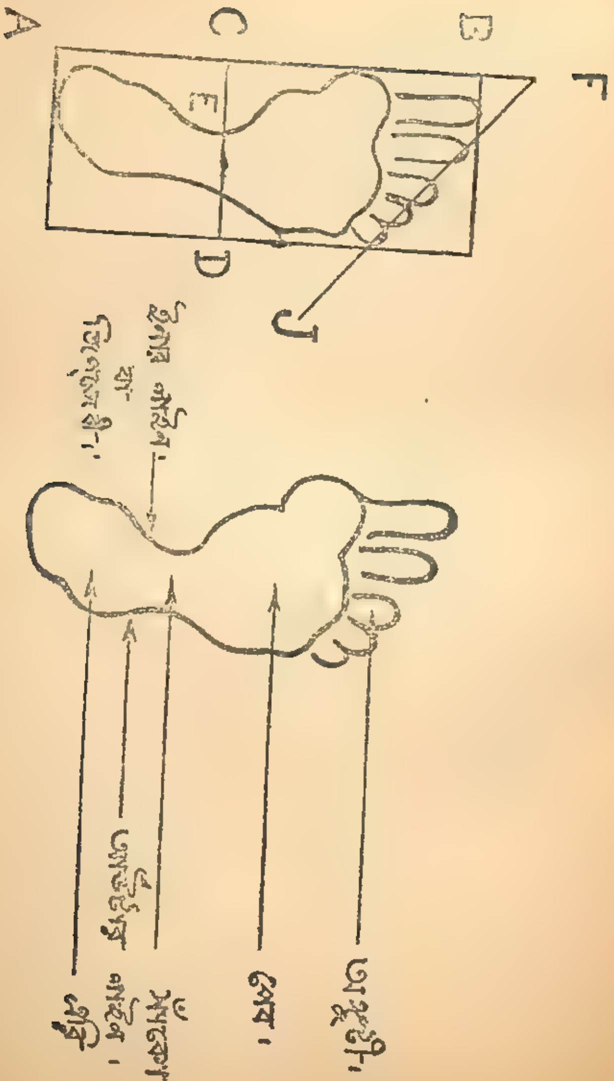
A
C
B
F
E
D
J
ইনার লাইন
বা
ভিৎরেসেরী।
অঙ্গুলী।
আউটার লাইন।

প্রয়োজন সর্বাধিক। সাধারণত পদচিহ্নসমূহ তিনটি শ্রেণীতে আমরা বিভক্ত করে থাকি, যথা ঃ—

(১) SUNKEN বা খোঁদল চিহ্ন।—যখন পদচিহ্ন সমতল ভাবে না বর্তিয়ে জমিতে উহা খোঁদলের সৃষ্টি করে তখন উহাকে বলা হয় "খোঁদল চিহ্ন।" নরম মৃত্তিকা, বালুকা, কর্দম, গোবর গাদা প্রভৃতির উপর পা পড়লে খোঁদল পদ চিহ্নের সৃষ্টি হয়।

(২) সমতল বা SURFACE চিহ্ন।—কঠিন দ্রব্যাদি বা জমির উপর পা পড়লে, পদচিহ্ন সমতল আকারে পরিস্ফুট হয়ে থাকে, এইজন্য ইহাকে বলা হয়ে থাকে সমতল চিহ্ন।

(৩) মধ্যম গ্রাহ্য বা ইনটারমিডিয়েট চিহ্ন।—মধ্যম চিহ্ন খোঁদলও করে না, উহা সমতলরূপেও পড়ে না। অর্থাৎ যখন কোনও স্থানে পা পড়ে তখন উহা সামান্যরূপ দেবে যায়, কিন্তু পা' উঠিয়ে নিলে পদচিহ্ন পুনরায় সমতল আকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। জড় করা কাপড় চোপড় বা গরম বিছানার বা কুশন চেয়ারের উপর পা পড়লে এইরূপ পদচিহ্নের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কেহ কেহ এইরূপ পদচিহ্নকে সমতল চিহ্নরূপেই অভিহিত করে থাকেন, প্রকৃত মধ্যম-গ্রাহ্য চিহ্ন নদীর বালুকা সৈকতে আমরা প্রাপ্ত হয়ে থাকি। নদীর স্রোত নেমে গেলে কথঞ্চিৎ শক্ত ভিজা বালুকা সৈকতের সৃষ্টি হয়। এই ভিজা বালুকা সৈকতে পা পড়লে পদচিহ্ন মাত্র সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর খোঁদলের সৃষ্টি করে। এইরূপ পদচিহ্নকে বলা হয়ে থাকে মধ্যম-গ্রাহ্য-চিহ্ন। পায়ের অর্ধেক গোবর গাদায় এবং উহার অর্ধেক সমতল ক্ষেত্রে পড়লে ঐ পায়ের একাংশ খোঁদল চিহ্ন এবং অপরাংশ সমতল বা চাতাল চিহ্নের সৃষ্টি করেছে। এইরূপ দ্বিমুখী পদ-চিহ্নকেও বলা হয়ে থাকে প্রকৃত রূপ মধ্যম-গ্রাহ্য চিহ্ন।

কোনও মামলার প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করার সময় তদন্তকারী রক্ষীদের উচিত সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করা তারা অকুস্থলে কোনও পা বা টিপ চিহ্ন আবিষ্কার করেছে কি'না ! যদি তাহার উত্তর হয় "হাঁ", তা'হলে উহার বিবরণ প্রাথমিক সংবাদ বহিতে তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করা উচিত হবে। অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে দুই জন নিরপেক্ষ সাক্ষীর সম্মুখে রক্ষীদের পদচিহ্নের জন্য খোঁজ খবর করার প্রয়োজন আছে। অপরাধীদের প্রবেশ এবং নির্গমন পথে, মূল ঘটনাস্থলে, অপরাধীদের আগমন ও পলায়ন পথে বা উহাদের পূর্বাপর মিলন স্থলে পদচিহ্নের জন্য অনুসন্ধান করা উচিত হবে। এই সকল পদচিহ্ন নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সম্মুখে গ্রহণ এবং সংরক্ষণ করা সকল ক্ষেত্রেই উচিত হবে।

যদি কোনও স্থানে বহু পদচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় এবং যদি বুঝা যায় যে সকল পদচিহ্নই এক ব্যক্তির তা'হলে সর্বোত্তম পদচিহ্নটি তুলনা করার জন্য সংরক্ষিত করতে হবে। যে সকল দ্রব্য বা জমির উপর পদচিহ্ন পড়ে তাদের সকল গুলি সংরক্ষণের জন্য ঐ দ্রব্য বা ভূমির অংশ সহ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কেহ কেহ পদচিহ্ন সম্বলিত ভূমি মণ্ডপাকারে তলা হ'তে চেঁচে বা খুঁড়ে তুলে নিয়েএসেছেন। সুবিধার কারণে সাধারণত ঐ সকল পদচিহ্নাদির ছাঁচ বা mould তৈয়ারি করে বা ট্রেশিং পেপারে ট্রেশ করে উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

"পদচিহ্ন যদি সমতল চিহ্ন হয় তা'হলে উহাদের অনুরূপ পদচিহ্ন সেলুলয়েড পেপার, পাতলা কাঁচ, অয়েল বা টিস্যু পেপার, তৈলাক্ত সাধারণ কাগজ, কার্বন পেপারের সাদা আচ্ছাদন প্রভৃতির সাহায্যে ট্রেশ করে অন্য এক কাগজে হুবহু তুলে নেওয়ার রীতি আছে। যে সকল ব্যক্তির নেঙা হাত, তারা বাম দিক হ'তে এবং যাহারা তা নয় তারা

ডান দিক হ'তে ট্রেশ করলে ফল ভালো হয়ে থাকে। এতদ্বারা হাতের চেটোর চাপ মূল পদচিহ্নের উপর পড়ে উহাকে বিকৃত করে দেয় না। পদচিহ্নের চারিদিককার বহিঃরেখার উপর উহার ভিতরাংশে যদি কোনও খিঁচখাঁচ দেখা যায় তাহলে উহাদেরও যথাযথরূপে অঙ্কিত করে নিতে হবে। কখনও কখনও বহিঃরেখা বিচ্ছিন্ন দেখা যায় অর্থাৎ উহা যুক্ত থাকে না, এইরূপ অবস্থাও চাতুর্যের সহিত অঙ্কিত করে নিতে হবে, ঐরূপ ফাঁক ফুটকি বা ডট দ্বারাও প্রদর্শন করা চলে।

যদি পদচিহ্ন খোঁদলাকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা'হলে তরলাকৃত প্ল্যাসটার অব্ প্যারিস, মোম, সিমেণ্ট, পিচ্ কিংবা মাটি ঐ খোঁদলে ঢেলে খোঁদল ছাঁচ তৈয়ারি করে নেওয়া উচিত।

সমতল-পদচিহ্ন সমতল-পদচিহ্নের সহিত এবং খোঁদল-পদচিহ্ন খোঁদল-ছাঁচের সহিত তুলনা করা হয়ে থাকে। এই কারণে সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের পদচিহ্ন প্রয়োজন মত খোঁদল ছাঁচাকারে বা সমতল চিহ্নাকারে বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠাতে হবে। অবশ্য সম্ভব হলে বিশেষজ্ঞের নিকট সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সশরীরে প্রেরণ করা উত্তম ব্যবস্থা হবে। সাধারণত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পদতলে আমরা প্রিণ্টিং কালি মাখিয়ে তাহাদের কোনও সাদা কাগজের উপর হেঁটে যেতে বলি এবং এইরূপ পন্থায় তাহার সমতল পদচিহ্নের ছাপ বিশেষজ্ঞের নিকট সংরক্ষিত পদচিহ্নের সহিত তুলনা করার জন্য সংগ্রহ করে থাকি। অনুরূপ ভাবে যদি বিশেষজ্ঞের নিকট সংরক্ষিত পদচিহ্ন খোঁদল ছাঁচের হয়, তা'হলে ঐরূপ তুলনার জন্য আমরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নরম কাদার ডেলার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বলে উহাদের পায়ের খোঁদল চিহ্ন সংগ্রহ করে থাকি।

পদচিহ্ন সমূহ হ'তে আমরা অবগত হ'তে পারি, অকুস্থলে কয়জন

ব্যক্তি হানা দিয়েছিল, পদচিহ্নের পরিধি হতে উহারা পুরুষ অথবা নারী কিংবা বালক ছিল তাহাও বলে দেওয়া সম্ভব হয়। উভয় পদচিহ্ন মধ্যকার স্বাভাবিক ফাঁক বা দূরত্ব এবং ঐ সকল পদচিহ্নের খোঁদলের গভীরতা হ'তে ব্যক্তিবিশেষ লম্বা লোক, মাঝারি বা বামন ব্যক্তি তাহাও অবগত হওয়া সম্ভব। খোঁদল পদচিহ্নের গভীরতা হ'তে ব্যক্তি বিশেষের দেহের সম্ভাব্য ওজন সম্বন্ধেও একটা ধারণা করে নেওয়া হয়েথাকে। উভয় পদচিহ্নের মধ্যকার ফাঁক বা দূরত্ব হতে অপরাধী দৌড়েছিল, দ্রুত চলেছে বা ধীরে ধীরে চলেছিল তাহাও রক্ষীদের পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব। সাধারণ ভাবে মানুষ ৩২ বা ৩০ ইঞ্চি ব্যবধানে পদক্ষেপ করে থাকে, দ্রুত চলা ফেরা করার সময় তারা প্রায় ৩৬ ইঞ্চি ব্যবধানে পদক্ষেপ করে থাকে এবং দৌড়ানোর সময় মানুষ প্রায় ৪৯ ইঞ্চি ব্যবধানে পদক্ষেপ করে থাকে। পদচিহ্ন সমূহ অনুধাবন করে রক্ষিগণ বলে দিতে পারেন, অপরাধীরা কোন দিক হতে এসেছিল এবং কোন দিকে তারা পলায়ন করেছে। তাদের কেউ খঞ্জ বা হার্নিয়া গ্রস্ত বা মাতাল ব্যক্তি ছিল কিনা তাও পদচিহ্ন হতে বলে দেওয়া সম্ভব। মাতাল ব্যক্তিরা তাদের ডান এবং বাম পা একবার বামে ও একবার ডাইনে সঞ্চালন (cross wise) করে, উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণকারীরা ইতস্তত পদ-বিক্ষেপ করে থাকে, এই কারণে পদচিহ্নের অবস্থান এবং গতি সাবধানে অনুধাবন করা রক্ষীমাত্রেরই উচিত হবে।

পদচিহ্ন শাস্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এক্ষণে টিপ্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা যাউক। পদচিহ্ন শাস্ত্রের ন্যায় টিপ-বিজ্ঞানও ভারতবর্ষের মাটির উপর ভারতীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। বহুকাল পূর্বে বাংলাদেশের জনৈক ইংরাজ জিলা হাকিম পরিদর্শন মুলক পরিভ্রমণ কালে পরিলক্ষ্য করেন, ঐ জিলার প্রতিটি গ্রামে গুরুমহাশয়গণ, দোকানী ও ব্যব-

সায়ীরা তাহাদের খাতা-পত্রে এবং জমিদারী সেরেস্তার মূল্যবান দলিলাদির উপর, বেতন বহিতে এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রে দস্তখতের বদলে, এমন কি দস্তখতের সহিতও, টিপসহি গ্রহণ করে থাকেন। এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যাখ্যা করেছিল যে দস্তখত জাল করা সম্ভব, কিন্তু টিপ সই কখনও জাল করা সম্ভব নয়। মাত্র এই কারণে লেখাপড়া জানা ব্যক্তিদেরও টিপ-সই দিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে এবং এই রীতি বাংলা দেশে আবহমান কাল হ'তে প্রচলিত রয়েছে। ইহার পর ঐ সাহেব জিলা হাকিম পল্লীবাসীদের নিকট হ'তে এই টিপ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হন এবং দেশীয় পুলিশ অফিসারদের সাহায্যে কয়েদীদের নির্ভুল সনাক্তকরণের জন্য স্বকীয় সরকারী দপ্তরে টিপ গ্রহণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। প্রথম প্রথম এই টিপ শাস্ত্র হতে কোনও এক অপরাধী কতবার ধরা পড়েছে বা জেল খেটেছে তা রক্ষিগণ জেনে নিতেন। পরিশেষে বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগে একটি টিপ-দপ্তর বা ফিঙ্গার প্রিণ্ট ব্যুরো স্থাপিত হয়। ইহাই পৃথিবীতে সংস্থাপিত প্রথম টিপ-দপ্তর রূপে আজও সুপরিচিত। ধীরে ধীরে এই দপ্তরে সহস্র সহস্র টিপ-পত্র জমা হ'তে থাকে এবং কোনও এক ব্যক্তির টিপ-পত্র টিপ-পত্রের গাদা হতে তুলনা করার জন্য খুঁজে বার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সময় কোনও এক প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালী অফিসারের চেষ্টায় এই সকল টিপ-পত্রের বিভাগ, উপবিভাগ শ্রেণী, উপশ্রেণী প্রভৃতি আবিষ্কৃত হ'তে থাকে এবং এই সকল শ্রেণী বিভাগের সাহায্যে বিবিধ টিপ-ফরমুলার সৃষ্টি হতে থাকে। এক্ষণে কোনও এক সন্দেহভাজন ব্যক্তির টিপ-পত্র পাওয়া মাত্র উহা কোন ফরমুলার অন্তর্গত তা পেলে ঐ ফরমুলার সাহায্যে অতি শীঘ্র টিপ কাগজের কোন খোপর হ'তে উহা খুঁজে বার করা যাবে তা নিমিষে বলে দেওয়া সম্ভব। ভারতবাসীদের প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী আজ

পৃথিবীর সকল দেশে টিপ-ঘর স্থাপিত হয়েছে এবং বাঙ্গালীর এই দান পৃথিবীর সকল দেশের রক্ষী বিভাগ মাথা পেতে গ্রহণ করেছে। হিন্দুরাজত্ব কালে হস্তরেখা পরিদর্শন এবং মোগল সম্রাটদের আমলে দলিলাদির উপর "পাঞ্জা" অঙ্কনের প্রথা হ'তেও এদেশে টিপ-বিজ্ঞানের অবস্থিতির আভাব পাওয়া গিয়েছে। হিন্দু জ্যোতিষিগণ পুরাকালে তুলনা করার সুবিধার জন্য বহু হস্তরেখার ছাঁচ তৈরি করে ব্যবহার করতেন, এদের কেহ কেহ আজও এইরূপ বহু ছাঁচ অধ্যয়নের সুবিধার জন্য সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত করে থাকেন। মুসলমান সম্রাট-গণ দস্তখত জাল হওয়ার সম্ভাবনার জন্য তাদের হাতের পাঞ্জার এক কপি দূরদেশস্থ শাসকদের সঙ্গে রাখতে বাধ্য করতেন। পাঞ্জা সহ কোনও এক হুকুম পেলে তারা তাদের নিকট রক্ষিত পাঞ্জার সহিত উহার তুলনা করে তবে ঐ হুকুম সত্য রূপে মেনে নিয়েছেন, তাহা না হলে লিখিত হুকুম পাওয়া মাত্র সৈন্য সামন্ত ধন দৌলত সহ শাসন ব্যবস্থা প্রেরিত অপর এক শাসকের নিকট জিম্মা দিয়ে বদলীর কারণে অন্যত্র গমন করা দূরদেশস্থ শাসকদের পক্ষে ঐ যুগে বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়তো। এই সকল কারণে সাজাহানের মতো শৌখীন সম্রাটও লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও হাতে কালি লাগানোর অসুবিধা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই দেশের পুলিশ বিভাগে টিপ্ বিজ্ঞানের প্রচলনের ইতিহাস নিম্নের বিবৃতি হ'তে অবগত হওয়া যাবে।

"ইং ১৮৫৮ সালে স্যার উইলিয়াম হারসেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন দপ্তর-কর্মচারী ছিলেন। এই সময় তিনি বাঙ্গালী হিন্দুদের দস্তখত দিবার পরও অঙ্গুলীর অগ্রে ভূষার কালি মাখিয়ে সর্বত্রই টিপ-সই দিতে দেখেছিলেন এবং উহার কারণ এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় পল্লীবাসীদের নিকট অবগত হয়েছিলেন। ইং ১৮৭৭

সালে হাসেল সাহেব হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং পেনসনের কাগজে এবং কয়েদীদের সনাক্তকরণের ব্যাপারে এই বিদ্যা কার্যকরীরূপে প্রয়োগ করতে থাকেন। পরিশেষে অপর একজন ইংরাজ স্যার ফ্রানসিস্ গালটন্ সাহেব এই টিপ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন এবং সর্বশেষে লণ্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ তাহাদের চিফ কমিশনার স্যার ই আর হেনরীর প্রচেষ্টায় এই টিপশাস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেন। কিন্তু ইতিপূর্বেই বাঙ্গলার পুলিশ বিভাগ এই টিপ ব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ করেছিল, ইহার বহুবিধ উন্নতি সাধনও করেছিল।

পৃথিবীতে দুইটি মানুষের অঙ্গুলীর টিপ কখনও এক প্রকার হ'তে পারে না, এই সত্য আজ সর্বজন বিদিত। এমন কি একই মানুষের একটি অঙ্গুলীর টিপের সহিত তাহার অপর অঙ্গুলীর টিপের একটু মাত্রও মিল নেই। উহাদের হোল, আলনেয়ার প্রভৃতি বিবিধ প্যাটার্ন তো আছেই, এতদ্ব্যতীত উহাদের কুণ্ডলী, খাঁচ খোঁচ এবং প্রতিটি রেখার সূক্ষ্মাংশ এবং কম্পনও বিবিধ রূপ হয়ে থাকে। এই কারণে রক্ষিগণ অঙ্গুলীর ছাপকে অপরাধীদের ভিজিটিঙ কার্ড বলে থাকেন এবং উহাদের সযত্নে সংগ্রহ এবং রক্ষাও করে থাকেন। সাধারণত কাঁসার দ্রব্য, কাঁচ নির্মিত দ্রব্য, পালিশ করা আসবাবপত্র প্রভৃতি মসৃণ দ্রব্যে কেহ হাত দিলে অলক্ষ্যে উহার উপর তাহার অঙ্গুলীর টিপ বা ছাপ পড়তে বাধ্য। আমরা এই কারণে অপরাধীদের পরিত্যক্ত টর্চলাইট, ধাতু এবং কাঁচ নির্মিত দ্রব্য, পালিশ করা কাষ্ঠাদির উপর কাহারও অঙ্গুলীর টিপ আছে কিনা তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি। বহুক্ষেত্রে ঐরূপ বহু ছাপ অদৃশ্য রূপে অঙ্কিত হয়েছে। এই স্থলে গ্রাফাইড কিংবা গ্রে-পাউডারের সূক্ষ্ম কণা স্প্রে-যন্ত্রের সাহায্যে ঐ স্থানে নিক্ষেপ করে, পরে ধীরে ধীরে ক্যামেল হেয়ার ব্রাশ দ্বারা ঐ কণাসমূহ সরিয়ে দিলে উহার তলা হ'তে ঐ অদৃশ্য

অঙ্গুলীর ছাপ সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কম ভারী বা ছোটখাটো দ্রব্যাদিতে অঙ্গুলীর ছাপ পড়লে অঙ্গুলীর ছাপসহ ঐ সকল দ্রব্য বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রেরণ করার রীতি আছে, কিন্তু উহা বড় বড় আলমারি হলে আমরা ফোলিয়ন পেপারের সাহায্যে উহার হুবহু প্রতিকৃতি উদ্ধার ক'রে থাকি। কখনও কখনও ঘটির মধ্যে বা সরু মুখ বাক্সের গাত্রে অঙ্গুলীর টিপ দেখা গিয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রেও আমরা ফোলিয়ন পেপারের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি। এইরূপ অবস্থায় আরজেন টোরাট বা উনিভারসেল পাউডার ঐ সকল স্থানে প্রয়োগ করে, পরে ধীরে ধীরে নরম ব্রাশ বারে বারে ঘষে উহাদের সূক্ষ্ম কণাসমূহ অপসারিত করতে হবে এবং ইহার পর এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অঙ্গুলীর ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠা মাত্র চৌকা ফোলিয়ন পেপার উহার উপর সংস্থাপিত করলে ঐ মসৃণ পেপারে ঐ অঙ্গুলীর ছাপের হুবহু প্রতিকৃতি উঠে আসবে।

সম্ভব হলে অঙ্গুলীর টিপ বা ছাপ পরিদৃষ্ট বা পরিস্ফুট হওয়া মাত্র উহাদের ফটোগ্রাফ গ্রহণের রীতি আছে। কিন্তু এই ফটোগ্রাফের সহিত আসল ছাপ যুক্ত দ্রব্যটিও আদালতে পেশ করা চাই, তা' না হলে উহা আইনমত আদালতে গ্রাহ্য না হলেও হ'তে পারে। সম্ভব হলে রক্ষীরা বিশেষজ্ঞদের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের টিপের সহিত অকুস্থলে প্রাপ্ত অঙ্গুলীর ছাপের তুলনা করে নিতে পারলে তদন্ত সম্পর্কে সুবিধা হবে।

অঙ্গুলীর ছাপ বা টিপ মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত। যথা,—(১) আর্চ, (২) লুপ, (৩) হোর্ল ও (৪) কমপোসিট। মধ্যস্থলে রেখাসমূহ মোচড়ন না করে বা পশ্চাদগামী না হয়ে মণ্ডপ বা বাঁধের একদিক হ'তে অপর দিকে সম্প্রসারিত হলে ঐরূপ টিপকে বলা হয় আর্চ টিপ বা খিলান। রেখা

সমূহ কোনও প্রকার মোচড়ান ব্যতিরেকে মাত্র বারেক পশ্চাদগামীরূপে সম্প্রসারিত হলে উহাকে বলা হয় লুপটিপ বা উন্মুখো টিপ। রেখাসমূহ বৃত্তাকারে সম্প্রসারিত হলে উহাকে হোর্ল বা ঘূর্ণী টিপ বলা হয়ে থাকে। রেখাসমূহ আর্চ, লুপ, হোর্ল—একাধারে এই ত্রিবিধ উপায়ে সম্প্রসারিত হলে উহাকে বলা হয়ে থাকে কমপোসিট বা সংস্থাপক। যদি টিপের অধিকাংশ রেখা লুপের আকারে এবং উহাদের কতিপয় রেখা ঘূর্ণার আকারে টিপের মধ্যস্থলে বা উহার এক পার্শ্বে সম্প্রসারিত হয় তাহলেও উহাকে বলা হয়ে থাকে সংস্থাপক টিপ বা কমপোসিট্।

এই চতুর্বিধ শ্রেণীর টিপ অনুধাবন করার পর দুইটি স্থির কেন্দ্র হ'তে উহাদের রেখার সংখ্যাসমূহ গণনা করা হয়ে থাকে। ঐ সকল রেখার মধ্যকার ফাঁক, উহাদের দ্বিমুখী হওন, এবং একীভূত হওন প্রভৃতিও তুলনাকালে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

বহুক্ষেত্রে আমরা রক্তরঞ্জিত অস্ত্র বা দ্রব্যের রক্তমাখা অংশের উপর অঙ্গুলীর টিপ প্রাপ্ত হয়েছি। এইরূপে প্রাপ্ত টিপের সহিত কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তির টিপের তুলনা করতে হলে, রক্ষীদের উচিত অনুরূপ দ্রব্য বা অস্ত্রের উপর কোনও জীবের রক্ত মাখিয়ে তাহার উপর অপরাধীর মাত্র ঐ অঙ্গুলীর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট অঙ্গুলীর টিপ গ্রহণ করা এবং তাহার পর ঐ জীব রক্তের উপর পরিস্ফুট অঙ্গুলীর টিপের ফটো গ্রহণ করে অকুস্থলে প্রাপ্ত পূর্বকথিত মনুষ্য রক্ত রঞ্জিত টিপের ফটোর তুলনা করা।

পদচিহ্নসমূহ মানুষের বয়সের সহিত ভিন্নরূপ আকার ধারণ করলেও অঙ্গুলার টিপ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের একই প্রকার থাকে। এই কারণে সনাক্তিকরণের জন্য রক্ষিগণ অধুনাকালে একমাত্র মানুষের অঙ্গুলীর টিপের উপরই নির্ভরশীল। কোনও এক অপরাধীর আদালতে

সাজা হলে মাত্র তাহার দশ অঙ্গুলীর টিপ গ্রহণ করে উহা কেন্দ্রীয় টিপ ঘরে পাঠানো হয়ে থাকে। এই কারণে অপরাধের জন্য দামী কোনও ব্যক্তির যদি পূর্বতন আদালত প্রদত্ত সাজা বা কনভিকশন্ না থাকে, তা'হলে তার টিপ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় টিপঘরে পাঠালে টিপ রক্ষিগণ ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনও সমাচার দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রও আছে যেথানে অপরাধী বা নিরপরাধ প্রত্যেক নাগরিকেরই অঙ্গুলীর টিপ কেন্দ্রীয় টিপঘরে রক্ষিত হয়ে থাকে। অকুস্থলে কোনও টিপ সংগ্রহ করে উহা কেন্দ্রীয় টিপ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করলে, টিপরক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির নাম ধাম পেশা ও বর্তমান ঠিকানা তদন্তকারীদের জানিয়ে দিয়ে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থাকে বলা হয়ে থাকে জাতীয় নথিভুক্তি বা ন্যাশন্যাল রেজিষ্ট্রেশন। বাংলাদেশের প্রশ্নই উত্থাপন করা যাউক। এইথানে কলিকাতা এবং অন্যান্য রেশনভুক্তি স্থানের প্রায় দুই কোটি ব্যক্তির রেশন কার্ড আছে, এই সকল রেশন কার্ড সৃষ্টিকালে অন্য এক অনুরূপ কার্ডে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গুলীর টিপ গ্রহণ করা সম্ভব না হওয়ার কি কোনও কারণ আছে? বরং এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা আমরা অতি সহজে এবং স্বল্পায়াসে অপরাধ ও অপরাধী নির্ণয় করতে সমর্থ হতে পারবো।

টিপচিহ্ন এবং পদচিহ্নের ন্যায় পাদুকাচিহ্নও অপরাধ-নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পাদুকাচিহ্ন সাধারণত কঠিন জমির উপর অঙ্কিত হয় না। তবে যদি উহা তরলাকৃত বা চূর্ণিকৃত চূণ সুরকি বা কর্দমাক্ত হয়ে থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। পাদুকাসমূহ নরম মাটি, কর্দম, বন ধূলা প্রভৃতির উপরে পড়লে ঐ স্থানে সুস্পষ্ট পাদুকাচিহ্ন পাওয়া গিয়ে থাকে। পাদুকা তলের চিহ্ন হতে অপরাধীদের ব্যবহৃত পাদুকার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সম্বন্ধে আমরা একটা সঠিক ধারণা করে নিতে পারি। পাদুকা

তলের চিহ্নের সহিত পাদুকাতল সংযুক্ত ভগ্ন, অর্ধভগ্ন ও অভগ্ন 'নেল্' বা পেরেকেরও চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে থাকে। এইরূপ অবস্থায় এই সকল পেরেকের সংখ্যা এবং কোনও পেরেকের অবর্তমানও যথাযথ ভাবে রক্ষীরা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। জুতার তলদেশের কোনও স্থান ক্ষয়ে গেলে এই ক্ষয় ক্ষতি, প্যাচেশ বা চাপড়াও পাদুকাচিহ্নের সহিত প্রকাশ পেয়ে থাকে। পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের কারণে জুতার গঠনও বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে। যেভাবে আমরা পদচিহ্ন উদ্ধার ও সংরক্ষণ করে থাকি, অনুরূপ ভাবে পাদুকাচিহ্নও আমরা সংগ্রহ করে রক্ষা করি। সন্দেহভাজন অপরাধীদের নিকট হতে গৃহীত পাদুকার সহিত অকুস্থলে প্রাপ্ত পাদুকাচিহ্ন ঐ একই পন্থায় তুলনা করে আমরা প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করতে সমর্থ হই। পাদুকাচিহ্ন পদচিহ্নের ন্যায় আমরা মোউল্ড ট্রেশিঙ প্রভৃতির দ্বারা সংরক্ষণ করে থাকি।

বহুক্ষেত্রে অপরাধিগণ তাদের পাদুকা সমূহ অকুস্থলে পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছে। এই সকল জুতা পুরানো জুতা হলে ঐ জুতার শুকতলে অপরাধীদের পদচিহ্নও সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট দেখা গিয়েছে। পুরানো খড়ম সমূহেও ব্যবহারকারীর পদচিহ্ন সুন্দররূপে চিত্রিত হতে দেখা যায়। দৈবক্রমে নিহত ব্যক্তির পদচিহ্ন সংরক্ষণ করতে রক্ষিগণ ভুলে গেলে তাঁরা তার ব্যবহৃত কাষ্ঠ-পাদুকা বা খড়মের সন্ধান করে থাকেন।

হত্যা মামলার তদন্তকালে রক্ষিগণের উচিত নিহত ব্যক্তিরও পদচিহ্ন তাহার পদদ্বয় হতে গ্রহণ করে সংরক্ষণ করা; কারণ অকুস্থলে অপরাধীদের পদচিহ্নের সহিত নিহত ব্যক্তিরও পদচিহ্ন চিত্রিত হওয়া অসম্ভব নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ বধ্যস্থল হতে বহু দূরে পাওয়া গিয়েছে কিন্তু মূল ঘটনাস্থলে রক্তচিহ্নের সহিত হত্যাকরী এবং নিহত ব্যক্তি—এই উভয় ব্যক্তিরই পাদুকা বা পদচিহ্ন

একত্রে পাওয়া যাওয়ার ফলে অপরাধ-নির্ণয়ের পথ অধিকতর সুগম হয়েছে। নিম্নে এই সম্বন্ধে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হলো।

'একজন হত্যাকারী কোনও অপর এক ব্যক্তিকে ভুলিয়ে দীঘির ধারে এনে তাকে জলে ডুবিয়ে নিহত করে। মৃতদেহটি দীঘির মধ্যস্থলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু দীঘির এক কিনারার নরম মৃত্তিকার উপর হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি—এই উভয় ব্যক্তির পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। এই দুই প্রস্থ পদচিহ্ন হতে পরে এই মামলার কিনারা করা সম্ভব হয়েছিল।'

এই সকল কারণে শকটাদির চক্রাদির চিহ্নও সাবধানে সংগ্রহ করে রক্ষা করা উচিত, অশ্ব শকট হলে ঘোড়ার খুরের চিহ্নও সংরক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য। এক একটি ঘোড়ার পুরানো নাল উহার পেরেকের সমাবেশ এবং ক্ষয়ক্ষতির কারণে এক এক প্রকার হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে পুরানো চক্রের এবং টায়ারের দাগও ক্ষয়-ক্ষতি, পরিধি ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। এই সকল চক্র ও খোরচিহ্ন হতে কোন্ ঘোড়ার গাড়ি বা যন্ত্রযান অপকর্মের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়েছে তা অবগত হওয়া অসম্ভব নয়।

অপরাধ-নির্ণয় সম্পর্কে ছাতা বা ছড়ির দাগও পরিত্যাজ্য নয়। ছাতা বা ছড়ির অগ্রভাগের চিহ্ন অনুধাবন করেও বহু অপরাধের কিনারা করা সম্ভব হয়েছে। যে সকল অপরাধী কথঞ্চিৎ খঞ্জ তারা প্রায়ই ছড়ি বা ছোট লাঠি ব্যবহার করে থাকে। নরম মাটি বা পথের উপর এই লাঠি, ছড়ি বা ছাতার অগ্রভাগের চিহ্ন বা উহার হ্যাচড়ানির দাগ প্রায়শ ক্ষেত্রে পরিস্ফুট দেখা গিয়েছে। বহুক্ষেত্রে পদচিহ্নের বা পাদুকাচিহ্নের পাশে পাশে উহাদের অগ্রভাগের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। বলা বাহুল্য, উহাদের অগ্রভাগের ক্ষয় ক্ষতি পরিধি, খিঁচ খাঁচ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা ঐ

সকল চিহ্ন হতে কোন্ লাঠি, ছড়ি বা ছাতা অপরাধী ব্যবহার করেছে তা অনুমান করে নিতে পারি। এইরূপ ক্ষেত্রে পদচিহ্ন ও পাদুকাচিহ্নের ন্যায় ছড়ি বা লাঠির অগ্রভাগের চিহ্নও মোল্ডের সাহায্যে সংরক্ষণ করা উচিত। এর পর অপরাধীদের গৃহাদি হ'তে তাদের ব্যবহৃত ছড়ি, ছাতা ও লাঠির অগ্রভাগের সহিত অকুস্থলে প্রাপ্ত চিহ্নাদির মোল্ডের সহিত তুলনা করা হয়ে থাকে। এই সকল ছড়ির দাগের একক কোনও মূল্য সকল ক্ষেত্রে থাকে না, কিন্তু পদচিহ্নের পার্শ্বে উহা প্রাপ্ত হলে উহারা বিশেষ প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হয়েছে।

অধুনাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেঁটে অপরাধিগণ নিজেকে একজন লম্বা ব্যক্তিরূপে প্রতীত করবার জন্যে বড়ো জুতা এবং লম্বা ব্যক্তি নিজেকে বেঁটে ব্যক্তি রূপে প্রতীত করবার জন্য ছোট জুতা পায়ে এঁটে অপকর্ম করছে। কিন্তু চলার পথে দুইটি পদচিহ্নের (বাম ও ডান) মধ্যকার ব্যবধান মাপ গোপ করলেই তাদের এই চালাকি ধরে ফেলা যাবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরাধিগণ মোজা পরে এবং হাতে দস্তানা পরে অপকর্মে বহির্গত হয়েছে। মোজা পরা পা'য়ের দাগ হ'তে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায়শ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি।

বহুক্ষেত্রে অপরাধীদের পদচিহ্নের পাশাপাশি বা উহাদের পিছনে বা সম্মুখে জন্তু জানোয়ারদেরও পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এমন বহু অপরাধী আছে যারা কুকুর বা ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে চলা-ফিরা করে। বিভিন্ন জাতীয় কুকুর বা ঘোড়ার পদচিহ্ন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যদি কুকুরের পদচিহ্ন হতে আমরা বুঝি উহা বুলডগের তা'হলে আমরা এমন এক অপরাধীর খোঁজ করবো যে কি'না বুলডগের অধিকারী। বহু অপরাধী গবাদি পশু চুরি করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পলায়ন করেছে। উহাদের পদচিহ্নের পার্শ্বে, সম্মুখে বা পিছনে যদি গবাদি পশুর পদচিহ্ন

পাই তা' হলে বুঝে নিতে পারি যে ঐ রাত্রে ঐ ব্যক্তিই গ্রাম হ'তে এক গরু চুরি করেছিল, তবে উহা অকাট্য প্রমাণ রূপে গৃহীত না হলেও উহা পরিবৈশিক প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে।

বহুক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গৃহস্থগণ তদন্ত ব্যপদেশে রক্ষিগণ অকুস্থলে আগমন করার পূর্বেই অসাবধানতা বশত বা অজ্ঞতার কারণে পদচিহ্ন বা টিপচিহ্ন সমুহ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। সাধারণত অপকার্যের পরে ইঁহারা অকুস্থলে এসে অপরাধীদের স্পর্শলাঞ্ছিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি সযত্নে পূর্বস্থানে ন্যস্ত করেছেন, কিংবা উহাদের ঝেড়ে পুঁছে গুছিয়ে রেখেছেন, কিংবা ঐ সকল দ্রব্য নিজেরা স্পর্শ করে অপরাধীদের টিপচিহ্নের উপর নিজেদের অঙ্গুলীচিহ্ন সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। উঠান বা মেঝে ঝাড় দেওয়া বা ধুয়ে ফেলার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অপরাধীদের টিপচিহ্নের সহিত গৃহস্থদের টিপচিহ্নও দ্রব্যাদির উপর প্রকাশ পেলে রক্ষিগণ বাড়ির লোকের টিপচিহ্ন বাদ দিয়ে মাত্র অপরাধীদের টিপচিহ্নটি রক্ষা করে থাকেন—অবশ্য তদন্ত দ্বারা যদি প্রতীত হয় যে বাটীর কোনও ব্যক্তি এই অপকার্যে লিপ্ত ছিল না। এই সম্পর্কে রক্ষীদের উচিত চৌকিদার মারফৎ বা অন্যান্য উপায়ে গৃহস্থদের টিপ ও পদচিহ্ন রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া যাতে রক্ষীদের আগমন পর্যন্ত তাঁরা ঐ সকল চিহ্নাদি সযত্নে রক্ষা করতে পারেন।

মানুষের হাত ও পায়ের চেটো, (হস্ততল ও পদতল) এবং মুখাবয়বের মধ্যে মাত্র মানুষের আপন পরিচয় নিবদ্ধ থাকে। মানুষের দেহের অন্য কোনও অংশ দৃষ্টে কোনও মানুষকে চিনে নেওয়া কঠিন। এই কারণে রক্ষি-বিভাগ পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্নের ন্যায় অপরাধীদের (মুখের) ফটো চিত্রও সংগ্রহ করে থাকেন। অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে ফটো বিজ্ঞানের সাহায্য অধুনাযুগে অপরিহার্য। এমন কি তুলনার

কারণে অঙ্গুলীর টিপ এবং পদচিহ্নের এনলার্জড বা বৃহদাকৃতি ফটোও বহুক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। যে কোনও দ্রব্যের সূক্ষ্মচিহ্ন প্রভৃতি, হস্তলিপি ইত্যাদির পরীক্ষার প্রয়োজন হলে সুবিধার জন্য উহাদের এনলার্জড বা বৃহদাকৃতি ফটো গ্রহণ অপরিহার্য। রক্ষিগণ জজ এবং জুরিদের বুঝানোর জন্য অকুস্থল, ঘটনাস্থল, এমন কি মৃতদেহেরও ফটো চিত্র গ্রহণ করে থাকেন। এই সকল ফটোচিত্র হতে অজ্ঞাতনামা মৃত ব্যক্তিকে বহুদিন পরেও সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। "ফোরেন্সিক্" বিজ্ঞানের সম্পর্কে ফটোচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। এই ফোরেন্সিক সায়েন্স সম্বন্ধে পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে অপরাধ-নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক পন্থা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধসমূহে আলোচনা করবো।

ফটোচিত্রের বহুবিধ সুবিধা সত্ত্বেও উহার একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। তৈলচিত্র বা পেন্টিং-এর ন্যায় উহাতে মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এই জন্য আলোক বা ফটোচিত্রে মানুষকে নির্জীব ও ব্যক্তিত্ববিহীন রূপে প্রতীত হয়। মনে হয় যেন একজন মরা মানুষের ফটো আলোকচিত্র দ্বারা তুলে নেওয়া হয়েছে। তা না হলে এই ফটোচিত্রের যুগেও তৈলচিত্রের কদর পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকতো না। ব্যক্তিগত চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য ফুটে না উঠায় সকল সময় ফটোচিত্র হতে মানুষকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। বহু ক্ষেত্রে মানুষের মাত্র একটি বিশেষ ভঙ্গি বা আদল আলোকচিত্রে প্রকটিত হয়েছে। মানুষের ঐ বিশেষ ভঙ্গির বা 'পোজের' সহিত কাহারও পরিচয় না থাকলে সে তাকে ঐ চিত্র হতে চিনে নিতে পারে নি। আলোকপাতের তারতম্য, ফটোগ্রাফিক টাচ বা ফিনিশের কারণেও ফটো হতে কাহাকেও উত্তমরূপে চিনে নেওয়া যায় না। বহু ক্ষেত্রে একটি মানুষের মুখের আদলের সহিত

অপর এক মানুষের মুখের আদল একরূপ হয়ে থাকে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও এক অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নয়। এই সকল কারণে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত আলোকে অপরাধীদের ফটোগ্রাফ তোলা উচিত হবে। বহু অপরাধী ফটো তোলার সময় একটি বিশেষ 'পোজ' বা ভঙ্গির আশ্রয় নেয়, যা তার স্বাভাবিক ভঙ্গি বা 'পোজ' নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষি-গণের উচিত হবে এইরূপ অস্বাভাবিক ভঙ্গি বা পোজ যাতে তারা না নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

সনাক্তকরণের সুবিধার জন্য অপরাধীদের সম্মুখ এবং বাম ও ডান পার্শ্বের ফটো তোলা উচিত হবে। এই ফটোত্রয় একত্রে একই ব্লকে সংযুক্ত করে অ্যালবাম সমূহে রক্ষা করা হয়ে থাকে। অপপদ্ধতি বিজ্ঞানের কার্যালয়ের মিউজিয়মে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধীদের প্রতিকৃতিত্রয় দেওয়ালে দেওয়ালে আঁটা থাকে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সহজে তাদের সনাক্ত করতে পারবে। ইঁহাদের কেহ অপপদ্ধতি কার্যালয়ে কোনও কারণে আগমনে অক্ষম হলে তাঁদের বাসগৃহে ফটোচিত্রের অ্যালবামসমূহ প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

পিকপকেট, তালাতোড়, সহজ চৌর্য, প্রবঞ্চক, হত্যাকারী প্রভৃতি অপরাধীদের ফটোচিত্র পৃথক পৃথক স্থানে সন্নিবেশিত করা হয়ে থাকে। এই সকল ফটোচিত্রে দৃষ্ট অপরাধীদের শ্রেণী-উপশ্রেণীর ন্যায় তাদের ফটোচিত্রেরও শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভাগ করে দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ফরিয়াদিগণ তাদের সনাক্ত করতে সক্ষম হতে পারবে। অপরাধীদের ফটোচিত্র দুই প্রকার মূল বিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা—জাতি হিসাবে : ইউরোপীয়, ভারতীয়, অ্যাঙলো-ইণ্ডিয়ান, অ্যাঙলো-বারমিজ, অ্যাঙলো-

চাইনিজ, ইউরেশিয়ান, বাঙ্গালী, ভাটিয়া, মাদ্রাজী, উড়িয়া, দেশবালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, নেপালী, অসমীয়া ইত্যাদি ; এবং অপপদ্ধতি হিসাবে, যথা—বাঙ্গালী পিকপকেট, মাদ্রাজী তালাতোড়, উড়িয়া প্রবঞ্চক, পাঞ্জাবী ডাকাত ইত্যাদি।

অপতদন্ত—পদ্ধতি বিজ্ঞান

অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান নূতন হলেও ইহা সর্বদেশে সমাদৃত হয়েছে। বস্তুত পক্ষে ইহার সাহায্যে অপরাধী নির্ণয় আজ সহজসাধ্য। পরীক্ষা দ্বারা সর্বদেশে ইহার সত্যতা স্বীকৃত হয়েছে। তদন্তকারী রক্ষীদের (তদন্তলব্ধ) সমষ্টিগত অভিজ্ঞতাপুষ্ট নথি-পত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা সৃষ্ট। একজন দক্ষ কারিকরের কারুকার্য কেবলমাত্র তার যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর নির্ভর করে না, বস্তুত পক্ষে ঐ সকল কারিকরের দক্ষতা নির্ভর করে ঐ সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার চাতুর্যের উপর। অনুরূপভাবে অপরাধী এবং অপরাধ সম্বন্ধীয় তথ্য সমূহ কেবলমাত্র সংগ্রহ করলেই কার্য সমাধা হলো না, ঐ সকল তথ্য এমনভাবে নথিভুক্ত করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এই সকল তথ্য অপরাধ-নির্ণয়ে সহায়তা করতে পারবে। বহুবিধ মামলার তদন্ত ব্যপদেশে আমরা অপরাধী, অপরাধ, অপপদ্ধতি, তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ, অপরাধীদের আকৃতি, প্রকৃতি, ব্যবহার, বাসস্থান প্রভৃতি কার্যকরণ সম্বন্ধে বিবিধ রূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকি, কিন্তু ইতিপূর্বে ক্বচিৎ আমরা তাহা সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করেছি ; এবং অভিজ্ঞ রক্ষীদের বদলী হওন, অবসর গ্রহণ বা মৃত্যুর সহিত উহার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এবং ইহার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁদের

স্থলাভিষিক্তগণ বা নবাগত রক্ষিগণ পূর্বগামীদের অভিজ্ঞতার কোনও ফল ভোগ করতে পারে নি, তাদের নূতন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কার্যে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। অধুনাকালে প্রত্যেক অফিসারের তদন্তলব্ধ অভিজ্ঞতা নথিপত্রের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে একত্রে ও এক স্থানে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কাছারীতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে তাহাকে বলা হয়ে থাকে অপপদ্ধতি প্রতিষ্ঠান বা মোডাস্ অপরেণ্ডাই ব্যুরো।

এই অপপদ্ধতি কার্যালয়ে অপরাধী এবং অপরাধ সম্বন্ধে—মাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ পৃথকরূপে লিপিকরণ করা হয়ে থাকে, বিশেষ একপ্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। এই ব্যবস্থায় রক্ষিগণ তদন্ত দ্বারা অজ্ঞাতনামা অপরাধীদের কার্যকরণ এবং অপপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে এই সকল অপপদ্ধতি কার্যালয়ে রক্ষিত নথি-পত্রের সাহায্যে প্রকৃত অপরাধী কে বা কারা তা অবগত হতে সক্ষম হয়েছেন। অপরাধ-নির্ণয়ার্থে এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন অসীম। প্রত্যেক পেশাদারী অপরাধীরা এক এক প্রকার অপরাধে পারদর্শী হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কেহ সাধারণ চুরি, কেহ চামারী, কেহ সিঁদেল চুরি, কেহ প্রবঞ্চনা, কেহ জালিয়াতি, কেহ বা হত্যা প্রভৃতি অপকার্যে লিপ্ত থাকে। এমন কি যারা পিক-পকেট বা পকেটমার তারাও বিভিন্ন পদ্ধতিতে পিক-পকেটের কার্য করে থাকে। এদের কেহ কেহ একক, কেহ কেহ দলবদ্ধভাবে এই অপকার্যে বহির্গত হয়ে থাকে। এদের কেহ পথিককে ছলে বলে বিভ্রান্ত করবার জন্যে কোনও এক বালকের সাহায্য নিয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাত্র একটি দল একটি স্থানে অপ-কার্যে রত থেকেছে। এমন অনেক অপরাধী আছে যারা কেবল রাত্রে চুরি করে, এদের কেউ কেউ আবার মাত্র দিবাভাগে চুরি করেছে। এদের

কেউ কেউ মাত্র য়ুরোপীয় বা হাল ফ্যাশানের বাঙ্গালীর বাড়িতে চুরি করেছে, এদের কেউ কেউ দেশীয় মহল্লায় মাত্র এ দেশীয় ব্যক্তিদের বাড়িতে চুরি চামারী করেছে। এমন কি, এমন অপরাধীও আছে যারা কেবল মাত্র বিখ্যাত হগমার্কেটে চুরি করেছে, অন্য কোথায়ও তারা গমন করে নি। আমি এমন একজন ছিনতাইকে জানতাম যে কেবলমাত্র হগমার্কেটে চুরি করতো, কিন্তু যে-সে দ্রব্যাদি সে স্পর্শ করতো না, সে কেবলমাত্র মেমসাহেবদের ব্যাগ ছিনিয়ে নিতো; কিন্তু যে কোনও য়ূরোপীয় মহিলার দ্রব্যাদি সে গ্রহণ করে নি, সে কেবলমাত্র ভারতে সদ্য আগত মেমসাহেবদের ব্যাগ ছিনিয়ে নিতো। প্রবঞ্চকরা বহুবিধ অপপদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। এক একজন প্রবঞ্চক এক এক পদ্ধতিতে অপকার্য করে এসেছে। একবার কোনও এক পদ্ধতিতে অপকার্যে সফল হলে, অপরাধীরা ঐ বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে অপকার্যে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। বহুস্থলে তারা গুরু পরম্পরায় বিশেষ এক অপ-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়েছে, অন্য কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। শহরাঞ্চলে কোনও অপরাধী নানা কারণে একটি পদ্ধতি ত্যাগ করে অপর এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু অনভ্যাসের কারণে অতি সহজে এবং তৎক্ষণাৎ সে ধরাও পড়ে গিয়েছে। কোনও অপরাধী কদাচ একটির বদলে দুইটি পদ্ধতি মাত্র আয়ত্ত করতে পেরেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়েছে। 'অপরাধ-বিজ্ঞানের' দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন রূপ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উপরোক্ত রূপ অপপদ্ধতি ব্যতীত এক এক অপরাধীর লক্ষ্যস্থলও এক এক প্রকার হয়ে থাকে। কাহারও লক্ষ্য থাকে মন্দিরের প্রতি, কাহারও বা বাসগৃহের প্রতি, কাহারও বা বিপণির প্রতি। এতদ্ব্যতীত

এক এক প্রকার অপরাধীর এক এক প্রকার দ্রব্যের উপর 'তাক' থাকে। অর্থাৎ কেহ চুরি করে সাইকেল, কেহ মাত্র ঘড়ি, কেহ পুস্তক বা কলম ইত্যাদি। এমন কি এক এক অপরাধীর প্রবেশ এবং নির্গমন পথও এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। কেহ পাইপ ধরে বা দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে, কেহ দেওয়ালে, দরজায় বা জানালায় সিঁদ কাটে। এক একজন অপরাধী আবার এক এক প্রকার যন্ত্রাদিও ব্যবহার করে থাকে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদির চিহ্নাদিও বা তদকৃত গহ্বরাদিও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত এমন বহু অপরাধী আছে যারা অপকার্যের পূর্বে গৃহপ্রাঙ্গণে বিষ্ঠা ত্যাগ ক'রে তবে অপকার্য করেছে। কোনও কোনও অপরাধী গৃহাদিতে প্রবেশ করে যদি দেখে মদ্য মজুত আছে তা'হলে উহা হতে একটা বোতল তুলে পান করেছে, এদের কেহ কেহ প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে তাক্ থেকে পান্তা ভাত পেড়ে তা ভক্ষণ করেছে। বহু স্বভাব দুর্বৃত্ত আছে, যারা ঘটনা-স্থলে শিকড়, সিঁদুরমাখা পাতা ফেলে রেখে গিয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত এক একজন অপরাধীর চাল-চলন, কথাবার্তা, হাবভাব প্রভৃতিও এক এক প্রকার হয়ে থাকে। ওদের এক একজন এক এক রূপে হৃতসর্বস্ব ব্যক্তিদের বিশ্বাস উৎপাদন করে থাকে, এদের এক একজনের বচন-চাতুর্য ও কথন-ভঙ্গিও এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। এই সকল অপরাধীরা ধরা পড়লে রক্ষিগণ এদের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এদের কেহ কেহ টেরা বা তোতলা থাকে, কেহ কেহ অত্যন্ত মিষ্টভাষী হয়ে থাকে। এদের কাহারও কাহারও বুটা দাঁত আছে, কাহারও কাহারও বা হাতে আছে বিভিন্ন প্রকারের উল্কি বা আঘাত চিহ্ন। এদের আকৃতি প্রকৃতির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় এদের কার্যকরণ বা অপপদ্ধতি সমূহ, এবং এদের দেশের ঠিকানা, স্থানীয়

বাসস্থান, এবং এদের সাঙ্গোপাঙ্গ এবং আত্মীয় স্বজনের নাম ও ঠিকানা সাবধানে সংগ্রহ করে রক্ষিগণ অপপদ্ধতির কার্যালয়ে নথিভুক্তির জন্য প্রেরণ করে থাকেন। এই সকল অপরাধীর দুই হাতের দশ অঙ্গুলির টিপ এবং পদযুগলের চিহ্ন এবং উহাদের ফটোচিত্রও অপপদ্ধতি কার্যালয়ে রক্ষিগণ প্রেরণ করে থাকেন। এই ভাবে প্রতিটি জিলার প্রতিটি কোতোয়ালী হতে এবংবিধ বহু অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্বন্ধে বহু বিবরণ রক্ষিগণ বছরের পর বছর নথিভুক্তির কারণে অপপদ্ধতি কার্যালয়-সমূহে প্রেরণ করে এসেছেন। এই সকল অপরাধী যদি পুনরায় কোনও এক স্থানে অনুরূপ অপকর্ম করে পলায়ন করতে সমর্থ হয় তা'হলে অপপদ্ধতি কার্যালয়ে বহাল রক্ষিগণ উহাদের পরবর্তী অপকর্মে অনুসৃত অপপদ্ধতি অনুধাবন করে* সহজে বলে দিতে পারেন প্রকৃত অপরাধী কে এবং তাহার সম্ভাব্য বাসস্থানই বা কোথায় ইত্যাদি। এক্ষণে কিরূপ বৈজ্ঞানিক পন্থায় রক্ষিগণ এই সকল নথিপত্রের সাহায্যে অপরাধ নির্ণয় করে থাকেন তাহা বিবৃত করা যাক। এই সকল সংগৃহীত নথিপত্র হতে মাত্র দশটি তথ্য পৃথক করে রাখা হয় এবং ঐ তথ্যানুযায়ী অপরাধীকে সন্ধান করা হয়ে থাকে। নিম্নে এই দশটি তথ্য উদ্ধৃত করা হলো। এইরূপে নথিপত্রের শ্রেণী বিভাগের প্রথম প্রচলন করেন ইংলণ্ডের পুলিশ বিভাগের জনৈক অফিসার স্যার অচারলি C. R. C. CVO। পরে উল্লিখিত দশটি তথ্যের উপর নির্ভর করে স্যার অচারলি বিশেষ বিশেষ ফরমুলাও সৃষ্টি করেছিলেন। কলিকাতা পুলিশে ১৯৪১ সালে বর্তমানে বাংলা পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিশ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ

* পরবর্তী অপকর্মের পদ্ধতিসমূহ তাদের পূর্বতন অপকর্মের পদ্ধতির অনুরূপ হয়ে থাকে। এই উভয়কালের অপপদ্ধতি তুলনা করে রক্ষিগণ প্রকৃত অপরাধী কে, তা বলে দিয়ে থাকেন।

সরকার I. P. অপপদ্ধতি বিজ্ঞানের প্রথম প্রচলন করেছিলেন। কলিকাতা পুলিশের বর্তমান অপপদ্ধতি কার্যালয় তাঁহারই পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত। অপপদ্ধতির এই ফরমূলানুযায়ী সম্ভাব্য অপরাধী কে হতে পারে তা আজ সহজে ব'লে দেওয়া সম্ভব। *

(১) লক্ষ্যস্থল : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'ক্লাশ ওআর্ড'।

(২) প্রবেশ পথ : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'এনট্রি'।

(৩) কর্ম-পন্থা : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'মিনস্'।

(৪) উদ্দেশ্য : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'অবজেক্ট'।

(৫) সময় : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'টাইম'।

(৬) কায়দা : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'স্টাইল'।

(৭) বচন : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'টেল'।

(৮) অনুচর : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'পল'।

(৯) যান-বাহন : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'ট্রান্সপোর্ট'।

(১০) বৈশিষ্ট্য : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 'ট্রেড্‌মার্ক'।

(১) লক্ষ্যস্থল : লক্ষ্যস্থল অর্থে বুঝায় কিরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি বা সম্পত্তি আক্রান্ত হলো। কোনও কোনও অপরাধী বেশ্যা নারীকে বিষপ্রয়োগে অচৈতন্য বা হত্যা করে তাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করে। কোনও কোনও অপরাধী পথিমধ্যে শিশুদের গাত্রাভরণ অপহরণ করতে অভ্যস্ত। কোনও কোনও অপরাধী মাত্র দোকান হতে চালাকির সহিত দ্রব্যাদি অপহরণ করে থাকে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধীর লক্ষ্যস্থল বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে ; যথা,—বিপণি, বাসগৃহ, মন্দির, চলন্ত

* বর্তমান 'পদ্ধতি-বিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকারের এই বিষয়ের একটি প্রবন্ধ অনুসরণ করে লিখিত হয়েছে।

শকট, বেশ্যালয়, ব্যাঙ্ক কাউণ্টার, বাষ্পযান, মেলা ইত্যাদি। এমন কি
লক্ষ্যস্থল 'বাসগৃহ শ্রেণীর' হলেও উহাকে য়ুরোপীয় বাসগৃহ এবং দেশীয়
ব্যক্তির বাসগৃহ, এই দ্বিবিধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।
এক এক শ্রেণীর পিক-পকেট এক এক স্থানে অপকার্য করে থাকে,
যথা,—রাজপথ, বাজার, রেলস্টেশন, মেলা, রেশকোর্স ইত্যাদি।

(২) প্রবেশ পথ: এক এক প্রকার অপরাধী এক এক প্রকার
প্রবেশ পথে গৃহাদিতে প্রবেশ করে থাকে। কেহ দরজা, কেহ বা
জানালা, কেহ বা নর্দামা, কেহ বা ঘুলঘুলি, গৃহে প্রবেশের জন্য বেছে
নিয়ে থাকে।

(৩) কর্মপন্থা: কর্মপন্থা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—
(ক) কি উপায়ে প্রবেশ কার্য সমাধা হলো, অর্থাৎ কেহ কেহ
পাঁচিল টপকে গৃহে প্রবেশ করে, কেহ কেহ খড়া ব'য়ে উপরে উঠে
আসে। এদের কেহ কেহ ছাদ ফুটা করেও গৃহাদিতে প্রবেশ করেছে।
(খ) কিরূপ যন্ত্রাদির সাহায্যে তারা প্রবেশ-পথ তৈয়ারি বা উহা
উন্মুক্ত করেছে। কেহ সিঁদকাটির সাহায্যে বগলি সিঁদ কেটেছে,
কেহ তুরপুন দ্বারা দরজা বা জানালা ছেঁদা করে খিল বা ছিটকানি খুলে
ফেলেছে। এক এক প্রকার অপরাধী এক এক প্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার
করে থাকে। এই সকল যন্ত্রকৃত গহ্বর, চিহ্ন এবং ছিদ্রাদিও বিভিন্ন
প্রকারের হয়ে থাকে। কোনও কোনও সিঁদ-গহ্বর হতে বুঝা গিয়েছে
কোনও বালক বা পূর্ণবয়স্ক কেহ ঐ গহ্বর পথে প্রবেশ করেছিল।
এমন বহু অপরাধী আছে যারা উকার সাহায্যে জানালার গরাদ কেটে
গৃহে প্রবেশ করেছে। *

* কর্মপন্থাকে কেহ কেহ ইংরাজ 'মিনস' এর অনুরূপ "উপায়" বলেও অভিহিত ক'রে থাকেন। কেহ কেহ প্রবেশ-পন্থা শব্দটি অনুমোদন করে থাকেন।

(৪) উদ্দেশ্য : অপরাধের উদ্দেশ্য কি ? চুরি, খুন বা প্রতিশোধমূলক আঘাত বা ক্ষতি করা। উদ্দেশ্য মাত্র অপহরণের হ'লে, কোন্ দ্রব্য অপহরণের তার উদ্দেশ্য। কেহ কেহ মাত্র সাইকেল চুরি করে, কাহারও লক্ষ্য থাকে মাত্র ক্যান বা ঘড়ির উপর। কোনও কোনও চোর মাত্র গবাদি চৌর্য কার্যে পারদর্শী। এক এক অপরাধীর এক এক প্রকার দ্রব্যাদির উপর অধিক তাক দেখা যায়। আপন আপন পরিচিত বামাল গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী তারা বিশেষ বিশেষ দ্রব্য চুরি করে থাকে। এই সকল কারণে আমরা তৈজসপত্র চোর, সাইকেল চোর, গরু চোর, গহনা চোর, কাপড় চোর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার চোরের সন্ধান পেয়ে থাকি। চোরাই দ্রব্যের সনাক্তিকরণের উপর মূলত চুরির মামলার সাফল্য নির্ভর করে, এই কারণে নথিপত্রে সনাক্তিকরণ যোগ্য চিহ্নাদির বিশেষ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক রক্ষীর উচিত অপহৃত দ্রব্যাদির অধিক বিবরণ অপপদ্ধতি কার্যালয়ে প্রেরণ করা। অন্য কোনও সূত্রে অন্য কোনও অফিসার কোনও মালিকবিহীন দ্রব্যাদি উদ্ধার করলে, তাহারা এই অপপদ্ধতি কার্যালয়ে উহাদের যথাযথ বিবরণ দাখিল করে থাকেন। এই উভয় রক্ষী প্রেরিত বিবরণ একরূপ হলে ঐ কার্যালয়ের কর্ম্মচারিগণ তদন্তকারী রক্ষীদের মারফৎ সম্ভাব্য ফরিয়াদীকে ডেকে পাঠিয়ে ঐ সকল দ্রব্যাদি দেখিয়ে বা তাদের দ্বারা তা সনাক্ত করিয়ে থাকেন।

(৫) সময় : কোনও অপরাধী দিবা ভাগে, কেহ কেহ বা রাত্রে অপকার্যে অভ্যস্ত। যে দিনে চুরি করে সে প্রায়ই রাত্রে চুরি করে না। কেহ কেহ মাত্র ভোর রাত্রে চুরি করে। কেহ কেহ মাত্র মধ্যাহ্নকালে অপকার্য করে থাকে। কারণ সাধারণত পুরুষরা এই সময় বাহিরে কার্যে লিপ্ত থাকে। এমন বহু চোর আছে যারা চুরির জন্য

এই সময়টুকুই বেছে নিয়েছে। বহু চোর আছে যারা মাত্র 'সময়ের' সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। অর্থাৎ যে সময় কেহ বাড়ি থাকে না, মাত্র সেই সময়ে তারা ঐ বাড়িতে চুরি করে। অর্থাৎ কি'না তারা সময় বা সুযোগ বুঝে অপকার্য করে থাকে। এই জন্য চতুর রক্ষিগণ অপকার্যের জন্য বিশেষ করে কেহ কোনও এক সময় বেছে নিয়েছে কি'না তা সাবধানে অবগত হয়ে থাকেন। কোনও এক বিশেষ সময়ে 'গৃহিগণ গৃহে থাকবেন না' এই বিশেষ সংবাদ চোরেরা পেলো কি করে এবং কার সাহায্যে তারা এই সংবাদ পেলো তা অবগত হয়ে রক্ষিগণ অপরাধ নির্ণয় করে থাকেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে এক এক জন চোর এক একটি বিশেষ সময় চৌর্যকার্যের জন্য বেছে নিয়ে থাকে।

(৬) কায়দা : অপকার্যের সময় বা অব্যবহিত পূর্বে অপরাধিগণ এক এক প্রকার আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। কেহ নিজেকে ইলেকট্রিক বা জলকলের মিস্ত্রি রূপে, কেহ বা ঘটক, ভিখারী, ক্যানভাসার, ইনসিওরেন্স এজেণ্ট, পুলিশ বা মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী বা আত্মীয় কুটুম্ব রূপে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে।

(৭) বচন (বচন-বিন্যাস) : এক এক জন অপরাধী এক এক প্রকার বাকচাতুর্যের দ্বারা হৃতদ্রব্য ব্যক্তিদের বিশ্বাস উৎপাদন বা সন্দেহ দূরীভূত করে থাকে। অপরাধ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় খণ্ডে 'প্রবঞ্চনা' শীর্ষক প্রবন্ধে এইরূপ বহু প্রকারের বচন বিন্যাসের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অপরাধীদের কায়দা বা স্টাইলের সহিত সামঞ্জস্য রেখে বচন-বিন্যাস বা টেলের অবতারণা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সন্ন্যাসীবেশী অপরাধী সন্ন্যাসীর ন্যায়, ডাক্তারবেশী অপরাধী ডাক্তারের ন্যায় বচন-বিন্যাসের সৃষ্টি করেছে।

(৮) অনুচর : কোনও কোনও অপরাধী একক অপকার্যে লিপ্ত হলেও বহু অপরাধী অনুচর বা সাঙ্গোপাঙ্গ সহ 'দলবদ্ধ' ভাবে অপরাধ করে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাকাতদল বা টপকা ঠগীদের কথা বলা যেতে পারে। বিড গ্যাম্বলার ও টপকা ঠগীগণ বহু লোক সমভিব্যাহারে অভিনয় দ্বারা লোকের মন ভুলিয়ে অর্থাৎ তাদের বিভ্রান্ত করে তাদের অর্থ অপহরণ করেছে। সিঁদেল চোর এবং পিকপকেটরাও চার বা পাঁচ জন একত্রে অপকর্ম করে এসেছে। এই কারণে অপরাধীদের অনুচরদেরও নাম ধাম রক্ষিগণ অপপদ্ধতি কার্যালয়ে নথিভুক্তির জন্য প্রেরণ করে থাকেন। কোনও অপদলে দুই, কোনও অপদলে চার, কোনও অপদলে বা দশজন অনুচর থাকে। দলের লোকের সংখ্যা হতে কোন দল এই অপকার্য করেছে তা'ও বলে দেওয়া সম্ভব। এতদ্ব্যতীত দলের একজন ধরা পড়লে নাম ধাম জানা থাকায় তাদের দলের অপরাপর ব্যক্তিদেরও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

(৯) যান-বাহন : অপকর্মের সুবিধার জন্য বা উহার কারণে এক এক ব্যক্তি বা দল (অপরাধী) এক এক প্রকার যান-বাহন ব্যবহার করে থাকে বা উহাতে অভ্যস্ত হয়। রক্ষিগণ এই শকটাদির চাকার দাগ অনুধাবন করে বা প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হতে অপরাধীদের যানবাহনের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে থাকেন। এদের কেহ কেহ সাইকেল বা রণপা'ও ব্যবহার করেছে। এদের কেহ কেহ জলা-জিলায় ও নদীবহুল স্থানে নৌকাযোগে আগমন ও প্রত্যাগমন করে থাকে।

(১০) বৈশিষ্ট্য : বহুক্ষেত্রে কোনও কোনও অপরাধী বা উহাদের দল মূল অপরাধের সহিত সম্পর্ক রহিত অস্বাভাবিক রূপ কার্যাদিও করে থাকে। মঘেয়া ডোম প্রভৃতি স্বভাব-দুর্বৃত্তরা অপরাধের পূর্বে ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকে। কোনও কোনও (বেদিয়া প্রভৃতি) চৌরদল

শিকড়, সিঁদুর মাখা কড়ি প্রভৃতি পরিত্যাগ করে এসেছে। কোনও কোনও অপরাধী ঘটনাস্থলে পোড়া বাতি বা অর্ধদগ্ধ বিড়ি প্রভৃতিও ফেলে এসেছে, এদের কেহ কেহ গৃহে রক্ষিত মদ্য বা ভাত খাদ্য পান বা ভক্ষণ করে অকুস্থল ত্যাগ করেছে। এদের কেহ কেহ পড়শীদের বাড়ির দরজা দড়ি দিয়ে বন্ধ করে অপকর্মে রত হয়ে থাকে। এমন অপরাধীও আছে যারা আপন কাপড় অকুস্থলে পরিত্যাগ করে গৃহস্থ বাড়িরই এক কাপড় পরিধান করে স্থান ত্যাগ করেছে। কেহ কেহ বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা কুকুরের ডাক বন্ধ করে দিয়ে থাকে। কেহ কেহ ফরিয়াদির গৃহের দুয়ার বার হ'তে তালা বন্ধ করে বা ঐ বাড়ির দুয়ারের কড়া দড়ি দিয়ে বেঁধে অকুস্থল পরিত্যাগ করেছে।

উপরি উল্লিখিত দশটি তথ্য রক্ষিগণ সাবধানে সংগ্রহ করে অপপদ্ধতি কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। এই সকল তথ্য অনুধাবন করে অপরাধীদের পৃথক পৃথক কার্যকরণ, বৈশিষ্ট্য, অপপদ্ধতি প্রভৃতির শ্রেণী ও উপশ্রেণী নির্ধারিত হয়ে থাকে। অপপদ্ধতির এই শ্রেণী, উপশ্রেণী প্রভৃতি অনুধাবন করে অপরাধ বিশেষের প্রকৃত হোতা কে, তা বলে দেওয়া বারে বারে সম্ভব হয়েছে। অপরাধের সময় বা উহার পরে কোনও এক অপরাধী ধরা পড়লে রক্ষিগণ উহার নামধাম হুলিয়া (চেহারার বিবরণ) দেশের ঠিকানা ইত্যাদি সহ উহাদের দ্বারা কৃত অপরাধ সম্পর্কে উপরোক্ত দশটি তথ্যও সংগ্রহ করে অপপদ্ধতি কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। পরবর্তীকালে অনুরূপ অপরাধ করে ঐ অপরাধীরা বেমালুম সরে পড়তে পারলেও রক্ষিগণ পূর্ব সংগৃহীত উপরোক্তরূপ দশটি তথ্য অনুধাবন করে পরবর্তী অপরাধটিও যে ঐ একই অপরাধী দ্বারা সমাধা হয়েছে তা বুঝে সরাসরি তাকেই গ্রেপ্তার করে বারে বারে সুফল লাভ করেছেন। বহু রক্ষীর বহুদিন যাবৎ প্রচেষ্টা দ্বারা যে সকল অভিজ্ঞতা লাঞ্ছিত নথিপত্র

সংগৃহীত হয়েছে বৈজ্ঞানিক পন্থায় তাহাদের শ্রেণী, উপশ্রেণীতে ভাগ করে আমরা জগতের কল্যাণের জন্য অপপদ্ধতি বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছি...এই বিশেষ বিজ্ঞান আমাদের তদন্তের গণ্ডি ক্রমশ স্বল্পায়তন করে নির্ভুল রূপে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

এই সকল নথিপত্রের ইনডেক্সিও বা সূচী তৈয়ারিও আমরা বৈজ্ঞানিক পন্থায় করে থাকি, এইগুলি পদ্ধতি ঘরের আলমারির খোপে খোপে বা উপখোপে সাজিয়ে রাখার মধ্যেও বাহাদুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। তা না হলে অতি সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হতো না। সাধারণত পোস্টকার্ড সাইজের কার্ডে প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে উহা এক একটি খোপে সাজিয়ে রাখা হয়ে থাকে। এই সকল কার্ডকে বলা হয়ে থাকে ইন্ডেক্স বা সূচী কার্ড। এই ইনডেক্স কার্ডে লিখিত বিবরণ হতে যদি কোনও অপরাধীকে কোনও এক অপকার্যের হোতা রূপে সন্দেহ করা হয় তা'হলে রক্ষিগণ অপরাধী বিশেষের ব্যক্তিগত ফাইলের সন্ধান করে থাকেন, এই সকল ফাইলে এক একজন অপরাধীর নাড়ী-নক্ষত্র অর্থাৎ কোষ্ঠীপত্র, জীবনবৃত্তান্ত পর্যন্ত লেখা আছে। কখনও কখনও ইন্ডেক্স কার্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে সন্দেহ করা যে হয় নি তা'ও নয়। বরং বহুক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অপরাধের অপপদ্ধতি হুবহু অনুরূপ রূপেও প্রতীত হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন সব কয়টি অপরাধীকে পাকড়াও ক'রে এনে মামলার ফরিয়াদিকে তাদের দেখানো হয়েছে, ফরিয়াদি হয়তো উহাদের একজনকে সনাক্ত করে বলেছে, "আজ্ঞে হাঁ, ঐ ব্যক্তিই ঐ দিন আমার গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল," ইত্যাদি। কিংবা যদি ঐ সকল অপরাধীকে অকুস্থলে কেহ না দেখে থাকে অর্থাৎ কি'না তারা যদি অলক্ষ্যে অপরাধ করে সরে পড়তে সমর্থ হয়ে থাকে তা'হলেও

রক্ষিগণ তাদের কয়জনকে উপলক্ষ্য করে তদন্ত চালিয়ে বা তাদের বাড়ি তল্লাস করে উহাদের ভিতর প্রকৃত অপরাধী কে, তা' খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। এতদ্ব্যতীত বহুবিধ অপরাধীদের ফটোচিত্রও অপপদ্ধতি কার্যালয়ের সংগ্রহশালায় সংগৃহীত থাকে। বহু ফরিয়াদি এই ফটোচিত্র হতেও বহু অপরাধীকে সনাক্ত করে তদন্তের পথ সুগম করে দিতে পেরেছেন।

বিবিধ অপপদ্ধতির পরিজ্ঞান সূচক সূচীকার্ড ব্যতীত অপপদ্ধতির কার্যালয়ে অপরাধীদের ব্যক্তিগত বিবরণ সম্বলিত সূচীকার্ডও মজুত থাকে। অপরাধীর আকৃতি বা প্রকৃতির মধ্যে যদি কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে, যথা—টেরা চোখো, তোতলা, উঁচু দেঁতো, থ্যাবড়া নেকো, চনচনে প্রকৃতির ইত্যাদি তা'হলে ঐ ব্যক্তির বা অনুরূপ ব্যক্তির নামধাম সূচীকার্ড হতে আরও সহজে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়ে থাকে।

প্রথমে বিশ্বাস হরণের কোনও মামলার সম্বন্ধে বলা যাউক। এইরূপ মামলার সম্ভাব্য অপপদ্ধতিকে আমরা সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি, যথা—এজেণ্ট, ব্যাঙ্কার, চাকর, কেরানী, উকিল, সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ। অর্থাৎ কেহ উকিল রূপে, কেহ চাকর বা কেরানী রূপে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা অর্থ অপহরণ করে থাকে। এইজন্য এক এক দল অপরাধীর নামধাম আমরা উপরোক্ত রূপ এক একটি বিভাগে পৃথক পৃথক রূপে লিপিবদ্ধ করে রাখি, সেই সঙ্গে তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি ইত্যাদির পরিচয়ও। সাধারণ এবং সিঁদেল চৌর্য এবং অপরাপর অপরাধকেও আমরা বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি, যথা—

বিভাগ—২, চৌর্য অপরাধ ; সবল।

শ্রেণী—১, ব্যক্তি হতেঃ উপশ্রেণী—রাহাজানি, বিষপ্রয়োগ, ক্লোরোফর্ম, আঘাত হানা ইত্যাদি।

শ্রেণী—২, বাসভবন : উপশ্রেণী—উত্তম ভবন, য়ুরোপীয় ; ভারতীয় ভবন, মাঠকোঠা। এই সকল উপশ্রেণীরও উপশ্রেণী আছে। যথা—(ক) প্রবেশ পথ, (খ) প্রবেশ পন্থা, (গ) হোটেল, (ঘ) অফিস, (ঙ) গুদাম, (চ) স্কুল, (ছ) বিদ্যালয়, (জ) ক্লাব, (ঝ) দোকান ইত্যাদি।

শ্রেণী—৩, ধর্মস্থান হতে : উপশ্রেণী—গির্জা, প্রবেশ পথ ও পন্থা, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি।

শ্রেণী—৪, জমি হতে : উপশ্রেণী—গ্যারেজ বহির্কক্ষ, অসম্পূর্ণ গৃহ ইত্যাদি।

[কোনও ব্যক্তির বা দ্রব্যাদির, যথা—দরজা, দেওয়াল, জানালা ইত্যাদির উপর বলপ্রকাশের প্রয়োজন হলে, উহাকে আমরা সবল বলি।]

বিভাগ—(খ) চৌর্য অপরাধ ; নির্বল।

শ্রেণী—১, ব্যক্তির নিকট হতে : উপশ্রেণী—(ক) পকেটমার, (i) রেশকোর্স, (ii) ব্যাঙ্ক কাউণ্টার ইত্যাদি। উপশ্রেণী—(খ) ছিনতাই, (i) শিশু দেহ হতে, (ii) নারী দেহ হতে।

শ্রেণী—২, গৃহ, বিপণি, হোটেল ইত্যাদি হতে : উপশ্রেণী—কিরূপ বেশে ? যথা—ভিখারী, সাধু, ফিরিওয়ালা, ভৃত্য ইত্যাদি। এই উপ-শ্রেণীরও উপশ্রেণী আছে, যথা—দোকান-দরজা, বিপণি উত্তোলক, জুয়েলারি দোকান, ইত্যাদি।

শ্রেণী—৩, ধর্মস্থান হতে : উপশ্রেণী—কিরূপ কায়দায় অপহৃত হলো, উহাদের বর্ণাক্ষর অনুযায়ী বিবরণ। (ক) গির্জা, (খ) মসজিদ, (গ) মন্দির, (ঘ) মঠাদি।

শ্রেণী—৪, জমির উপর হতে : উপশ্রেণী—(১) বাইসিকেল, (২) গবাদি, (৩) কুকুর, (৪) মুরগী, (৫) পত্রাদি, (৬) মালপত্র, (৭) মোটর-

কার, (৭খ) মোটর পার্ট, (৭গ) যন্ত্রপাতি, (৭ঘ) রিক্সাদি, হাতগাড়ি ইত্যাদি।

বিভাগ—গ, মিথ্যা ভাঁওতায় ও হাতের কায়দায় অভিভূত করে; উপশ্রেণী, যথা—(১) দ্রব্য নির্মাণের অছিলায় উপকরণ সংগ্রহ, (২) দ্রব্যাদি পাহারা দিবার বা সংরক্ষণ করবার অছিলায় গ্রহণ, (৩) ব্যবসায়ের অছিলায় অর্ডার প্লেশ করা, ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্যাদি ভাড়ায় গ্রহণ করে বা মেরামতের অছিলায় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে ইত্যাদি, (৪) অর্থ সংগ্রহার্থে মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ, (৫) তেতাস খেলা দ্বারা, (৬) গিল্টি করা মুদ্রার সাহায্যে, (৭) জালি মুদ্রার দ্বারা, (৮) বিশ্বাস করিয়ে টপকা ট্রিক, নোট ডবলিঙ, গণৎকার, জালপত্র ইত্যাদি দ্বারা।

বিভাগ—(ঘ), অভিনয় ও চাতুর্য দ্বারা অভিভূত করে।

শ্রেণী—১, প্রত্যক্ষরূপে: (১) চাকুরির বিজ্ঞাপন প্রদান এবং চাকুরিয়াদের নিকট সিকিউরিটি অর্থ গ্রহণ, (২) অর্থাদি চুরি গেছে বা হারিয়েছে, কিংবা কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে ইত্যাদি ব'লে কাহারও নিকট কর্জ গ্রহণ, (৩) ব্যবসায়ের ভাঁওতায়, চাকুরির প্রলোভনে অর্থ গ্রহণ, 'কি' ইত্যাদি, দ্রব্যাদির মিথ্যা অর্ডার, কমিশন এজেন্ট বা অর্থ নিয়োগ ইত্যাদি, (৪) দান ধ্যান: (ক) স্বকীয় প্রয়োজনে দান গ্রহণ, (খ) অলীক দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা খয়রাতি উদ্যোগের নাম করে, (গ) মিথ্যা চেক, যথা—বাজে চেক্, মনিঅর্ডার, সেভিঙস্ ব্যাঙ্ক, বাজে দ্রব্যাদি প্রভৃতির আদান-প্রদান, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত, ক্যানভাসার, বিবাহ-সংক্রান্ত—ধনদৌলত লাভের ইচ্ছায় বারে বারে বিবাহ।

শ্রেণী—২, পরোক্ষরূপে: যথা—লিপিকা বা টেলিগ্রাম প্রেরণ করে বা টেলিফোনে কথা ব'লে এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, (১) দ্রব্য-ক্রয়ার্থে, (২) ব্যবসা সংক্রান্ত কর্জ, ব্যবসা সংক্রান্ত, যথা—দ্রব্যাদির

জন্য জাল অর্ডার, মিথ্যা চাকুরি, প্রবঞ্চনা-অর্ডার ইত্যাদি। দাতব্যের ব্যাপার, যথা—ভিক্ষার জন্য জাল পরিচয়-পত্র। চেক, বাজে পণ্য, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

উপরোক্তভাবে বিভিন্ন অপপদ্ধতি সমূহকে শ্রেণী, উপশ্রেণী,গণ, গোত্র প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক পরিচিত অপরাধীর পরিচয়-পত্রে এবং ইনডেক্স কার্ডে তাদের অপপদ্ধতির দশটি তথ্যও বিশেষরূপে লিখে রাখা হয় এবং উহার সহিত তাদের নাম ধাম, ওরফে, গায়ের রঙ, দেহের উচ্চতা ও গঠন, চক্ষু ও কেশের বর্ণ ও গঠন, বয়স, দেহের বৈচিত্র্য ইত্যাদিও লিখে রাখা হয়।

কোনও এক অপরাধ সংঘটিত হলে কোতোয়ালীর তদন্তকারী রক্ষিগণ কেন্দ্রীয় অপপদ্ধতি কার্যালয়ে লিখে পাঠান, 'অমুক স্থানে এইরূপ এক পদ্ধতিতে অপকর্ম সংঘটিত হয়েছে।' অপপদ্ধতি কার্যালয়ের কর্মিগণ নথিভুক্ত অপপদ্ধতিসমূহ অনুধাবন করে তদন্তকারী রক্ষীদের পত্র দ্বারা জানিয়ে দেন, 'অমুক অমুক অপরাধী হুবহু এইরূপ পদ্ধতিতে অপকর্ম করে এসেছে, আপনারা অমুক অমুক স্থানে তাদের জন্য তল্লাস করুন।' যদি অকুস্থলে কেহ অপরাধীকে দেখে থাকে বা অপরাধের সময় বা উহার পূর্বে কেহ যদি তাদের সহিত কথোপকথন করে থাকে তা'হলে তদন্তকারী রক্ষিগণ কেন্দ্রীয় অপপদ্ধতি কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করে জিজ্ঞাসা করবেন, 'অমুক স্থানের ঐ অপরাধটি এমন একজন অপরাধীর দ্বারা সমাধা হয়েছে যে কি'না তোতলা, যার একটা দাঁত উঁচু. চোখও একটা টেরা বা তার মস্তকে চুল নেই এবং সে তড়বড় করে কথা বলে।' এইরূপ কোনও অপরাধীর বিবরণ অপপদ্ধতি কার্যালয়ে সংগৃহীত আছে কি'না ?' অপপদ্ধতি কার্যালয়ের কর্মিগণ অপরাধীদের বিবরণ সম্বলিত ইন্‌ডেক্স কার্ড পরীক্ষা করে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে

পারবেন, 'হাঁ, ঐরূপ দুইটি অপরাধীর নাম ধাম প্রভৃতি তাঁদের কার্যালয়ে সংগৃহীত আছে। সম্ভবত ঐ দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি ঐ অপকার্যটি সমাধা করে থাকবে। আপনারা উহাদের উভয়েরই সন্ধান এই এই ঠিকানায় এখুনি করুন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ফরিয়াদি উহাদের এক-জনকে অপরাধীরূপে সনাক্ত করতে পারলে এই কার্যালয়ে যেন সেই সংবাদ অচিরে জানানো হয়' ইত্যাদি।

বহু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে কোনও এক কোতোয়ালীর রক্ষিগণ আপন এলাকায় একটি অপকার্যের তদন্তে লিপ্ত আছেন, এদিকে বিশ মাইল দূরের অপর এক কোতোয়ালীতে ঐ অপরাধের অপরাধী অপহৃত দ্রব্যাদি সহ সন্দেহ বশে ধরা পড়েছে, কিন্তু সে তদকৃত অপরাধ সম্বন্ধে কোনও স্বীকৃতি ঐ কোতোয়ালীতে না দেওয়ায়, পূর্বতন কোতোয়ালীর অফিসারগণ তাঁদের তদন্তাধীন মামলার অপহৃত দ্রব্যাদি যে পাওয়া গিয়েছে তার সংবাদ অবগত হতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় অপপদ্ধতি কার্যালয় স্থাপনের পর তদন্তকারী অফিসারদের এই দারুণ অসুবিধা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে, কারণ উভয় কোতোয়ালীর রক্ষিগণ উপরোক্তরূপ ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রয়োজনায় সমাচার কেন্দ্রীয় অপপদ্ধতি কার্যালয়ে প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবেন। এইভাবে তদন্তকারী রক্ষিগণ কোনও অপরাধী অপহৃত দ্রব্যাদি সহ অন্য কোনও কোতোয়ালীতে সন্দেহ বশে ধরা পড়েছে কি'না তা অপপদ্ধতি কার্যালয়ের মারফৎ অবগত হয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। অপপদ্ধতি কার্যালয়ে বহাল রক্ষিগণও অপরাধীর এবং অপহৃত দ্রব্যাদির বিবরণের সামঞ্জস্য হতে উহাদের কোন কোতোয়ালীতে প্রয়োজন হবে তা বুঝে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন।

[বহুক্ষেত্রে কোনও এক থানার এলাকায় কোনও এক শিশু হারিয়ে

গিয়েছে, এদিকে ঐ শিশুটিকে অপর এক নিকটবর্তী বা দূরবর্তী থানায় কেহ জমা দিয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রেও অপপদ্ধতি কার্যালয়ের সাহায্য অপরিহার্য। প্রথমোক্ত থানায় শিশু হারানোর সংবাদ পৌঁছলে ঐ থানার থানাদার অপপদ্ধতি কার্যালয় হতে জেনে নেন ঐরূপ বিবরণের কোনও শিশু অন্য কোনও থানায় জমা হয়েছে কি না।]

কোনও এক অপকার্যের বিবরণ হতে কিরূপ উপায়ে প্রয়োজনীয় দশটি পদ্ধতি-প্রকরণ বা তথ্যাতথ্য বেছে নেওয়া হয় তা এইবার বুঝানো যাউক। এই সম্বন্ধে ১৯৩৪ সালে শ্যামপুকুর থানার এলাকায় সংঘটিত একটি হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিম্নে উল্লেখ করবো। অপরাধিগণ একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অর্থাপহরণ করার উদ্দেশ্যে বহুস্থানে এইরূপ বহু হত্যা-কার্য সমাধা করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা মাত্র নিম্নে উল্লিখিত মামলায় ধরা পড়ে কারাবরণ করে।

"অমুক রাস্তায় অমুক বৃদ্ধ তার প্রৌঢ়া স্ত্রী, যুবক পুত্র এবং যুবতী পুত্রবধূ ও তাদের একটি শিশু-সন্তান সহ একটি দশ কামরা যুক্ত মাঠকোঠায় বসবাস করতো। অমুক বৃদ্ধ স্বয়ং ঐ বাটীর মালিক ছিল এবং তেজারতি কারবার দ্বারা ভদ্রলোক বহু অর্থও সংগ্রহ করেছিল। ঘটনার মাত্র সাতদিন পূর্বে কিষণচাঁদ নামক এক ব্যক্তি তাদের বাটীর বহির্দেশের তিনখানি ঘর বসবাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিল। এর পাঁচ বা ছয় দিন পর তার এক ভাতিজা, নাম নিমুচাঁদ তার ঘরে অতিথি হয়। ঐ দিনই বিকালে কিষণচাঁদ স্বগ্রাম হতে একটি পত্র পায়। এই পত্রে লেখা ছিল, তার একটি পুত্র হয়েছে। পত্রখানি সে বাড়িওয়ালাকে দিয়েই পড়িয়ে নিয়েছিল। এর পর এই উপলক্ষ্যে এক পূজাপার্বনের ব্যবস্থা কিষণচাঁদ ঐ বাড়িতে করবে ঠিক করলো। ঘটনার দিন রাত্রে পুরোহিতের সাহায্যে কিষণচাঁদ এবং নিমুচাঁদ এক পূজাপার্বনও সমাধা করে। রাত্রি

১২টার সময় কিছু মিঠাই ও এক হাঁড়ি রাবড়ি তারা বৃদ্ধ বাড়িওয়ালার স্ত্রীকে দিয়ে এসেছিল। ঐ শাশুড়ী ঠাকরুণ নিজের পুত্রবধূকে কিছু মিঠাই খেতে দিলেও প্রাণ ধরে তাকে রাবড়ি দিতে পারেনি। রাবড়ি সে তার স্বামী, পুত্র এবং পৌত্রকে খাইয়ে, গোপনে নিজেও উহার কিছুটা খেয়ে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরই বধূ শুনতে পেলো, পাশের ঘরগুলো হ'তে গোঁ গোঁ আওয়াজ। অবস্থা বুঝে সে হাঁক ডাক শুরু করে দিয়েছিলো। অপরাধীদের ধারণা ছিল পুরা পরিবারটি নিহত হবে, কারণ রাবড়িতে উগ্র বিষ ছিলো এবং এর পর তারা সিন্দুক ভেঙে তাঁদের ধনদৌলত অপহরণ করে নির্বিঘ্নে পলায়ন করবে। পুত্রবধূটি যে প্রসাদী রাবড়ি খাবে না তা তাদের ধারণার বাইরে ছিল। হৈ-হল্লা শুরু হওয়া মাত্র তারাও নিঃশব্দে তাদের তৈজসপত্র সহ গৃহত্যাগ করলো। কিন্তু ভগবানের মার, যাবে কোথা? পথিমধ্যে তৈজসপত্র সহ মূল অপরাধীকে একজন টহলদার সিপাহী সন্দেহক্রমে ধরে শ্যামপুকুর থানাতেই আনলো, মূল অপরাধ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ না জেনেই। প্রত্যুষে থানার সেকেণ্ড অফিসারের কাছে আসামী কিষণচাঁদ বিবৃতি দিল যে সে জোড়াবাগানের এক ভাড়া কামরায় বসবাস করে এবং সে একজন ফেরিওয়ালা। ঐ সকল নিজস্ব তৈজসপত্র সহ সে হাওড়া যাচ্ছিল রাত্রের ট্রেনে দেশে যাবার জন্য, নৌকাযোগে গঙ্গা পার হয়ে। দেশে যাবার তাগিদ সহ একটা জরুরি চিঠিও সে পেশ করেছিল।

থানার সেকেণ্ড অফিসার ঐ সন্দেহভাজন ব্যক্তি সহ জোড়াবাগানের বাড়িতে তদন্ত করে জানলো যে সে ঐ বাড়িতেই থাকে, দুই চার দিন মাত্র তাকে দেখা যায় নি ইত্যাদি। এদিকে সেকেণ্ড অফিসার আসামী সহ তদন্তে বার হয়ে যাবার অব্যবহিত পরে উপরোক্ত হত্যার মামলা থানায় রুজু হয়ে গিয়েছে। আমি স্বয়ং অকুস্থলে তদন্ত সমাধা করে বেলা

বারোটায় ঐ পরিবারের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি—ঐ পুত্রবধূ সহ থানায় ফিরেছি এমন সময় সেকেণ্ড অফিসার আসামী কিষণচাঁদকে নিয়ে থানায় ঢুকে বললো, 'এর বাড়িঘর আছে স্যার, তৈজসপত্রও ওর নিজেরই। অতএব একে জামিনে ছেড়ে দিই।' এই সময় ফরিয়াদি মহিলা (পুত্রবধূ) চিৎকার ক'রে বলে উঠলো, 'এই যে আসামী পাকোড় গয়া।' এই যুগে অপপদ্ধতি কার্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। দৈবক্রমে এইভাবে দেখা সাক্ষাৎ না হলে, অপরাধী দৈবক্রমে ধরা পড়েও জামিনে ছাড়া পেয়ে পলায়ন করতে সমর্থ হতো। আমরা আসামী কিষণচাঁদকে নিয়ে অকুস্থলে যাওয়া মাত্র পাড়ার সকলেই তাকে সনাক্ত করে বললো যে, এই ব্যক্তি সাতদিন যাবৎ ঐ বৃদ্ধ বাড়িওয়ালার বাটীতে তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল। আসামী কিষণচাঁদের মতন একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে দুই স্থলে বাড়ি ভাড়া করা সম্ভব বা প্রয়োজন ছিল না। এই 'দুইটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া' রূপ বিশেষ আচরণও আদালতে অপরাধীর পরিবৈশিক প্রমাণ রূপে প্রযুক্ত হয়েছিল। প্রত্যেক অপরাধীরই দশ দশ বৎসর ক'রে মেয়াদ হয়ে যায়। পরে জানা গিয়েছিল যে এই দল অনুরূপ ভাবে অন্যান্য বহু স্থানেও হত্যা ও লুণ্ঠন কার্য সমাধা করেছে।"

এক্ষণে উপরোক্ত কাহিনী হতে আমরা নিম্নোক্তরূপে দশটি প্রয়োজনীয় তথ্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তুলে নিতে পারি।

(১) লক্ষ্যস্থল : ধনী গৃহস্থের বাড়ি ; যারা বাড়ি ভাড়া দেয় এবং সেই বাড়িতে নিজেরাও বসবাস করে, ইত্যাদি।

(২) প্রবেশ পথ : সাধারণ প্রবেশ পথে ; এই তথ্যটি সাধারণত সিঁদেল চুরির ব্যাপারে প্রযোজ্য। কারণ ঐ সকল অপকার্যে প্রবেশ পথের প্রশ্ন বিশেষ করে উঠে।

(৩) কর্মপন্থা : ভাড়া নিব ব'লে আলাপ করে গৃহে প্রবেশ। এই প্রশ্নও সিঁদেল চুরি প্রভৃতি ব্যাপারে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

(৪) উদ্দেশ্য : বাক্স প্যাঁটরা ভেঙে ধন দৌলত অলঙ্কারাদি অপহরণ করা।

(৫) সময় : গভীর রাত্রি, সাধারণত রাত্রি ১২টার পর যাতে তারা রাত্রিযোগে পলায়ন করতে পারবে।

(৬) কায়দা : নিজেকে ফিরিওয়ালা রূপে পরিচয় দিয়ে বাটী ভাড়া নিয়ে গৃহস্থের সহিত একত্রে বসবাস করা এবং তৎপর প্রসাদ পরিবেশনের অছিলায় বিষযুক্ত খাদ্য প্রদান করে গৃহস্থকে অচৈতন্য করা।

(৭) বচন : দেশের বাড়িতে পুত্র-সন্তান হয়েছে এই বলে পূজা পার্বনের ব্যবস্থা করা।

(৮) অনুচর : এদের দলে, কিষণচাঁদ, নিমুচাঁদ, পুরোহিত নারায়ণ মালাকার, বাদল ইত্যাদি। সকলেই কলিকাতায় ও হাওড়ায় বাস করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ফাইল নং ৫০—অমুক সালের দ্রষ্টব্য, ইত্যাদি।

(৯) যান-বাহন : পদব্রজে এসেছে এবং পদব্রজেই পলায়ন করেছে। অন্য কোনও যান-বাহন ব্যবহার করে নি।

(১০) বৈশিষ্ট্য : বৈশিষ্ট্য বিশেষ দেখা যায় নি। তবে তাদের তৈজসপত্রসহ তারা পলায়ন করেছে। অকুস্থলের নিকট দোকানাদিতে তারা প্রাত্যহিক আহারের জন্য সওদা করেছিল।

এই সম্বন্ধে অপর একটি কাহিনীর অবতারণা করবো। কোনও এক গৃহস্থ সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখলো, তার শয়ন কক্ষে অবস্থিত আলমারি ভেঙে মাত্র অলঙ্কার ও বস্ত্র চুরি হয়ে গিয়েছে এবং ভদ্রলোক এ'ও দেখতে গেলেন যে অপরাধীরা উঠানে বিষ্ঠা ও দুইটি পোড়া বিড়ি পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছে এবং তারা প্রাঙ্গণে ঢুকেছিল সদর

দরজার খিল শিক দিয়ে খুলে। কাঠের খিলের তলদেশে লৌহ শিকের দাগও দেখা গিয়েছিল। অর্ধঘণ্টা পরে টহলদারী সিপাহীরা অপরাধী দুইজনকে অপহৃত দ্রব্য সহ রাজপথে ধরে ফেলে। এরা এই সময় সাইকেলে করে দ্রব্য সহ পলায়ন করছিল। একজন প্রতিবেশী এমন সাক্ষ্যও দিলেন যে রাত্রি দুইটায় তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ি ফিরছিলেন এমন সময় এই দুই ব্যক্তিকে সাইকেল সহ অকুস্থলের নিকট ঘোরাঘুরি করতে দেখে তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেছিল যে তারা করপোরেশনে কাজ করে, গ্যাসবাতির মিস্ত্রি। ধৃতিকৃত অপরাধীদের নাম কিবনিয়া ও মদনিয়া। তারা তাদের বিবৃতিতে বলে যে তাদের অপর দুইজন সাকরেদের নাম, হুপুমনিয়া এবং রুকমনিয়া।

এক্ষণে উপরোক্ত কাহিনী হতে আমরা নিম্নোক্তরূপে দশটি প্রয়োজনীয় তথ্য বিজ্ঞানসম্মত রূপে তুলে নিতে পারি।

(১) লক্ষ্যস্থল : গৃহস্থবাড়ি, (২) প্রবেশ পথ : সদর দরজা, (৩) উপায় : শিক দিয়ে দরজা খুলে, (৪) উদ্দেশ্য : অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি, (৫) সময় : রাত্রি, (৬) কায়দা : করপোরেশন কর্মচারীর পরিচয়ে, (৭) বচন : মিস্ত্রির কার্যে এসেছে ব'লে, (৮) অনুচর : হুপুমনিয়া রুকমনিয়া ইত্যাদি, (৯) যান-বাহন : সাইকেল, (১০) বৈশিষ্ট্য : বিষ্ঠা ত্যাগ ও পোড়া বিড়ি।

[অপরাধীরা বহুপ্রকার যান-বাহন ব্যবহার করে থাকে। যথা—ঝুড়ি, গরুর গাড়ি, কাপড়ের থলি, চটের থলি, মুটে, সাইকেল, হাতগাড়ি, মোটর যান, ঘোড়ার গাড়ি। অপরাধীদের ব্যবহৃত যান-বাহন সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার উহাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলবো। যথা—দ্রব্যাদি ছড়ানো, ভিতর হ'তে দরজা বন্ধ রাখা, বাতি জ্বালানো, বস্ত্রাদি বদলানো, খাদ্য ভক্ষণ, কুকুরকে স্তব্ধ করা, সংবাদ সংগ্রহার্থে অনুচর নিয়োগ, শব্দদ্বারা ভাতি প্রদর্শন, দেহে চিহ্নাদি ধারণ ইত্যাদি।]

উপরোক্ত ভাবে আমরা যান-বাহন এবং বৈশিষ্ট্যমূলক দুইটি তথ্যকে অপরাধ-নির্ণয়ের সুবিধার জন্য বহু ভাগে বিভক্ত করে থাকি। এক একটি উপশ্রেণীর এক একটি ইনডেক্স কার্ড তৈরি করে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও যান-বাহন অনুযায়ী আমরা রেকর্ড হতে অপরাধীদের খুঁজে বার করে থাকি। অনুরূপভাবে অপরাপর তথ্যসমূহও কার্যের সুবিধার জন্য শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

অপপদ্ধতি কার্যালয়ে অপপদ্ধতির বিবিধ সংবাদের সহিত, অপহৃত দ্রব্যাদি এবং ফিরে পাওয়া দ্রব্যাদির সংবাদও ইনডেক্স কার্ডের সাহায্যে রক্ষা করা হয়। এই দ্রব্যাদি দুই শ্রেণীতে মূলত বিভক্ত থাকে, যথা—নম্বরী ও বেনম্বরী। নম্বরী দ্রব্য যথা—ঘড়ি, সাইকেল, বাক্স, কারেন্সি নোট, পিস্তল ও বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র। এই সকল দ্রব্য সমূহের সংবাদও সহজে খুঁজে বার করবার জন্য আমরা উহাদের বৈশিষ্ট্য ও মেক অনুযায়ী শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি। গ্রামোফোন, রেডিও সেট প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ পৃথকভাবে নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে। বেনম্বরী দ্রব্যাদির বিবরণ ও মার্কা, ওজন প্রভৃতিও পৃথকভাবে নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে।

অপরাধীদের ইতিবৃত্ত প্রস্তুত করবার সময় তাদের নাম, ধাম, বয়স, আকৃতি, প্রকৃতি, যারা তাদের জামিন হয়েছে বা তাদের মামলার তদ্বির করেছে বা তাদের সঙ্গে হাজতে বা জেলে দেখা সাক্ষাৎ করেছে, তাদের নাম এবং তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরও নাম ধাম লিপিবদ্ধ করা উচিত।

অপরাধীদের দৈহিক বিবরণ নিম্নোক্তরূপে বিবৃত করা উচিত হবে, যথা—

(১) বয়স, (২) দৈর্ঘ্য, (৩) গঠন : যথা—পাতলা, মোটা, সরলাকৃতি,

কোলকুঁজো, কুঁজ, সম্মুখ ঝোঁকা, চওড়া ইত্যাদি। (৪) কেশ : কালো, সোনালী, কোঁকড়ানো, টাক, ছাঁট, বিন্যাস। (৫) ভ্রূ : স্থূল, সরু, ধনুকাকার, সরল, উভয় ভ্রূর সংযোগ ইত্যাদি। (৬) কপাল : উঁচু, নীচু, সরল, নাবান, চওড়া, সরু ইত্যাদি। (৭) চক্ষু : বৃহৎ, ক্ষুদ্র, উভয় চক্ষুর ফাঁক, চক্ষুর পাতার রঙ, টেরা, ছোট, বড়, চিতান চক্ষু, চক্ষুমণির রঙ, ডিফেক্ট ইত্যাদি। (৮) দৃষ্টি : অপলক, দীর্ঘ, হ্রস্ব, চশমা ইত্যাদি। (৯) নাসিকা : বৃহৎ, ক্ষুদ্র, থ্যাবড়া, মোটা, পাতলা, বাঁকা, ডানে বা বামে ইত্যাদি। (১০) চিবুক : সুপুষ্ট, উঁচু, নীচু ইত্যাদি। (১১) মুখবিবর : বন্ধ, বড়ো বা ছোটো, দেঁতো ইত্যাদি। (১২) ওষ্ঠ : স্থূল, চিকন, ছুঁচালো ইত্যাদি। (১৩) আঙুল : লম্বা, ছোট, মোটা, ছুঁচালো, বিকৃত ইত্যাদি। (১৪) গণ্ড : বহির্মুখী, অন্তর্মুখী, চোকা, দ্বিধা-বিভক্ত ইত্যাদি। (১৫) চোয়াল : চৌকা ইত্যাদি। (১৬) কর্ণ : লম্বা, ছোট, বৃহৎ, বহির্মুখী, ছিদ্রযুক্ত, ওপরে বা নিম্নে, কালা ইত্যাদি। (১৭) আনন : লম্বা, গোল, হাসি হাসি, গম্ভীর, মুখের রেখা ইত্যাদি। (১৮) গাত্রবর্ণ : ফর্সা, কালো, শ্যামবর্ণ, মাজা রঙ ইত্যাদি। (১৯) দাড়ি : উহার রঙ, লম্বা, মাঝারী, ফ্রেঞ্চকাট ইত্যাদি। (২০) গোঁফ : ছাঁটাই, বাটারফ্লাই, লম্বা, পাকানো, ছোট, উহাদের বর্ণ, ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত অপরাধীদের কাটার দাগ, জন্মচিহ্ন, আঁচিল, আব, উল্কি-চিহ্ন এবং তাদের অবস্থান, যথা—মাথা, কপাল, গণ্ড, হাত পা, বক্ষ ইত্যাদি স্থানে ; দেহের বিকৃতি, কুষ্ঠ, শ্বেত রোগ, অঙ্গহানি, এবং বচন ও চলন ভঙ্গি, দৃষ্টি, তোতলামি, ভ্রূ কোঁচকানোর অভ্যাস, মুদ্রা দোষ, গতি, সাধারণ অভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি, যথা—আঙটি, তাবিজ ইত্যাদি সম্বন্ধেও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

এক এক প্রকৃতির অপরাধী এক এক প্রকার অপরাধ করে থাকে।

তা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। যথা—যারা পকেটমারে, তারা সিঁদ কাটে না বা প্রবঞ্চনা অপরাধের মধ্যে থাকে না। যে সকল অপরাধী ডাকাতি, হত্যা, ইত্যাদি অপরাধ করে তারা পিকপকেট বা তালা ভাঙা প্রভৃতি অপকার্যে লিপ্ত থাকে না। বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধীদের বিভিন্ন রূপ অপপদ্ধতি অনুধাবন করে আমরা উহা নির্ভুল রূপে প্রমাণিত করেছি। কিন্তু এই সম্বন্ধে ব্যবহারিক মনস্তাত্বিক অনুসন্ধানেরও একটি বৃহৎ ক্ষেত্র উন্মুক্ত আছে। অধুনাকালে বহুবিধ যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যাহার দ্বারা মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়া নির্ভুল রূপে অঙ্কিত হয়ে যায়। আমার মতে যদি পিকপকেট অপকর্মের একটি দৃশ্যপট (ছবি) কোনও এক পিকপকেটকে দেখানো যায় তা'হলে উহা তার মনে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া আনয়ন করবে, কিন্তু ঐরূপ ব্যবস্থা তাহা দ্বারা কোনও সিঁদেল চোরের মনকে একটুও অভিভূত করবে না। অর্থাৎ স্টেথিসস্কোপ বা ঔষধাদি জনৈক ডাক্তারকে যেরূপ আগ্রহশীল করবে সেইরূপ আগ্রহশীল একজন উকিলকে কোনও অবস্থাতেই করবে না ইহার কারণ মানুষের দীর্ঘ দিনের অভ্যাস, পেশাগত আগ্রহ ও চিত্ত-প্রস্তুতি। ঐ সকল যন্ত্র কোনও ডাক্তারের হস্তে বা বক্ষে সংযুক্ত হলে ঐ স্টেথিসকোপ (দৃষ্টে) যেরূপ কম্পনের সৃষ্টি করবে, সেইরূপ কম্পন উকিলের দেহে উহা সংযুক্ত হলে কখনও সৃষ্টি করবে না। মনের গতির সহিত, রক্ত চলাচল, শ্ব সক্রিয়া, স্নায়ুর প্রভাব প্রভৃতিরও পরিবর্তন ঘটে, এই কারণেই যন্ত্রের স্টাইলাস ড্রামের উপর বিভিন্ন প্রকারের কার্ভের সৃষ্টি করে থাকে। গ্যালভানিক টেস্ট বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক টেস্টের দ্বারাও এইরূপ পরীক্ষা আরও উত্তমরূপে করা চলে। আমি বিশ্বাস করি যে এই সকল যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে কোনও অপরাধী একজন পকেটমার, সিঁদেল চোর বা খুনে তা বলে দেওয়া

সম্ভব। পকেটমারা, খুন, সিঁদেল চুরি প্রভৃতির দৃশ্যপট বিভিন্ন প্রকার অপরাধীকে দেখিয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে এই অভিনব পরীক্ষা চালালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা করা যাবে।

অপরাধীদের অপপদ্ধতির ন্যায় অপরাধ-নির্ণয়েরও শ্রেণী ও উপশ্রেণী আছে। ট্র্যাপিঙ ও ফাঁদকল অপরাধ-নির্ণয়ের একটি উপায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ট্র্যাপিঙ পদ্ধতির উপশ্রেণী সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। ট্র্যাপিঙ দুই প্রকারের, যথা—(১) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। যখন রক্ষিগণ ব্যবসাদার বামাল গ্রাহক প্রভৃতির ভূমিকায় অভিনয় করে প্রত্যক্ষরূপে অপরাধীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করে, তখন উহাকে আমরা বলি প্রত্যক্ষ ট্র্যাপিঙ। এই প্রত্যক্ষ ট্র্যাপিঙ-এর বহু উদাহরণ বর্তমান পুস্তকের ট্র্যাপিঙ শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি, এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যখন রক্ষিগণ সাক্ষাৎভাবে অপরাধীদের সহিত সংযুক্ত হন না, অর্থাৎ যখন রক্ষীরা অজানা অপরাধীকে বেটিঙ বা চার দ্বারা প্রলুব্ধ করে নিজেদের নিকট আনয়ন করেন, তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ ট্র্যাপিঙ। ধরা যাউক, কোনও এক স্থান হতে প্রায়ই সাইকেল চুরি হচ্ছে। এইরূপ অবস্থায় একটি সাইকেল ব্যাঙ্কের বা পোস্ট অফিস বা মার্কেটের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে রেখে, রক্ষিগণ ছদ্মবেশে অপেক্ষা করতে থাকেন। দূর হতে কোনও অপরাধীকে ঐ সাইকেল স্পর্শ করতে দেখা মাত্র তাঁরা ছুটে এসে তাকে পাকড়াও করে থাকেন। এইরূপ পদ্ধতিতে অপরাধ-নির্ণয় পরোক্ষ ট্র্যাপিঙ-এর একটি দৃষ্টান্ত। ময়দানে বা নিরালা স্থানে ভ্রমণরত দম্পতিকে মারধোর করে অলঙ্কার অপহরণ কোনও কোনও অপদল প্রায়ই করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় একজন রক্ষী নারীর বেশে স্ত্রীর ভূমিকায় এবং অপর একজন রক্ষী সাধারণ বেশে স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করেও বহু দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। এই

পদ্ধতিতে অপরাধ-নির্ণয়কেও রক্ষিগণ ট্র্যাপিঙ-এর পরোক্ষ পদ্ধতিরূপে অভিহিত করে থাকেন।

[বহু ক্ষেত্রে অলীক-নিয়োগ বা ভুয়া চাকুরি দ্বারাও অপরাধ-নির্ণয় করা হয়ে থাকে। কোনও এক রক্ষী বা তাঁর নিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের যোগসাজসে অফিস বা ফ্যাক্টরিতে চাকুরির আবেদন করেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষও সত্যকার কর্মপ্রার্থীদের সহিত উহাদেরও চাকুরীতে নিয়োগ করে থাকেন। ইহার পর তাঁরা অসাধু কর্মচারীদের সহিত মিলামিশা করে কি উপায়ে এবং কখন তারা চুরি করে থাকে তা জেনে প্রমাণসহ তাদের ধরে ফেলেন বা গোপনে ধরিয়ে দেন।

সাধারণ ও চলচ্চিত্র ক্যামেরার সাহায্যেও অপরাধ-নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় কোন্ ব্যক্তি কি কি করেছে তা ফটো-চিত্রের সাহায্যে অবগত হওয়া যায়। এই জন্য দাঙ্গাস্থলে ফটোযন্ত্রসহ রক্ষিগণ দ্রুত গমন করে থাকেন।]

S. C. E. R. T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর : শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

প্রণীত

—অন্যান্য গ্রন্থ—

অপরাধ-বিজ্ঞান

১ম—৮ম খণ্ড।

১ম খণ্ড—৬৲ ৫ম খণ্ড—৬৲

৬ষ্ঠ খণ্ড—৫৲

অন্যান্য প্রতি খণ্ড—৪৲

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান ৫৲

মুণ্ডহীন দেহ ৩·২৫

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী (১ম) ৩৲

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী (২য়) ৩৲

অন্ধকারের দেশে ৩·৫০

দুই পক্ষ ২·৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৬